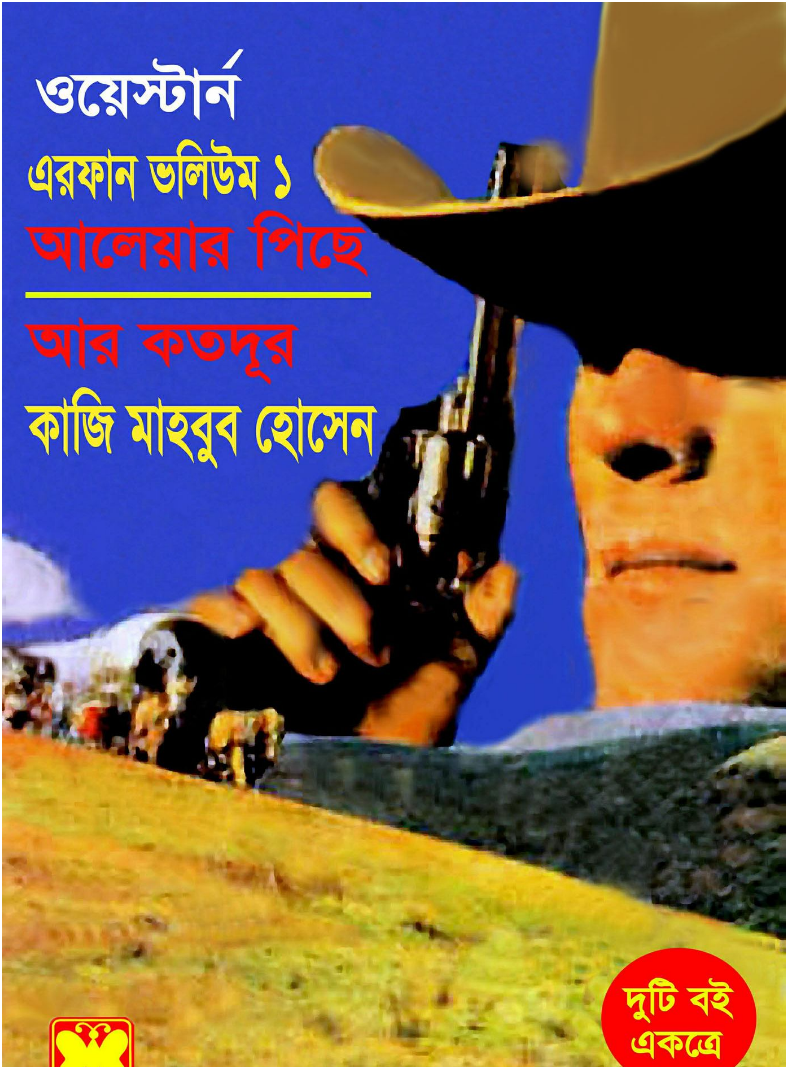
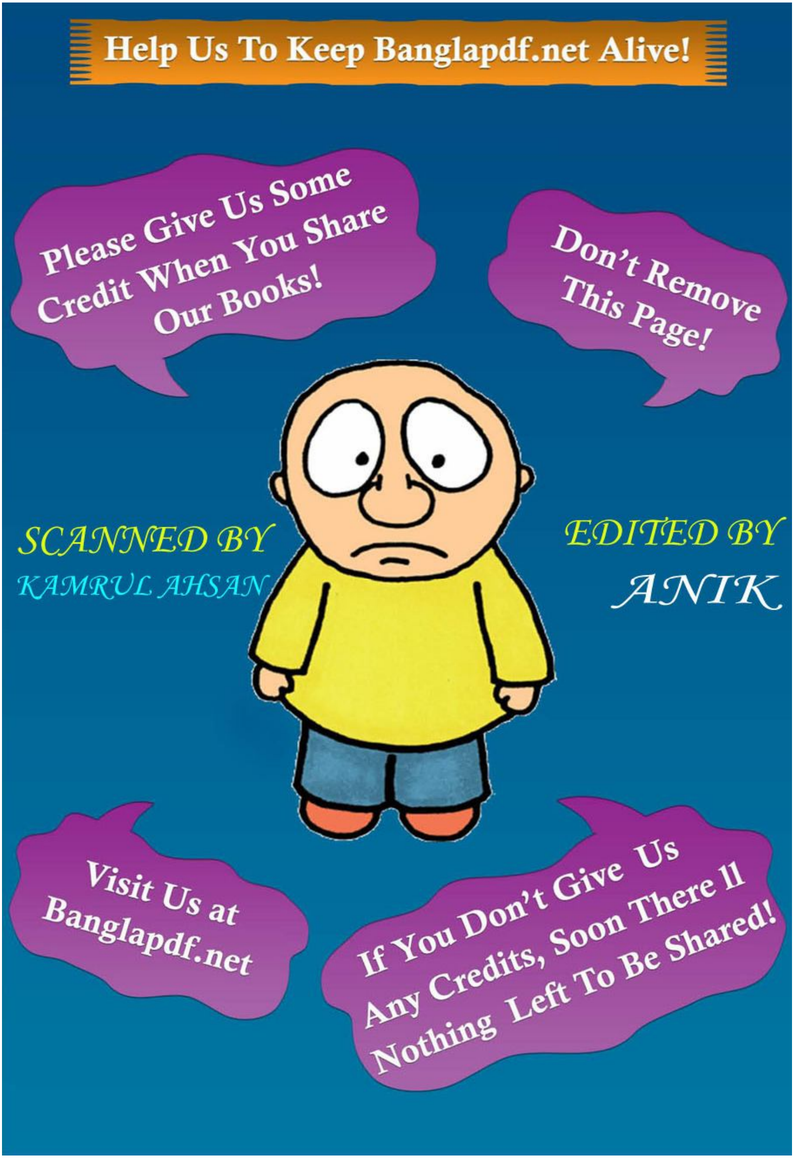

ওয়েস্টার্ন
এরফান ভলিউম ১
আলেয়ার পিছে
আর কতদূর
কাজি মাহবুব হোসেন
দুটি বই একত্রে
সেবা প্রকাশনী


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
SCANNED BY
KAMRUL AHSAN
EDITED BY
ANIK
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

আলেয়ার পিছে

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৮৩

এক

ডেডউড গাল্‌শ্‌ স্টেজ স্টেশন। 'স্যামস্ ইন' হোটেলের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল যুবক। হোটেলের সামনে কাঠের রেলের সাথে ঘোড়াটাকে বেঁধে তীক্ষ্ণ নজরে একবার চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল সে। তারপর একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে স্টেজ কোচ এসে পৌঁছানোর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটার কালো ফেল্ট-হ্যাটটা সামনের দিকে একটু নামানো। একটা সাদা আর ব্রাউন ডোরা কাটা কর্ডের জ্যাকেট, বাকস্কিনের শার্ট আর নীল জীনসের প্যান্ট তার পরনে। পায়ে উঁচু গোড়ালির স্টার বুট। বুটের পিছনে সুন্দর নক্সা করা একজোড়া ক্যালিফোর্নিয়া স্পার ঝুলছে। খাপের ভিতর থেকে কোমরের দুপাশে দুটো হাতির দাঁতের বাঁট দেখা যাচ্ছে। ক্ষিপ্রগতিতে ব্যবহারের জন্যে দুটো খাপেরই নিচের দিক চামড়ার ফিতে দিয়ে পায়ের সাথে বাঁধা। আকৃষ্ট করার মত বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা যুবকের। দেখেই বোঝা যায় শক্ত ধাতুতে তৈরি।

'শাইয়্যান এন্ড ব্ল্যাক হিলস্ স্টেজ লাইন' গর্ব করে তারাই পশ্চিমের সবচেয়ে ভাল স্টেজ সার্ভিস। দূরে দেখা গেল কাত হয়ে মোড় নিয়ে আবার সোজা হয়ে ছয় ঘোড়ার স্টেজ কোচটা ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসছে। হোটেলের সামনে এসে থামল ওটা। বন্ধু ও আত্মীয়েরা অনেকেই যাত্রীদের অভ্যর্থনা করতে এসেছে। আশপাশে বেশ ভিড়।

শাইয়্যান থেকে ডেডউড গাল্‌শ্‌ পর্যন্ত সারাটা পথই ও স্টেজ কোচের সাথে সাথে এসেছে। কেবল শত্রুভাবাপন্ন ইন্ডিয়ানদের আক্রমণ থেকে পরস্পরকে রক্ষা করার স্বার্থেই। পোল ক্রীক র‍্যাঞ্চে মেয়েটাকে স্টেজ কোচ থেকে নামতে দেখার আগে পর্যন্ত কোচের যাত্রীদের প্রতি যুবকের কোন কৌতূহলই ছিল না।

হাতে বানানো সিগারেটটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে ম্যাচ ধরাল সে। সিগারেটে আগুন ধরাতে গিয়ে মেয়েটার দিকে চোখ পড়ল ওর। সব ভুলে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে। চোখাচোখি হলো ওদের। বুকের ভিতরটা এমন লাফাচ্ছে কেন? পেটের ভিতরেও মনে হচ্ছে যেন হাজারো প্রজাপতি ডানা ঝাপটাচ্ছে! হাতে আগুনের ছ্যাঁকা লাগতেই চমকে অস্ফুট কাতরোক্তি করে কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। মেয়েটা পাশ দিয়ে যাবার সময় সে লক্ষ করল একটা ক্ষীণ মিষ্টি হাসির রেখা ফুটে উঠেছে তার ঠোঁটে।

কোচ ড্রাইভারকে দুটো রাই হুইস্কি খাইয়ে যুবক কায়দা করে জেনে নিয়েছে মেয়েটার নাম রাকা ওয়েস্ট। ডেডউডে এসেছে তার বাবা জ্যাক ওয়েস্টের সাথে দেখা করতে।

স্টেজ থেকে নেমেই মেয়েটা তার সপ্রতিভ নীল চোখ দুটো তুলে ভিড়ের

মধ্যে পরিচিত মুখ খুঁজল। প্রথমেই তার চোখ পড়ল খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো চওড়া কাঁধওয়ালা লম্বা লোকটার দিকে। সে যে তাকে দেখার জন্যেই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে বুঝে নিতে অসুবিধা হলো না রাকার।

পোল ক্রীকেও লোকটাকে দেখেছে সে। এই লোকই ঘোড়ার পিঠে করে স্টেজের সাথে সাথে এসেছে। লোকটার চেহারা মনে রাখার মতই। স্টেজ ড্রাইভারের সাথে পোল ক্রীকের মালিকের কথার কিছুটা ঘটনাক্রমে সে শুনে ফেলায় তার কৌতূহল আরও বেড়েছে।

'ওই যে লোকটাকে দেখছ?' লুথারকে বলছিল পোল ক্রীকের চার্লি। 'হিরাম ম্যাক্সওয়েল ওর সাথে লাগতে না গেলেই ভাল করবে।'

'কেন, লোকটা কে?'

'এরফান জেসাপ। ক্লীয়ার ওয়াটার মারপিটে ছিল, নাম শোনোনি?'

'বলো কি!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল স্টেজ ড্রাইভারের। 'জুলসবার্গের আগলি জনকে তবে এই লোকই শায়েস্তা করেছে!'

'হ্যাঁ, এই সেই লোক। বন্ধুত্ব করলে ওর চেয়ে ভাল লোক আর নেই—কিন্তু কেউ শত্রুতা করলে তার কপালে দুর্ভোগ আছে। ও যদি স্টেজ কোচের সাথে ডেডউড পর্যন্ত যায় তবে ইন্ডিয়ান আক্রমণের সম্ভাবনা কম। ওই লোক এক মাইল থেকেও খারাপ ইন্ডিয়ানদের গন্ধ টের পায়!'

ভিড়ের মধ্যে দুজনের চার চোখ এক হওয়ার সাথে সাথেই চোখের পলকে সব মনে পড়ল রাকার। পোল ক্রীকে প্রথম দেখায় কেমন বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে কালো চোখজোড়া তুলে চেয়েছিল সে। কিছুই লুকায়নি, তার চোখের দৃষ্টিই বলে দিচ্ছিল সে রাকাকে আপন করে পেতে চায়।

শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এসেছিল তার, চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিলেও ভিতরে ভিতরে সে কেমন যেন চাঞ্চল্যকর উত্তেজনা অনুভব করেছে। ওই দৃষ্টি পুরুষের চোখে সে আগেও অনেকবার দেখেছে—কিন্তু কই, তার মন তখন এমন বিচলিত হয়নি তো?

ভিড়ের ভিতর থেকে প্রিন্স অ্যালবার্ট কোট আর বীভার হ্যাট পরা লম্বা চওড়া একজন মানুষ এগিয়ে এল। 'রাকা! সোনামণি আমার!' দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিল সে ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরল রাকা।

'তোকে আবার কাছে পেয়ে বড় ভাল লাগছে রে আমার! কিন্তু তোর ভাই কই? সে আসেনি?'

'আমার সাথে তার দেখা হয়নি, বাবা।' ভাইকে খোঁজার ছলে সে চট করে এরফানকে আর একনজর দেখে নিল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে খুঁটি ছেড়ে। একটু অস্থিরভাবেই ঠোঁটে লাগানো সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে।

রাকার হঠাৎ ভয় হলো এবার বুঝি লোকটা সোজা ভিড় ঠেলে তার কাছে এগিয়ে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে বাবার হাত ধরে চট করে সে হোটেলের ভিতর ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে রাকার গমন পথের দিকে চেয়ে থেকে হোটেল বারের দিকে এগুলো এরফান। অনেক লোক হয়েছে বারে। ধাক্কাধাক্কি করে এগিয়ে একটা খালি চেয়ার পেয়ে বসে পড়ল সে। বারটেন্ডারকে ড্রিঙ্কের অর্ডার দিয়েও সারতে

পারেনি এমন সময়ে পিছন থেকে হেঁড়ে গলায় উল্লসিত চিৎকার করে উঠল কেউ।

'এরফান! এরফান জেসাপ! কি সৌভাগ্য!'

চেনা গলার স্বরে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একমুখ দাড়িওয়ালা বিশালকায় লোকটা হাসি মুখে এগিয়ে আসছে ভিড় ঠেলে। শার্টের বোতাম খোলা, ওর বুকের লোম আর মুখের দাড়ি প্রায় সমান লম্বা।

'রাউডি রবিন! তুমি এখানে এই ডেডউডে কি করছ? সভ্য শহর তো তোমার ধাতে সয় না! মনে আছে গতবার যখন আমাদের দেখা হয়েছিল হামবোল্টে, তুমি তখন "স্নেকে" যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলে!'

'ওহ্, অনেকদিন পরে আবার দেখা হলো। নাও, ড্রিঙ্কটা শেষ করো, আমি আরও অর্ডার দিচ্ছি।' তার কাঁধ সমান চুলের বৈশিষ্ট্য তার দাড়ির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। 'ইয়েলো স্টোন থেকে আমি এমিল ব্যাশারের সাথে এখানে এসেছি।'

'আশপাশের খবর-সবর কি? মজার কিছু ঘটছে?' রাই হুইস্কিতে চুমুক দিল এরফান। ইন্ডিয়ান হুইস্কির মতই কড়া আর তেতো স্বাদ। জুলসবার্গে যে হুইস্কি সে খেয়েছে হয়তো এটাও সেই একই ব্যারেল থেকে এসেছে। 'এদিক-ওদিক একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি ইচ্ছে আছে ভার্জিনিয়া সিটি আর ব্যান্নাকের দিকে যাব।'

একটু কাছে ঝুঁকে এল রাউডি—চট করে ডাইনে-বাঁয়ে একবার দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'খবর আছে! প্রভাবশালী কিছু লোক বিরাট একটা ওয়্যাগন ট্রেইন নিয়ে বিগ হর্নসে যাবার মতলব এঁটেছে।'

'উদ্দেশ্য?'

'সোনা,' এক চুমুকে তার হুইস্কি শেষ করল রাউডি। 'ঘাসের শেকড় থেকে নিচের দিকে সবই সোনা। আমি অবশ্য কখনও ওখানে সোনা দেখিনি, তবে আমি সোনার খোঁজ করছিলাম না, আমার উদ্দেশ্য ছিল বীভার শিকার।'

'এর পেছনে কে আছে? সোনার খোঁজ কে এনেছে?'

'বেঞ্জামিন বলে এক লোক। বিগ হর্নসে প্রসপেকটিং করছিল ওরা দুই পার্টনার, কিন্তু ওর পার্টনার মারা পড়ে। তাড়াহুড়ো করে পালিয়ে আসতে হয়েছে তাকে।'

ওকে তুমি চেনো?

'না, অপরিচিত লোক। আগে কখনও দেখিনি। তবে জ্যাক ওয়েস্ট আর রডনি কুপার অনেক টাকা ঢালছে ওর পেছনে। চালাক মানুষ ওরা, ওদের তো সহজে ভুল হবার কথা নয়।'

'ইন্ডিয়ান সুদের কি খবর?'

'কাসটার যুদ্ধের পর থেকে ওরা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। টেরি আর গিব্বনও মারের চোটে যুদ্ধ ভুলিয়ে দিয়েছে ওদের। তবে বিগ হর্নসে গেলে তৈরি হয়ে যাওয়াই উচিত।'

বোতল থেকে আবার নিজেদের গ্লাস ভরে নিল রাউডি রবিন। 'আসলে ওই ইন্ডিয়ানরা তেমন খারাপ না, আমাদের সাদা লোকের মধ্যেই কিছু ছিঁচকে চোর

চারদিকে বিষ ছড়াচ্ছে। জানো, হিরাম ম্যাক্সওয়েলও এখন ডেডউডে?'

'ম্যাক্সওয়েল?' চোখ ছোট হয়ে এল এরফানের। 'কলোরাডো পিস্তলবাজ? আচ্ছা?'

'ভাবলাম জুলসবার্গের ঘটনার পর খবরটা তোমার জানা দরকার।' রাউডি নিজের গ্লাসের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'নোয়েল স্পাইকও হাজির হয়েছে শহরে। চালু চাক্কার নাম শুনেছ? লোকটা নীচ, একটা পাগলা ধরনের খুনী, সে-ও এসেছে!'

হিরাম ম্যাক্সওয়েল যদি ডেডউডে এসে থাকে তবে গণ্ডগোল হতে বাধ্য। আজ হোক কাল হোক তুমুল একটা কিছু ঘটবেই। জুলসবার্গে আগলি জনের সাথে ডুয়েলে এরফান হত্যা করে তাকে—বদমেজাজী আর পাজি ছিল লোকটা। হিরাম আগলি জনেরই শালা।

'এই ওয়্যাগন-ট্রেইনের ঘটনাটা কি?'

'বেঞ্জামিন তার সোনার খোঁজ পাওয়ার কথা রডনি কুপারকে জানায়, তার কথায় উৎসাহিত হয়ে জ্যাক ওয়েস্টকে খবর দিয়ে আনিয়েছে সে। জ্যাক এই ব্যাপারে নিক উলফ আর একজন প্রাক্তন আর্মি কর্নেলের সাথে আলাপ করেছে, তার নাম ফ্রেড ল্যাকারি।'

'ওর কথা জানি আমি।'

'ওরা চারজনে একজোট হয়ে ঠিক করেছে একটা বড় দল নিয়ে ওরা যাবে বিগ হর্নসে। প্রয়োজনীয়, দামী আর ভাল রসদই কেবল সাথে নেবে ওরা। ওখানে পৌঁছে নিজেরাই একটা শহর বানিয়ে নেবে নিজেদের জন্যে, আর যে সব জায়গায় সোনার পরিমাণ বেশি সেই সব জায়গা দাবি করে রেজিস্ট্রি করবে।'

'জ্যাক ওয়েস্ট কি নিজেও যাবে?'

'অবশ্যই—সে আর নিক উলফই তো হোতা। কয়েকজন বাছাই করা লোক ছাড়া আর কাউকেই নিচ্ছে না ওরা। তবে তোমার যদি যাবার ইচ্ছা থাকে তবে আমি ব্যবস্থা করতে পারি—আমাকে ছাড়া ওদের চলবে না। আমি সোজা বলে দিতে পারি তোমাকে না নিলে আমি যাব না।'

'পাহাড়ের ভেতর ওদের পথ দেখিয়ে কে নিয়ে যাবে?'

'বেঞ্জামিন আর এমিল ব্যাশার। ফ্রেড ল্যাকারিকে কম্যান্ডার করা হয়েছে তার অভিজ্ঞতার জন্যে। যদি মারপিটের দরকার পড়ে সেজন্যে বেশ কিছু শক্ত লোক নেয়া হবে সাথে। অনেক টাকার মাল যাবে এই ওয়্যাগন ট্রেইনে।'

জ্যাক ওয়েস্ট যদি নিজে যায় তবে তার মেয়েও নিশ্চয়ই তার সাথে যাবে হাত বাড়িয়ে বোতল থেকে গ্লাস ভরল এরফান, তারপর গ্লাস উঁচিয়ে বলল, 'বিগ হর্নসের সম্মানে!'

খুশিতে সবকটা দাঁত বেরিয়ে পড়ল রাউডি রবিনের। 'খুব ভাল হবে। তুমি, আমি আর এমিল ব্যাশার, তিনজনে পাশাপাশি দাঁড়ালে সু ইন্ডিয়ানরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না।'

সেদিন রাত নয়টার সময় রডনি কুপারের স্টোরে জনাতিরিশেক পুরুষ আর একটা

মেয়ে জমায়েত হয়েছে। রাউডি ওদের দিকে এগিয়ে গেল। এরফান লক্ষ করল মেয়েটা আর কেউ নয়, রাকা ওয়েস্ট।

পাশেই বসা একজন শক্ত সমর্থ প্রিয়দর্শন ছেলে। চেহারা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় রাকার ভাই সে। ওদের একনজর দেখে নিয়ে অন্যান্যদের দিকে নজর দিল এরফান। এদের সাথে যদি তাকে যাত্রা করতে হয় তবে ওরা কেমন লোক আগে থেকেই তার কিছুটা আন্দাজ থাকা ভাল।

প্রথম দৃষ্টিতে ওদের ভালই লাগল রফানের। বাছাই করে নেয়া হয়েছে, ওরা যে কাজের লোক তা ওদের চোখে-মুখেই লেখা আছে। আর একবার ওদের ওপর চোখ বুলাতে গিয়ে খটকা লাগল এরফানের। ওরা কারা? ওদের জাতই যে ভিন্ন-ওদের সঙ্গ তো চায় না সে! ওদের পছন্দই করে না ও।

এমিল ব্যাশার এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল এরফানের দিকে। লোকটার প্রতি একটা অন্য রকমের শ্রদ্ধাবোধ আছে তার। সাঙ্ঘাতিক লোক এমিল, যেমন ধূর্ত তেমনি পিচ্ছিল, তার ওপর আবার সততায় খুব একটা অটল নয় সে। সবার স্বার্থে এক দুর্যোগের রাতে বেরিয়ে পরবর্তী তিন দিন আর তিন রাত সে যা করেছে তার জন্যে সে প্রায় রূপকথার মানুষে পরিণত হয়েছে।

তীব্র ঠাণ্ডায় এক ঝড়ের রাতে যখন তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর অনেক নিচে, কোন মানুষ যা করতে সাহস পেত না তাই করেছিল সে। সু ইন্ডিয়ানরা যখন ওদের গ্যারিসনকে ফাঁদে ফেলেছিল তখন সে ওই ঝড়-বাদল আর ঠাণ্ডার মধ্যে দিয়ে দুশো ছত্রিশ মাইল ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছিল সাহায্যের আশায়। ঘোড়াটা মারা গেছিল, কিন্তু সাহায্য পেয়ে তাদের গ্যাবিসন সেদিন বেঁচেছিল। তবে সেই থেকে সুদের দুচোখের বিষে পরিণত হয়েছিল এমিল ব্যাশার। তারা কল্পনাও করতে পারেনি কোন মানুষের দ্বারা এই কাজ সম্ভব।

এমিল হাসি হাসি মুখে বলল, 'ভাল হয়েছে তুমি এসেছ—তোমাকেই আমাদের দরকার।' হলদেটে চোখ দুটো দিয়ে পুরো কামরায় একবার দৃষ্টি বুলাল সে। কার কেমন মনোভাব খুঁটিয়ে দেখছে—বুঝছে। এরফানও টের পেল কেমন একটা বৈরীভাব বিরাজ করছে ঘরটায়। 'এসো,' জোর করেই তাকে সামনে নিয়ে গেল এমিল। 'এই ট্রিপে আমাদের কিছু ভাল লোকের দরকার হবে।'

এমিলের মুখের ভাব আর ব্যবহার একটু অবাক করেছে এরফানকে। কিন্তু এমনও হতে পারে এটা নিছক তারই মনের কল্পনা।

জ্যাক ওয়েস্ট বেরিয়ে এল একটা ব্যারেলের পিছন থেকে। ব্যারেলের ওপর হাতুড়ির বাড়ি দিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। কথাবার্তার স্বর আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। সবার চোখ ওদিকে। গলা খাঁকারি দিয়ে চারদিক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে গম্ভীর ভারী গলায় বলতে আরম্ভ করল জ্যাক। বোঝাই যায় অনেক লোকের মাঝে কিভাবে বক্তৃতা দিতে হয় তা ভালই জানা আছে তার।

'তোমরা সবাই জানো আজ বিশেষভাবে নির্বাচিত কয়েকজন লোককে এখানে এই চার দেয়ালের মধ্যে গোপনীয়তা রক্ষা করে কিছু আলাপ আলোচনার জন্যে ডাকা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আমাদের এই গোপন মীটিঙের কথা ফাঁস হয়ে যাবে—কিন্তু তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না. আমরা ততদিনে অনেকদূর

এগিয়ে যেতে পারব।

'যাহোক, আমরা এই পাঁচজন যারা মীটিং ডেকেছি, তারা কেউই আগে থেকে আমাদের গন্তব্যস্থলের কথা কাউকে কিছু জানাব না। আমরা শুধু এইটুকু বলব যে আমরা পশ্চিম দিকে যাচ্ছি আর আমাদের সেখানে পৌঁছতে মাসখানেক সময় লাগবে। তাই আমরা প্রস্তাব দেব যে তোমাদের প্রত্যেকের অন্তত দুই মাসের রসদ সাথে নেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

'আমাদের এই যাত্রাপথের শেষে আছে সোনা—প্রচুর সোনা! আমাদের কাছে সেই সোনার কিছু নমুনা আছে যা আমরা প্রয়োজন মনে করলে দেখাতে পারি। যাই হোক, তোমাদের কেন ডেকেছি সে-ব্যাপারে প্রথমেই পরিষ্কার করে বলা দরকার—ডেকেছি, কারণ আমরা যেখানে যাচ্ছি সেটা খুবই বিপজ্জনক এলাকা, কেবলমাত্র খুব শক্ত সমর্থ লোকের পক্ষেই সেখানে টিকে থাকা সম্ভব। নিরাপত্তার জন্য তোমাদের সবার সাহায্য আমাদের দরকার হবে।

'আমাদের সব কথা শোনার পর তোমরা কেউ যদি পিছিয়ে যেতে চাও তবে ও তা করতে পারবে। বিনিময়ে তাদের কাছে আমরা এইটুকুই চাইব, কেউ যেন আমাদের রওনা হবার আগে কারও সাথে এ বিষয়ে আলাপ না করে। কিছু সোনার নমুনা দেখানোর জন্যে আজ এখানে আনা হয়েছে—আমরা নির্ভরযোগ্য লোক দিয়ে জরিপ করিয়েছি, ওখানে এক টন আকরে প্রায় তিন হাজার ডলারের সোনা পাওয়া যাবে।'

লোকজনের মধ্যে মৃদু কথার গুঞ্জন উঠল। এরফান চিন্তিত একটা মুখভঙ্গি করল। নমুনাটা সত্যিই উন্নতমানের—কিন্তু এর চেয়েও উন্নত কিছু নমুনা ক্যালিফোর্নিয়াতে পাওয়া গেছে, তবে সেগুলো পরিমাণে খুবই অল্প সবার মধ্যেই উৎসাহের বেশ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। সবাই আগ্রহী।

'এই প্রকল্পের গুরুত্ব বুঝেই রডনি কুপার তার এখানকার স্টোর বিক্রি করে দিচ্ছে, আর আমিও আমার ব্যবসা সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিচ্ছি। আমাদের ইচ্ছা ওখানে পৌঁছে সবাই ছড়িয়ে পড়ে সব ভাল ভাল জায়গাগুলোর ওপর দাবি প্রতিষ্ঠিত করে নিয়ে নিজেদের থাকার জন্যে একটা শহর বানাব। ওই শহরে থাকবে একটা স্টোর, সবারই শেয়ার থাকবে ওতে—কিন্তু দশটার বেশি বা একটার কম শেয়ার কারও রাখা চলবে না।'

'আর কি কি শর্ত মানতে হবে আমাদের?' ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন প্রশ্ন করল।

'প্রত্যেক তিনজনের জন্যে কমপক্ষে একটা করে ওয়্যাগন থাকতেই হবে। আমি আশা করছি তোমরা প্রত্যেকেই একটা করে ওয়্যাগন আনবে। আর তোমরা কে কি জিনিস সাথে নেবে সেটা তোমাদের ওপর নির্ভর করবে, তবে নিজেদের মধ্যে বা ইন্ডিয়ানদের সাথে বদলাবদলি করা যায় এমন জিনিস সাথে নেয়াই সবচেয়ে ভাল হবে। প্রত্যেকের সাথে একটা করে ঘোড়া, রাইফেল, যথেষ্ট খাবার আর গোলাবারুদ থাকতেই হবে।'

একটু থেমে আরও প্রশ্নের জন্যে অপেক্ষা করল জ্যাক। আর কোন প্রশ্ন এল না দেখে হাতের ইশারায় কর্নেল ল্যাকাবিকে দেখিয়ে বলল, 'এ হচ্ছে কর্নেল ফেড

ল্যাকারি, মিলিটারিতে অনেক বড় বড় দলকে সে নেতৃত্ব দিয়েছে। ওই ওয়্যাগন ট্রেনের সম্পূর্ণ দায়িত্বে থাকবে। আমরা সবাই যেখানে ওয়্যাগন নিয়ে মিলিত হব সেখানে ভোটের মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে থেকে চারজন ক্যাপ্টেন নিযুক্ত করা হবে এবং আমরা চারটা কোম্পানিতে বিভক্ত হয়ে এগিয়ে যাব।

'আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে ঘরবাড়ি তৈরি করার জন্যে প্রচুর কাঠ, যথেষ্ট পানি আর গরু-ঘোড়ার পেট ভরে খাবার মত মাঠ ভরা প্রচুর সবুজ ঘাস আছে। আশেপাশে অনেক শিকারও পাওয়া যাবে। আমরা যেভাবে প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছি তাতে ইন্ডিয়ানদের আক্রমণের ভয় নেই বললেই চলে। যে সোনার খোঁজ এনেছে সে নিজে, এবং তার সাথে তোমাদের সবার পরিচিত এমিল ব্যাশার যৌথভাবে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে এরফান ভাবল বেশ আকর্ষণীয় ব্যবস্থাই করেছে এরা। এমিল ব্যাশারের চেয়ে বেশি বিগ হর্নসকে আর কেউ চেনে না একথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবে। সব কিছুই যেন নিখুঁত পরিকল্পনা করে করা হচ্ছে--এই ধরনের অন্যান্য ট্রিপের মত এরমধ্যে কোথাও বিশৃঙ্খলা নেই।

বিশালদেহী উঁচু চোয়ালওয়ালা একজন লোক উঠে দাঁড়াল। 'আমার নাম হকিনস,' পরিষ্কার গলায় ঘোষণা করল সে। 'টেনেসির ডেনিস হকিনস। মেয়েদের যাওয়ার কি ব্যবস্থা?' জানতে চাইল লোকটা।

মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল ওয়েস্টের ঠোঁটে। 'তোমাদের যাকে যাকে নেয়ার আছে তাদের নিশ্চয়ই সাথে নিয়ে আসবে। আমি আমার মেয়েকে সঙ্গে নিচ্ছি।' হাতের ইশারায় নিজের মেয়ের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল জ্যাক। হঠাৎ আসরের মধ্যমণি হয়ে তার গাল ঈষৎ লাল হয়ে উঠল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ তুলে একে একে সবার দিকে চাইল সে। এরফানের সাথেও চোখাচোখি হলো তার। এরফান একটু হাসতেই রাকা একটা ভুরু উঁচিয়ে শান্তভাবেই মুখ ফিরিয়ে আর সবার দিকে চাইল।

জ্যাক আবার সম্মিলিত সবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, 'এবার তোমরা সবাই যদি একমত হও তবে এদিকে এসে নিক উলফের কাছে শেয়ারের টাকা জমা দাও। এরপর তোমাদের করণীয় আর তেমন কিছু থাকবে না, কেবল নিজের নিজের ওয়্যাগন নিয়ে মঙ্গলবার সকালে রওনা হবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে স্লিট রক ঝর্নার ধারে।'

কয়েকজন একযোগে এগিয়ে গেল ব্যারেলটার দিকে। এরফান সহ বাকি সবাই তাদের পিছনে লাইন দিল। প্রথম কয়জন যারা আগে এগিয়ে গেছে তাদের চেহারাই এরফানের ঠিক পছন্দ হয়নি প্রথম দেখায়।

ব্যারেলের কাছে এসে নাম লেখা আর টাকা জমা নেয়ায় ব্যস্ত লোকটার দিকে ভাল করে চাইবার সুযোগ হলো এরফানের। লম্বায় তার সমানই হবে, ওজনে পাউন্ড বিশেক বেশি। দেখতে সুদর্শনই বলতে হবে। কুচকুচে কালো চোখ, গোঁফ খুব ছোট করে ছাঁটা। ডানদিকে একটা পিস্তল ঝুলছে, কোটের নিচে দিয়ে কেবল মাথাটা দেখা যাচ্ছে।

কোথায় যেন লোকটাকে আগে দেখেছে বলে মনে হচ্ছে এরফানের, কিন্তু

কিছুতেই মনে করতে পারছে না। দ্রুত হাতে নাম লিখে টাকা গুনে পকেটে ভরছে নিক।

ব্যারেলের সামনে এসে পৌঁছে পকেট থেকে টাকা বের করে নিকের সামনে রেখে নিজের নাম বলল সে, 'এরফান জেসাপ।' নিকের পাশে বসা টিয়ার মত নাকওয়ালা চোখা চেহারার লোকটার মধ্যে একটা আলোড়ন দেখা গেল। ঝট করে মুখ তুলে এরফানের দিকে চাইল সে। অস্বস্তিকর দুটো ঘোলাটে চোখ—সোজা ভুরুর নিচে দুপাশে সরু হয়ে গেছে। শান্তভাবেই সে জিজ্ঞেস করল, 'জুলসবার্গ থেকে?'

'পথে ওখানেও থেমেছিলাম আমি,' জবাব দিল এরফান।

নিক ঘুরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওকে চেনো, হিরাম?'

হিরাম ম্যাক্সওয়েল!!

এরফানের চেহারায় কোন পরিবর্তন হলো না। এই লোকই তবে সেই বিখ্যাত গান ফাইটার; বিশজন লোককে পিস্তল ডুয়েলে হত্যা করার রেকর্ড আছে এর।

'না, চিনি না আমি,' জবাব দিল হিরাম। 'তবে জুলসবার্গে ওই নামের একজন ছিল, শুনেছি খুব ভাল পিস্তল চালক সে।'

মুখ তুলে এরফানের দিকে চাইল নিক। লোকটা যে তার জন্যেই তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল বুঝতে দেরি হলো না ওর—কিন্তু এর কারণ আন্দাজ করতে পারল না সে।

চোখাচোখি হলো ওদের। 'দুঃখিত,' বলল নিক, 'আমরা আমাদের এই ট্রিপে কোন গান ফাইটার নিচ্ছি না—শান্তিপূর্ণ ভাবে যেতে চাই আমরা।'

ঘরের সবাই হঠাৎ করে চুপ হয়ে গেল। নোয়েল স্পাইক বসা হিরামের পাশে, তার দিকে চেয়ে ঠাণ্ডা গলায় এরফান বলল, 'নোয়েল স্পাইকের মত তৃতীয় শ্রেণীর লোচ্চাকে দলে নিলে তোমাদের পক্ষে সবাইকেই দলে নেয়া সম্ভব।'

সাদা হয়ে গেল নোয়েলের মুখ। উত্তেজিত ভাবে একটা গাল দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'এমন অপমানকর কথা সহ্য করব না আমি।'

'ঠিক! কেউ তোমাকে অপমান সহ্য করতে সাধেনি।'

ঘরের মধ্যে অখণ্ড নীরবতা—শ্বাস পর্যন্ত নিতে ভুলে গেছে সবাই। হিরাম তার কেউটের মত পাতলা ঠোঁট জোড়া একটু ফাঁক করে হাসিমুখে উপভোগ করছে আর এক ওস্তাদের খেলা। হিরামের দৃষ্টি তার ওপর রয়েছে বুঝতে পারছে এরফান, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও স্পাইকের চোখের থেকে চোখ সরাচ্ছে না সে।

স্পাইকের পিস্তল বাঁটের আশেপাশে ঘুরছে তার ডান হাত। এরফান তার হাত দুটো একটু ফাঁক করে অলসভাবে ঝুলিয়ে রেখেছে দুপাশে। ধীরে ধীরে হাতের আঙুলগুলো স্বাভাবিক হয়ে গেল স্পাইকের—সাবধানে হাতটা পাশে নামিয়ে ধপ করে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল সে।

আর সময় নষ্ট কলল না নিক, জিজ্ঞেস করল, 'এই লোককে কে সুপারিশ করেছে?'

রাউডি রবিন এগিয়ে এল নির্ভীকভাবে। 'আমি!' জবাব দিল সে। 'ও না গেলে আমিও যাচ্ছি না। ইন্ডিয়ান সু আর ওই এলাকা দুটোই ওর খুব পরিচিত। ওকে না হলে চলবে না আমাদের।'

'তুমি, এমিল আর বেঞ্জামিন থাকতে ওকে কোন দরকার নেই আমাদের,' সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে এমন গলায় কথাটা বলল নিক উলফ।

'ওকে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে,' হঠাৎ মাঝ থেকে বলে উঠল এমিল। 'ওকে আমাদের দরকার আছে।'

একটু অসহিষ্ণু ভাবে মুখ তুলে চাইল নিক। সে যে বাধা বিপত্তি সহ্য করতে মোটেও অভ্যস্ত নয়, তার মুখে তা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

যাকে এখানকার সবাই শ্রদ্ধা আর ভক্তির চোখে দেখে, সেই এমিলের সুপারিশ উপেক্ষা করলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। কিন্তু তাই সে করতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে বাধা দিল তাকে জ্যাক ওয়েস্ট।

'দেরি কিসের?' সবাইকে শুনিয়ে চিৎকার করে বলল জ্যাক। 'দলে নিয়ে নাও ওকে।'

একমুহূর্ত ইতস্তত করে মাথা নিচু করে নাম লিখে টাকাগুলো গুনে পকেটে ভরল উলফ।

জায়গা থেকে নড়ল না এরফান।

অস্থিরভাবে মুখ তুলে চাইল নিক। দুচোখে রাগ ফেটে পড়ছে তার। সে হাঁকল, 'পরেরজন এগিয়ে এসো।'

'একটু পরে, কাজ এখনও শেষ হয়নি আমার,' হাসি মুখে নিকের দিকে চেয়ে বলল এরফান। 'একটা রসিদ চাই আমি।'

চোখ দুটো ছোট হয়ে গেল উলফের। 'শোন্!' রাগে ফেটে পড়ল সে, 'আমাকে কি পেয়েছ তুমি?'

'তোমাকে অবিশ্বাস করছি না, তবে ব্যবসা সব সময়ে কাগজে কলমে হওয়াই ভাল।'

'ঠিকই তো,' বলে উঠল জ্যাক। 'সবার ন্যায্য অধিকার এটা। আমাকেও একটা রসিদ দিও।'

বুক ভরা শ্বাস খুব ধীরে ধীরে ছাড়ল নিক। সে যে কতখানি খেপেছে তা তার আচরণেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ঘস ঘস করে একটা রসিদ লিখে দিল সে। এরফানের পরেই রাউডি রবিন। টাকা দিয়ে সেও রসিদ দাবি করল। ওর পরে যারা এল তারাও সবাই একটা করে রসিদ লিখিয়ে নিল। যারা আগে টাকা দিয়েছিল তাদেরও কেউ কেউ ফিরে এসে তাদের রসিদ নিয়ে গেল।

সব শেষে যখন এরফানের দিকে চাইল নিক উলফ, ওর চোখে রাগ আর বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু ছিল না। এরফান বুঝে নিল এই ট্রিপে অন্তত একজনের কাছ থেকে কোন বন্ধুত্ব আশা করতে পারে না সে।

'এরফান, আমাকে চিনতে পারো?'

ঘুরতেই এরফানের চোখ পড়ল খামারে কাজ করে রোদে পোড়া একটা হাসিমুখের ওপর। 'সিরিল ডার্কি! সেই টেক্সাস থেকে একসাথে ফেরার পর আর

দেখিনি তোমাকে।'

নিকের চোখ এখনও ওদের ওপর। ব্যাটা ঠিকই মনে রাখবে আমাদের—মনে মনে ভাবল এরফান।

'ওহ্, কি মজাই না হবে। ঠিক সেই পুরনো দিনগুলোর মত,' চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সিরিল। 'কেবল একদিক দিয়ে নয়, অনেক দিক থেকেই!'

মাথা ঝাঁকাল রাউডি। 'আমিও একই কথা ভাবছিলাম। দলে যদি কোন দুষ্ট লোকের বীজ বোনা হয়ে থাকে তবে তাকে খুরপি দিয়ে উপড়ে ফেলব আমরা।' কাঁধ উঁচাল সে। 'সে কথা যাক, আমি এমনিতেই বিগহর্নসে ফিরে যাব মনে করছিলাম, আমার যাওয়া নিয়ে কথা, তাই এই দলের সাথেই ভিড়ে গেলাম।'

এরই মধ্যে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে দুটো দল গড়ে উঠছে। নিক্ উলফ, হিরাম ম্যাক্সওয়েল আর নোয়েল স্পাইকের পাশাপাশি বসাটা ঠিক ঘটনাচক্র নয়। নিকের সাথে এরফানের সংঘর্ষের এটা মাত্র শুরু।

দুই

পরদিন সকালে নাস্তা খেতে খেতে এরফান ভাবছে, নিক যখন তাকে দলে নেয়ায় আপত্তি করেছিল তখন ফ্রেড ল্যাকারি কেন এগিয়ে গেল না নিকের সমর্থনে? সে নিশ্চিত জানে ল্যাকারি তাকে মোটেও দেখতে পারে না। তবে কেন সে তার নেতৃত্বে যে-দল যাবে তাতে এরফানের যোগ দেয়ায় বাধা দিল না?

সে যদি সত্যিই যায় তবে তাকে তার প্রতি বিরূপ একটা দলের সাথে যেতে হবে। কর্নেল ল্যাকারি তো দলের নেতাই, নিক উলফও নিশ্চয়ই দলনেতাদেরই একজন হবে। হিরাম ম্যাক্সওয়েল আর নোয়েল স্পাইকেরও তাকে পছন্দ করার কোন কারণ নেই। তবে খাতার অন্য পাতায় তার দুজন অকৃত্রিম বন্ধুও আছে—রাউডি রবিন আর সিরিল ডার্কি।

এমিল ব্যাশার কেন তাকে দলে নিতে চাইল? ওদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব বলতে যা বোঝায় তা কোনদিনই ছিল না। দূর থেকেই একে অন্যকে তার গুণের জন্যে সমীহ করে এসেছে এতদিন। ব্যাশার কি গোপন এমন কিছু জানে যা আর কেউ জানে না—নাকি সে কিছু একটা সন্দেহ করছে?

যত বিপদ আর যত শত্রুই থাক, ওই দলের সাথে তাকে যেতেই হবে। রাকা যাচ্ছে ওদের সাথে, এটাই এরফানের যাওয়ার কারণ হিসেবে যথেষ্ট।

স্বীকার করুক বা না করুক, ওই স্বর্ণকেশী, নীল নয়না, লম্বা মেয়েটা যে এরফানের মনপ্রাণ সব কেড়ে নিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওর কথা ভাবতে গিয়ে অনেকদিন আগে যে কথাটা একজনকে বলতে শুনেছিল তাই মনে পড়ে গেল এরফানের। লোকটা বলেছিল: মানুষের জীবন কয়েকটা চূড়ান্ত ঘটনার সমাবেশ। জীবনে চূড়ান্তভাবে একজন নারীই আসে। মানুষ যখন তার দেখা পায়, একমাত্র বোকা ছাড়া আর কেউ তাকে উপেক্ষা করে ছেড়ে যায় না।

'না, আমিও ছেড়ে যাব না তাকে,' মনের চিন্তাটা বেশ জোরেই এরফানের গলায় প্রকাশ পেল।

রাউডি মুখ তুলে চাইল ওর দিকে, তারপর বিজ্ঞের মত হেসে বলল, 'নিজে নিজে কথা বলছ, না? আমিও তাই করি মাঝে মাঝে—এর মানে হচ্ছে একটু বেশি দিন একা একা কাটিয়েছ তুমি!'

চিন্তান্বিত ভাবে মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'ঠিক জায়গা মত বাড়িটা দিয়েছ, আমার মনে হয় তোমার কথাই ঠিক।' কি একটা কথা মনে পড়তেই পাহাড়ের মত লোকটার দিকে চাইল এরফান। 'আচ্ছা, তোমার সাথে বিগ হর্নসে না একজন ইন্ডিয়ান মহিলাকে দেখেছিলাম?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' পুরানো স্মৃতিতে উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল রাউডি। 'ইলাপিতা—খুব ভাল মেয়ে ছিল ও। ওর বাবা ওল্ড বোনের কাছ থেকে ওকে কিনেছিলাম আমি। ছয়টা খুব ভাল জাতের বীভার আর একটা ফুটি ফুটি রঙের টাট্টু ঘোড়া দিয়েছিলাম আমি ওর বদলে। হাতের টিপ ভাল না, এমন এক ইন্ডিয়ানের কাছ থেকে ঘোড়াটা আমি পেয়েছিলাম।

'আর একটু হলে শেষই করেছিল ব্যাটা আমাকে। আমার দিকে গুলি ছুঁড়েছিল ও, ভাগ্যিস গুলিটা লাগেনি—আমি ওর দিকে গুলি ছুঁড়তেই ব্যাটা ঠাশ করে পড়ে মরে গেল।' স্মৃতিচারণ করতে করতে মাথা ঝাঁকাল সে, 'সত্যি! খুব ভাল ছিল মেয়েটা।'

'মেয়েটার শেষ পর্যন্ত কি হলো?'

'কার, ইলাপিতার? বয়স হয়ে যাচ্ছে বলে সে নিজে থেকেই ওর আপন জনেদের সাথে গিয়ে বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। তিনটে মহিষের চামড়া আর দুটো টাট্টু ঘোড়াসহ ওকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি আমি।'

সিরিল ডার্কি এতক্ষণ চুপচাপ ওদের কথা শুনছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'আমার বাবা সব সময়েই বলতেন মেয়েদের বসে রাখার মাত্র একটাই উপায় আছে। সেটা হচ্ছে, প্রথম দিন বাড়িতে নিয়েই আচ্ছামত একচোট ধোলাই দেয়া। এরপরে পর পর তিনসপ্তাহ সপ্তাহে একবার করে শেকল পেটা করতে হবে। তাহলে তারপর আর তোমার কিছুই করতে হবে না—কেবল শেকল নেড়ে একটু আওয়াজ করলেই কাজ হবে!'

কাপের বাকি কফিটুকু গলায় ঢেলে উঠে দাঁড়াল সিরিল ডার্কি। 'তোমার সরঞ্জাম সব কেনা হয়েছে, এরফান? না কিনে থাকলে আমি একজন জার্মানকে চিনি যার কাছে সেইন্ট ক্লাউড থেকে আনা পাঁচটা ভাল ওয়্যাগন আছে--সাথের ষাঁড়গুলোও খুব তেজী।'

'আমার কেবল একটা ওয়্যাগন দরকার, চলো তোমার সাথেই যাই আমি,' বলল এরফান।

'তুমি কি খচ্চর কিনতে চাও, না ষাঁড়?' জিজ্ঞেস করল সিরিল।

'ষাঁড় কেনাই ভাল,' মন্তব্য করল রাউডি। 'দরকার পড়লে যে কোন সময়ে জবাই করে মাংস খাওয়া যায়। খচ্চরের মাংসও যে আমি খাইনি তা না, তবে স্বাদ ভাল না। ষাঁড় নিলে গাড়ি টানতে পারবে ভাল. আর মাংসও হবে বেশি।'

সিরিলের পরিচিত জার্মান লোকটাকে তারই তাঁবুর বাইরে বসা দেখতে পেল ওরা। ওর ওয়্যাগনগুলো সত্যিই ভাল, জানোয়ারগুলো আরও ভাল। কথাবার্তার শেষে এরফান কিনল দুটো ওয়্যাগন, সিরিল একটা, আর রাউডি, যে সব সময়ে নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে চায়, সে-ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিল একটা।

পরের দুদিনে মাত্র দুবার ক্ষণিকের জন্যে রাকার দেখা পেল এরফান। দুবারই সে ছিল নিক উলফের সাথে।

যাত্রার জন্যে সব কেনা-কাটা সেরে ফেলল এরফান। যখন যাবেই স্থির করে ফেলেছে তখন আর দেরি করে লাভ নেই। তিনজনে ওয়্যাগন চালিয়ে নির্ধারিত জায়গার দিকে এগিয়ে চলল। পিছনে চতুর্থ ওয়্যাগনে ওদের অনুসরণ করছে টোনি ল্যাগার। এরফানই নিযুক্ত করেছে তাকে।

লোকটা মীটিঙের দুদিন পরে শারম্যান স্ট্রীটে থামিয়েছিল এরফানকে। বলল, 'আপনাকে আমি মীটিঙে দেখেছি। আমার একটা নিজস্ব ওয়্যাগন ছিল, কিন্তু পোকার খেলায় ওটা খুইয়েছি আমি। মিস্টার ওয়েস্ট বললেন, আমি যদি কারও ওয়্যাগন চালাবার কাজ জোগাড় করে নিতে পারি তবু আমি দলের সাথে যেতে পারব।'

'ঠিক আছে।' লোকটাকে পছন্দ হয়েছে এরফানের। বিরাট দেহ, কিন্তু চেহারাটা সরল। দেখে মনে হয় যে ষাঁড়গুলো চালাবে ও, তাদের চেয়ে শক্তিতে সেও কোন অংশে কম যাবে না। 'কাজ তো দিলাম তোমাকে—রাইফেল আছে তোমার?'

'হ্যাঁ, একটা রাইফেল, একটা বন্দুক আর একটা মোটামুটি ভাল টাট্টু ঘোড়া আছে আমার।'

'কি রকম রাইফেল?'

'উইঞ্চেস্টার পয়েন্ট ফোর ফোর।'

'খুব ভাল! আমারটাও তাই, তোমার রাইফেলের গুলির জন্যে তাহলে আর কোন চিন্তা নেই।' পকেট থেকে দুটো সোনার মোহর বের করে লোকটার হাতে দিল এরফান। 'আমাদের রওনা হওয়া পর্যন্ত ওতেই চলবে তোমার—কিন্তু ঠিক সময় মত হাজির হতে হবে।'

পরদিন সকালে দেখা গেল ঝর্নার ধারে চল্লিশটা ওয়্যাগন জড়ো হয়েছে। বেশ কিছু রাতেই এসে গেছে। কয়েকটা ওয়্যাগনে দেখা গেল যাত্রী রয়েছে। সবাইকে দেখে শক্ত সমর্থ বলেই মনে হয়।

উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে কিছুটা ঘুরে এল এরফান। চোখ সজাগ রইল তার—বিশেষ করে নিক উলফ, হিরাম আর নোয়েলের ওয়্যাগনগুলো ভাল করে দেখে নিল সে। ওদিকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ বাড়তি লোক দেখা গেল প্রত্যেক ওয়্যাগনেই। চেহারা দেখেই বোঝা যায় হিংস্র আর কঠিন লোক ওরা।

'রাউডি,' ফিরে এসে চিন্তামগ্ন সুরে বলল এরফান, 'টোনি সহ আমরা চারজনে চারটে ওয়্যাগন এনেছি। নিক, হিরাম, নোয়েল, জেমি, ওদের সবার ওয়্যাগনেই দু'তিনজন করে বাড়তি লোক রয়েছে, কিন্তু লোকের তুলনায় ওদের ওয়্যাগনে মাল খুব কমই নেয়া হয়েছে বলতে হবে। লোকবল ওদের বেশি হলেও খাবার

আর অন্যান্য সাপ্লাই-এ ঘাটাত দেখা যাচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকাল রাউডি। ওয়্যাগনের ওপর একটা বুট তুলে দিয়ে ফিতেটা আবার বেঁধে নিল ও। চোখ ছোট করে অনেকক্ষণ চিন্তিত মুখে চেয়ে রইল সে হিরামের ওয়্যাগনের দিকে।

সেদিন দুপুরে হোটেলের খাবার ঘরে যখন ঢুকল এরফান তখন সেখানে বেশ ভিড়। আর একটু ভিতরে ঢুকে খালি টেবিল খুঁজতে খুঁজতে তার নজরে পড়ল দূরে একটা টেবিলে জ্যাক, রাকা আর নিক একসাথে বসে লাঞ্চ খাচ্ছে। জ্যাকের সাথে চোখাচোখি হতেই তাকে চিনতে পেরে হাত নেড়ে ইশারায় কাছে ডাকল সে।

'আরে বোস, বোস। আমরা যখন একসাথে বাইরে যাচ্ছি এসো একটু আলাপ পরিচয় করে নেই, কি বলো?' হাতের ইশারায় খালি চেয়ারটায় তাকে বসতে বলল জ্যাক ওয়েস্ট।

নিজের মেয়েকে দেখিয়ে সে বলল, 'আমার মেয়ে রাকা ওয়েস্ট—আর নিক উলফের সাথে তো তোমার আগেই পরিচয় হয়েছে।'

এরফান একটু ঝুঁকে সম্মান দেখিয়ে হ্যাট খুলে চেয়ারে বসল।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে কাপের বাঁকা ধারের উপর দিয়ে কৌতুক নিয়ে রাকা চাইল এরফানের দিকে। চোখে কৌতূহল।

'তুমি বিগ হর্নসে গেছ আগে?' আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করল জ্যাক।

'হ্যাঁ, কয়েক বৎসর আগে যখন ইন্ডিয়ানদের গণ্ডগোল চলছিল।'

'সুদের চেনো তাহলে?'

কাঁধ উঁচাল এরফান। 'বলা যায় কিছুটা চিনি। ওদের সবাইকে খুব ভাল করে চিনত বুড়ো স্যাম। তবে রাউডি রবিন আর এমিল ব্যাশার দুজনেই ওদের চেনে।'

'কি মনে হয়, ঝামেলা করবে নাকি ওরা?'

'অবশ্যই।' একটা রুটিতে মাখন লাগাল এরফান। 'এত বড় একটা দলকে সরাসরি আক্রমণ হয়তো করবে না, কিন্তু কেউ পিছিয়ে পড়লে কিংবা একা একা ঘুরতে বেরুলে ছাড়বে না ওরা। ওদের বেশির ভাগ চীফই এখন হয় পালিয়ে বেড়াচ্ছে—নয়তো বন্দী। ওদের প্রতিনিধি অন্যান্য নেতারা যেমন রেড ক্লাউড, স্পটেড টেইল বা জন গ্রাস এখন শান্তিকামী মানুষ হয়ে গেছে।'

'প্রতিনিধি?' হাসল নিক। 'অসভ্য লোকেদের বেলায় ওই শব্দ মানায় না।'

'কিছু কিছু ক্ষেত্রে। তবে বিশেষ করে যে-সব নাম আমি বললাম, ওদের বেলায় ওটাই ঠিক প্রতিশব্দ। কে যে বর্বর অসভ্য আর কে না, সেটা বিতর্কের বিষয়। ইন্ডিয়ানরা যাযাবর গোছের লোক। নিজের দেশকে তারা নিজেদের উপযোগী করে রেখেছিল। কোন জটিলতায় যাবার বা কোন পরিবর্তন করার দরকার তারা অনুভব করেনি। তারা তাদের বীভার, মহিষ আর খোলামেলা জায়গা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল।

'সাদা লোকেরা এল, তাদের বীভার উধাও হয়ে গেল—মহিষও প্রায় শেষ হওয়ার জোগাড়। নদীর ধার থেকে সব কাঠ কেটে নিয়ে গেল ওরা—বন্যার বিরুদ্ধে যেটুকু প্রাকৃতিক নিরাপত্তা ওরা গাছ থেকে পেত তাও গেল।

'প্রতিনিধির কথাই যদি বলতে হয় তবে বুঝতে হবে প্রকৃত প্রতিনিধি কে। আমার মতে যে নেতা নিজের লোকজনের সুবিধা অসুবিধা সবচেয়ে বেশি দেখে, সেই প্রকৃত প্রতিনিধি।

'অনেকের ধারণা ভাল বক্তা হতে না পারলে ভাল প্রতিনিধি হওয়া যায় না। আমি জানি এ বিষয়ে ইন্ডিয়ানদের জুড়ি ইতিহাসে মেলা ভার। না, আমি গ্রীক আর রোমানদের বাদ দিয়ে একথা বলছি না!'

'তুমি নিশ্চিয়ই রেড ক্লাউডকে কেটোর সাথে তুলনা করবে না?' জিজ্ঞেস করল জ্যাক। খুব মজা পাচ্ছে সে এই আলোচনায়।

এক চুমুক কফি খেলো এরফান। রাকার দিকে চেয়ে দেখল সেও মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছে। জ্যাকের প্রশ্নের উত্তরে মাথা ঝাঁকাল এরফান।

'হ্যাঁ, তাই আমি করছি। সু বা শাইয়্যান বক্তার কথা বলার যে ক্ষমতা তার তুলনা হয় না, কারণ তাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে সহজ সরল অভিব্যক্তি।

'পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত টিকা লেখা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে মর্মান্তিক আর করুণ হচ্ছে নির্যাতিত, নিপীড়িতদের একজন—স্পটেড টেইলের বক্তব্য। ও বলেছিল: এই এলাকা সাদা মানুষে ভরে গেছে, আমাদের শিকার এখন আর নেই—আমরা কঠিন সমস্যা আর দুর্দিনের সম্মুখীন হয়েছি।'

'তুমি তো নিজেও বেশ ভাল বলতে পারো দেখছি। কোন্ স্কুলে পড়াশোনা করেছ তুমি?' প্রশ্ন করল কৌতূহলী জ্যাক।

'বিদেশী আমি, স্কুলে বেশিদূর পড়ার সুযোগ আমার হয়নি—কিন্তু কয়জনের সেটা হয়? বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, এব্রাহাম লিঙ্কন তাঁরা তো যা শেখার তা নিজের চেষ্টাতেই শিখেছিল? আমি পড়তে ভালবাসি—নিজে নিজেই বেশ কিছু পড়াশোনা করেছি আমি।'

নিক বেশ অস্বস্তি বোধ করছে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, এরফান রাকার সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। জ্যাক ওয়েস্টও ওকে বেশ পছন্দ করে ফেলেছে। সে মন্তব্য করল, 'হ্যাঁ, আমি যা শুনেছি তাতে মনে হয় তুমি সীমান্তে ইন্ডিয়ানদের পক্ষ সমর্থন করা ছাড়াও আরও অনেক কিছু শিখেছ। শুনেছি আজ পর্যন্ত চোদ্দজন লোককে খুন করেছ তুমি।'

চোখ দুটো রাগে জ্বলে উঠল এরফানের—কিন্তু হাসল সে। 'এই পশ্চিমে কি করে সবচেয়ে ভালভাবে বাঁচা যায় সেটা সব মানুষকে শিখে নিতে হয়। এলাকাটা একটু বুনো,' ওর চোখে নিষ্পাপ একটা ভাব ফুটে উঠল 'অনেক সময়ে এসব এলাকায় দুষ্কৃতকারীদের চক্রান্ত থেকে নিরপরাধ মানুষকে রক্ষা করা দরকার হয়ে পড়ে।'

নিকের মুখ একেবারে কালো হয়ে গেল। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিল এরফান—কিন্তু বোঝা গেল ঢিলটা ঠিক জায়গা মতই লেগেছে। কি যেন একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল নিক, কিন্তু তাকে কোন সুযোগ না দিয়ে রাকার দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পছন্দ হয়, ওয়েস্ট?'

'যেটুকু দেখেছি পছন্দ হয়,' জবাব দিল সে। 'কিন্তু এই যে সব হত্যা, আমার মনে হয় না এগুলোর দরকার আছে—আর খুনী লোকেদেরও আমি অপছন্দ করি।'

রাকার চোখে আহত একটা ভাব ফুটে উঠেছে। এরফান যখন তার কথায় কেবল হাসল তখন তার চোখে প্রতিবাদ ফুটে উঠল।

'রাকা,' তার বাবা বাধ সাধল। 'এসব কি ধরনের কথা?'

চেয়ারটা পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল এরফান। 'স্পষ্টবাদীতাই আমি পছন্দ করি।' হঠাৎ নিকের দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি মত?'

চমকে উঠল নিক। বেকায়দা জায়গায় আঘাত করা হয়েছে। চোখ তুলে এরফানের দিকে চাইল সে। তার চোখ বলছে, 'একদিন তোকে খুন করব আমি।' কিন্তু মুখে সে শুধু বলল, 'অবশ্যই!'

নিজের টুপিটা পরে বিদায় নিয়ে সোজা বেরিয়ে এল এরফান। দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে একজন তরুণ টেবিল খালি হওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখাচোখি হতে অকারণেই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল ছেলেটার মুখ। বেশ চিকন পাতলা ছেলেটা—বাদামী চুল, ঘন বাদামী চোখ। অদ্ভুত মায়াবী চোখ। একটু বিব্রত ভাবেই বাইরে বেরিয়ে এল এরফান।

পিছন থেকে রাকা তাকে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত একদৃষ্টে চেয়ে দেখল, তারপর নিকের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কে? মানে তুমি ওর সম্বন্ধে কি জানো?'

কাঁধ ঝাঁকাল নিক, 'পিস্তলবাজ যাযাবর একজন কঠিন ধরনের মানুষ দেখা যায় ওর কাছে সব সময়েই টাকা আছে—কিন্তু কাজ সে কিছুই করে না। ও যে কি করে তা আমি কোন্ ছার, স্বয়ং খোদাও হয়তো জানেন না।'

'একটু অবিচার হয়ে গেল না?' জ্যাক আপত্তি করল 'আমার তো মনে হয় ও একজন শক্ত সমর্থ সৎ যুবক।'

কথা বাড়াল না নিক, উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নিল খুবই উত্তেজিত আর বিচলিত বোধ করছে সে। এরফানের দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে অসহায়দের সাহায্য করার কথাটা ওর মন থেকে শান্তি কেড়ে নিয়েছে! তাদের পরিকল্পনা কি ফাঁস হয়ে গেল? কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? সে কেবল আন্দাজ করতে পারে—কিন্তু নিশ্চয়ই নিশ্চিত হতে পারছে না।

অনিশ্চয়তার মধ্যে তার পুরো পরিকল্পনাটাই এখন বাতাসে ভাসছে সে কখনোই এরফান আর রাউডির মত লোককে দলে নিতে আগ্রহী ছিল না। কারণ ওরা দুজনেই খুব ভাল করে চেনে বিগ হর্নস

কিছু একটা করা দরকার এই এরফানের ব্যাপারে। কিন্তু কি? নিক একবার হিরাম ম্যাক্সওয়েলের কথাও ভেবেছে—কিন্তু না, এত তাড়াতাড়ি ওকে ব্যবহার করা ঠিক হবে না এই সময়ে একটা হত্যা হয়তো অনেক মানুষকেই ওদের সাথে যেতে নিরুৎসাহিত করে তুলবে। স্পাইককে দিয়ে কোন কাজ হবে না, এরমধ্যেই একবার সে এরফানের সামনে কেঁচো হয়ে গিয়ে সেটা প্রমাণ করেছে।

হঠাৎ চালু চাক্কার কথা নিকের মনে হলো। কাজটা ওকে দিয়ে সারতে পারলে দুদিক দিয়ে লাভ হয়—কোন ঝগড়া বিবাদ হলে তাকে জড়ানো সোজা হবে। নিক ওকেও চায় না তার দলের সাথে। কারণ লোকটার মেজাজ টেক্সাসের আবহাওয়ার মতই পরিবর্তনশীল।

চালু চাক্কা বেঞ্জামিন আর নোয়েলের সাথে একই টেবিলে বসেছে। ওর নাম যে আসলে কি ছিল তা আর এখন কারও মনে নেই। ওর চাকার তলায় যারা পড়বে তারা সবাই মরবে, সম্ভবত এই রকম কোন যুক্তিতেই তার ওই নামকরণ হয়েছে।

তাস খেলতে খেলতে বেঞ্জামিন বলে উঠল, 'এই এরফান লোকটা বিশেষ সুবিধার নয়—ওকে কোনমতে এড়ানো যায় না? ব্যাটা ওই বিগ হর্নস এত ভাল করে চেনে যে আমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছি সঠিক জানতে পারলেই একটা কিছু সন্দেহ করবে ও।'

'তাতে আমাদের অসুবিধা কি? কোন কিছুই ও প্রমাণ করতে পারবে না। আর তাছাড়া আমরা সবসময়েই বলতে পারব, ওরা নিজেরা সবকিছু ভোগ করার জন্যেই এসব অজুহাত দেখাচ্ছে।' নোয়েল স্পাইক কথাটা বললেও মনে মনে সে বেশ ভয় পেয়েছে। যত জলদি সম্ভব এর একটা নিষ্পত্তি হলেই সে শান্তি পায়। যারা ওই এলাকাটা ভাল করে চেনে তাদের পক্ষে ওদের যাত্রাপথটা বেশ কিছুটা অসঙ্গতিপূর্ণ বলেই মনে হবার কথা।

'ওকে মারা খুব একটা সোজা কাজ হবে না।' বিবেচিত সিদ্ধান্ত দিল বেঞ্জামিন। 'মিস্টার জ্যাক ওয়েস্ট পছন্দ করেন তাকে, তাছাড়া আবার এমিল ব্যাশার সুপারিশ করেছে তার ব্যাপারে, সুতরাং আমাদের খুব সাবধানে কাজ করতে হবে।'

ওদের টেবিলের সামনে থামল না নিক, চালু চাক্কার সামনে দুইশো ডলার রেখে ওকে নিচু গলায় কিছু বলে এগিয়ে গেল। এসব মানুষের সাথে তার মেলামেশা আর অন্তরঙ্গতা আছে সেটা এখনও প্রকাশ করতে চায় না সে।

চালু চাক্কা বলে উঠল, 'এত ভয়ের কি কারণ? ব্যাটাকে মেরে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়!' টাকাগুলো পকেটে পুরল সে।

নোয়েল স্পাইক ওর দিকে চাইল। 'ওকে মারা এত সোজা না। ওকে আমি অ্যাকশনে দেখেছি, আমরা ওর কাছে একেবারে খোকা। এরমধ্যে আমি নেই।'

'কিচ্ছু আসে যায় না। কাউকে ভয় করে চলি না আমি। উপযুক্ত মূল্য পেলে ওকে মারতেও পিছপা হব না।'

তিন

টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েই রাকা দেখতে পেল ভিড় ঠেলে তার ছোট ভাই ওদের দিকেই আসছে। দূর থেকেই রাকাকে দেখে হাত নেড়ে ইশারা করল সে।

পশ্চিমের পুরুষালী ভাব, আর এদের জীবন-যাত্রা জিমের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন এনেছে। শহুরে সমাজের অবরুদ্ধ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে এই মুক্ত আবহাওয়ায় সে একটা নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছে। মনেপ্রাণে সে উপলব্ধি করেছে এটাই সত্যিকারের জীবন, অবচেতন মনে সে এই জীবনই এতদিন

চাইছিল। তার চোখে ফুটে উঠেছে এক নতুন উদ্দীপনা।

'আপা, চল আমরা শহরটা ঘুরে দেখে আসি। আর কোনদিন আমাদের [illegible] দেখার সুযোগ হবে কিনা কে বলতে পারে?' বলতে বলতে জিম এসে দাঁড়াল রাকার পাশে।

'সেটা কি ঠিক হবে?' তাদের বাবার গলায় সন্দেহ প্রকাশ পেল। রাকাকে নিয়েই তার যত ভয়। জিম বেশ সুন্দর মানিয়ে নিয়েছে সীমান্তের চালচলনের সাথে--যেন এখানেই তার জন্ম। বেশ গর্বই করে জ্যাক নিজের ছেলেকে নিয়ে--কিন্তু রাকার কথা আলাদা। সে জানে রাকার মত কোমল স্বভাবের মেয়ের জন্যে এটা ঠিক উপযুক্ত জায়গা নয়। কিন্তু রাকার চোখ যেভাবে চকচক করে উঠেছে জিমের প্রস্তাবে তাতে একটু অস্বস্তিই বোধ করছে জ্যাক। সে ঠিক বুঝতে পারেনি রাকার রক্তে অজানাকে জানার উৎসাহ জিমের চেয়ে কোন অংশে কম নেই। 'এই শহরে কোন নিরাপত্তা নেই--এখানে লোকজন কে যে কি করবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। এর মধ্যে রাকাকে নিয়ে বেরুনো কি ভাল হবে?'

'আমি আপার নিরাপত্তার ভার নিচ্ছি, আব্বা।' রাকাকে খুব ভালবাসে জিম, আর বোনের সম্পর্কে তার ধারণা খুব উঁচু। 'তবে তার কোন দরকার ছিল না—তুমি চেনো না আপাকে, বদ লোকের জন্যে সে সাক্ষাৎ বিচ্ছু!'

'জিম!' কপট রাগে ভাইকে ধমক দিলেও মনে মনে খুশিই হয়েছে রাকা। অন্যান্য মেয়েদের মত পরনির্ভরশীল হওয়া মোটেও পছন্দ করে না সে। সব সময়েই আত্মনির্ভরতায় বিশ্বাসী রাকা।

রাস্তায় পুরুষের বেশ ভিড়। একজন বিশালকায় দাড়িওয়ালা লোক, লোকটা আকারে রাউডি রবিনের চেয়েও বড়; আপন মনে হাঁটছিল সে, হঠাৎ রাকার দিকে চোখ পড়তেই থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। অবাক বিস্ময় নিয়ে রাকাকে বারবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখছে সে, আধো কৌতুক আধো খ্যাপাটে ভাব নিয়ে রাকাও কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সামনে। বলল, 'কি ব্যাপার? মেয়ে কি আগে দেখোনি নাকি কোনদিন?'

অপ্রস্তুত হয়ে পড়ায় রক্তিম হয়ে গেল বিশাল লোকটার মুখ। কিন্তু চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে মাথা থেকে টুপি খুলে রাকাকে কুর্নিশ করে সে জবাব দিল, 'সত্যি কথা বলতে কি তোমাকে দেখার পরে আমার সন্দেহ হচ্ছে! যাদের দেখেছি তারা তোমার ধারে কাছেও লাগে না।'

এবার রাকার মুখ আরক্ত হলো। কিন্তু সে সপ্রতিভ ভাবেই প্রশংসাটা গ্রহণ করে ধন্যবাদ জানিয়ে জিমের হাত ধরে সামনের দিকে পা বাড়াল।

দুষ্টুমির হাসি হেসে জিম বলল, 'আপা, তুমি যদি এখানে ওইরকম আরম্ভ করো তবে অল্পক্ষণের মধ্যেই শহরের অর্ধেক লোক মারপিট করতে লেগে যাবে তোমার জন্যে।'

রাস্তাটা বেশি চওড়া নয়। আলগা কুচোপাথরে তৈরি, দু'ধারে কাঠের আর পাকা দালানের সারির ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেছে রাস্তাটা। রাস্তার ধারে প্রত্যেক গলির মুখে কাঠের সাইন-পোস্টে গলির নাম লেখা রয়েছে।

হঠাৎ একটা দরজা দিয়ে একসাথে হুড়মুড় করে কয়েকজন লোক বেরিয়ে

এল। ওদের মধ্যে দুজন জড়াজাড় করে হুমাড় খেয়ে রাস্তায় পড়ল। ওদের একজন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে অন্যজনের মাথা লক্ষ্য করে লাথি চালাল। কিন্তু গড়িয়ে ততক্ষণে সরে গেছে অন্যজন। আধবসা অবস্থা থেকেই লোকটা লাফিয়ে উঠে মাথা দিয়ে ঢুঁ মারল অন্যজনের পেটে। ধাক্কার চোটে ধুলোর মধ্যে রাস্তায় পড়ে গেল লোকটা। লাল চুলওয়ালা লোকটা এগিয়ে যেতেই উঠে দাঁড়িয়ে ঘুসি মারল ধুলোমাখা লোকটা। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো ঘুসি। এরপরে দুজনেই দুজনকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি সমানে ঘুসি চালাল ওরা কতক্ষণ—কারও ঘুসিই বিশেষ কাজে লাগছে না। লাল চুলো লোকটা হঠাৎ পিছিয়ে গিয়ে হাতের উল্টো দিক দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছতে মুছতে বলল, 'জাহান্নামে যাক সব, চলো আর এক দফা মদ খাওয়া যাক।'

ছোট্ট জটলাটা হৈ-চৈ করে আনন্দের সাথে তার প্রস্তাবে সমর্থন জানাল। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গলাগলি করে আবার ভিতরে ঢুকে গেল। ওদের পিছন পিছন বাকি সবাইও অদৃশ্য হলো দরজার আড়ালে।

রাস্তার শেষ মাথার কাছে একটা মাতাল নিজের হাঁটুর ওপর দুহাত রেখে বসে আছে। মাতাল চোখে সে সামনের রাস্তাটা নজর করে দেখার চেষ্টা করছে। রাস্তার অন্য প্রান্ত থেকে কেউ একজন খামোকা উপর দিকে পিস্তল ছুঁড়ে ফাঁকা আওয়াজ করল।

'কেমন লাগছে, আপা? খারাপ?' বোনের বাহুমূলে মৃদু চাপ দিয়ে জিজ্ঞেস করল জিম।

'খারাপ?' জিমের দিকে চাইল রাকা। উত্তেজনায় ওর চোখ দুটো চকচক করছে। 'কি যে বলিস…এত আনন্দ আমি জীবনে পাইনি! পরিবেশটা একটু নোংরা, একটু বেপরোয়া, একটু জঘন্যও বলা যায়—কিন্তু আমার ভাল লাগছে।'

মাথা ঝাঁকাল জিম। 'ঠিক বলেছ, আপা, একেবারে আমার মনের কথাটা বলেছ। ভাগ্যিস আব্বা পশ্চিমে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, নইলে আমাদের কাছে এইসব অজানাই রয়ে যেত। আমাদের শহুরে বাঁধাধরা জীবনের চেয়ে এই জীবন অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় আর প্রাণবন্ত।'

একটা লোক হন্তদন্ত হয়ে ওদের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে জিমের হাত চেপে ধরে বলল, 'তুমি তো ওয়েস্ট জুনিয়র, তাই না?' একটু এদিক ওদিক চেয়ে সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'এরফান জেসাপকে দেখেছ? রাউডি রবিনের সাথে যে এসেছিল?'

'আমি চিনি না তাকে,' একটু ইতস্তত করে জবাব দিল জিম।

'আমি চিনি,' বলে উঠল রাকা। 'কেন, কি হয়েছে?'

'শুনলাম চালু চাক্কা ওকে গুলি করে মারার জন্যে খুঁজছে। দোহাই তোমার, যদি আমার আগে তোমরা ওর দেখা পাও ওকে সাবধান করে দিও। খুব খারাপ ধরনের খুনে ওই চালু চাকা।'

কর্তব্যবোধ আর উত্তেজনার দোটানায় পড়ে জিম একটু দমে গেল। 'আপা,' অনিশ্চিত ভাবে বলল সে, 'তোমাকে বরং হোটেলেই রেখে আসি। যদি গোলাগুলি হয়ই, এর মধ্যে তোমার থাকা ঠিক হবে না।'

ওর জ্যাকেটের হাতা খামচে ধরল রাকা। 'জিম, চালু চাক্কা কে?'

বিব্রত চোখে রাকার দিকে চাইল জিম। 'ওর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আমি জানি না, আপা। যেটুকু কানে এসেছে তা হচ্ছে ও একটা বন্দুকবাজ লোক—কয়েকদিন আগেই সে স্পীয়ারফিশে একজনকে গুলি করে খুন করেছে।'

'এরফান জেসাপকে তাহলে চেনো তুমি?' প্রশ্ন করল লোকটা।

'হ্যাঁ, আজকে খাবার টেবিলে একসাথেই বসেছিলাম আমরা। শাইয়্যান থেকে আমাদের স্টেজকোচের সাথে সাথেই এসেছে ও। লোকটা বেশ ভাল বলেই মনে হয়।'

বলতে বলতে রাকার চোখের সামনে ভেসে উঠল টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ানো এরফানের চেহারাটা। কী লম্বা, আর কত সুন্দর ওর চলার ভঙ্গি!

প্রথম যেদিন পোল ক্রীকে তাকে দেখেছিল সেদিনের কথা মনে পড়ল রাকার। কেমন অদ্ভুত চোখে সে চেয়েছিল তার দিকে—সে চোখে এমন কিছু ছিল যা নাড়া দিয়েছে ওকে। কিন্তু সেই একই চোখজোড়াকে সে রক্তহিম করা ভয়ানক হতে দেখেছে যখন সে নিকের দিকে চেয়েছিল আজ।

'যতদূর জানি সে-ও একজন দক্ষ গান-ফাইটার,' কথা বলার ফাঁকে রাকার চোখ রাস্তাটা চষে বেড়াচ্ছে এরফানের খোঁজে। 'কিন্তু তবু আমাদের ওকে সাবধান করে দেয়া উচিত, জিম—হাজার হোক আমাদের সাথে যখন যাচ্ছে, সে আমাদেরই একজন।'

'চলো তাহলে, ওকে খুঁজে বের করি আমরা।' বোনের হাত ধরে জিম লোকজনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল। ওকে আর সেই ভার্জিনিয়ার জিম বলে চেনার উপায় নেই এখন। নতুন উদ্যম আর আত্মবিশ্বাস তাকে ভিন্ন মানুষ করে তুলেছে।

চলতে চলতে আপার হাতে টান দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জিম। 'ওই যে,' ফিসফিস করে বলল সে, 'চালু চাক্কা যাচ্ছে!'

চিনিয়ে দেয়ার দরকার ছিল না; রাকা আগেই টের পেয়েছিল লোকটার হাবভাব দেখে।

রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছে লোকটা। রাকার চেয়ে বেশি লম্বা হবে না সে, চৌকো চোয়াল, লম্বা নাক আর সাথে ভয়ানক দুটো ঘোলাটে চোখ। দুটো পিস্তল ঝুলছে ওর দু'পাশের হোলস্টারে, দুটোরই মাথার দিকগুলো পায়ের সাথে বাঁধা।

কিছুদিন আগেই হে-সিটিতে চালু চাক্কা গুলি করে একসাথে দুজনকে ঘায়েল করেছে। দুজনের কেউই মরেনি বটে, কিন্তু যারা সামনাসামনি দেখেছে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা তারা সবাই ওর ক্ষিপ্রতা দেখে মনে ক্লে অ্যালিসন, ম্যানিং ক্লেমেন্টস, ওয়েস হ্যারিসনের মত দক্ষ পিস্তল চালকের সারিতে ফেলেছে ওকে।

রাকা তার পশ্চিমের বাসিন্দা আঙ্কেল টিমোথির কাছ থেকে পশ্চিমের অনেক গল্প শুনেছে। তারা কল্প-কাহিনী হয়ে রয়েছে তাদের পিস্তলের জোরে। ওয়াইল্ড বিল হিকক, ক্লে অ্যালিসন, ওয়াইয়েট আরপ, ওয়েস হার্ডিন, লুক শর্ট, বিলি দ্যা কিড…এদের অনেক গল্পই সে শুনেছে। চালু চাক্কা আজ তার কাছে একটা নতুন

নাম। ওকে সামনাসামনি দেখে, আর ওর ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে ভিতরটা শুকিয়ে আসছে রাকার।

'এরফান যে এখন কোথায় কে জানে!' চালু চাক্কার ওপর থেকে নজর না সরিয়ে স্বগতোক্তি করল রাকা।

'জানি না কোথায় আছে সে—পালিয়ে যেতে পারলেই এখন রক্ষা হয়।'

'অসম্ভব!' বলে উঠল রাকা। 'পালিয়ে যাবার মত লোকই নয় সে।'

'না পালালে বোকামি করবে। সাঙ্ঘাতিক ধরনের লোক এই চালু চাক্কা। কিন্তু ও যে কেন জেসাপের পিছনে লাগল বুঝলাম না।'

রাউডি রবিন বেরিয়ে এসে একটা দোকানে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। রাকার সন্ধানী চোখে ঘটনাটা এড়াল না। ওর রাইফেলটা আলগোছে আটকে রয়েছে ওর হাতের ভাঁজে। পরক্ষণেই আর একজন বেরিয়ে এল ওই দরজা দিয়ে—সিরিল ডার্কি। রাকার মনে পড়ল এদের দুজনের সাথেই এরফানের বেশি ঘনিষ্ঠতা লক্ষ করেছে সে। সিরিল সোজা ধীর পায়ে রাস্তা পার হয়ে একটা বাক্সের ওপর বসে সিগারেট ধরাল।

'জিম!' ভাইয়ের হাত সজোরে চেপে ধরে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল রাকা, 'কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে—এখানেই দাঁড়াও।'

চালু চাক্কার দিকে এগুচ্ছিল ওরা, কয়েক পা গিয়েই হাতে চাপ অনুভব করে থেমে দাঁড়াল জিম। ঠিক এই সময়েই এরফান জেসাপকে বেরিয়ে আসতে দেখল রাকা দুটো বাড়ির মাঝখান দিয়ে।

চালু চাক্কা প্রায় তিরিশ গজ দূরে তখনও। একবার ডাইনে, তারপর বাঁয়ে চাইল সে। আবার ডাইনে চেয়েই রাস্তার ঠিক মাঝে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল—এরফানকে দেখতে পেয়েছে সে।

পা দুটো সামান্য ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে চালু চাক্কা। সম্পূর্ণ তৈরি সে। তার সব কয়টা স্নায়ু টানটান হয়ে রয়েছে।

মুখে কিছু বলল না এরফান, চলাও থামাল না। সে জানে, থামলেই গুলি ছুঁড়বে চালু চাক্কা, ওর তার অল্প পিছনেই রাস্তার ঠিক মাঝে দাঁড়িয়ে আছে রাকা, একেবারে সরাসরি গুলির লাইনে।

রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল এরফান। রাস্তাটা এখন একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। ওরা চারজন ছাড়া রাস্তায় আর কেউ নেই। রাস্তার ওপর এরফানের বুটের মচমচ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হাঁটার তালে তালে ওর হাত দুটো সহজ ভঙ্গিতে সামনে পিছনে দুলছে।

জিম রাকার সামনে এসে দাঁড়িয়ে নিজের দেহ দিয়ে আপাকে আড়াল করল। উত্তেজনায় বুক ঢিপঢিপ করছে তার।

চলতে চলতেই এবার মুখ খুলল এরফান। 'শুনতে পেলাম তুমি নাকি আমার খোঁজ করছিলে, চালু চাক্কা?' নিস্তব্ধ ফাঁকা রাস্তায় অস্বাভাবিক জোরাল শোনাল ওর গলা। রাস্তার আশেপাশে জীবনের কোন সাড়া নেই—কোথাও কিছু নড়ছে না। 'শুনলাম আমাকে শিকার করতে বেরিয়েছ তুমি, তাই ভাবলাম আমাদের সামনাসামনি কিছুটা পরিচয় হওয়া দরকার।'

এগিয়েই চলেছে এরফান সহজ সাবলীল গতিতে। 'কাউকে অপেক্ষা করিয়ে রাখা ভাল না–বিশেষ করে যারা অস্থির হয়ে দর্শন পাওয়ার জন্যে খুঁজতে বেরোয়, তাদের তো কোনমতেই প্রতীক্ষা করিয়ে রাখা চলে না।'

এরফানের কোন কথারই জবাব দিল না চালু চাক্কা। ওর দেহটা কেবল তৈরি হয়ে আরও একটু কুঁজো হলো। বড় বড় ভীত চোখে রাকা চেয়ে রয়েছে এরফানের দিকে। তোলপাড় চলেছে ওর বুকের ভিতর।

ও কি থামবে না? এইভাবে হেঁটেই এগিয়ে যাবে ওই জঘন্য লোকটার পিস্তলের নলগুলোর মুখে?

রাস্তার দুধারে লোকগুলো শ্বাস নিতেও ভুলে গেছে। অবাক চোখে সবাই চেয়ে দেখছে বাকস্কিনের শার্ট আর কালো হ্যাট পরা লোকটা আরও এগিয়ে যাচ্ছে চালু চাক্কার দিকে।

'শুনলাম তুমি একটা জঘন্য লোক, চালু চাক্কা। শুনলাম তুমি নাকি কিছু লোককে খুনও করেছ। সন্দেহ নেই ওরা কানা, খোঁড়া বা বুড়ো লোক ছিল। কিন্তু এখন তুমি একজন পুরুষের সামনাসামনি হয়েছ–যে তোমাকে ভয় পাচ্ছে না মোটেও। আগের মতই লাগছে কি তোমার এখন?

'ভাবছি কে তোমাকে আমার পিছনে লাগাল। এর পিছনে অন্য কারও হাত থাকতেই হবে, কারণ তোমার সাথে কোন ঝগড়া-বিবাদ আমার হয়নি, এমন কি মাত্র কয়েক মিনিট আগে অন্যেরা তোমাকে চিনিয়ে দেয়ার আগে পর্যন্ত তোমাকে কোনদিন দেখিইনি আমি।'

মচমচ শব্দে এগিয়েই চলেছে এরফান।

চালু চাক্কার দুপাশে তার হাতদুটো থাবার আকার নিয়েছে। চোখ দুটো অদ্ভুত রকম উজ্জ্বল দেখাচ্ছে–দাঁতগুলো সামান্য বেরিয়ে পড়েছে। উত্তেজনার চাপে হাত দুটো কাঁপতে আরম্ভ করেছে ওর। এরফানের জোরাল গলার কথাগুলো শুনছে আর অপেক্ষা করছে সে। সামান্য এদিক ওদিক দেখলেই সাথে সাথে গুলি চালাবে লোকটা।

চেয়ে থাকতে থাকতে মাথা ঝিমঝিম করছে রাকার। হঠাৎ এরফানের হাতের আঙুলের ফাঁকে চকচকে কিছু একটা নজরে পড়ল তার। 'চালু চাক্কা' যেন ভুল না বোঝে এমনভাবে খুব ধীরে ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়াল এরফান। হাতের চকচকে পিতলের কার্তুজটা খেলার ছলে বারবার উপরে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিচ্ছে সে। প্রতিবারই ঝিলিক দিয়ে উঠছে উজ্জ্বল রোদে পালিশ করা পিতলের ছোট্ট গুলিটা।

আরও এগিয়ে যাচ্ছে এরফান। দুরুদুরু বুকে রাকা অপেক্ষা করছে। যেকোন মুহূর্তে পিস্তল গর্জে উঠবে।

অস্বস্তি বোধ করছে চালু চাক্কা, মৃদুমৃদু কাঁপছে ওর সারা দেহ।

'কি করছে এরফান?' ফ্যাসফেঁসে গলায় বলে উঠল জিম। 'ওর কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

ওদের মাঝে দূরত্ব আর মাত্র পনেরো ফুট। এগিয়েই চলেছে এরফান···তেরো···এগারো···নয়···পিতলের গুলিটা বারবার শূন্যে উঠছে আর

নামছে।

'দেখেছ?' বলে উঠল জিম, 'কেমন ঘামছে চালু চাক্কা?'

সত্যিই তাই, খুনী লোকটার ঠোঁট বারবার আপনাআপনি খিরখির করে নড়ে উঠছে। হাত দুটো কাঁপছে। অপলক চোখে এরফানকে লক্ষ করছে সে—সামান্যতম বেচাল দেখলেই গুলি করবে।

এমন পরিস্থিতি আর আগে কখনও হয়নি। কেউ তার দিকে এমন নির্ভীকভাবে হেঁটে এগিয়ে আসেনি। সবাই একসময়ে থেমে দাঁড়িয়েছে—শ্বাসরুদ্ধকর দু'একটা মুহূর্ত কাটার পরেই আরম্ভ হয়েছে গোলাগুলি। কিন্তু এ কি? ও যে এগিয়েই আসছে—শঙ্কিতভাবে সে চেয়ে দেখছে আরও এগিয়ে আসছে এরফান···আরও!

রাকার একটা হাত মুখের কাছে উঠে এসেছে। কোন মানুষের পক্ষে কি করে সম্ভব এই অনিশ্চয়তা আর উৎকণ্ঠা নির্বিকারভাবে সহ্য করা? ওরা এখন এত কাছাকাছি যে কারও গুলি ফসকে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। ওরা···

এরফানের আঙুলের ফাঁক গলে পিতলের গুলিটা নিচে ধুলোর ওপর পড়ল।

সম্মোহিতের মত 'চালু চাক্কার' চোখ অনুসরণ করল চকচকে গুলিটাকে। শান্ত সহজ ভঙ্গিতে এরফান ঝুঁকল ওটা তুলে নিতে···হঠাৎ ক্ষিপ্রবেগে এক মুঠো ধুলো তুলে নিয়ে চালু চাক্কার চোখে ছুঁড়ে মারল সে!

অপ্রত্যাশিতভাবে চোখে ধুলো যেতেই অন্ধের মত টলে উঠল চালু চাক্কা। পরক্ষণেই হন্যে হয়ে পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়াল সে। কিন্তু পিস্তল বের করে গুলি করার আগেই এরফানের আঘাতে পিস্তলটা ছিটকে পড়ল ওর হাত থেকে। রাগে ক্রুদ্ধ জন্তুর মত চিৎকার করে এক হাতে চোখ কচলাতে কচলাতে আরেক হাত দিয়ে অন্য পিস্তলটা বের করার চেষ্টা করল।

বাড়ি খেয়ে ওর বাম হাতটা সরে গেল পিস্তলের ওপর থেকে। প্রচণ্ড আঘাতে হাতটা একেবারে অবশ হয়ে গেছে, এই সময়ে বিরাশি শিক্কা একটা ঘুসি এসে পড়ল ওর পেটে। ব্যথায় দুভাঁজ হয়ে গেল 'চালু চাক্কা'—দম ফুরিয়ে গেছে ওর ওই প্রচণ্ড ঘুসির আঘাতে। এক হাতে কলার ধরে ওকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দুই গালে চড় মারতে মারতে ওর মুখ রক্তাক্ত করে ফেলল এরফান।

প্রথম উল্টো হাতের চড়েই ঠোঁট দু'ফাঁক হয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল। হাতের তালু দিয়ে মারা দ্বিতীয় চড়টা পড়ল ওর কানের ওপর—মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। শেষের দিকে ওর মাথাটা চড় খেয়ে সুতোয় বাঁধা কর্কের মতই এপাশওপাশ করতে থাকল।

একটা পিস্তল ওর খাপের মধ্যে রয়েছে বটে, কিন্তু যতবারই সে ওটা বের করার চেষ্টা করে ততবারই বাড়ি দিয়ে ওর হাত সরিয়ে দেয় এরফান।

এবার ওর খাপের পিস্তলটা বের করে ওটাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে ওর কলার আর বেল্ট ধরে ওকে তুলে নিয়ে ঘোড়াকে পানি খাওয়ানোর টবে ফেলে দিল এরফান। প্রথমে তলিয়ে গিয়ে পরক্ষণেই নাক মুখ দিয়ে পানি বের করে কাশতে কাশতে মাথা তুলল চালু চাক্কা।

রাস্তাটা একেবারে নীরব ছিল এতক্ষণ। কেউ একজন উল্লসিত চিৎকার দিয়ে

উঠতেই এবার সরগরম হয়ে উঠল জায়গাটা। বেশির ভাগ লোকই হাসিতে ফেটে পড়ছে। পশ্চিমের একজন ভয়ঙ্কর বন্দুকবাজকে এভাবে সোজা হেঁটে গিয়ে থাপড়ে তার মাথা ঘোলা করে দিয়ে এমন করে ঘোড়ার পানি খাওয়ানো...সত্যি, এরফান ভোসাপ আজ বেড়ে দেখিয়েছে!

এরফান যদি চালু চাক্কাকে গুলি করে মেরে ফেলত তবে সেটা কোন আশ্চর্য ঘটনা হত না। সবাই কাঁধ ঝাঁকিয়ে যে যার কাজে চলে যেত। কিন্তু যা ঘটে গেল তা সত্যিই জাঁকিয়ে গল্প করে বলার মত। এই কাহিনী বহুকাল ধরে বহুবার বহুজনের মুখে শোনা যাবে সবখানে।

হাসি ঠাট্টার মধ্যে চালু চাক্কা টব থেকে কোনমতে নেমে দাঁড়াল, তারপর মন্থর পায়ে হেঁটে দুটো বাড়ির মাঝখান দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওকে নিয়ে মস্করা করছে সবাই। চালু চাক্কা বুঝে নিয়েছে আজকের পরে কেউ আর তাকে ভয় পাবে না—কোনদিনও না।

হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে নিক উলফ পুরো ঘটনাটা দেখল। বিড়বিড় করে নিষ্ফল আক্রোশে কাকে যেন গাল দিল সে। মুচকি হাসি হেসে এমিল এসে দাঁড়াল নিকের পাশে। 'এমন ঘটনা দেখেছ কোনদিন? লোকটার সাহস আছে বলতে হবে। আমি বরং পঞ্চাশবার বরফের মধ্যে ঝড়বাদল মাথায় করে ঘোড়া চালাতে রাজি আছি কিন্তু অমন করে কোন গান ফাইটারের সামনে যেতে পারব না। আর লোকটা কিনা সোজা হেঁটে গিয়ে পাগলা খুনীটার কাছ থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়ে থাপড়ে সিধে করে দিল ওকে!'

ঘুরে কটমট করে এমিলের দিকে চাইল নিক। সবজান্তার হাসি হেসে এমিল আবার বলল, 'তোমার বুদ্ধি থাকলে ওর সাথে আর লাগতে যেয়ো না। ওর পেছনে লাগলে স্রেফ খুন হয়ে যাবে।'

'ওহ্, চুপ করো,' বলেই রাগে গটমট করে হেঁটে হোটেলে ঢুকে গেল সে।

এরফান এগিয়ে এসে রাকার সামনে দাঁড়াল। 'গোলমালের সময়ে মেয়েদের রাস্তায় থাকা ঠিক না—চোট লাগার ভয় থাকে।' ঘটনার উত্তেজনায় এরফানের গলার স্বর একটু রুক্ষ আর পাতলা শোনাল।

'কি?' এরফানের গলার সুরে বিস্ময়ে রাগে আড়ষ্ট হয়ে ঋজু হয়ে গেল রাকা। 'কোন্ সাহসে তুমি আমার সাথে ওই সুরে কথা বলো? তুমি যদি মনে করে থাকো...'

ওকে কথা শেষ করার সুযোগ না দিয়ে অমন করে চলে না গেলে হয়তো এরফানকে ক্ষমা করত রাকা। মনের ঝাল ঝাড়তে না পেরে হনহন করে হোটেলের দিকে হাঁটা ধরল সে। জিম প্রায় ছুটতে ছুটতে চলল আপার পিছনে।

রাউডি আর সিসিল এরফানের পাশে এসে দাঁড়াল। রাউডি হাসতে হাসতে বলল, 'সত্যিই আমাকে চমকে লাগিয়ে দিয়েছ তুমি আজ। আমি তো নিশ্চিত ধরেই নিয়েছিলাম গুলি ছুঁড়বে ও।'

'আচ্ছা, সত্যিই ও যদি তোমাকে গুলি করার জন্যে পিস্তল বের করত তবে কি করতে তুমি?' প্রশ্ন করল সিসিল।

অবাক হয়ে ওর দিকে চাইল এরফান। 'তোমার কি মনে হয়? বাধ্য হয়েই ওকে আমার মেরে ফেলতে হত!'

'জেম থিয়েটার'-এর দিকে হাঁটছে ওরা। সিসিল বলে উঠল, 'গোল্ড স্ট্রীটের উল্টোদিকের থিয়েটারে একটা ভাল শো হচ্ছে, দেখবে? বহুদিন কোন ভাল শো দেখিনি—ল্যারি ম্যাকগ্যামনের শো—আশা করা যায় ভাল হবে।'

'মন্দ কি? শো'র শেষে রওনা হলে আমরা সময় মত স্লিট রকে পৌঁছে যাব। ওদিকে টোনি ল্যাগার আমাদের ওয়্যাগনগুলো দেখাশোনা করছে, সুতরাং চিন্তা নেই আমাদের। হ্যাঁ, ভালই কাটবে সময়টা।'

মোড়ের মাথায় এসে দাঁড়াল ওরা তিনজন। রাস্তায় লোকজনের সংখ্যা কমে এসেছে, তবে বারগুলো এখন একেবারে ভর্তি।

'এই ওয়্যাগন ট্রেনটার মধ্যে কিছু একটা গোলমাল আছে,' মন্তব্য করল সিসিল। 'প্রথম থেকেই কেমন যেন অপছন্দ হচ্ছে আমার সবকিছু। হিরামের এই নিকের সাথে একজোট হওয়া—তাছাড়া ইয়েন গোল্ডস্মিথ বলছিল সে নাকি দেখেছে ওদের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চালু চাক্কাকে টাকা দিয়েছে নিক। চালু চাক্কার তোমাকে খুঁজতে বেরুবার ঠিক আধঘণ্টা আগের ঘটনা এটা।'

'তাই নাকি?' এটা অসম্ভব নয়, ভাবল এরফান। ওর ধারণা ছিল, হয় চালু চাক্কা নিজের বাহাদুরি দেখাবার জন্যে, নয়তো কর্নেল ল্যাকারির প্ররোচনায় একাজ করেছে।

'ইয়েন বলছিল বাষট্টিটা ওয়্যাগন ইতিমধ্যেই জড়ো হয়েছে ওখানে দলে যোগ দেয়ার জন্যে— লোকের সংখ্যা নব্বইয়েরও বেশি হবে।'

'বেশ বড় জমায়েত।'

'যেরকম সাজ সরঞ্জাম আছে তাতে ইন্ডিয়ানরা আর আক্রমণ করতে সাহস পাবে না।' একটু থেমে রাউডি রবিন আবার বলল, 'আজ মার্ক লুকাসকে দেখলাম।'

নাম শুনে ঝট করে ফিরে চাইল এরফান। 'কি নাম বললে? মার্ক লুকাস?'

'হ্যাঁ, মার্ক লুকাস।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল রাউডি এরফানের দিকে। 'কোথায় দেখেছি জানো? নোয়েল স্পাইকের ওয়্যাগনে!'

'তাই?' হাত দিয়ে চিবুক ঘষতে ঘষতে চিন্তা করছে এরফান। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা মার্ক লুকাসে এসে ঠেকেছে। লোকটা একেবারে পাজির পা-ঝাড়া। চুরি, বদমাইশি, ধাপ্পাবাজি, খুন কোনটাতেই কম যায় না। নিক যদি এই সব ধরনের লোককে নেয়া আরম্ভ করে তবে পথে যা খুশি তাই ঘটতে পারে।

লোকটাকে ভার্জিনিয়া সিটি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। লারামিতে সে মার খেয়ে ভর্তা হওয়ার থেকে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে, টাসকোসায় সাক্ষী-প্রমাণের অভাবে তাকে শাস্তি দেয়া সম্ভব হয়নি—তবে যে লোকটার পিঠে ছুরি মেরে খুন করে টাকা পয়সা লুট করা হয়েছিল, তার হত্যাকারীর ঘোড়ার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে মার্ক লুকাসের আস্তানার কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

'নিজেকে সতর্কভাবে লোকচক্ষুর আড়াল করে রাখতে চেষ্টা করছে সে,' বলল রাউডি। 'আমি যে ওকে দেখেছি একথা জানে না ও।'

'হুম,' একটা ছোট পাথরে লাথি মারল এরফান। 'ভাবছি আমি মিস্টার ওয়েস্টকে এই পরিকল্পনা থেকে সরে দাঁড়াতে উপদেশ দেব।'

'ওরা শুনবে না তোমার কথা।'

'না শুনুক, তবু এটুকু আমার কর্তব্য।'

ভিড় জমে উঠেছে বেশ। কিছুক্ষণ পরেই শো আরম্ভ হবে। শহর ভেঙে পড়েছে এই শো-দেখার জন্যে। একটা লম্বা বেঞ্চে নিজের জায়গায় বসে এদিক ওদিক চাইল এরফান। সব ধরনের লোকই এসেছে—সবাই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে কখন শো আরম্ভ হবে।

হঠাৎ দরজা খুলে গেল—একটা মেয়ে ঢুকল স্টেজে। মেয়েটা স্টেজের পিছনে কাউকে চিৎকার করে কি যেন বলল। কি বলল না বুঝলেও সবাই একসাথে হেসে উঠল। মেয়েটার মাথায় একটা সরু ঘের দেয়া ছেলেদের কালো হ্যাট, বেখেয়ালের মত অসাবধানে বাঁকা করে চুলের উপর বসানো। দর্শকের দিকে ফিরল মেয়েটা—তার লম্বাটে মসৃণ মুখমণ্ডল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতেই একটা হোঁচট খেলো উপস্থিত দর্শকেরা—মেয়েটাকে সাধারণ মেয়ে মনে হচ্ছে না আর।

'সিসিল, ভাল করে দেখে নাও,' বলল এরফান। 'আমরা মরে ভূত হয়ে যাবার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত লোকে এই মেয়ের কথা মনে রাখবে। এ হচ্ছে সেই বিখ্যাত "ক্যালামিটি জেন"!'

গলা উঁচু করে সামনের মাথাগুলোর ফাঁক দিয়ে একটু ভাল করে দেখার চেষ্টা করল সিসিল। মেয়েটার পরনে রয়েছে একটা বাকস্কিনের ঢোলা কোট, মাঝখানে বেল্ট দিয়ে বাঁধা; ট্রাউজার্সও বাকস্কিনের তৈরি, নিচের দিকে ঝালর কাটা। কোটের নিচে একটা ছেলেদের শার্ট।

'এর কথা অনেক শুনেছি আমি,' বলল সিসিল।

'একজন লোকের সাথে ব্ল্যাক হিলস্ এসেছিল জেন। থিয়েটারের দল লারামি ছেড়ে যাবার সময়ে তাদের সাথে জুটে যায়। ওই যে ওর হাতে রাইফেলটা দেখছ, আজ পর্যন্ত কোন টার্গেট মিস করেনি সে। কঠিন মেয়ে, কিন্তু মনটা খুব নরম, যা চাও দিয়ে দেবে তোমাকে। আরও আশ্চর্য কথা, স্বভাব চরিত্রে ছেলেদের মত হলেও অসুস্থ আর মুমূর্ষুর সেবায় ওর জুড়ি নেই।'

নতুন দর্শক, যারা এইমাত্র হলে ঢুকল তাদের দিকে চাইল এরফান। ভিড়ের মধ্যে একটা মুখ দেখার জন্যে ওর মনটা উন্মুখ হয়ে রয়েছে। পরমুহূর্তেই ঢুকল সে।

একটা সবুজ গাউন পরেছে রাকা। দর্শকদের মাঝে মৃদু গুঞ্জন উঠল। সবাই একবার করে ঘুরে চাইল ওর দিকে। ছোট ভাইয়ের পিছন পিছন এগিয়ে গেল সে—তার পেছনে নিক। হাসিটা মিলিয়ে গেল এরফানের। একটু নড়েচড়ে অন্যদিকে মুখ ফিরাল সে। রাউডি আড়চোখে সব লক্ষ করছে বুঝেও না বোঝার ভান করল এরফান।

কিছুই ভাল লাগছে না এরফানের। বুকের ভেতরটা থেকে থেকে কেমন যেন

মোচড় দিয়ে উঠছে। স্টেজের ওপর চোখ রাখার চেষ্টা করল সে—কিন্তু রাকা এমন জায়গায় বসেছে যে স্টেজের দিকে চেয়েও ওকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একটু পরেই টের পেল সে, রাকা ওকে খুঁজছে। মাথাটা সামান্য ঘুরিয়ে দর্শকদের দিকে দেখছে সে। একটু বাদেই এরফানের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল তার। একটু হেসে মাথা ঝাঁকাল এরফান; উত্তরে সে-ও সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

স্টেজের পর্দা আবার উঠতে আরম্ভ করতেই নীরবে সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এরফান। রাউডি তাকে কিছু বলার জন্যে ওর দিকে চাইতেই তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল সে। 'চুলোয় যাক,' আপন মনেই বিড়বিড় করে বলল সে। 'জাহান্নামে যাক সব।'

দুই হাত পকেটে ঢুকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে পাশের ছোট টিলাটার ওপর উঠতে শুরু করল সে। বেশ অনেকটা ওঠার পর ঘুরে ফিরে তাকাল।

নিচে শহরটা দেখা যাচ্ছে। বড় রাস্তার দু'পাশে দুই সারি বাড়ি,—বাকিগুলো ফাঁকে ফাঁকে ছড়ানো। নাহ্, এতটা উতলা হওয়া ঠিক হচ্ছে না তার—মনে মনে ভাবল এরফান। কোন মেয়েই এতটা দামী নয়। কিন্তু তবু এমন লাগছে কেন তার? কটা কথাই বা হয়েছে ওদের মধ্যে? মাত্র তো কয়দিনের পরিচয়—এর মধ্যেই কেন ওর মুখ সবসময়ে চোখের সামনে ভাসে; কেন ওর মনের কানে কানে ওর স্বরই কেবল কথা বলে? কত মেয়ের সাথেই তো তার পরিচয় হয়েছে; কই, এর আগে তো কেউ এভাবে তার মনকে দোলা দেয়নি? কিন্তু লাভ কি তাতে? এরমধ্যেই নিক উলফ যে রকম ভাব জমিয়ে নিয়েছে, তাতে এরফানের আর সুযোগ নেই বললেই চলে।

কিংবা এমনও হতে পারে কয়দিন পরেই পুব থেকে ওর প্রেমিক এসে হাজির হবে ওকে বিয়ে করার জন্যে রাকা সম্বন্ধে কতটুকু জানে সে?—কিছুই না আজ সত্যিই ভয় পেয়েছিল। চালু চাক্কার সামনাসামনি হয়ে সে রাকার কথা ভেবেই গোলাগুলির মধ্যে যায়নি—রাকা ছিল রাস্তার মাঝে একেবারে সরাসরি গুলির পথে ওরই জন্যে চালু চাক্কা এখনও বেঁচে আছে। ওরই কারণে এমন দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিতে বাধ্য হয়েছিল এরফান।

সিসিল ভয় পেয়েছিল চালু চাক্কা আবার ফিরে আসতে পারে। কিন্তু এরফান নিশ্চিত, ও আর ফিরবে না। এখানে আর মুখ দেখাবার জো নেই ওর। ও চলে যাবে দূরের কোন শহরে, যেখানে কেউ এই কাহিনী জানবে না। এমন অপদস্থ হওয়ার পরে কোনদিন সে আর আগের আত্মবিশ্বাস নিয়ে কারও মোকাবিলা করতে পারবে না।

ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নেমে এল এরফান। সোজা আস্তাবলে গিয়ে ঢুকল সে। ঘোড়া সেজে নিয়ে এখনই রওনা হওয়ার ইচ্ছা তার। ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে সব ফিতেগুলো ঠিকমত বাঁধা হয়েছে কিনা পরীক্ষা করতে গিয়ে পরিষ্কার শুনতে পেল, অন্ধকারে কে যেন কথা বলে উঠল। নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল সে।

'এরফান!' গলাটা ঠিক চিনতে পারল না সে, 'ওদের সাথে ওয়্যাগন

কাফেলায় তুমি যেয়ো না। হয়তো আমাকে চিনবে না তুমি, আমার দুঃসময়ে একবার মস্ত উপকার করেছিলে, তাই তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। মুখ খুলেছি তা ওরা কেউ জানতে পারলে খুন হয়ে যাব আমি। নিজের জীবন বিপন্ন করেই বলছি, যেয়ো না তুমি।'

'কেন, গেলে কি হবে?'

একটু চুপ করে থেকে সে জবাব দিল, 'জানি না। কিন্তু কিছু একটা ঘটবে-কারোই জীবিত ফিরে আসার কথা নয়।'

'কার নির্দেশে হচ্ছে এসব?' জানতে চাইল এরফান।

কোন জবাব এল না। আরও একটু অপেক্ষা করে ঘুরে দাঁড়াল সে। আবার প্রশ্ন করল। কিন্তু অজ্ঞাত বন্ধু ততক্ষণে চলে গেছে।

ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এসে হোটেলের সামনে কাঠের রেলিংে বেঁধে রেখে ভিতরে ঢুকল এরফান। বারে ঢুকে সবার চেহারা খুঁটিয়ে দেখল সে। কিন্তু এদের কাউকেই অন্ধকার আস্তাবলের সেই শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মনে হলো না তার।

দরজা ঠেলে প্রবেশ করল হিরাম ম্যাক্সওয়েল।

এরফানের দিকে চোখ পড়তেই মৃদু হেসে ওর দিকে এগিয়ে এল হিরাম। 'চমৎকার দেখিয়েছ বটে আজ,' তার সহজাত নরম মিঠে স্বরে বলল সে। 'শুনেছি ওয়াইয়েট আরপ্ এই ধরনের কিছু একটা করেছিল বেন থম্পসনের সাথে—কিন্তু এর সাথে তার কোন তুলনা হয় না।'

'চালু চাক্কা আর বেন এক হলো না,' সত্যি কথাই বলল এরফান।

'ঠিক! চালু চাক্কা ওর চেয়ে খারাপ—অনেক খারাপ। থম্পসনের বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল আর সাহসও কারও চেয়ে কম ছিল না। পিছিয়ে গেছিল, কারণ সে জানত জিতলেও সেটা তার হারই হবে। ওয়াইয়েট মরলেও ওকে ছাড়বে না, মরার আগে তাকেও শেষ করে যাবে; কোন নড়চড় হবে না এর। চালু চাক্কার মাথা গরম। কেউ বলতে পারে না সে কি করবে।'

মাথা ঝাঁকাল এরফান। নিজের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে হিরামের দিকে চোখ তুলে চাইল সে। 'নিক উলফকে তুমি কতদিন থেকে চেনো?'

মুহূর্তে হিরামের চোখের আধো-অন্তরঙ্গ আভাটা নিভে গিয়ে চোখ দুটো আবেগলেশহীন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। 'ঠিক মনে করতে পারছি না,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল সে। 'একেবারেই মনে পড়ছে না।'

'ভাল কথা,' বলল এরফান। 'আমি ওর সম্বন্ধে কিছুই জানি না বটে, তবে আমার কেন যেন দৃঢ় ধারণা ও আমাদের মতই পিস্তলবাজ।'

হিরাম ভাল করে আর একবার যাচাই করে দেখল এরফানকে। 'সত্যিই তোমার তাই মনে হয়?'

'হ্যাঁ, তাই। তবে বিশেষ কোন লাভের আশা না থাকলে ও পিস্তল বের করবে না কথাটা মনে রেখো।'

এরফানের চোখে চোখ রেখে চাইল হিরাম। 'কথাটা আমাকে বলছ কেন? আমার সাথে এর কি সম্পর্ক যে আমাকে সাবধান করছ?'

'তোমাকে নয়, নিজেকেই সাবধান করছি। একদিন হয়তো আমাদের

দুজনকে দুজনের মোকাবিলা করতে হবে। আমি চাই না এমন হোক, রক্তপাত আমি ভালবাসি না। কিন্তু সত্যিই যদি এমন দিন আসে তবে আমি ন্যায্য ভাবে সমান ভিত্তিতেই লড়ব, আর আমাদের মধ্যে যে বেশি যোগ্য সেই জিতবে। এটা জানি, যদি নিক কখনও মোকাবিলা করে, পরিস্থিতি তার অনুকূলে না থাকলে সে লড়বে না।'

কোন মন্তব্য না করে এক চুমুকে বাকি মদটুকু শেষ করে বারের ওপর গ্লাস নামিয়ে রাখল হিরাম। একদৃষ্টে খালি গ্লাসটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সে বলল, 'তাহলে ওর নাম নিশ্চয়ই শুনতাম আমরা।'

'হয়তো শুনেছি,' বলল এরফান। 'হতে পারে সে এখন অন্য নাম ব্যবহার করছে।'

'কে!'

'এখনও হদিস করে উঠতে পারিনি আমি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিসাব মিলতে হবে। ক্লে অ্যালিসনের এক পায়ে গোদ আছে, ওয়াইয়েট আরপের চুল আর চোখ অন্য রঙের—তাছাড়া সে অসৎও না। বিলি ওর চেয়ে অনেক হালকা পাতলা গড়নের—ডেভ্ রুডাবাও হতে পারে না, তাকে চিনি আমি। সে যাই হোক, আমার বিশ্বাস সে ওদের মতই একজন!'

কোন মন্তব্য না করে বিদায় নিয়ে চলে গেল হিরাম। অনেকক্ষণ চুপচাপ একা বসে থাকল এরফান। শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে উঠে দাঁড়াল সে, জ্যাক ওয়েস্টকে সাবধান করে দিতে হবে।

জ্যাকই দরজা খুলল। এরফানকে দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল সে।

'আপনার সাথে কিছু জরুরী কথা আছে আমার,' একটু কুণ্ঠিত স্বরেই বলল এরফান।

'বেশ তো···ভিতরে এসো,' দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল জ্যাক।

সরাসরি কাজের কথায় এল এরফান। 'আজ রাতে আমি যখন আস্তাবলে ঘোড়ায় জিন লাগাচ্ছিলাম তখন অন্ধকারে একজন লোক সাবধান করে দিল আমাকে। অন্ধকারে আমি চিনতে পারিনি লোকটাকে—আমাকে মানা করল এই ওয়্যাগন ট্রেনে যোগ দিতে। বলল এদের কেউ জীবন্ত ফিরবে না।'

'বাজে কথা, বৎস, এক্কেবারে বাজে কথা। ওই সু ইন্ডিয়ানরা আমাদের এতবড় একটা দলকে আক্রমণ করতে সাহসই পাবে না।'

'সু ইন্ডিয়ানদের ভয়ে লোকটা ওকথা বলেনি, ও ইঙ্গিত করেছে এই দলের অগুনতি দাগী আসামীর দিকে। আমারও একই মত।'

জ্যাকের মুখটা কঠিন হলো। 'তোমার এই উপদেশ দেয়ার পেছনে উদ্দেশ্যটা কি? তোমার আর নিকের মধ্যে যে বিরোধ সেটা আমি তোমার যৌবনের উচ্ছ্বাস আর নিকের রগচটা ভাবেরই ফল বলে ধরে নিয়েছিলাম।'

'নিকের ধারে কাছে ওর সাঙ্গপাঙ্গ যারা আছে, নোয়েল স্পাইক, মার্ক লুকাস—এদের চরিত্র সম্পর্কে ধারণা আছে আপনার?'

'লুকাস? চিনলাম না ওকে।'

'আপনি চিনবেন না, নোয়েল স্পাইকের ওয়্যাগনে লুকিয়ে আছে ও। খুব

খারাপ ধরনের খুনে বদমাইশ বলে নাম আছে ওর।'

জ্যাকের মুখ অত্যন্ত কঠিন দেখাচ্ছে, ব্যবহারেও আর আগের সেই আন্তরিকতা নেই। কঠিন স্বরে সে বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে, এরফান। মনে যদি সন্দেহ ছিল, তবে মীটিঙেই তোমার সে-কথা বলা উচিত ছিল। কাপুরুষের মত রাতের বেলা চুপিচুপি আমাকে বলতে এসেছ—খুবই অসামাজিক আচরণ এটা!'

এরফানের চেহারা অপ্রতিভ হলো। অল্পক্ষণ নীরবতার পর সে বলল, 'আমি আপনার মেয়ের কথা ভেবেই একথা আপনাকে জানাতে এসেছিলাম। যদি সত্যিই কোন বিপত্তি ঘটে তবে সেখানে তার থাকাটা বিপজ্জনক হবে।'

'আমরা, অর্থাৎ আমার ছেলে জিম আর আমি রাকার সবরকম দেখাশোনা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি এই ওয়্যাগন কাফেলা সংগঠনে সাহায্য করেছি। বলতে পারো আমিই এর হোতা। এই ওয়্যাগন ট্রেইনের সবাই ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিচিত কিংবা আমার কোন বিশ্বাসী বন্ধুর সুপারিশে এসেছে। যদি মার্ক লুকাস বলে কোন লোক এতে থেকে থাকে তবে সেটা আমার অজ্ঞাত।

'আর, তোমার ওই আষাঢ়ে গল্প সম্পর্কে—হ্যাঁ, আষাঢ়ে গল্পই বলব আমি, কারণ এর চেয়ে উপযুক্ত নাম আর আমি খুঁজে পাচ্ছি না—আমি বলব যে গত কয়েকদিনে তোমার সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য আমি জেনেছি। না, সেটা তোমার বন্দুকবাজ হওয়া বা মানুষ হত্যা সম্পর্কিত নয়। আমি তোমার সৈনিক জীবনের কিছু ঘটনার কথা বলছি। আমি যা শুনেছি তা তোমার জন্যে সম্মানজনক কিছু না।

'আমি এখনও সেসব কথা রাকা বা জিমকে জানাইনি—কিন্তু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার ওদের জানানো ছাড়া উপায় থাকছে না!

'সে কথা যাক, তুমি যখন আমাদের সাথে যাচ্ছ, তোমাকে আমি সাবধান করে দিতে চাই যে নিক উলফ আর কর্নেল ফ্রেড ল্যাকারির ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তোমার জন্যে সুপারিশ করেছি বটে, কিন্তু তুমি কোনরকম গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করলে তোমাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। ল্যাকারি আমাকে বলেছে তুমি একজন বেয়াড়া বিদ্রোহী, আর গোলমাল সৃষ্টি করতে ওস্তাদ। এই ট্রিপে তুমি বেয়াড়া কিছু করার চেষ্টা করলে ভুল করবে।'

'ধন্যবাদ।' মড়া মানুষের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে এরফানের মুখ।

ঘুরে দরজার দিকে রওনা হলো সে। হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে ফিরে তাকাল এরফান। বলল, 'আমি আপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানি না—কে তার নেতা হবে তাও জানি না—কিন্তু এটা আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে নিক উলফই হবে নেতা, আর তার লোকজনও সে নিজের ইচ্ছা মতই বেছে নেবে।'

কথাগুলো ঠিক জায়গা মত আঘাত করেছে বুঝতে পারল এরফান। সে দেখল জ্যাকের চোখ দুটো সামান্য ছোট হলো চিন্তায়—হয়তো নতুন করে ভাববে সে এবার। আর দাঁড়াল না এরফান, বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিল।

বাইরেই রাউডি রবিন অপেক্ষা করছিল এরফানের জন্যে, সাথে সিসিলও রয়েছে। এরফানের মুখ দেখে আর কোন প্রশ্ন করল না ওরা কেউ। নীরবে তিনজন রওনা হলো স্লিট রকের উদ্দেশে।

সকালে ঘুম থেকে জেগেই এরফান টের পেল ক্যাম্পে কিছু লোকজনের সাড়া

পাওয়া যাচ্ছে। এরই মধ্যে আগুনও জ্বেলেছে কেউ কেউ। কম্বল সরিয়ে বুট চড়িয়ে বাইরে এসে দেখল টোনি ল্যাগার ওদের জন্যে আগুন জ্বেলেছে।

এরফান এগিয়ে যেতেই হাসিমুখে টোনি বলল, 'শীতের সকালে শরীর গরম করতে কফির জুড়ি নেই,' এক মগ কফি বাড়িয়ে দিল সে এরফানের দিকে। 'তবে সূর্য আর একটু উপরে উঠলে আপনাআপনি চারদিক গরম হয়ে উঠবে।'

'ঠিকই বলেছ,' মাথা ঝাঁকাল এরফান। কফিতে চুমুক দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল 'পানির পিপেগুলো ভরা হয়েছে?'

'ওগুলো প্রথমেই ভরেছি আমি। যা পানি নিয়েছি তাতে অন্তত তিনদিন চলবে আমাদের।'

'খুব ভাল। সবটাই হয়তো দরকার হতে পারে আমাদের।'

সিসিল আর রাউডি এসে হাজির হলো। জ্যাক ওয়েস্ট-এর সাথে তার কি কথা হয়েছে সেটা এরফান বলেনি ওদের। তবে না বললেও ওরা আন্দাজ করে নিয়েছে ওর হাবভাবে।

সব জিনিস তোলা হয়ে গেছে ওয়্যাগনে। রাউডি তার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেছে। একটা লম্বা যুবক এগিয়ে এল ওদের দিকে। মাথায় লম্বা লম্বা সোনালী চুল, চিকন পাতলা গড়ন, লাজুক চেহারা।

'মিস্টার জেসাপ?' বলল সে, 'আর একজন ড্রাইভার নেবেন আপনি? আমি জানি আপনার একজন ড্রাইভার আছে, আপনি নিজেও দরকার হলে চালাতে পারবেন, কিন্তু আমি ভাবলাম হয়তো···মানে···আমি বিনা পয়সাতেই কাজ করব, আমি কেবল এই ওয়্যাগন ট্রেনের সাথে যেতে চাই।'

'মিস্টার ওয়েস্টের সাথে কথা হয়েছে তোমার?'

'না, তবে অন্যজনের সাথে কথা বলেছি আমি···লম্বা মত, সেনাবাহিনীর লোক।'

'সে কি বলল?'

'বলল, ওয়্যাগন না থাকলে যেতে পারব না আমি।'

মনস্থির করে ফেলল এরফান। 'তুমি ষাঁড় সামলাতে পারবে?'

ছেলেটার চোখ দুটো খুশিতে চকচক করে উঠল। 'শুধু ষাঁড় কেন, ঘোড়া, খচ্চর, ওয়্যাগন, সবকিছুরই দেখাশোনা করতে পারব আমি।'

'ঠিক আছে, উঠে পড়ো।'

নিজের ঘোড়াটার কাছে ফিরে গিয়ে ঘোড়ায় চাপল সে। দূর থেকে শোনা গেল লম্বা সুরে আগে বাড়ার নির্দেশ।

চাবুকের শব্দের সাথে সাথে ওয়্যাগনগুলো নড়ে উঠল। তার লম্বা ঠ্যাঙওয়ালা জেবরা ডান ঘোড়ার উপরে বসে এরফান দেখল চার সারিতে সাজিয়েও তাদের ওয়্যাগন ট্রেনটা প্রায় আধমাইল লম্বা হয়েছে।

সুন্দর শীতের সকাল। এক পা এক পা করে হেলেদুলে রাজকীয় চালে এগিয়ে চলল ষাঁড়গুলো। পিছন পিছন শব্দ তুলে চলেছে ওয়্যাগনগুলো। লম্বা ঘাস বাতাসে দুলছে। দূরে পাহাড়ের মাথায় কর্নেল ল্যাকারিকে দেখা যাচ্ছে নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত নেড়ে ওদের সবাইকে এগিয়ে যেতে বলছে।

আশায় বুক বেঁধে সবাই রওনা হয়ে গেল ওরা। ওদের ভাগ্যে কি লেখা আছে কে জানে।

চার

পশ্চিম। সুদূরপ্রসারী বিস্তীর্ণ জনবিরল প্রান্তর পড়ে রয়েছে সামনে। এর ওপাশে প্রভাতী সূর্য লম্বা ছায়ার সৃষ্টি করছে বাতাসে দোল খাওয়া ঘাসের ওপর। এই ছায়া সহজে মিলিয়ে যাবার নয়। ওই কালো ছায়া থাকবে রেড ইন্ডিয়ানদের মাতৃভূমির পাহাড়ে, সমতলে—সাদা লোকেদের এই অন্যায় দখলের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ করছে ওরা।

এই অঞ্চলে এখন আর মহিষ দেখা যায় না। মাঝে মধ্যে দু'একটা বুনো ষাঁড় বা বাচ্চাসহ একটা গরু চরতে দেখা যায়। যেখানে আগে দল বেঁধে লাখে লাখে চরে বেড়াত সেখানে আজ তারা নিঃসঙ্গ, একা। পুবের সাদা মানুষের আগমনে সঙ্গী হারিয়েছে ওরা।

ইন্ডিয়ানরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। অনমনীয়, কিন্তু পরাজিত। শেষবারের মত তারা একত্রিত হয়েছিল যুদ্ধে কাস্টারকে পরাজিত করে দলবলসহ নিশ্চিহ্ন করার সময়ে।

কাস্টারের পরে টেরি, ক্রুক আর গিব্বনের মিলিত সৈন্যদল এল। ছত্রভঙ্গ ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে তাদের সামান্যই লড়তে হলো। সাদা লোকেদের যুদ্ধ পদ্ধতি আর কৌশল ওরা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। যখন বুঝল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে—মনোবল থাকলেও সেই বাহুবল আর তখন নেই।

ইন্ডিয়ানদের কাছে প্রতিটি সংঘর্ষ ছিল এক একটা যুদ্ধ। তারা শেষ পরিণতির কথা কোনদিন ভেবে দেখেনি—একটা যুদ্ধ জিতেই তারা মহা উল্লাসে সন্তুষ্টচিত্তে আপন লোকজনের কাছে ফিরে গেছে ঘরে। তারা তখনও সাদা মানুষদের যুদ্ধের উন্নত বর্বরতার ঝাল টের পায়নি। সাদা মানুষ থামেনি—ওরা বারবার এসেছে—আবারও এসেছে।

বারবার আঘাত খেয়েও দমেনি ওরা। আসলে ওদের চরম পরাজয় লালকোর্তা পরা সৈনিকের কাছে হয়নি—হয়েছে চামড়ার লোভে মহিষ হত্যাকারী জনস্রোতের কাছে। তারা এসেছে পঙ্গপালের মত। শেষ বড় যুদ্ধটায় জয়ী হয়েও তাই শেষ পর্যন্ত সু আর শাইয়্যানদের পিছু হটতে হয়েছে।

এই এলাকা, এই পরিবেশ এরফানের খুব প্রিয়। টাকাপয়সার পিছনে ছোটা তার ধাতে কোনদিনই ছিল না, এখনও নেই। দিগন্তের ওপারে কি আছে দেখার কৌতূহলেই সে প্রথম এসেছিল এদেশে। বিস্তৃত ঘাসের সমুদ্র আর অ্যাস্প গাছে ছাওয়া পাহাড় তার মন কেড়ে নিয়েছে। উঁচু উঁচু পাইন গাছগুলো দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

বিগ হর্নস এখনও দিগন্ত ছাড়িয়ে বহুদূরে। ওটা এখনও কেবল মনের একটা

ছবি—ওই পাহাড় এখনও মাথা উঁচিয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি আকাশের বুকে। এরফান জানে যে এই ওয়্যাগন ট্রেনের শেষ পরিণতি যাই হোক না কেন এটাই তার প্রাণের দেশ—মনেপ্রাণে সে আপন করে নিয়েছে এখানকার সব কিছুকে।

একা একা তার জেবরা ডানে চড়ে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবছে এরফান। এখন দিনের উজ্জ্বল আলোয় তার গতরাতের ভাবনাগুলোকে যুক্তিহীন, অবান্তর বলে মনে হচ্ছে। হতে পারে নিকের আশেপাশের লোকগুলো খারাপ, কিন্তু তাই বলে তারা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাফেলায় যোগ দিয়েছে মনে করার কোন কারণ নেই। হতে পারে ওরা সত্যিই সোনার খোঁজেই সঙ্গ নিয়েছে। ফাদার রবার্ট বার্ক সবসময়ে জোরের সাথেই বলতেন, বিগ হর্নসে সোনা আছে। বেঞ্জামিনের গল্প সত্যি হতে পারে। সত্যি না হলে কেন ওরা এত কষ্ট করে এত আয়োজন করেছে, এত হাঙ্গামা পোহাচ্ছে?

সে কি নিকের প্রতি তার ব্যক্তিগত অপছন্দের কারণেই ব্যাপারটাকে এক চোখাভাবে দেখছে? নাকি রাকা নিককে পছন্দ করে বলে হিংসায় অন্ধ হয়ে এমন ভাবছে সে?

হিরাম ম্যাক্সওয়েল একজন খুনী। কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয়? সে নিজেও কি মানুষ হত্যা করেনি? হিরাম যে আসলে কেমন মানুষ সেটা বিবেচনাসাপেক্ষ—কিন্তু নোয়েল স্পাইকের কথা ভিন্ন। গোটা সীমান্তে সে পাজি লোক বলে পরিচিত।

মার্ক লুকাস আরও খারাপ। বিশালদেহী চতুর মার্ক ধোঁকাবাজ আর নৃশংস। যাহোক, নিক সীমান্ত এলাকায় নতুন, সে হয়তো মার্কের কথা নাও জানতে পারে।

চালু চাক্কা যে নিকের সাথে কথা বলার আধঘণ্টা পরেই এরফানকে খুঁজে হত্যা করতে বের হয়েছিল তা নেহাৎ ঘটনাচক্র হতে পারে। ও যেমন ধরনের ছিটগ্রস্ত মানুষ তাতে বিনা কারণেই যে কোন মানুষকে খুন করতে ছুটতে পারে। যদি নিকের পরিকল্পনাই হয়ে থাকে ওটা তবে বেচারা প্রচণ্ড ভাবে নিরাশ হয়েছে।

নাহ্, সে ভিত্তিহীনভাবেই সবাইকে অযথা সন্দেহ করছে, ভাবল এরফান। এতে নিকের ব্যক্তিগত কোনই লাভ হবার আশা নেই।

আস্তাবলে লোকটার সাবধানবাণী এই ওয়্যাগন ট্রেনে যোগ দিতে চেয়ে অনুমতি না পাওয়া কোন মানুষের কাজ হতে পারে।

সামনের ক্যাম্পে ঘটনা কিছুটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। বিশ্রাম নিতে ওরা যেখানে থামবে সেখানে ভোটের মাধ্যমে দলের চারজন ক্যাপ্টেন নির্বাচন করা হবে।

এরফানের নিজের দলে তার ওয়্যাগন দুটোর ড্রাইভার টোনি ল্যাগার আর বেন ক্যালডার ছাড়া যারা আছে তারা হচ্ছে রাউডি, সিসিল, ডেনিস আর ড্যান বাড—এদের সবারই একটা করে ওয়্যাগন। ইয়েন গোল্ডস্মিথের আছে তিনটে—তার প্রত্যেকটাই ডেনিসের ছেলেরা চালাচ্ছে।

আরও একটা ওয়্যাগন রওনা হবার সময়ে যোগ দিয়েছে ওদের সাথে সেদিন সকালেই। কে চালাচ্ছে দেখার জন্যে কৌতূহলী হয়ে পিছিয়ে পড়ল এরফান। কুঁজো হয়ে ঝুঁকে চওড়া কাঁধওয়ালা একজন লোক ওয়্যাগন চালাচ্ছে। তীক্ষ্ণ আর চতুর একজোড়া চোখ, মুখে সবসময় হাসি লেগেই আছে। এরফান কাছে

আসতেই মুখ তুলে চাইল সে।

'এই দলের নেতা কি তুমি?' হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানিয়ে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'এখনও নেতা বাছাই করা হয়নি—আজ রাতে নির্বাচন,' জবাব দিয়ে বুটের সাথে লাগানো স্পারের গুঁতো দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে রাউডি রবিনের ওয়্যাগনের পাশে চলে এল এরফান। পাহাড়ের মত লোকটা তাকে দেখে দাঁত বের করে হেসে বলল, 'মনে হচ্ছে এই পথে আমরা স্টোন কাপের দিকে যাচ্ছি। ওই জায়গাটার কথা আমি ভুলব না কোনদিন। কয়েকটা ইন্ডিয়ানের পাল্লায় পড়ে তিনদিন আটকা ছিলাম আমি ওখানে।'

'আবার ফিরে যেতে ভালই লাগবে,' বলল এরফান। 'বিগ হর্নস আমার খুব ভাল লাগে।'

'ভাবছি কোন্ জায়গায় সোনা আছে। অনেক ভেবেও কোন কূলকিনারা করতে পারছি না। আমি নিজে তো কখনও কোন সোনা দেখিনি ওখানে।'

'তুমি তো আর সোনা খুঁজছিলে না, তাই হয়তো দেখোনি। সোনা না পেলেও আমার কোন ক্ষতি নেই—আমার ইচ্ছা সুন্দর একটা জায়গা বেছে নিয়ে একটা খামার তৈরি করে ওখানেই বসবাস করব।'

'আমরা যে ঠিক কোথায় যাচ্ছি তা কে জানে!'

'মিস্টার ওয়েস্ট সম্ভবত জানে—নিক আর ল্যাকারি তো নিশ্চয়ই জানে, তাছাড়া বেঞ্জামিন নিজেই গেছিল সেখানে, আর এমিল ব্যাশারকেও জানানো হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। আজ রাতে আমাদের একটা ধারণা দেয়া হবে, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত কারোই কোন কথা জানার কথা নয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমি অনুমান করারও চেষ্টা করিনি।'

এরফানের দিকে চোখ তুলে চাইল রাউডি। 'কয়েক মিনিট আগে জ্যাক ওয়েস্টের মেয়েকে দেখলাম সুন্দর একটা বুটিওয়ালা টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে ঘুরছে। বলল নিক নাকি ওকে ওটা উপহার দিয়েছে।'

কোন মন্তব্য করল না এরফান। রাউডি নিজের পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে ওয়্যাগন চালানোর দিকে মন দিল। ইচ্ছে করেই আজ সারা সকাল সে ওই মেয়েটার কথা না ভাবার চেষ্টা করেছে। গত দুপুরের ঘটনায় মেয়েটার যেটুকু সুনজর ছিল তার ওপর তা গেছে। আর রাতের ঘটনায় তার বাপের বিরাগভাজন হয়েছে সে—ওদিকে আবার নিক উলফ ওদের দুজনেরই সুনজরে আছে। সন্দেহ নেই এই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবে নিক।

দুপুরে লাঞ্চ খাবার জন্যে কিছুক্ষণ থামল ওরা। এরফান তার প্রিয় ডানের পিঠে চড়ে আগুনের ধারে হাজির হলো। ডেনিস হকিনসের প্রস্তাব সবাই সাগ্রহে মেনে নিয়েছে। তার প্রস্তাব ছিল ওরা কয়েকজনে সবাই আলাদা রান্না না করে যার যা আছে একসাথে জড়ো করে তার মেয়েরা রান্না করবে সবার জন্যে—সবাই ভাগ করে তাই খাবে।

একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসেছে ডেনিস আগুনের ধারে। ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়ার লাগাম আলগা করে দিল এরফান। 'এই যে, কি খবর?' বলে উঠল

ডেনিস। 'পিছন পিছন কাকে ধরে নিয়ে এলে?'

লোকটা ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছে, প্রশ্নটা তারও কানে গেছে। সমবেত সবার দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হেসে জবাব দিল, 'আমার নাম জেফ লক। সুপ্রভাত। এখানে যখন কেবল বন্ধুবান্ধবরা রয়েছি, আমাকে জেফ বলেই ডেকো তোমরা।'

লোকটার গায়ে পড়া ছ্যাবলা ভাব ঠিক পছন্দ হলো না ডেনিসের। কোন কথা না বলে নিজের খালি হাতটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে থুথু ফেলল সে।

জেফ একটা মগ তুলে নিয়ে ভিওলা হকিনসের সামনে ধরল। 'একটু কফি দাও তো? তোমার ওই সুন্দর হাতের কফি মধুর মতই মিষ্টি লাগবে!'

হকিনসের তিন ছেলের দিকে এগিয়ে গেল ইয়েন। সায়মন হকিনস তার বাবার পাশে বসল। 'রাত যে কতক্ষণে হবে তাই ভাবছি, আমরা যে কোন্ দিকে যাচ্ছি জানার জন্যে আর তর সইছে না আমার।'

সবার মুখ একনজর দেখে নিয়ে চোখ টিপল জেফ। 'আমি তোমাদের বলতে পারি, যদি জানতে চাও,' সবজান্তার মত বলল সে, 'শেল ক্রীকের নাম শুনেছ কখনও? আমি বাজি রেখে বলতে পারি ওখানেই যাচ্ছি আমরা।'

আগুনের দিকে চেয়ে বসে ছিল রাউড়ি। ওর কথায় মুখ তুলে চোখ কুঁচকে তাকাল জেফের দিকে। 'তুমি শেল ক্রীকে গেছ কখনও?' প্রশ্ন করল সে।

'না,' স্বীকার করল জেফ। 'ওখানে যাইনি আমি···তবে কিছু কথা কানে এসেছে আমার।'

'অন্য সবাইকেও বলেছ নিশ্চয়ই তুমি?' জিজ্ঞেস করল সায়মন।

কথাটা কানে না তুলে নিজের পেটে চাপড় মারতে মারতে আর একবার সবার দিকে চেয়ে নিয়ে সে বলল, 'যাহোক, আজকেই সেই রাত—নির্বাচনের রাত! মনে হয় না এখানে তেমন দলাদলি আছে, তবে নেতা নির্বাচন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এমন একজনকে আমাদের নির্বাচন করতে হবে যে এই কাফেলার হোতাদের বিশ্বাস অর্জন করেছে।'

'এমন লোক কে হতে পারে?' সরল নিষ্পাপ মুখে জিজ্ঞেস করল সিসিল।

'হুম,' গম্ভীর চিন্তিত ভাবে আরম্ভ করল জেফ। 'ডেনিস ভালমানুষ, ইয়েনও ভাল—কিন্তু এমন লোক দরকার যে ওয়্যাগন চালানোয় আটকা থাকবে না, ওরা দুজনেই ব্যস্ত থাকবে নিজের ওয়্যাগন নিয়ে।'

'তোমারও তো একই অবস্থা, তাই না?' ফোড়ন কাটল সিসিল।

'সত্যি কথা বলতে কি আমার ব্যাপারটা ঠিক তা না। আমার একজন ভাল ড্রাইভার আছে সাথে। আজ যদিও সে অন্য একজনের ওয়্যাগন চালাচ্ছে, আসলে সে আমারই লোক; আগামীকাল থেকে আমার ওয়্যাগন চালাবে ও।'

'তবে তো দেখা যাচ্ছে আমাদের ক্যাপ্টেন হিসাবে তুমিই উপযুক্ত লোক,' বলে উঠল সিসিল। 'তোমার যদি লীডারদের সাথে ভাল সম্পর্ক থাকে তবে তো কথাই নেই; কর্নেল ল্যাকারির সাথে তোমার কেমন ভাব?'

'কর্নেলের সাথে?' বিজ্ঞের মত বলল জেফ, 'আমাদের মধ্যে খুব ভাল

সমঝোতা আছে, পরস্পরকে বুঝি আমরা।'

'খুব ভাল কথা,' বলল সিসিল। 'তাহলে তো আমাদের সমস্যার সমাধান হয়েই গেল—উফ্ফ্, মাথা থেকে একটা বিরাট বোঝা নেমে গেল আমার। এখন আর ক্যাপ্টেন হিসাবে ভুল লোক বাছাই করার ভয় থাকল না।'

বিদায় নিল জেফ। ওরা সবাই আবার রওনা হবার জন্যে তৈরি হলো। ডেনিস এরফানের দিকে আড়চোখে চেয়ে বলল, 'ছোকরা একটা বাচাল।'

হাসল এরফান, 'বাচাল হলেও ক্যাপ্টেন হবার শখ তার পুরোমাত্রায় রয়েছে।'

'ভোট জোগাড় করার চেষ্টা করছিল,' মন্তব্য করল ডেনিস। 'সম্ভবত এই জন্যেই ওকে পাঠানো হয়েছে।'

ওয়্যাগন আগে বাড়ানোর হাঁক শোনা গেল। সামনের মাথা থেকে শুরু হয়ে হাঁকটা শেষ মাথা পর্যন্ত পৌঁছে গেল কয়েকজন লোকের পর্যায়ক্রম চিৎকারে। ওয়্যাগনগুলো আবার ধীর গতিতে এগুতে আরম্ভ করল।

ওয়্যাগন ট্রেইনের জন্যে এর চেয়ে ভাল পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আশা করা যায় না। সময়টা ভাল, তাছাড়া এবছর এখনও বৃষ্টি শুরু হয়নি বলে যদিও পানির সামান্য অসুবিধা হতে পারে তবু মাটি ভিজে নরম হয়নি বলে ওয়্যাগন চলার জন্যে খুব সুবিধা হয়েছে—কাদা মাটিতে চাকা ডেবে যাবার ভয় নেই।

ইন্ডিয়ানরা কিছু ঝামেলা করতে পারে বটে, তবে তার সম্ভাবনা কম। অল্প কিছুদিন আগেই ক্রেজি হর্স আত্মসমর্পণ করেছে। তার দেখাদেখি টু মুন আর লেম্ডীয়ারও তাই করেছে। কেবল ওদের কবিরাজ ডাক্তার সিটিং বুল, যে ডাক্তারী ছেড়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল, সে ক্যানাডায় পালিয়ে গেছে বলে এখনও স্বাধীন রয়েছে। আমেরিকান হর্স মারা গেছে, একা শাইয়্যান নেতা ডাল নাইফ কোন সুবিধা করতে পারছে না। রেড ক্লাউড, যে একসময়ে আমেরিকান সৈন্যদের বোজিম্যান ট্রেইলের দুর্গগুলো ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল সে এখন বন্দী শিবির থেকে মাঝে মাঝে পুবের লোকেদের কাছে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়।

ছিটেফোঁটা কিছু ইন্ডিয়ান যোদ্ধা অবশ্য রয়ে গেছে এখনও। একা কাউকে বাগে পেলে হত্যা করা, কিংবা কিছু জীবজন্তু তাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া, এসব এখনও ঘটে। তবে বাষট্টি ওয়্যাগনের একটা এতবড় দলকে আক্রমণ করার মত দল গঠন করা ওদের সাধ্যের প্রায় বাইরে।

বিপদ যদি আসে, তা এই ওয়্যাগন ট্রেনের যাত্রীদের ভিতর থেকেই আসবে। বাইরে থেকে কোন গোলমালের আশঙ্কা নেই বললেই চলে।

এরমধ্যে দু'বার রাকাকে দেখেছে এরফান। ওয়্যাগনগুলো থেকে অনেক আগে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে সে, সাথে নিক উলফ। হিরাম ম্যাক্সওয়েলের কোন দেখাই নেই।

কর্নেল ল্যাকারিকে সব সময়েই দেখা যাচ্ছে; তার বিশাল বে ঘোড়াটার পিঠে চেপে বসে এটা ওটা ছোটখাট নির্দেশ দিয়ে চলেছে সে। যোগ্য দলনেতার মতই দেখাচ্ছে তাকে। সে-ও সচেতনভাবেই তেমন একটা ছাপ ফেলতে চাইছে দলের সবার ওপর।

মোটামুটি শক্ত জমির উপর দিয়ে চার সারি ওয়্যাগন সমান তালে এগিয়ে

চলেছে। বেশ দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে ওদের। এই পথটা আগে ব্যবহৃত হয়নি বলে ঘাসগুলো বেশ বড়বড়। তাই ধুলো উড়ে ওদের অসুবিধা ঘটাবার আগেই নির্বিঘ্নে সব ওয়্যাগন পার হয়ে যাচ্ছে। লম্বা ঘাসের জন্যে ধুলো উড়তে পারছে না। কয়েকবারই ইচ্ছে করে পিছিয়ে নিজের ওয়্যাগনের কাছে এসেছে এরফান। প্রতিবারই লক্ষ করেছে বেন ক্যালডার বার বার পিছন ফিরে কি যেন দেখছে।

যখনই তার চোখ পড়েছে যে এরফান লক্ষ করছে তাকে, হাত নেড়ে সামনের দিকে মনোযোগ দিয়েছে—কিন্তু এরফান চোখের আড়াল হলেই আবার পিছনে চাইতে আরম্ভ করছে সে। তবে কি স্পীয়ারফিশে বা ডেডউডে কোন ঘটনা ঘটিয়ে এসেছে ছেলেটা? ভাবছে কেউ তার পিছু ধাওয়া করবে? ওর হাবভাবে তো তাই মনে হয়।

হঠাৎ একটা হরিণ চোখে পড়ায় ওটার পিছু নিয়ে ওয়্যাগন ট্রেইন থেকে কিছুটা দূরে চলে গেছিল এরফান। টাটকা মাংসের জন্যে ওটাকে শিকার করে এনে ভিওলার হাতে ধরিয়ে দিল সে। 'অন্তত আমাদের না খেয়ে মরতে হবে না,' হেসে মন্তব্য করল ভিওলা।

সুন্দর চেহারা ভিওলার। এরফান লক্ষ করেছে সিসিলের মন গলেছে ওকে দেখে। মুচকি হেসে সে বলল, 'খুব সাবধান, ভিওলা! এই ওয়্যাগন ট্রেনের একজন যুবকের কিন্তু চোখ পড়েছে তোমার ওপর—কেবলই সে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার দিকে চায়!'

'দেখুক গিয়ে, বয়েই গেল আমার,' সপ্রতিভভাবেই জবাব দিল ভিওলা। কিন্তু কৌতূহল চাপতে পারল না সে, পরক্ষণেই আবার জিজ্ঞেস করে বসল, 'কে বলো তো?'

'টেক্সাসের সিসিল ডার্কি। শুনেছি টেক্সাসের লোকেরা নাকি খুব রোমান্টিক হয়!' এরফান দেখল ভিওলার গাল দুটো একটু আরক্ত হলো। 'অবশ্য জানি না, সে হয়তো ভাবছে তোমার জেফ লককেই পছন্দ।'

'কক্ষনো না।' প্রতিবাদ করে উঠল ভিওলা। 'আমাকে কি ভাবো তুমি বলো তো? জেভ যদি পৃথিবীর শেষ পুরুষও হত···ছিঃ, তুমি আর মানুষ খুঁজে পেলে না!'

রাতে ওয়্যাগন দিয়ে চক্র তৈরি করে ক্যাম্প করল ওরা। আঠারো মাইল পথ পাড়ি দিয়েছে ওরা প্রথম দিনে। রেকর্ড করার মত কিছু না হলেও এটাকে নেহাৎ খারাপও বলা যায় না।

সবার রাতের খাওয়া খেতে বসার মাঝখানেই ঘুরে ঘুরে ক্যাম্পের সবাইকে খাওয়ার পরে জ্যাক ওয়েস্টের ওয়্যাগনের ধারে জড়ো হতে বলে গেল নিক উলফ। যাবার আগে জেফ লকের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে চাইল একবার।

জেফকে বেশ দিলদরিয়া দেখা গেল। সবাইকে তার তামাকের থলি বের করে অফার করল সে। গম্ভীর মুখে সবাই কিছু কিছু নিল—থলেটা প্রায় খালি হয়ে গেল তার। ওয়্যাগন ট্রেইন সম্বন্ধে সে যে কতখানি অভিজ্ঞ তা বোঝাবার চেষ্টা করল সে তার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে। বিশেষ কোন মন্তব্য না করে সবাই ওর বক্তব্য শুনে গেল।

শেষ পর্যন্ত রাউডি উঠে দাঁড়িয়ে নিজের বাকস্কিন ট্রাউজার্সের পাছায় হাত মুছে বলল, 'চলো, ঘটনাস্থলেই যাওয়া যাক। ওখানে সবকিছুর একটা মোটামুটি ধারণা পাব আমরা।'

একটা ব্যারেলের পিছনে দাঁড়িয়েছে জ্যাক ওয়েস্ট। তার একটু পিছনেই কর্নেল ল্যাকারি পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। নিক নিচু গলায় আলাপ করছে রাকার সাথে। সামনের কিছু লোক পা ভাঁজ করে মাটিতে বসেছে গোল হয়ে। বাকি সবাই ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে পিছনে।

'তোমরা সবাই আমাদের সোনার নমুনা দেখেছ,' আরম্ভ করল জ্যাক ওয়েস্ট। 'শুধুমাত্র ওইটুকু দেখেই তোমরা সবাই সরল বিশ্বাসে এই যাত্রায় শরীক হয়েছ। এখন তোমাদের কাছে আমাদের গন্তব্যস্থলের কথা জানানো হবে। আমরা যাচ্ছি শেল ক্রীকের উপত্যকায়—বিগ হর্নসের অপর পাশে—ওখানেই সোনা পাওয়া গেছে।'

লোকজনের মাঝে কথার মৃদু গুঞ্জন উঠল। কিন্তু সেটা থেমে গেল জ্যাক ওয়েস্ট আবার কথা আরম্ভ করার সাথে সাথেই।

'আমাদের এতবড় একটা দলের এত লোকের মধ্যে কিছু না কিছু গোলমাল বা বিরোধ হওয়াটা একান্তই স্বাভাবিক। শান্তি আর শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে তাই আমরা ঠিক করেছি আমাদের মধ্যেই একজনের ওপর দায়িত্ব থাকবে সেটা দেখার। সেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে নিক উলফকে। আশা করি তোমরা সবাই তার সাথে সহযোগিতা করে তাকে সাহায্য করবে।'

এই ঘোষণায় একটা দুটো উল্লসিত চিৎকার শোনা গেলেও বেশিরভাগ লোকই নীরব থাকল। একবার চারদিকে সবাইকে দেখে নিয়ে ওয়েস্ট আবার বলতে আরম্ভ করল, 'নিক উলফ দশজনের নাম দাখিল করেছে যারা তাকে সাহায্য করবে। এদের মধ্যে হিরাম ম্যাক্সওয়েল থাকবে তার সহকারী।'

রাউডি এরফানের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমার ধারণাই ঠিক। অবশ্য আমিও এইরকমই কিছু একটা আশা করেছিলাম।'

'হ্যাঁ,' বলে চলল ওয়েস্ট। 'এবার পরের কথায় আসা যাক। তোমাদের ভেতর নিজের নিজের দলের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত করার জন্যে কিছু টুকরো কাগজ বিলি করা হবে ভোট নেয়ার জন্যে। পুরো দলটাকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে—ক, খ, গ আর ঘ। আশা করি তোমরা নিজেরা ভাল মত বিবেচনা করে যারা যথার্থ নেতৃত্ব দিতে পারবে তাদেরকেই ভোট দেবে।

'সবচেয়ে প্রথমে আমরা "ক" শাখার ভোট নেব।' হাত তুলে ওয়েস্ট নিক আর হিরাম যে দলে আছে সেই দিকে নির্দেশ করল।

'ওই দলের ক্যাপ্টেন নিকই হবে, দেখো,' মন্তব্য করল ডেনিস।

তাই হলো। 'খ' শাখায় ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হলো জ্যাক ওয়েস্ট নিজে। 'গ' শাখার ক্যাপ্টেন হলো প্রাক্তন স্টোরের মালিক রডনি কুপার। এর পরে 'ঘ' শাখার পালা।

জিম ওয়েস্ট ভোটগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে তার বাবার হাতে দিল। এরফান চেয়ে দেখল নিকের সাথে কথা বলছে জেফ। ওয়েস্ট সবাইকে চুপ করতে

বলতেই জেফ তার দিকে ফিরে দাঁড়াল গর্বের সাথে।

প্রথম কাগজটা তুলে নিয়ে খুলে সবাইকে শুনিয়ে পড়ল ওয়েস্ট, 'জেফ লক।' দাঁত বের করে একটু হাসল জেফ।

দ্বিতীয় কাগজটা হাতে তুলে নিল ওয়েস্ট। 'এরফান জেসাপ!' পড়ল সে। তৃতীয় কাগজটা তুলে ভাঁজ খুলে দেখে একটু ইতস্তত করল সে, তারপর পড়ল, 'আবারও জেসাপ।'

জোর করে মুখে হাসি ধরে রেখেছে জেফ। পরের ভোটটা তার স্বপক্ষেই পড়ল, কিন্তু এর পরের সবকটা ভোটই পেল এরফান।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সময়ে রাউডি কনুই দিয়ে গুঁতো দিল এরফানকে। 'চেহারাটা দেখো ওদের—তোমার ক্যাপ্টেন হওয়াটা মোটেও পছন্দ হয়নি ওদের, একটুও না!'

নিকের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। জেফের মুখ কালো আর রাগান্বিত দেখাচ্ছে। সে একেবারে নিশ্চিত ছিল যে সবার মন জয় করতে পেরেছে।

'নির্বাচিত ক্যাপ্টেনরা সবাই আমার ওয়্যাগনে এসো, আমাদের পরবর্তী কাজের ধারা ঠিক করে নিতে হবে।' মীটিং শেষ হলো।

এরফান সামনে পড়তেই সিসিল ডার্কি বলে উঠল, 'তোমার সাথে আমাদের শুভেচ্ছা রইল—দেখো ওদের কথায় ভুলো না যেন!'

ওয়েস্টের ওয়্যাগনের কাছে এগিয়ে গিয়ে চাকায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে টোব্যাকো বের করল এরফান। একটা সিগারেট রোল করতে করতে কাছেই দাঁড়ানো রাকার দিকে চাইল সে। রাকা তার ভাইয়ের সাথে কথা বলায় ব্যস্ত। ইচ্ছা করেই সে এড়িয়ে যেতে চাইছে এরফানকে। বুঝতে পেরে এরফানও ওকে আর পাত্তা না দিয়ে অন্যদিকে মন দিল।

একটু ইতস্তত করে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে কথা আরম্ভ করল কর্নেল ল্যাকারি। 'বেঞ্জামিন আর এমিল ব্যাশারের সাথে আলাপ করে একটা যাত্রাপথ বেছে নিয়েছি আমি। সেটা এঁকে দেখানো হয়েছে রাকা ওয়েস্টের সাহায্যে আঁকা এই ম্যাপটাতে। কয়েকটা নদী পার হতে হবে আমাদের এই পথে, সুতরাং এখন থেকেই আমাদের ওয়্যাগনগুলোকে নদী পার হবার উপযোগী করে তৈরি করে ফেলতে হবে।'

ম্যাপটা বেশ ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল এরফান। ওই পথে ওরা স্টোন কাপের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে না—অর্থাৎ ডেডউড আর বিগ হর্নসের মাঝে সবচেয়ে বড় পানির উৎসটাকেই এড়িয়ে যেতে চলেছে ওরা। ওই পথের কিছু কিছু সুবিধা থাকলেও একেবারে শুকনো এলাকা ওটা, ওদের পানির মারাত্মক অসুবিধা হতে পারে ওই পথে।

'তুমি তো এই পথে আগেও আসা যাওয়া করেছ, এরফান,' বলে উঠল রডনি কুপার, 'তোমার কি মত?'

ফ্রেড ল্যাকারি আর নিক উলফের অসন্তোষ লক্ষ করে একটু ইতস্তত করল এরফান। শেষে বলল, 'পথটা ভালই তবে পানির অভাব হবে।'

ল্যাকারি ম্যাপের একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, 'ঠিক এই জায়গায় আছে

টাটকা পানি, ক্যাম্প করার জন্যেও জায়গাটা উপযুক্ত।'

'ঠিকই বলেছ তুমি, ল্যাকারি, কিন্তু তোমার কথায় একটা ফাঁক রয়ে গেছে। ওটা বদ্ধ-পানি, সাধারণত শেওলা আর বিভিন্ন আগাছায় ভরে থাকে ওটা, একান্ত দায়ে না ঠেকলে কোন মানুষের ওই পানি পান করা উচিত নয়।'

'তোমার মন্তব্য জেনে খুব খুশি হলাম আমরা,' বিদ্রূপ করে বলল ল্যাকারি। 'তোমাকে চিনি বলেই আমি জানি আমার কোন প্ল্যানই তোমার পছন্দসই হবে না।'

'হ্যাঁ, আর তোমাকেও আমি চিনি বলে জানি তোমার পক্ষে একটা মোটামুটি চলনসই রাস্তা খুঁজে বের করাও অসম্ভব,' জবাব দিল এরফান। 'ওই পথে দ্বিতীয় জলাশয়টা একেবারে নির্ভেজাল ক্ষার। পাম্পকিন বুটেসের জলাশয়ের কথা বলছি আমি।'

'আমার খবর সম্পূর্ণ ভিন্ন!' খেঁকিয়ে উঠল ল্যাকারি।

কাঁধ উঁচাল এরফান। একটা সিগারেট ধরিয়ে সবার দিকে চাইল সে। নিক মৃদুমৃদু হাসছে, জ্যাক ওয়েস্ট বিরক্ত, কেবল রডনি কুপারকে একটু চিন্তিত দেখাল।

'আমার কথাটা বলার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই যে এতে আমরা সবাই আছি একসাথে।' শান্ত গলায় বলতে আরম্ভ করল এরফান। 'ব্যক্তিগত বিরোধ যদি কারো থেকে থাকে সেটা আমাদের যাত্রা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভুলে যাওয়াই উচিত হবে। আমার যেটুকু জানা ছিল তা আমি বলেছি, কারণ এসব ব্যাপার আগে থেকে জানা থাকা ভাল।'

'খুব ভাল কথা,' বলল রড্‌নি। 'কিন্তু তুমি কি এই প্ল্যান তৈরির সময়ে ছিলে না?'

কোন জবাব দিল না এরফান। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল ওদের মাঝে। একটু নড়েচড়ে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ল্যাকারি বলল, 'তাহলে এই কথাই রইল—সকালে ''ক'' শাখা সবার আগে থেকে পথ দেখাবে।'

আরও দুই একটা ছোটখাট আলোচনার পরে মীটিং শেষ হলো। এরফান নিজের ওয়্যাগনের কাছে ফিরে এসে দেখল তার উঠতি যুবক ড্রাইভার বেন ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে গেল। ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে ওকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে তাকে ডাকল এরফান, কিন্তু ওর ডাক বেনের কান পর্যন্ত পৌঁছাল না। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে, যেন একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল আছে তার। ওর এমন সন্দেহজনক গতিবিধিতে একটু অবাকই হলো এরফান।

মিছে এ নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট না করে নিজের ওয়্যাগনে ঢুকে বিছানা ঝেড়ে পরিষ্কার করতে লেগে গেল সে। অল্প পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে চারদিক। পিছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে ফিরে তাকাল এরফান। রডনি এগিয়ে এসে ওয়্যাগনের ধারের ওপর বসল। 'তোমার তো এই এলাকাটা বেশ ভালভাবেই চেনা আছে, তাই না?' প্রশ্ন করল সে।

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'এর আগেও এই পথে আমি দু'বার যাতায়াত করেছি। রাস্তাটা ভাল, কিন্তু পানির অভাব আছে।'

'ল্যাকারি তোমার ওপর তেতে আছে দেখলাম–আগের কোন ঘটনা?'

'হ্যাঁ, সে অনেক পুরানো ইতিহাস। আমি বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সৈন্য বাহিনীতে ওর অধীনে কিছুকাল ছিলাম–মতের মিল হয়নি আমাদের।'

'এই রকমই একটা কিছু ধারণা করেছিলাম আমি,' একটু থেমে পাইপ ধরাল সে। 'তা, তুমি কি আমাদের এই পথে যাওয়াটা পছন্দ করছ না?'

'খারাপ না, ঝোপঝাড় নেই, একেবারে ফাঁকা এলাকা, ঘাসও ভাল; আর মাত্র কয়েকটা ছোট ঝর্না পার হতে হয়। এই সময়ে হয়তো সেগুলোও একেবারে শুকনো বা প্রায়-শুকনো থাকবে। তবে ওই পানির জলাশয়গুলো সবই বেকার।'

'হয়তো এতদিনে কিছু বদলেছে?'

'না, স্পীয়ারফিশে আমি একজন ইন্ডিয়ানের সাথে কথা বলে জেনেছি ওগুলো এখনও আগের মতই আছে।'

'তোমার দলে কিন্তু বেশ কিছু ভাল লোক আছে,' মন্তব্য করল রডনি।

'সেরা মানুষের সারিতে পড়ে ওরা। জেফও মনে হয় আর আমাদের দলে থাকবে না এখন।'

'সে নিককে বলেছিল সে-ই ক্যাপ্টেন হবে। এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত ছিল সে।' পাইপের ডগা দিয়ে চিন্তিতভাবে থুতনি চুলকাল রডনি। 'এরফান, তুমি নোয়েল স্পাইক আর হিরাম ম্যাক্সওয়েল সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছিলে–ওদের সম্বন্ধে তুমি কতটা জানো?'

'পশ্চিমের লোকেরা যতটুকু জানে আমিও ততটুকুই জানি। হিরাম লোকটা বন্দুকবাজ আর খুনী। অবশ্য আমার পক্ষে একথা বলা সাজে না কারণ মানুষ খুন আমিও করেছি। তবে একান্ত বাধ্য না হলে আমি তা করিনি। হয়তো হিরামের ব্যাপারটাও তাই, কিন্তু নোয়েল স্পাইকের কথা আলাদা। সে একটা জঘন্য নীচ শ্রেণীর বদমাইশ খুনী–চোরও।'

'একটা জিনিস কিছুতেই মাথায় আসছে না আমার, নিক আর হিরাম দশজন লোক বেছে নিয়েছে আমাদের মধ্যে আইন আর শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, আমরা যেন একদল বেজায় উচ্ছৃঙ্খল লোক!'

'ডজ সিটিতেও তো কোনদিন আইন রক্ষার জন্যে দশজন লোকের দরকার হয়েছে বলে শুনিনি!'

'ঠিক, আর নোয়েল স্পাইক ওই দশজনের একজন। মার্ক লুকাস নামেরও একজন আছে ওই দশজনের মধ্যে।'

'মার্ক? ওর মত ঠগ আর দুটো নেই পৃথিবীতে। সীমান্তে খারাপ অর্থে প্রচুর সুনাম আছে ওর। জ্যাক ওয়েস্ট এটা কি করছে বুঝলাম না! পুরো ওয়্যাগন ট্রেনটাই তুলে দিয়েছে ক্রিমিন্যালদের হাতে।'

'সেটাই ভয় পাচ্ছি আমি,' স্বীকার করল রডনি। 'এসব মোটেও ভাল ঠেকছে না আমার।'

পরের দিন চোদ্দ মাইল পাড়ি দিল ওরা। বেনের দিকে চিন্তিতভাবে তাকাল এরফান। আজ সকালে ভোর না হতেই কাজে লেগেছে ছেলেটা। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে–নিশ্চয়ই অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে ছিল সে। রাতে অনেকক্ষণ জেগে

ছিল এরফান, কিন্তু ওর ফেরার আওয়াজ পায়নি সে।

ওই পাহাড়ী ছেলেটা কি ঘোড়ায় চড়ে একেবারে ডেডউড পর্যন্ত ফিরে গিয়েছিল? ডেডউডে কাউকে এই কাফেলার গন্তব্যস্থল জানানোর দরকার ছাড়া এতদূর ফিরে যাবার কোন মানেই হয় না। প্রথম দৃষ্টিতেই ছেলেটাকে এরফানের ভাল লেগেছিল। কিছুতেই সে মেনে নিতে পারছে না যে ওই ছেলে তার সাথে কোনরকম বিশ্বাসঘাতকতা করছে। পরে কি ঘটে দেখবে মনে করে এরফান এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করল না।

রাতের বেলা সে তার দুটো পিস্তলে যত্নের সাথে একটা একটা করে গুলি ভরল। তারপর পিস্তল দুটো সে জিনিসপত্রের নিচে এমনভাবে লুকিয়ে রাখল যেন বাইরে থেকে দেখা না যায় অথচ দরকারের সময়ে যেন চট করে ওগুলো হাতের কাছে পাওয়া যায়। ছররা বন্দুকটাতেও সে গুলি ভরে একইভাবে লুকিয়ে রাখল।

এই সব প্রস্তুতি যে সে কেন নিল তা সে নিজেও জানে না। দুঃসাহসিক অভিযান-প্রিয় লোকেদের হয়তো সত্যিই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে একটা কিছু থাকে। জীবনে অনেক দেখেশুনে ওরা দৈনন্দিন জীবনেও সবরকম পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্যে আগে থেকেই তৈরি থাকে।

কি যে ঘটতে পারে সে-সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই ওর, কিন্তু একটা সন্দেহ ঢুকেছে এখন তার মনে। মাত্র একশো জনের সমাবেশে যদি দশজন আইনরক্ষক দরকার হয় আর তারা যদি প্রত্যেকেই দাগী আসামী হয়, বুঝতে হবে বিপদ ঘরের দরজায় খটখট করছে।

দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই ওদের কাছে যতগুলো ব্যারেল ছিল সব কানায় কানায় পানিতে ভরে নিল এরফানরা। অল্পক্ষণ পরেই শুরু হলো ওদের পশ্চিম যাত্রা। এরফান তার ঘোড়ায় চড়ে ওয়্যাগন ট্রেইনের একপাশে বেশ দূরে দূরে থাকল যেন ধুলোর কারণে বারবার পিপাসা না পায়। জেফ আর তার ড্রাইভার এখনও এই দলের সাথেই রয়েছে।

ওয়্যাগন ট্রেইন ছেড়ে প্রায় আধ মাইল বামে পাহাড়ের ধারে গাছগুলোর মধ্যে ঢুকল এরফান। আধঘণ্টা ইতস্তত ঘুরে বেড়িয়েও কোন শিকার চোখে পড়ল না তার। ঘুরে ফিরতি পথে রওনা হলো সে। বেশ কিছুদূর ফিরে এসেছে, ঠিক এই সময়ে ওয়্যাগনটা চোখে পড়ল তার।

লাগাম টেনে দ্রুত ডানটাকে গাছের আড়ালে ফিরিয়ে নিয়ে গেল এরফান। স্প্রিঙ বসানো হালকা ওয়্যাগন একটা, কাফেলার ওয়্যাগনগুলোর তুলনায় অনেক হালকা। চারটে খচ্চর টানছে ওটাকে। দুজন লোক বসে আছে সামনের সীটে। লক্ষ করে দেখল দুজনেই খুব কম বয়সী, চেহারায় অনেক মিল রয়েছে, সম্ভবত দুই ভাই হবে। ওদের সাথে আর কেউ নেই, ওয়্যাগন ট্রেন থেকে প্রায় চার মাইল পিছনে চাকার দাগ অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছে ওরা।

খচ্চরগুলোকে একটা নির্দিষ্ট গতিতে চালিয়ে নিয়ে চলেছে ওরা। ওদের একজনকে চিনতে পারল এরফান—ওকেই ডেডউডের রেস্টুরেন্ট ঘরে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল সে।

বেন গতরাতে এইদিকে এসেছিল, ও কি এই ওয়্যাগনটা দেখেছে? নাকি সে

জানত যে পিছন পিছন আসছে ওরা, ওদের সাথে দেখা করতেই বেরিয়েছিল কেন? তাই যদি না হবে তবে ফিরে গিয়ে কেন ওদের কথা জানায়নি কাউকে? গাছের ভিতর দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে ওদের অলক্ষ্যেই ওয়্যাগন ট্রেনে ফিরে গেল এরফান।

ধীর লয়ে আরও দুটো দিন কেটে গেল। আরও তিরিশ মাইল অতিক্রম করেছে ওরা এই দু'দিনে। পাঁচ দিনের মাথায় গিয়ে গোলমালটা বাধল।

সেই প্রথম রাতের পর থেকেই রডনি প্রায়ই আসে, এরফানের সাথে গল্পগুজব করে যায়। পঞ্চম দিন সন্ধ্যায় আগুনের ধারে পাথরের ওপর বসে গল্প করছিল ওরা, রাউডি আর ডেনিস এসে যোগ দিল। একটু পরে জিম ওয়েস্টও এসে বসল ওদের সাথে।

হঠাৎ বাতাস চিরে একটা চিৎকার ভেসে এল ওদের কানে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সবাই। চিৎকারটা ঝর্নার দিক থেকে এসেছে। ক্যাম্পের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে স্বচ্ছ ছোট্ট ঝর্নাটা। গাছপালার মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে ওটা। সবাই একসাথে ওই দিকে ছুটল।

এরফানই প্রথম ঝোপের ভিতর দিয়ে ওপাশে পৌঁছল। যা দেখল, তাতে মাথায় রক্ত চড়ে গেল তার।

ভিওলা হকিনস ঝর্নার পানিতে স্নান করতে এসেছিল। অর্ধনগ্ন অবস্থায় সে ধস্তাধস্তি করছে বিশালদেহী দাড়িওয়ালা মার্ক লুকাসের সাথে।

ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর পিঠে একটা বাঙালী কনুই মেরে কলার ধরে ছাড়িয়ে আনল ওকে এরফান। তারপর ধাক্কা দিয়ে পিছনের ঝোপের ওপর ফেলল। দৃশ্যটা একনজর দেখেই রাইফেল উঁচিয়েছিল ডেনিস, সময় মত রডনি রাইফেলটা ধরে না ফেললে কুকুরের মতই ওকে গুলি করে মারত সে।

উঠে দাঁড়িয়েছে মার্ক। আগুন ঝরা চোখে এরফানের দিকে চেয়ে সে বলল, 'পিস্তল নেই আমার কোমরে, থাকলে...!'

নীরবে কোমর থেকে পিস্তলের বেল্ট খুলে রডনির হাতে দিল এরফান। সাথে সাথেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মার্ক। ওর হাতে রূপার মত কি যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল। মাথা নিচু করে বাম হাতে ছুরিটা ঠেকিয়ে ডান হাতে ঝেড়ে একটা ঘুসি কষাল এরফান মার্কের পেটে। ব্যথায় ঝুঁকে পড়তেই হাতের ওপর চপ মেরে ছুরিটা ফেলে দিল মাটিতে। সামান্য পিছিয়ে এসে তিনটা বিদ্যুৎ গতির ঘুসি বসাল ওর মুখে। প্রথম ঘুসিতে চোখের ওপরটা কেটে গেল, দ্বিতীয়টায় সেটা আরও ফাঁক হলো আর তৃতীয়টায় ঠোঁট থেঁতলে গেল মার্কের।

বিশাল দেহ মার্কের—শক্তিও অসুরের মত, কিন্তু এরফানের সামনে দাঁড়াতেই পারছে না সে। দ্রুত পায়ে ঘুরে ঘুরে কাছে এসে একটার পর একটা নির্মম ঘুসিতে ক্ষতবিক্ষত করে তুলল ওকে এরফান। তিন মিনিটের মধ্যেই দম ফুরিয়ে হাঁ করে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করছে মার্ক। মুখটা থেঁতলানো মাংস, রক্ত আর দাড়িতে একাকার হয়ে গেছে। বাম হাতে আর একটা ঘুসি মারল এরফান ওর পেটে, ও ঝুঁকে পড়তেই ডান হাতে প্রচণ্ড আপারকাট বসাল। ঘোঁৎ করে শব্দ করে টলতে টলতে দু'পা পিছিয়ে গেল মার্ক।

ঝোপের আড়ালে অনেক মানুষের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। 'কি হচ্ছে এখানে?' নিক এগিয়ে এল সবার আগে, ওর মুখটা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। 'থামো, জেসাপ! নইলে খুন করে ফেলব আমি তোমাকে!' গর্জে উঠল সে।

নিকের সাথে রয়েছে হিরামের চার-পাঁচজন লোক। সবারই কোমরে পিস্তল।

'খবরদার বলছি!' ধমকে উঠল ডেনিস। তার রাইফেলটা নিকের দিকে তাক করা। 'একটা আঙুলও যদি নাড়াও তো আমি খুন করব তোমাকে! মার্ক তার ন্যায্য পাওনাই পাচ্ছে। আসলে ফাঁসীতে ঝোলানো উচিত ওকে।'

এগিয়ে গিয়ে এরফান আবার দুটো ঘুসি বসাল, তারপর একটু সময় নিয়ে আর একটা। হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল মার্ক লুকাস।

'জেসাপ,' বলে উঠল নিক। 'তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো!'

'এক মিনিট!' বাধা দিয়ে এরফানের পিস্তল ফিরিয়ে দিল রডনি। 'তোমার কি গ্রেপ্তার করার আগে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত নয়, নিক? মার্ক লুকাস ভিওলা হকিনসকে একা পেয়ে বেইজ্জত করার চেষ্টা করলে এরফান ওকে বাধা দিয়েছে। আমি তো বলব ফাঁসীতে ঝোলাও ওর জন্যে খুব নরম শাস্তি হবে।'

'অনেকদিন আগেই ফাঁসী হওয়া উচিত ছিল ওর,' মন্তব্য করল রাউডি। 'আমি দড়ি নিয়ে আসছি।'

'কোন ফাঁসী দেয়া দেয়ি হবে না এখানে,' দৃঢ় কণ্ঠে রায় দিল নিক। 'তোমরা সবাই ক্যাম্পে ফিরে যাও, কেবল জেসাপ থাকো এখানে।'

'ব্যাপার কি, নিক?' এতক্ষণে জিম ওয়েস্ট মুখ খুলল। 'তোমাকে এরফানের ওপর অকারণেই খাপ্পা মনে হচ্ছে? বিচার তো মার্কের হওয়া উচিত!'

নিকের ভয়ঙ্কর মুখে তার ঠোঁট দুটো আরও চেপে বসল। 'কার বিচার হবে না হবে সেটা আমি স্থির করব!'

'সেটি হচ্ছে না, চাঁদ!' থুতু ফেলল ডেনিস। 'নিজেকে তুমি ভেবেছ কি, নিক? তোমার কাজ আইন আর শান্তি রক্ষা করা—কার বিচার হবে না হবে সেটা নির্ধারণ করার ভার কেউ দেয়নি তোমাকে। মাথা ঠাণ্ডা করে তোমার নিজের লোকের বিচারই আরম্ভ করো—নিঃসন্দেহে মার্ক দোষী। আমার মেয়ের গায়ে হাত তুলে কেউ বিনা শাস্তিতে যেতে পারবে না। হয় তুমি এর ব্যবস্থা করো, নয়তো আমি করব।'

ডেনিসকে থামিয়ে এরফান বলল, 'আমার মনে হয় মার্কের একটা বিচার হওয়া দরকার। আর সেই সাথে এই ওয়্যাগন ট্রেনের সবাইকে ডেকে একটা মীটিং করে আমাদের কার দায়িত্বের সীমা কতদূর তা ভাল করে জেনে আর বুঝে নেয়া উচিত।'

একমুহূর্ত রক্তচক্ষুতে চেয়ে থাকল নিক এরফানের দিকে, তারপরেই ঘুরে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিল, 'লুকাসকে ক্যাম্পে নিয়ে এসো।' ওখানে আর দাঁড়াল না সে, ক্যাম্পের দিকে হাঁটা ধরল হনহন করে।

ধীর পায়ে বাকি সবাই রওনা হলো ক্যাম্পের দিকে। চলতে চলতে জিম এসে দাঁড়াল এরফানের পাশে। 'আমি দেখেছি সব,' একটু উত্তেজিতভাবে বলল সে। 'ঠিক তোমার পিছনেই ছিলাম আমি। জানোয়ারটা মেয়েটাকে ধরে তার জামা-

কাপড় ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছিল! এই ধরনের পশু ক্যাম্পে থাকলে আপা, শুধু আপা কেন, কেউই নিরাপদে চলাফেরা করতে পারবে না।'

'ভালই হয়েছে তুমি ওখানে ছিলে,' বলল এরফান। 'মনে হচ্ছে এর জের অনেক দূর পর্যন্ত গড়াবে। লোকটা খুব খারাপ ধরনের। তোমার বাবাকে আমি এর আগেও সাবধান করেছিলাম—এই ধরনের আরও অনেক রেকর্ড আছে ওর।'

'আচ্ছামত পিটিয়েছ তুমি ওকে! আমি কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি খালি হাতে কাউকে এত জোরে আঘাত করা সম্ভব! আমি তো মুগুর দিয়েও এত জোরে মারতে পারব কিনা সন্দেহ।'

এরফান হাসল। 'ভাল গুরু পেয়েছিলাম আমি,' বলল সে। 'তার নাম জেম মেইস, ইংরেজ। নিউ অরল্যান্সে তার সাথে দেখা হয় আমার। হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান ছিল সে—জন মরিসের সাথেও লড়েছে।'

রাউডি, ডেনিস আর রডনি এরফানের ওয়্যাগনের কাছে অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। জিম ওয়েস্ট চলে যেতেই রাউডি বলল, 'এই সবে শুরু। এখন থেকে আমাদের সবাইকেই সশস্ত্র আর সতর্ক থাকতে হবে।'

'বিশেষ করে তুমি, এরফান,' সাবধান করল ডেনিস। 'নিজের পিঠের দিকে লক্ষ রেখো—কোনমতে ছাড়া পেলেই খুন করবে তোমাকে লুকাস।'

'ছাড়া পাবে না সে,' অভয় দিল রডনি। 'আমি এখনই ল্যাকারি আর জ্যাক ওয়েস্টের সাথে কথা বলছি।'

কিন্তু ছাড়া পেল সে। সকালে উঠে শোনা গেল রাতের আঁধারে মার্ক লুকাস পালিয়ে গেছে ওয়্যাগন ছেড়ে।

পাঁচ

পরদিন সকালে 'ঘ' কোম্পানির ওপর ওদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার পড়ল। পথের অবস্থা এখন অনেক খারাপ। স্পীয়ারফিশ পেরিয়ে আসার পরে আর এত খারাপ রাস্তা পড়েনি ওদের। এলাকাটা ভালই চেনে এরফান। এরমধ্যেই দু'বার সে ঘোরা পথে পাহাড় এড়িয়ে চক্কর দিয়ে এগিয়েছে। তৃতীয়বার আর একটা বাঁক নিতেই পিছনে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল সে। ফিরে দেখল কর্নেল ল্যাকারি, নিক আর তাদের সাথে ঘোড়া ছুটিয়ে জিম আসছে ওরই দিকে।

'তোমার মতলবটা কি?' বিরক্ত স্বরে প্রশ্ন করল নিক। 'এই ভাবে সাপের মত প্যাঁচাতে থাকলে আমাদের আর পৌঁছাতে হবে না। তুমি প্রায় তিন মাইল উত্তরে সরে এসেছ আমাদের নির্দিষ্ট পথে থেকে!'

'জানি আমি,' স্বীকার করল এরফান। 'কতগুলো পাহাড় এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি আমি, সামনে খুব খারাপ জায়গা আছে একটা।'

বেঞ্জামিন এসে হাজির হলো তার ঘোড়ায় চড়ে। তাকেই জিজ্ঞেস করল নিক, 'আচ্ছা, এদিকে এমন কোন জায়গা আছে যেখান দিয়ে আমাদের ওয়্যাগন পার

হবে না?'

জোর করে হাসল বেঞ্জামিন। এরফানের দিকে চাইছে না সে। 'দূর, কিচ্ছু না। ঠিক এইরকমই, স্যাথে কয়েকটা ছোট ছোট টিলা আছে। সমস্যা সৃষ্টি করার মত কিছু না।'

'তবে ঘুরে আমাদের আগের পথ ধরো!' আদেশ করল নিক উলফ।

'না,' জবাব দিল এরফান। 'ওদিকে এখন যাব না আমি। তুমি কিংবা ল্যাকারি পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে রাজি হলে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে আরও মাইল তিনেক উত্তরে সরে না গেলে কিছু দুর্গম পথ পেরুতে হবে আমাদের।'

'আমি নেতৃত্ব দিচ্ছি!' ল্যাকারি তার সুপুষ্ট 'বে' নিয়ে এগিয়ে গেল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিছিয়ে এসে সামনের ওয়্যাগনটার পাশে পাশে চলতে লাগল এরফান।

বেন ক্যালডার মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'সামনের রাস্তা কি খুব খারাপ?'

'বেশ খরাপ,' জবাব দিল এরফান। 'আমাদের দড়ি আর শিকল ব্যবহার করতে হবে ওয়্যাগন নামাতে।'

ভ্যানটাকে পিছিয়ে নিয়ে নিজের দলের প্রত্যেককে জানিয়ে দিল সে সামনে কি ধরনের বিপত্তি আশা করা যায়। বাধা সামনে পড়লে কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে তাও বুঝিয়ে দিল সে। তারপর নিজের ওয়্যাগনের সাথে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে দড়ি, চেন আর অন্যান্য সরঞ্জাম বের করে আনল।

আবার যখন ঘোড়ায় চড়তে যাচ্ছে এই সময়ে জিম এসে ভিড়ল ওর পাশে। 'দেখে তো সামনের রাস্তা ভাল বলেই মনে হচ্ছে.' সামনের সুন্দর ঘাসওয়ালা জমির দিকে হাত দিয়ে নির্দেশ করল জিম।

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে. কিন্তু ষাঁড়গুলোকে লক্ষ করো. গতি আগের চেয়ে ধীর হয়েছে ওদের, ওয়্যাগনগুলো টানতে ওদের কাঁধের জোয়ালে চাপ দিতে হচ্ছে আগের চেয়ে বেশি, পায়ের ছাপ লক্ষ করো. আগের চেয়ে অনেক গভীর। এসবের মানে জানো? এর অর্থ হচ্ছে আমরা অনেকক্ষণ ধরেই চড়াইয়ে চলেছি আরও মাইল দুই এইরকম চলবে তারপরে হঠাৎ করে নিচে নামবে জমিটা।

'আগেও তুমি এই পথে আসা যাওয়া করেছ?'

'ঠিক এখান দিয়ে না, তবে আমি জানি সামনে বিরাট এলাকা জুড়ে দুর্গম পথ রয়েছে। আমাদের কপাল ভাল থাকলে আমরা নিচে নামার একটা সহজ পথ পেতেও পারি, তবে আমার সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

পাশাপাশি ঘোড়া চালাচ্ছে ওরা দুজন। জিম প্রস্তাব দিল, 'আমরা কিছুটা আগে বেড়ে দেখলে কেমন হয়?'

'বুদ্ধিটা খারাপ না!'

ল্যাকারির পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার সময়ে সে ওদের দিকে কটমট করে চাইল একবার, কিন্তু কিছু বলল না। ঘাস প্রায় ঘোড়ার হাঁটু সমান লম্বা এখানে। গরু-ঘোড়া চরার জন্যে চমৎকার জায়গা। ওরা বেল ফোর্চ নদী থেকে বেশি দূরে নেই—তবে নদীটা দেখা যাচ্ছে না ওখান থেকে।

ভাঙনটা হঠাৎ করেই দেখা দিল। ওয়্যাগনগুলো থেকে প্রায় তিন মাইল সামনে চলে এসেছে ওরা। প্রান্তরটা এই পর্যন্ত এসে দ্রুত নিচের দিকে নেমে গেছে অত্যন্ত ঢালুভাবে। ডাইনে বাঁয়ে দুদিকেই এক মাইল করে খুঁজে দেখেও ঠিক সুবিধা মত নামার কোন পথ দেখল না ওরা। একটা জায়গায় ঘোড়া থেকে নেমে ঢালটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল এরফান।

ধারটা খাড়াভাবে ছয় ফুট নেমে গেছে, তারপরে ঢালু হয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে। ষাঁড় বা ঘোড়া দিয়ে এখানে কোন কাজ হবে না, ওগুলোকে আলাদাভাবে হাঁটিয়ে নিচে নিতে হবে।

আসার সময়ে একটা কোদাল সাথে এনেছিল এরফান। ঘোড়া থেকে নেমে একেবারে ধারের কাছে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করল সে। খুঁড়ে আলগা মাটি ঢালের ওপর ঠেলে ফেলছে। কিছুক্ষণ পরে এরফানকে বিশ্রাম দিয়ে জিম কাজে লাগল। প্রথম ওয়্যাগনটা যখন ওখানে পৌঁছল ততক্ষণে ওরা মাটি কেটে একটা রাস্তা তৈরি করে ফেলেছে। পথটা উপর থেকে ঢালু হয়ে গিয়ে নিচের ঢালের সাথে মিশেছে।

কর্নেল ল্যাকারির পাশে গিয়ে এরফান বলল, 'আমার দলটাকে আমি এই পথে নিচে নামিয়ে নিয়ে যাব। একটা একটা করে ওয়্যাগনগুলো নামাতে হবে। অন্য দলগুলো অন্য জায়গা খুঁজে নিয়ে সেখান দিয়ে নামার চেষ্টা করুক। মাত্র একটা পথ ব্যবহার করলে খুব লম্বা সময় লেগে যাবে।'

'সত্যিই কি একটা খাঁড়ি আছে সামনে?' অবিশ্বাসের চোখে তাকাল ল্যাকারি এরফানের দিকে। যেন ওটা ওরই দোষ—তাদের অপদস্থ করারই একটা অপকৌশল।

'হ্যাঁ, সত্যিই আছে। উপর থেকে নিচ পর্যন্ত প্রায় তিনশো ফুট মত হবে। প্রথম অর্ধেক নামানোর পরে বাকি পথ ষাঁড় জুড়ে নামানো যাবে ওয়্যাগন।'

নিজের দলের সবাইকে করণীয় কাজ বুঝিয়ে দিয়ে রডনির পাশে এসে তাকে সামনের বাধাটার কথা জানাল এরফান। মনোযোগ দিয়ে সব শুনে সে জিজ্ঞেস করল, 'ওয়্যাগনগুলো ঢাল দিয়ে কিভাবে নামানো হবে, শুধু হাতে ধরাধরি করে?'

'না, ব্লকের সাহায্যে। ব্লকে ওয়্যাগন আটকে রেখে উপর থেকে ব্লক ধরে রাখা রশিগুলোতে ঢিল দিয়ে দিয়ে খুব ধীরে নামাতে হবে ওয়্যাগন। তিনটে ব্লক আছে আমার ওয়্যাগনে।'

খাঁড়ির ধারে ফিরে এসে এরফান দেখল তার দল ইতিমধ্যেই কাজে লেগে গেছে। প্রথম ওয়্যাগনটাকে চালিয়ে নিয়ে ঢালের মুখে উল্টো করে দাঁড় করিয়ে ষাঁড়গুলোকে খুলে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

ব্লক ব্যবহার করা সত্ত্বেও কাজটা খুব সোজা হলো না। কঠিন পরিশ্রম করে একে একে এরফানের দলের সব কটা ওয়্যাগন নিচে নামানো হলো। অন্যান্যদের মধ্যে কেবল রডনির দলের একটা ওয়্যাগন নিচে নেমেছে এতক্ষণে। জ্যাক ওয়েস্ট তখনও খাঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে কর্নেল ল্যাকারির সাথে কিভাবে ...নপথে ওদের ওয়্যাগন নামাবে, সেই আলোচনায় ব্যস্ত।

মাইলখানেক দূরে ওয়্যাগন নিয়ে গিয়ে ক্যাম্প করল 'ক' কোম্পানীর দলটা।

আগুন জ্বেলে কফির সাথে নাস্তা খেতে খেতে ওরা দূরে ঢাল বেয়ে ওয়্যাগন নামানোর শব্দ আর লোকজনের চিৎকার শুনতে পাচ্ছে। কিছু মুখে গুঁজে নিয়ে এরফান আবার ঘোড়ায় চড়ে খাঁড়ির ধারে পৌঁছল। এখনও তোড়জোড়ের সাথে ওয়্যাগন নামানো হচ্ছে। সব কটা নামাতে প্রচুর সময় লাগবে। জ্যাক ওয়েস্টকে খুঁজে বের করল সে।

জ্যাকেট খুলে সারা গায়ে ধুলোবালি মেখে গলদঘর্ম হয়ে কাজ করছে সে। এরফানকে দেখে মুখের ভাব একটু কঠিন হলো তার।

'কাজ কেমন চলেছে আপনার?' জিজ্ঞেস করল এরফান। 'আমার কাছে কিছু ব্লক আছে, যদি দরকার মনে করেন তো ব্যবহার করতে পারেন।'

ওয়েস্টের মুখে বিরক্তির ভাব সুস্পষ্ট। 'না' বলতে গিয়েও কি ভেবে একটু ইতস্তত করে বলল, 'ব্লক পেলে ভালই হয়। এই ধরনের পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না আমি।'

সাথে করে যে দুটো ব্লক এনেছিল সেগুলো জ্যাক ওয়েস্টের পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে এরফান বলল, 'আপনার মেয়ে যদি চায় তবে আমাদের দলের মেয়েদের সাথে বসে একটু চা-কফি খেতে পারে।' কথা শেষ করে চোখ তুলে চাইতেই রাকার সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল এরফানের। একমুহূর্ত তার চোখে চোখ রেখে সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলল, 'সে-ই ভাল, আব্বা, এখানে যখন আমার করার কিছুই নেই আমি ওখানেই যাই।'

'তুমি ওর সাথে যাও, ওকে পৌঁছে দিয়ে এসো,' অনুরোধ জানাল জ্যাক। 'এখন থেকে ওর একা একা না ঘোরাই ভাল।'

ঘোড়ায় চড়ে ওরা রওনা হলো। নিচে নামতে আরম্ভ করার আগের মুহূর্তে রাকা তার মাথাটা সামান্য এরফানের দিকে ঘুরিয়ে বলল, 'তুমি মার্ক লুকাস সম্পর্কে ঠিকই বলেছিলে।'

'ওটা নতুন কোন কথা নয়। সীমান্তের সবাই ওকে চেনে।'

'নিক জানত না।'

মিস্টার উলফের বদলে নিক? সম্পর্ক তাহলে এত দূর এগিয়েছে? উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করেও উত্তর না পেয়ে রাকা আবার তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি মনে হয় সে জানত?'

'ও জানত কিনা ঠিক জানি না, তবে হিরাম ম্যাক্সওয়েল জানত,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল এরফান। 'সে যেহেতু নিকের ডান হাত, নিশ্চয়ই সে নিককে জানিয়েছে আশা করা যায়।'

'আসলে কি বলতে চাও তুমি?' একটু উষ্মা প্রকাশ পেল রাকার গলায়। 'তুমি আব্বাকে এই দলের সাথে আসতে নিষেধ করেছিলে, বলেছিলে আমাদের আসাটা নিরাপদ হবে না—ব্যাপারটা কি?'

'জানি না আমি,' সরলভাবেই স্বীকার করল এরফান। 'প্রথম থেকেই এর মধ্যে কেমন একটা সন্দেহজনক গন্ধ পাচ্ছি আমি। নিক আইন শৃঙ্খলার নামে যাদের বেছে নিয়েছে তাদের বেশির ভাগই জঘন্য রকমের দাগী আসামী।'

ও সেটা অস্বীকার করে!'

'কেন, মার্ক লুকাস কি ছিল?'

'একজনকে দিয়ে সবার বিচার করা চলে না।'

'এক্ষেত্রে চলে। হাঁড়ির একটা ভাত টিপলে বাকিগুলোর খবর পাওয়া যায়। ওরা কেউ কেউ লুকাসের চেয়ে একটু ভাল, কেউ কেউ আরও খারাপ—কিন্তু জাতে একই ওরা।...এছাড়াও মাত্র এই কয়েকটা লোকের জন্যে দশজনের নিরাপত্তা বাহিনীর কোন প্রয়োজন আমি দেখি না; বিশেষ করে সেখানে এদের বেশির ভাগই সংসারী লোক। গোলমাল যারা পাকাতে পারবে তাদেরই নেয়া হয়েছে গোলমাল ঠেকানোর জন্যে!'

'নিককে তুমি দেখতে পারো না, তাই না?'

'অস্বীকার করছি না, অনেক সময়ে মানুষ মানুষকে প্রথম দৃষ্টিতেই অপছন্দ করে। কিন্তু আমার মনে হয় এর মধ্যে আরও কথা আছে, সে চায়নি আমি এই দলের সাথে আসি—তোমার বাবা আর এমিল না থাকলে আমার আসা হতও না—কিন্তু কেন সে চায়নি আমি আসি? সেটা বিগ হর্নস আমার খুব ভাল করে চেনা আছে বলেই? আর তাছাড়া মার্ক লুকাসের ব্যাপারেও কারও কোন কথা না শুনেই সে আমাকে গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিল— কেন?'

'হয়তো সেটা কর্নেল ল্যাকারির কাছে তোমার গুণগান শুনেই।' পাল্টা খোঁচা দিল রাকা। এরফানের কথাগুলো বিঁধেছে তার গায়ে।

'হয়তো,' শান্তভাবেই জবাব দিল এরফান, 'চলো এগুনো যাক।'

মুহূর্তকাল ইতস্তত করে এগিয়ে গেল রাকা। ঠিক এই সময়ে কাঁধের কাছে একটা তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল এরফান। প্রায় সাথে সাথেই একটা রাইফেলের আওয়াজ ওদের কানে পৌঁছুল।

চট করে শব্দের দিকে ঘোড়ার মুখ ফেরাল এরফান। আর একটা গুলির শব্দ শোনা গেল, কাছেই একটা পাথর নড়ে উঠল। ঝট করে পিস্তল বের করে একবার...দুবার...তিনবার গুলি ছুঁড়ল এরফান শব্দ লক্ষ্য করে।

লোকজন রাইফেল হাতে ছুটে আসতে লাগল। রাকাই তার পাশে এল সবচেয়ে প্রথম। 'কি হলো?' জানতে চাইল সে।

'কেউ আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল,' ছোট্ট করে জবাব দিল এরফান।

'ওহ্, নাটকীয়তা ছাড়ো!' প্রতিবাদ করল রাকা, 'হয়তো কারও রাইফেল হঠাৎ করে ফুটে গেছে!'

নিজের ঘোড়াকে রাকার ঘোড়ার পাশে নিয়ে এল এরফান। একটু রুক্ষভাবেই রাকার কব্জি ধরে ওর হাতটা নিজের কাঁধে চেপে ধরল।

'রক্ত'! উদ্বিগ্ন স্বরে বলল রাকা, 'জখম হয়েছ তুমি!'

এটাও নাটকেরই একটা অংশ,' তিক্ত স্বরে বলে উঠল এরফান।

জ্যাক ওয়েস্ট, নিক, ল্যাকারি সবাই এসে হাজির হলো অন্যান্য লোকজনের সাথে। 'কি হয়েছে এখানে?' প্রশ্ন করল ল্যাকারি।

'কেউ গুলি করেছিল আমাকে লক্ষ্য করে,' জবাব দিল এরফান। 'সকালে আমি পিছু নেব ওর।'

'হয়তো কোন ইন্ডিয়ান হবে,' মন্তব্য করল জ্যাক ওয়েস্ট।

'না, লোকটা ইন্ডিয়ান ছিল না,' দৃঢ়স্বরে বলল এরফান। 'আমি পাথরের ওপর তার বুটের আওয়াজ শুনেছি।'

'বাজে কথা!' মুরুব্বিয়ানা চালে বলল ল্যাকারি। 'কে গুলি করবে তোমাকে?'

'অন্তত দেড় গণ্ডা তেমন লোক তো খুঁজলে এই ওয়্যাগন ট্রেনেই পাওয়া যাবে।'

'তুমি কি হিরাম ম্যাক্সওয়েলের রাগ থাকতে পারে তোমার ওপর সেই ইঙ্গিত দিচ্ছ?'

'অবশ্যই না! আদৌ যদি কখনও সে আমাকে গুলি করতে চায় তবে আমার ধারণা, সে তা সামনাসামনি এসেই করবে। হিরাম সম্বন্ধে যে যাই বলুক অন্তত পিছন থেকে গুলি করার মত কাপুরুষ সে না!'

'ধন্যবাদ, এরফান।' হিরাম যে কখন অন্ধকারে এগিয়ে এসেছে টেরই পায়নি এরফান।

'সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমি,' বলল সে। 'সকাল হলেই ওকে খুঁজে বের করব।'

'না!' তেতে উঠল নিক। 'আমরা সবাই দলগতভাবে আছি এখানে—নিয়ম মেনে চলতে হবে সবাইকে—যে যার নিজের ইচ্ছা মত যা খুশি করবে, এ আমি চাই না।'

'তুমি চাও আর না চাও, সকাল হলেই আমি যাচ্ছি,' এরফান বুঝতে পারছে ভিতরে ভিতরে রেগে যাচ্ছে সে। নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করল ও।

'না, যাবে না তুমি,' চিৎকার করে বলল নিক। রেগেছে সেও। 'তোমার যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করলাম আমি!'

'নিষিদ্ধ?' ব্যঙ্গাত্মক হাসি হাসল এরফান। 'কচু করবে তুমি! সকালেই যাচ্ছি আমি। ঠেকাতে চাইলে তৈরি হয়েই এসো।'

'মাথা গরম করছ কেন তোমরা?' ওদের কথার মাঝে বাধ সাধল জ্যাক ওয়েস্ট। 'নিজেদের মধ্যে আর গোলমাল বাধিয়ে কাজ নেই এমনিতেই অনেক গোলমাল পোহাতে হবে আমাদের। ও যদি যেতে চায় তো যাক না, নিক? গেলে ও নিজ দায়িত্বে যাবে। ও যদি আর ফিরে না আসে তবে সেটা তার নিজেরই দোষ হবে, আমাদের না।'

'ঠিক আছে! যেখানে খুশি মরোগে যাও।' ঘোড়া ঘুরিয়ে অন্যদিকে চলে গেল নিক।

ছয় মাইল অতিক্রম করেছে ওরা সারা দিনে।

সকালে সবাই যাত্রার জন্যে তৈরি হলো। ডানে জিন চড়িয়ে এরফান রাউডির দিকে ফিরে বলল, 'আজকে তুমিই ওদের লীড করো। দুপুরের দিকে একটা বড় পাহাড় পড়বে সামনে- ওয়্যাগনের ষাঁড় ডবল করে বাড়িয়ে দিয়ে একটা একটা করে ওঠাবে।'

'হ্যাঁ, খেয়াল পড়ছে আমার, তুমি কি শিকারে বেরুচ্ছ?'

'হ্যাঁ, আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করা আমি মোটেও পছন্দ করি না। একেবারে না।'

'ওদের জন্যে তোমাকে একা পাবার এটা কিন্তু একটা বড় সুযোগ।'

'আমার নাগাল পাবে না ওরা। তবে তুমি একটু চোখ কান খোলা রেখো। তুমি বা সিরিল যদি কাউকে এই ট্রেইন ছেড়ে যেতে দেখো তাকে ঠেকিও।'

'সেটুকু আমরা করব,' দৃঢ়তার সাথে বলল রাউডি। 'গুলির ব্যাপারে কাকে সন্দেহ হয় তোমার?'

'মার্ক লুকাস।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ঢালের দিকে রওনা হলো এরফান। দূর থেকে জ্বলন্ত চোখে ওর যাওয়া লক্ষ করল নিক। চেহারাটা কঠিন হয়ে উঠেছে ওর।

'নোয়েল!' ডাকল নিক। নোয়েল কাছে আসতেই নিচু গলায় আদেশ দিল, 'ওর পিছন পিছন যাও। আমি চাই না ও ফিরে আসুক।'

জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একবার চেটে নিয়ে সে বলল, 'আমাকে সাহায্য করতে সাথে কে যাচ্ছে? মানে··· লোকটা সুবিধার না···চিলের মত চোখ আর খরগোশের মত কান···আর···'

'চুপ করো!' খেঁকিয়ে উঠল নিক। 'কাউকে দিয়ে একটা কাজ ঠিকমত করানো যায় না!' চোখ ফেরাতেই তার সামনে পড়ল আধা-ইন্ডিয়ান বাউটি জো—সাপের মতই খল লোকটা। 'নোয়েলের সাথে যাও,' নির্দেশ দিল নিক।

ওদের দুজনকে যেতে দেখল সিরিল। তার ওয়্যাগন থেকে পিছনে দেখছিল সে। জিম ওয়েস্ট ঘোড়ায় চড়ে হাজির হলো। 'তুমি এই ওয়্যাগনটা একটু দেখো, জিম। আমার একটু যেতে হবে,' বলল সিরিল।

ওদিকে চেয়ে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে 'আমিই যাচ্ছি' বলে ঘোড়া ছুটিয়ে রওনা হয়ে গেল জিম। ঘুরে গিয়ে ওদের পথ আটকাবার জন্যে ছোট টিলাটার দিকে এগুলো সে। ঘোড়ার খুরের শব্দে পিছন ফিরে দেখল রাউডি ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। 'চলো,' চলতে চলতেই বলল রাউডি। 'বেশ মজাই হবে মনে হচ্ছে।'

ওয়্যাগন আর ধুলোর আড়ালে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেল ওরা। জায়গা মত পৌঁছে ঘোড়া থামাল রাউডি। 'স্থির হয়ে অপেক্ষা করো এখন, আর রাইফেলটা তৈরি রেখো,' উপদেশ দিল সে নিচু গলায়।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওদের। মিনিটখানেক পরেই ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া গেল। দেখা গেল নোয়েল আর তার সঙ্গী আসছে। ওরা আর একটু কাছে আসতেই রাউডি আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। 'থামো,' চিৎকার করে বলল সে। রাইফেলটা তৈরি রয়েছে তার। জিম ওয়েস্টও এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে—উত্তেজনায় বুকের ভিতরটা লাফাচ্ছে তার।

'তোমরা ওয়্যাগন ট্রেন থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছ না? ভালয় ভালয় ফিরে যাও, নইলে শেষে হারিয়ে-টারিয়ে যাবে!'

'আমরা কিছু টাটকা মাংসের জন্যে শিকার খুঁজতে বেরিয়েছি,' কৈফিয়ত দিল নোয়েল। ওর দৃষ্টি রাউডির ওপর থেকে সরে জিমের ওপর স্থির হলো। জিম কেমন করে এখানে এল বুঝতে পারছে না সে। ওর উপস্থিতিতে অস্বস্তি বোধ করছে।

'হতে পারে শিকারেই বেরিয়েছ তোমরা,' স্বীকার করল রাউডি। 'কিন্তু

তোমরা সামনের দিকে অনেক ভাল শিকার পাবে। ওদিকেই যাও···ফেরো বলছি!' নরম সুরে কথা বলতে বলতে শেষের দুটো কথা কঠিনভাবে ধমক দিয়ে বলল সে।

একটু ইতস্তত করল নোয়েল, মুখটা কালো হয়ে গেছে তার। একটা গাল বকে ঘোড়ার মুখ ঘোরাল সে। তার সঙ্গীও পিছু নিল।

তাড়াহুড়ো করছে না এরফান, সে নিশ্চিত যে মার্ক লুকাসই তার দিকে গুলি ছুঁড়েছিল। সে ওয়্যাগন ট্রেন থেকে খুব বেশি দূর থাকবে না। হয়তো দূরে দিয়ে ঘুরে গিয়ে আবার কাফেলায় যোগ দেবে। সেটা ঘটলে গোলমাল লাগতে বাধ্য। খাড়ির ধারে যেখান থেকে গুলির শব্দ এসেছিল সেখানে স্পষ্ট বুটের ছাপ দেখতে পেল এরফান।

একটু খুঁজতেই উইনচেস্টার .৪৪-এর দুটো কার্তুজের খোল চোখে পড়ল ওর। বুটের ছাপ অনুসরণ করে একটু এগিয়ে যেতেই এক জায়গায় কিছুটা রক্তের দাগ দেখতে পেল। 'জখম হয়েছে ব্যাটা,' চিন্তা করতে করতে আপন মনেই বলল এরফান। 'কাজটা এখন অনেক সোজা হয়ে গেল।'

ঘোড়ায় চেপে যেখানে রক্ত আর পায়ের ছাপ রয়েছে সেখানে ফিরে এল এরফান। ধীর পায়ে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে ছাপ অনুসরণ করে এগিয়ে চলল সে। প্রথম তিনশো গজ কোন অসুবিধেই হলো না,—আহত লোকটা রাতের অন্ধকারে পালাতে ব্যস্ত ছিল, চিহ্ন ঢাকার কোন চেষ্টাই করেনি সে। বেশ কিছুদূরে গিয়ে লোকটা নিজের ক্ষত ব্যান্ডেজ করেছে। বেশ খানিকটা রক্ত আর এক টুকরো কাপড় পড়ে রয়েছে ওখানে। এর পরে আর রক্তের দাগ নেই বটে, কিন্তু তবু অনুসরণ করতে এরফানের খুব একটা অসুবিধা হলো না।

আরও এক মাইল যাবার পরে লোকটা আবার বাঁক নিয়ে ফিরে এসেছে যেখান থেকে রওনা হয়েছিল তারই কাছাকাছি একটা জায়গায়। বেশ কিছু উইলো আর তুলো গাছ রয়েছে এখানে। খুব সাবধানে ইঞ্চি ইঞ্চি করে অগ্রসর হয়ে অনুসন্ধান চালাল এরফান। শেষ পর্যন্ত যেখানে ওর ঘোড়াটা বাঁধা ছিল সেখানে পৌঁছল সে। ঘোড়ার পায়ের ছাপগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করল ও।

এখান থেকে ঘোড়ার পিঠে চেপে লোকটা দ্রুত ওয়্যাগন ট্রেনের রাস্তা থেকে উত্তর দিকে এগিয়ে গেছে। আবার ছাপ দেখে লোকটাকে অনুসরণ করার কাজে মন দিল এরফান। চলতে চলতে আশেপাশের চারদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখছে সে। যার পিছু নিয়েছে সে যে কি ধরনের লোক তা ভাল করেই জানে এরফান।

এরফানের ওপর তার আক্রোশ থাকার যথেষ্ট কারণ রয়েছে ওভাবে বেদম পিটুনি খাবার পর। সে এখন হন্যে হয়ে ঘুরছে—হয় এরফানকে মারবে, নয় নিজে মরবে।

মার্ক এখনও জানে না যে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। যে রাস্তায় সে চলছে আর যেভাবে চলছে তাতে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়। এই এলাকাটা যখন পার হয়েছে সে তখন অন্ধকার ছিল। ঘুরে ওয়্যাগন ট্রেইনের দিকে ফিরে যাবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না এখনও।

সকাল দশটার দিকে প্রথম পরিবর্তন লক্ষ করল এরফান। লাগাম টেনে

ঘোড়া থামাল সে। আহত খাওয়া লোকটাও এখানে থেমেছিল। এখানে লোকটা ঘোড়া থেকে নেমে পাহাড়ের মাথায় উঠেছিল। নিশ্চয়ই কিছু একটা দেখার জন্যে থেমেছিল সে।

চিন্তায় চোখ দুটো ছোট হলো এরফানের। দাগগুলো পুরানো–অর্থাৎ রাতের বেলাতেই তৈরি। রাতের বেলা সে নিজের পিছনে ফেলে আসা পথের দিকে নিশ্চয়ই দেখছিল না--তবে? কি দেখছিল সে?

আগুন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। দূর থেকে আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না রাতের অন্ধকারে। কিন্তু কত দূরে? কোথায় ছিল সেই আগুন?

হঠাৎ তার মনে পড়ল সেই হালকা ওয়্যাগনটার কথা দুজন লোক ওয়্যাগন ট্রেনের পিছন পিছন আসছিল ওতে করে সে সন্দেহ করেছিল ওরা বেন ক্যালডারের পরিচিত কেউ হবে। তবে কি ওরা মার্কেরই বন্ধু ছিল?

মার্ক এখানে বেশ কিছুক্ষণ ছিল। তিনটা সিগারেটের পোড়া অংশ ওখানে পড়ে রয়েছে। সিগারেটের টুকরোগুলোর অবস্থান থেকে এরফান মোটামুটি একটা আন্দাজ পেল কোন্‌দিকে আগুনটা দেখেছিল মার্ক।

আধঘণ্টা ধরে এলাকাটা চষে ফেলে শেষে আগুন জ্বলার জায়গাটা খুঁজে পেল এরফান। টিলা থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে হবে--এখনও ধিকিধিকি জ্বলছে ওটা কাছেই হালকা ওয়্যাগনের সরু চাকার ছাপ পড়েছে মাটিতে তিন জোড়া পায়ের ছাপ দেখতে পেল সে ওখানে। তার মধ্যে একজোড়া ছাপ চিনতে পারল এরফান

সম্ভবত সকালেই হালকা ওয়্যাগনটা রওনা হয়েছে খুব ভাল করে লক্ষ করেও এরফান বুঝতে পারল না মার্ক লুকাস ওয়্যাগনের সাথে গেছে নাকি আলাদা গেছে।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে ওই হালকা ওয়্যাগনের চাকার দাগ ধরে রওনা হলো এরফান মার্ক যদি ওয়্যাগনের ভিতরে থাকে, অবশ্যই চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। আর তা না থাকলে সে সম্ভবত নিরাপদ দূরত্ব থেকে ওয়্যাগনটাকে অনুসরণ করছে।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না এরফান। ওয়্যাগনের লোক দুটো কে? ওরা কি মার্কের সাথের লোক? বেনের সাথে ওদের কি সম্পর্ক? ওরা সবাই যদি মার্কের সাথের লোক হয় তবে বেন তার কাছে কেন এল চাকরির খোঁজে?

চাকার দাগটা এখন বেল ফোর্চের দিকে চলেছে। অল্পক্ষণ পরেই নিজেদের ওয়্যাগন ট্রেইনের দেখা পেল এরফান। ওর শেখানো বুদ্ধি কাজে লাগিয়েই উঁচু পাহাড়টা পার হচ্ছে ওরা। চলতে চলতে চাকার দাগটা হারিয়ে ফেলেছে সে–বুঝতে পারছে নদীর ধারে কোন আড়াল বেছে নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে ওটা ওয়্যাগনটাকে আবার খুঁজে বের করবে কিনা ভাবতে ভাবতে শেষে ওয়্যাগন ট্রেনে ফিরে যাওয়াই স্থির করল এরফান।

ট্রেইনের সবাই পাহাড়ের মাথায় চড়েছে। জিম ওয়েস্ট রাউডির সাথে ওর পাশেই ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। এরফানকে দেখেই হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, 'কি, পেলে ওকে?'

মাথা নাড়ল এরফান। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল সে। 'না,

পাইনি—তবে আমি জানি সে কোথায় আছে।'

পরে, নিজের ওয়্যাগনের পাশে গিয়ে কথায় কথায় সে বেনকে জিজ্ঞেস করল, 'মার্ক লুকাসকে কি তুমি আগে চিনতে?'

অবাক হয়ে চোখ তুলে চাইল বেন। 'আমি? না, এর আগে ওকে আমি দেখিওনি কোনদিন। মাত্র অল্পদিন হয় এই এলাকায় এসেছি আমি।'

বেনকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল এরফান। ওর কোন দুরভিসন্ধি আছে বলে মনেই হয় না। অথচ সে নিশ্চিত জানে ওই হালকা ওয়্যাগনটার সাথে তার কোন না কোন সম্পর্ক আছেই।

আবার নতুন করে সারবেঁধে যাত্রা আরম্ভ করল ওরা। রাউডির সাথে গল্প করতে করতে ওয়্যাগন ট্রেনের বেশ খানিকটা দূর দিয়েই সাথে সাথে এগুচ্ছে এরফান। হঠাৎ দেখল রাকা আর জিমও ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে বেরিয়েছে। ওদের কাছাকাছি আসতেই এরফানকে দেখে কাছে এগিয়ে এল রাকা।

'তোমার কাঁধের কি অবস্থা?' জিজ্ঞেস করল সে। এরফান ঠিক বুঝতে পারল না আন্তরিকভাবে উদ্বিগ্ন হয়েই সে প্রশ্নটা করল, নাকি নিছক ভদ্রতার খাতিরেই।

'ভালই,' জবাব দিল সে। 'এমন কিছু লাগেনি, চামড়াটা একটু কেটেছে মাত্র।'

'তোমার কি মনে হয় কেউ তোমাকে লক্ষ্য করেই গুলি করেছিল?'

'অবশ্যই, তার তাকও নির্ভুল ছিল। আমি যদি ঘটনাচক্রে ঠিক সেই মুহূর্তে তোমার দিকে না ফিরতাম তবে তার উদ্দেশ্য সফল হত।'

'কে ছিল লোকটা, মার্ক লুকাস?' জানতে চাইল জিম।

'সে বিষয়ে সন্দেহ নেই আমার। অনেক দূর পর্যন্ত ওকে অনুসরণ করেছিলাম আমি—আমি জানি সে কোথায় আছে।'

'এই ওয়্যাগন ট্রেনে?' তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল রাকা। এরফানের মনে হলো যেন ওর গলার স্বরে একটু শঙ্কা প্রকাশ পেল।

'ঠিক ট্রেনে বলা যায় না।' এরফান এড়িয়ে যেতে চাইল কথাটা। সে জিমকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাবা কি আমাদের আগামী পথ সম্বন্ধে কিছু বলেছেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল জিম। 'না, তেমন কিছুই বলেননি, তবে আমার মনে হয় আমাদের মোটামুটি গতি হবে উত্তরমুখী। পাহাড়ের উত্তর প্রান্ত পেরিয়ে আমরা দক্ষিণমুখো হয়ে শেল ক্রীকে ঢুকব।'

সেইদিন ওরা দিনের মধ্যেই তিনবার পার হলো এঁকেবেঁকে বয়ে যাওয়া বেল ফোর্চ নদী। পথে ওরা ইন্ডিয়ানদের চিহ্ন দেখতে পেয়ে এগিয়ে গিয়ে ওদের সদ্য পরিত্যাগ করা একটা ক্যাম্প দেখল। উঁচু পাহাড়টা পার হয়েও আজকের দিনে ওরা আঠারো মাইল এগিয়েছে।

সন্ধ্যার দিকে রাতের খাবারের আয়োজন শুরু হতে দেখে এরফান তার ঘোড়া নিয়ে ওয়্যাগন ট্রেইন ধরেই পিছন দিকে রওনা হলো। নদীর ঢালের আড়ালে অদৃশ্য হওয়ার আগে পিছন ফিরে সে দেখল ওয়্যাগন ট্রেইন থেকে কে যেন ঘোড়া নিয়ে তার দিকেই রওনা হয়েছে। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল তার, সেই সাথে চোখ দুটো ছোট হয়ে এল চিন্তায়। ওটা বেনের ঘোড়া বলেই মনে হলো তার।

ওয়্যাগনের ধারে পৌঁছানর আগেই ধোঁয়ার গন্ধ পেল এরফান। সাথে সাথেই ঘোড়া থেকে নেমে পিস্তলের খাপে পিস্তলগুলো আলগা আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখে নিল। খুব সাবধানে এগিয়ে গেল সে ঝোপের ভিতর দিয়ে। আরও কাছে গিয়ে সে গলার আওয়াজ শুনতে পেল মুহূর্তের জন্যে চমকে থমকে দাঁড়াল সে—মনে হলো ওদের মধ্যে একটা গলা মেয়ের। আবার যখন ওরা কথা বলল তখন ভুল ভাঙল তার।

ওয়্যাগনটা নদীর ছোট্ট ধারার কাছে গাছের আড়ালে রাখা হয়েছে। দুজনের একজন আগুনের ওপর উবু হয়ে আছে, অন্যজন আগুনের জন্যে লাকড়ি টুকাচ্ছে। মাটিতে চাকার সাথে হেলান দিয়ে বসে আছে মার্ক লুকাস।

বিশাল রোমশ নোংরা লোকটার কোলের ওপর রাইফেলটা আড়াআড়িভাবে পড়ে রয়েছে। ওর শার্টটা রক্তমাখা—কিন্তু ওকে দেখে মনে হচ্ছে না এরফানের গুলিতে কোন ক্ষতি হয়েছে ওর। এরফানের মারের দাগগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওর মুখে। একটা চোখের উপরে দেখা যাচ্ছে একটা গভীর কাটা অন্য চোখের নিচে দুই আঙুল পুরু একটা নীলচে দাগ ফুলে রয়েছে। ঠোঁটদুটো থোকা হয়ে ফুলে উঠেছে, একটার ওপর আবার চওড়া কাটা দাগও রয়েছে।

'এই! আর আগুন পোহাতে হবে না, এদিকে এসো!' হাঁক দিল মার্ক।

এরফান লক্ষ করল যে লোকটা কাঠ কুড়াচ্ছিল সে সোজা হয়ে গেল, তারপর মার্কের দিকে মুখ করে ফিরে দাঁড়াল। কোন পিস্তল ঝুলছে না তার কোমরে। দেখে মনে হচ্ছে মার্ক এখানে অনাহূত অতিথি।

আগুনের ধার থেকে নড়েনি ছেলেটা।

'বললাম না এদিকে এসো?' ধমকে উঠল মার্ক। ঝোপের আড়ালে মার্কের অলক্ষ্যে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল এরফান। অন্য লোকটার দিকে চেয়ে দেখল উৎকণ্ঠায় ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওর মুখ।

ছেলেটা মার্কের দিকে কয়েক পা এগিয়ে আবার থেমে দাঁড়াল। রাইফেল পাশে রেখে উঠে দাঁড়াল মার্ক। মনোযোগ দিয়ে চেয়ে দেখল সে ছেলেটাকে কয়েক মুহূর্ত। 'কই, আমার কাছে তো ছেলে বলে মনে হচ্ছে না তোমাকে? এদিকে এসো!'

'যেয়ো না!' এরফানের দিকে দাঁড়ানো লোকটা বলে উঠল।

ফিরে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চোখে চাইল মার্ক লোকটার দিকে। 'নিজে একা মজা লুটবে তুমি, না? সুন্দর চালাকি, ছেলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে মেয়েটাকে? ভাল, এখন…!'

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা হারিয়ে গেল ওর। চোখ তুলেই এরফানকে দেখতে পেয়েছে সে; ঝোপের ধারেই দাঁড়িয়ে আছে তার যম, পা দুটো সামান্য ফাঁক করে তৈরি হয়েই দাঁড়িয়ে আছে সে।

তার সদ্য আবিষ্কারের আনন্দ মিলিয়ে গেল মার্কের মুখ থেকে। ফাঁদে পড়া নেকড়ের মতই দেখাচ্ছে ওকে। সামান্য সামনে ঝুঁকে রয়েছে সে—কিছু একটা করার ফন্দি খুঁজছে।

'শেষ পর্যন্ত খুঁজে বের করেছ আমাকে! আমি আশা করেছিলাম তুমি

আসবে!'

'তুমি আমাকে গুলি করে খুন করতে চেষ্টা করেছিলে, মার্ক। কেন জানি না, কেউ আমার দিকে পিছন থেকে গুলি ছুঁড়লে সহ্য করতে পারি না আমি!'

'ভাল কথা। তোমার স্পর্ধাও অসহ্য লাগত আমার—এখনও লাগে,' পিস্তল বের করার জন্যে তৈরি হলো সে।

পিস্তল বের করতে যাবার সময়ে মার্কের চোখ দুটো বড় হতে দেখল এরফান। নিজের পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে। কখন যে সে পিস্তল বের করে গুলি করেছে তা সে নিজেও জানে না—কেবল দুটো গুলির শব্দ শুনল এরফান। দেখল মার্কের বুক পকেটে দুটো ফুটো হয়ে গেল—লাল হয়ে উঠছে জায়গাটা।

বিশাল বখে যাওয়া লোকটার চোখ দুটো উপর দিকে উঠে গেল; পিস্তলটা আঙুলের ফাঁক থেকে ফসকে পড়ে গেল। হাঁটু ভেঙে একপা এগিয়ে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ল সে।

পিস্তলে দুটো গুলি ভরে নিয়ে সেটাকে খাপে রাখল এরফান। তারপর ছেলে দুটোর দিকে চেয়ে কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি করছ তোমরা এখানে?'

'আমার নাম ক্রিস অ্যাডামস। ও আমার ভাই। ভোরের দিকে ওই লোকটা এসে আমাদের কাবু করে অস্ত্র কেড়ে নেয়—বলে যে আমাদের সাথে কিছুদূর একসাথেই যাবে সে। নিরস্ত্র অবস্থায় আমাদের করার কিছুই ছিল না।'

'ঠিক আছে, হাবভাবে আমারও সেই রকমই মনে হচ্ছে। তোমাদের কথাই আমি সত্যি বলে ধরে নিচ্ছি।'

একটা ঘোড়া ঝোপ ভেঙে শব্দ তুলে এগিয়ে এল। শব্দ শুনেই ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল এরফান—তার হাতে উদ্যত পিস্তল। ঘোড়ার পিঠে বসে আছে বেন। মার্কের মৃতদেহটা থেকে এরফানের দিকে চোখ ফেরাল সে ফ্যাকাসে মুখে।

'এরা কি তোমার বন্ধু, বেন?' স্বাভাবিক শান্ত গলায় প্রশ্ন করল এরফান।

অপ্রস্তুতভাবে মাথা ঝাঁকাল বেন। 'সেই রকমই,' স্বীকার করল সে 'ডেডউডে ওদের সাথে আমার পরিচয় হয়।'

'তুমি ওয়্যাগন ট্রেনে যোগ দিচ্ছ না কেন, ক্রিস?' জানতে চাইল এরফান। 'সবাই খুশি মনেই গ্রহণ করবে তোমাদের।'

ভাইয়ের দিকে চাইল সে, 'আমাদের জন্যে এটাই ভাল,' একটু ইতস্তত করে জবাব দিল সে, 'আমরা পিছন পিছনই যাব।'

'এটা ইন্ডিয়ান এলাকা,' সাবধান করল এরফান।

'জানি। সাবধানে থাকব।'

'তোমাদের খুশি।' মার্কের পড়ে থাকা দেহটার দিকে চাইল এরফান। 'তোমাদের কাছে কোদাল আছে? থাকলে দাও, ওকে কবর দেব।'

'তুমি চলে যাও,' বলে উঠল বেন, 'আমি কবর দিচ্ছি ওকে।'

দুজনে মিলে বলে ফোর্চ নদীর তীরে কবর খুঁড়ল। কবরে একটা কাঠের স্মৃতিফলক পুঁতে দিল বেন। ওতে লেখা আছে, 'মার্ক লুকাস—লম্পট, মৃত্যুর কারণ: গোলাগুলিতে ক্ষিপ্রতার অভাব, তারিখ···।'

ঘোড়ায় চড়ে ক্যাম্পে ফিরল এরফান। নিজের ওয়্যাগনের দিকে ফিরে গিয়ে

লক্ষ করল একধারে বেশ কয়েকজন লোক জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে। সে কাছে যেতেই সবাই মুখ তুলে চাইল।

কর্নেল ল্যাকারি, জ্যাক ওয়েস্ট, রডনি কুপার, রাউডি রবিন, জিম ওয়েস্ট, আর আরও কয়েকজন–নিক উলফ আর হিরাম ম্যাক্সওয়েলও রয়েছে ওদের মধ্যে।

ঘোড়া থামিয়ে সবার উপর একবার চোখ বুলাল এরফান। শেষ পর্যন্ত নিকের ওপর তার দৃষ্টি স্থির হলো। 'তোমার জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে, নিক!' বলল সে। 'তোমার দলের একজনকে এইমাত্র কবর দিয়ে এলাম আমি।'

মুখ মেঘাচ্ছন্ন হলো নিকের। হিরাম তার পকেট থেকে তামাকের থলি বেরে করে একটা সিগারেট বানাতে আরম্ভ করল।

'কি বললে?' জানতে চাইল নিক।

'আমার দিকে যে গুলি ছুঁড়েছিল, মার্ক লুকাস, তার পিছু নিয়েছিলাম আমি। তাকে খুঁজেও পেয়েছিলাম। সামনাসামনি আমাকে গুলি করার চেষ্টা করতে গিয়ে মারা পড়েছে সে।'

রাগ আর সন্দেহের ভাব দেখা গেল নিকের মুখে। তারপর হঠাৎ করেই তার চোখের ভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে আশেপাশের লোকজনকে উদ্দেশ্য করে সে বলল, 'দেখলে তো, আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি? এই ধরনের লোকজনকে যদি অস্ত্র সাথে রাখতে দেয়া হয় তবে এইরকম গোলাগুলি চলতেই থাকবে!'

রডনি এরফানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কর্নেল ল্যাকারি প্রস্তাব দিয়েছে যে আমাদের সবার অস্ত্র সংগ্রহ করে দুটো ওয়্যাগনে পাহারা দিয়ে রাখা হলে আর নিজেদের মধ্যে গোলাগুলির ভয় থাকবে না আমাদের।'

'দুঃসাহস আছে বটে লোকটার!' সাদামাঠাভাবে বলল এরফান। আমি কারও কথায় আমার অস্ত্র জমা দেব না! তাছাড়া ইন্ডিয়ানদের ঝটিকা আক্রমণ হলে তখন কি হবে?'

'সেই সময়ের জন্যে সবার মাঝে অস্ত্র বিলি করে পরে আবার নিয়ে নেব আমরা।' মুচকি হাসি হেসে জবাব দিল নিক। 'তুমি রাজি হবে না জানতাম, কিন্তু এরা সবাই শান্তিপ্রিয় লোক।'

'আর তোমার ওই বোম্বেটে শান্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি হবে? আবার যদি কেউ মার্ক লুকাসের মত কিছু একটা করে বসে?' সোজা সাপ্টা প্রশ্ন করল এরফান।

'মার্ক খারাপ লোক ছিল স্বীকার করছি। কিন্তু তুমি তার ব্যবস্থা করেছ। আবারও সেরকম কিছু হবার সম্ভাবনা দেখি না আমি। আমার মনে হয় সব অস্ত্র একসাথে সংগ্রহ করে নিরাপদ জায়গায় রাখাই ঠিক হবে।'

চিন্তিতভাবে নিজের ডানটার মাথার দিকে চেয়ে রইল এরফান। সে অনুভব করতে পারছে এর ভিতর নিকের কোন অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু পুরো লোকজনকে নিরস্ত্র করে তার কি লাভ হবে? অবশ্য তার নয়জন লোককে যদি সশস্ত্র রাখা হয় তবে পুরো ওয়্যাগন ট্রেনটাই ওদের হাতে থাকবে।

'নিজের কথা আমি বলতে পারি–এতে রাজি নই আমি। সম্ভবত আমার

দলের কেউই রাজি হবে না এতে।'

'ঠিক বলেছ।' সাথে সাথে তাকে সমর্থন জানাল রাউডি। 'আমরা সবাই এর বিরুদ্ধে।'

'আমরা ইচ্ছা করলে জোর করে কেড়ে নিতে পারি!' হুমকি দিল নিক।

অবজ্ঞার হাসি হাসল এরফান। 'সে-চেষ্টা কি উচিত হবে? তুমুল যুদ্ধ বেধে যাবে দুই দলে। না, তার চেয়ে সেরকম কঠিন মতবিরোধ যদি দেখা দেয় তবে আমি আমার দল নিয়ে আলাদা হয়ে যাব।'

'তাই যদি হয়, আমিও আছি তোমার সাথে,' বলে উঠল রডনি।

আশ্চর্যভাবে হঠাৎ করে সুর নেমে গেল নিকের। 'হয়তো একটু রূঢ়ভাবে পেড়েছি আমি কথাটা। সবার নিরাপত্তার কথা ভেবেই প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম আমি। যাদের মানুষ হত্যা করার প্রবণতা আছে কেবলমাত্র তাদের ঠেকাবার জন্যেই।'

'কথাটা যদি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে থাকো, ভুলে যাও। মিছে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই তোমার। আমি কোনদিন আত্মরক্ষার জন্যে ছাড়া কোন মানুষ মারিনি।'

'তাহলে ওই প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেল,' স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলে উঠল জ্যাক ওয়েস্ট। 'আমাদের পরবর্তী যাত্রাপথ কি হবে?'

'আমি যে পথটা বেছে দিয়েছি সেই পথেই এগিয়ে যাব আমরা,' ভারিক্কি চালে বলল কর্নেল ল্যাকারি। 'এ পর্যন্ত তো পথটা ভালই প্রমাণিত হয়েছে।'

'তোমার কি মত, এরফান?' রডনি প্রশ্ন করল।

'এখন পর্যন্ত ভালই কেটেছে আমাদের। আগামীকাল সামান্য অবনতি ঘটবে—কিন্তু মোটামুটি ভালই পরের দিনও ভাল যাবে—কিন্তু এরপরে আমাদের অন্যপথ ধরাই উচিত হবে। সামনের জলাশয়টা খারাপ—আর সেখানে পৌঁছতে হলেও আমাদের একদিন পানি ছাড়া চলে তবে পৌঁছতে হবে।'

'বাজে কথা,' প্রতিবাদ করল ল্যাকারি। 'আমাদেরটাই বিশ্বাসযোগ্য খবর। বেঞ্জামিন বলে ওটা ভাল,'এমিলেরও তাই ধারণা।'

'আমরা তবে যে পথে যাচ্ছি সেই পথেই এগিয়ে যাব,' রায় দিল জ্যাক ওয়েস্ট। 'তোমার কি মত, নিক?'

'বেঞ্জামিনের কথায় বিশ্বাস আছে আমার। হাজার হোক সে-ই তো আমাদের সত্যিকার গাইড।'

'সবাই একমত হলে আমারও চেষ্টা করে দেখতে আপত্তি নেই,' জানাল রডনি।

এরফানের দিকে ফিরল নিক। তার চোখে একটা প্রচ্ছন্ন বিজয়ের হাসি। রাকার ঘোড়াটা ওদের কাছে এসে থামল।

'হ্যাঁ, ভাল কথা, এরফান, তোমার একটা ওয়্যাগন আমাদের পিছু পিছু আসছে, ব্যাপারটা কি?' প্রশ্ন করল নিক।

সবার চোখ এরফানের দিকে ফিরল। রডনির চোখ দুটো সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। 'কোন্ ওয়্যাগনের কথা বলছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কেন, জানো না? ওই যে হালকা ওয়্যাগনটা যেটাতে দুজন লোক আছে, আমাদের পিছন পিছনই তো আসছে ওটা।'

'ঘটনা কি, এরফান?' এবার জ্যাক ওয়েস্ট জানতে চাইল।

'তোমাদের চেয়ে বেশি আমিও কিছু জানি না আমার ড্রাইভার বেন চেনে ওদের। মার্ক অস্ত্রের মুখে ওদের সঙ্গ নিয়েছিল। ওদের বড় জনের নাম ক্রিস অ্যাডামস, দুজনেই নেহাত বাচ্চা–সম্পূর্ণ নিরাপদ!'

ঘোড়ায় চড়ে নিজের ওয়্যাগনের দিকে রওনা হলো এরফান। রাউডিও ওর সঙ্গ নিল। ওরা তার কথা কতখানি বিশ্বাস করল জানে না সে, তোয়াক্কাও রাখে না। কিন্তু রাকা যে পিছন থেকে তার দিকে সংশয় ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে বুঝতে পারছে সে।

ছয়

লম্বা শুকনো প্রান্তরের ওপর বাতাস যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। সবুজ ঘাস একেবারে স্থির হয়ে রয়েছে। আকাশটা ধূসর রঙ নিয়েছে। ভ্যাপসা গরমে শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়।

ষাঁড়গুলো চঞ্চল আর অস্থির হয়ে উঠছে। কেবল নাক ঝাড়া আর গাড়ি টানায় তারা আর আগ্রহী নয়। ট্রেইল ছেড়ে এদিক ওদিক চলে যেতে চাইছে ওরা।

এখানে মাটিতে পাথরের পরিমাণ অনেক বেশি। অনেক সাবধানে গাড়ি চালিয়েও কেউ রেহাই পাচ্ছে না পাথরের হাত থেকে। পথ চলা আগের চেয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ষাঁড়গুলোকে একটু বিশ্রাম দেয়ার জন্যে ওয়্যাগন থামাল রাউডি। এরফান ওর কাছে এসে দাঁড়াতেই সে বলল, 'জাহান্নামের মত গুমোট গরম পড়েছে! ঝড় হতে পারে।'

'সেই রকমই মনে হচ্ছে। তবে একটু বৃষ্টি হলে ভালই হয়।'

'কিন্তু বৃষ্টি যদি আসে তবে একটু হবে না–ভাসিয়ে নিয়ে যাবে!'

আরও দু'বার তারা নদীটা পার হলো–নদীতে পানি খুবই কম। প্রায় নেই বললেই চলে। পিছন ফিরে এরফান লক্ষ করল ক্রিসের ওয়্যাগনটা দেখা যাচ্ছে। ওরা এখন ওয়্যাগন ট্রেনের বেশ কাছাকাছি থেকেই অনুসরণ করছে ওদের।

ইন্ডিয়ানদের এলাকা এটা। কয়েকবারই সে আশেপাশে ওদের উপস্থিতির চিহ্ন দেখতে পেয়েছে। রাউডিরও নজর এড়ায়নি তা।

বিকালের দিকে নিজে ওয়্যাগনের ভার নিয়ে বেনকে ছুটি দিল এরফান ক্রিস আর তার ভাইয়ের খোঁজ খবর নেয়ার জন্যে। যাবার আগে সে বেনকে স্মরণ করিয়ে দিল যেন সে তার বন্ধুদের ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে সাবধান করে দেয়।

রডনির দল এরফানের বামে দক্ষিণদিক দিয়ে ওদের সাথে সাথেই চলেছে। দোকানি রডনির একারই রয়েছে সাতটা পুরো মাল বোঝাই করা ওয়্যাগন। ওদের

দলের বাকি লোকের মধ্যে দুজনের আছে চারটে করে। জ্যাক ওয়েস্টের ওয়্যাগন ছাড়া আর অন্য ওয়্যাগনগুলো এত টাকার মাল বইছে না। অবশ্য তার নিজের ওয়্যাগনেও অনেক টাকার মাল রয়েছে।

সু ইন্ডিয়ানরা যদি এই ওয়্যাগন ট্রেইন লুট করতে পারে রীতিমত বড়লোক হয়ে যাবে ওরা। হয়তো এর আগে আর কোনদিনই এত টাকার মাল নিয়ে কোন ওয়্যাগন ট্রেন পশ্চিমে আসেনি।

বর্তমান দাম ধরলে তার নিজের ওয়্যাগনটারই মোট মূল্য দাঁড়াবে…হঠাৎ চিন্তাটা তাকে এক বালতি বরফ পানি গায়ে পড়ার মতই চমকে দিল।

কেবল মাল আর জন্তুগুলোর দামই হবে প্রায় তিন লক্ষ ডলার। সাথে আনা অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ আর লোকজনের সাথে যার যা নগদ টাকা-পয়সা আছে সেগুলোসহ ধরলে তো আরও অনেক বেশি হবে।

হ্যাঁ, সত্যিই এটা খুব লাভজনক হবে সুদের জন্যে…কিংবা যে-কোন মানুষের জন্যে!

ওয়্যাগন ট্রেনের সবাই যদি নিরস্ত্র হয়—কি সোজাই না হবে কারও পক্ষে সবাইকে হত্যা করে বড়লোক হওয়া!

এই ধরনের লুট যে আগেও হয়নি তা নয়। এমনও দেখা গেছে যে অনেক সাদা লোকও ইন্ডিয়ানদের সাথে যুক্তি করে লুট করিয়েছে। জুলস্ রেনি, যার নামে জুলসবার্গের নামকরণ করা হয়েছে সে-ও এই ধরনের কাজে জড়িত ছিল বলে অনেকে সন্দেহ করে মার্ক লুকাস, নোয়েল স্পাইক এদেরও এইরকম দুর্নাম আছে।

ওয়্যাগন ট্রেইনটাকে বিগ হর্নসের নির্জন এলাকায় পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে লুট করাই যদি ওদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে অবশ্যই বলতে হবে খুব চতুর ফন্দি এঁটেছে ওরা। যারা ভাল ভাল আর দামী মালামাল আনতে পারবে, বেছে বেছে তাদেরই দলে নেয়া হয়েছে আর ওদের গন্তব্যস্থলের কথা যাতে বাইরের কেউ না জানতে পারে সেজন্যে রওনা হয়ে বেশ অনেকটা পথ আসার পর তাদের জানানো হয়েছে সেকথা।

এর মধ্যে কর্নেল ল্যাকারির স্থানটা কোথায়? কর্নেলের সাথে তার যত মতবিরোধই থাক না কেন, তাকে ক্রিমিন্যাল বলে ভাবতে পারছে না এরফান। লোকটা কাপুরুষ হতে পারে, নিঃসন্দেহে বোকাও বটে, কিন্তু সৎ আর সরল লোক।

জ্যাক ওয়েস্ট এই প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন। ওয়েস্ট, নিক, কর্নেল আর বেঞ্জামিন একেবারে গোড়া থেকেই এর মধ্যে আছে। বেঞ্জামিন লোকটা মার্ক আর নোয়েলের মত একই জাতের। সে এই ষড়যন্ত্রের একটা অংশ বলেই এরফানের বিশ্বাস। কিন্তু ওয়েস্ট? সে কি নিকের প্ররোচনা না বুঝে এর মধ্যে পা দিয়েছে, নাকি সে-ও জড়িত আছে এই ষড়যন্ত্রে? বেশির ভাগ প্ল্যান-প্রোগ্রাম আর আয়োজন তো তারই করা? একটাই কথা আছে তার স্বপক্ষে, নিজে জড়িত থাকলে মেয়েকে এর মধ্যে টেনে আনত না। অনেক লোকই ধরা পড়ার বা জানাজানি হবার ভয় নেই জেনে দুষ্কর্মে আকৃষ্ট হয়—এটাও একটা ফুলপ্রুফ প্ল্যানের

মতই ঠেকছে।

তার এই আন্দাজটা ঠিক হোক আর না হোক তাকে সেইভাবেই প্রস্তুত থাকতে হবে। নিজেদের কিছু বিশ্বাসী লোকজনের সাথে আলাপ করলে মন্দ হয় না। সে চায় না যে রডনি বা জ্যাক ওয়েস্টের মত মানুষ এমন একটা ফাঁদে পড়ুক।

আর একটা চিন্তার বিষয় হচ্ছে আক্রমণটা কোথায় ঘটবে। এই বিগ হর্নসের উপত্যকাতেই, নাকি শেল ক্রীকের ধারে পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ওরা?

ওরা অপেক্ষা করবে এমন ধারণা করাই যুক্তিসঙ্গত। ডেডউড থেকে যত দূরে ঘটনাটা ঘটবে ডেডউডে এর কোন খবর পৌঁছানোর সম্ভাবনা ততই কমে যাবে। আর তাছাড়া ওয়্যাগনগুলো যেখানে মালসুদ্ধ বিক্রি করা হবে সেই বাজারটাও কাছে পড়বে। নিশ্চয়ই আরও পশ্চিমে কোথাও ওরা ওগুলো বিক্রি করবে। ওদিকে বিক্রি করার জায়গার অভাব হবে না; উত্তর-পশ্চিমে যে কয়টা মাইনিং শহর আছে তার প্রত্যেকটা শহরেই যে-কোন জিনিস আকাশ-ছোঁয়া দামে বিকোবে।

বেন ফিরে আসতেই এরফান ওয়্যাগনটা আবার ওর হাতে ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ধুলোর হাত থেকে বাঁচার জন্যে দূরে ফাঁকা জায়গার দিকেই চলে গেল।

প্রায় সিকি মাইল যাওয়ার পরে এরফান দেখল রাকা তার পোনি চালিয়ে ওর দিকে আসছে।

'ওহ্, তুমি?' ওর দিকে কৌতূহলী চোখে চেয়ে বলল রাকা। 'আমি কিন্তু দূর থেকে চিনতেই পারিনি তোমাকে!'

'নিরাশ হলে? কিন্তু আমার ঘোড়াটা ধুলোয় মলিন হলেও এত কালো মনে হবার কথা না!' নিক প্রায়ই কালো একটা ঘোড়ায় চড়ে।

'না, আমি ভেবেছিলাম···যাকগে, তোমার সাথে দেখা হওয়ায় ভালই হলো সেদিন তোমার দিকে গুলি হওয়ার পর থেকেই তোমাকে একা খুঁজছিলাম আমি ক্ষমা চেয়ে নেয়ার জন্যে। আসল কথা কি, আমি কোনদিন কাউকে গুলিতে জখম হতে দেখিনি, তাই ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল আমার কাছে। আমি ভাবতাম গুলি খেলে মানুষ ব্যথায় কাতরাবে বা চিৎকার করবে বা সেরকম কিছু–কিন্তু তুমি তো তেমন কিছুই করোনি?'

হাসল এরফান। 'ঠিক আছে, আগামীবার আমি দুহাতে বুক চেপে ধরে চিৎকার করে ঘোড়া থেকে নিচে মাটিতে পড়ে কাতরাব–তাহলে হবে তো?'

'না, আমি তা বলছি না। আসলে···'

'জানি আমি। আমিও অবাক হয়েছিলাম প্রথমে। বহু ঘটনাই বইয়ে পড়ে মনে হয় খুব নাটকীয় আর উত্তেজনাকর, কিন্তু বাস্তবে যখন ঘটে সেগুলো তখন দেখা যায় খুব সহজ স্বাভাবিকভাবে প্রায় নীরবেই ঘটছে। লে কি জানো? প্রত্যেক মানুষই নিজেকে সৃষ্টির অপরিহার্য আর প্রয়োজনীয় কিছু বলে ভাবতে চায়। তাই আমরা আশা করি মৃত্যু যখন আসবে তা আসবে বজ্রপাতের মত, প্রচণ্ড শব্দে নিজেকে জাহির করে; কিংবা চারদিকে করুণ বাজনা আর বিষণ্ন গম্ভীর চেহারার লোকজনের পাশ কাটিয়ে। আমাদের অহমকে সুড়সুড়ি দেয় বলেই আমরা নাটক-

থিয়েটারে ওইসব দেখতেই পছন্দ করি। সব সময়েই আমরা আমাদের নিজস্ব গুরুত্ব আর প্রয়োজনীয়তাকে বড় করে দেখতে চাই। সেই কারণেই আমরা নিজেদেরকে ভাল জামা-কাপড়ে, বড় বড় উপাধিতে আর সুনামের অলঙ্কারে সাজাতে চাই। কিন্তু আসলে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের বাইরের খোলসের নিচে ভীতসন্ত্রস্ত সহজ সরল অসহায় মানুষ। আমাদের জীবনে ব্যথা আনবে বা আমাদের জীবন কেড়ে নেবে এমন হাজারও কিছুর ভয়ে আমরা অস্থির। খোলসের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে আমরা সেই ভয়কেই ঠেকাতে চেষ্টা করছি সবসময়ে।'

'সত্যি, আশ্চর্য মানুষ তুমি! ঠিক যেন মহৎ কোন দার্শনিক! যাহোক, তোমার জখমের কি অবস্থা?'

'এই গরমে একটু চুলকাচ্ছে--এমন কিছু না।'

ঘোড়ার পিঠে এরফানের দিকে আর একটু ফিরে বসল রাকা। 'আচ্ছা, কোন মানুষ তোমার মত কি করে হয় বলতে পারো? মানে···আমি বলছি···জিম তোমার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিয়েছে। জুলসবার্গে আগলি জনের সাথে কি ঘটেছিল, ''ওয়্যাগন বক্স'' লড়াইয়ে কি হয়েছিল সব। তারপর সিরিলের কাছে শুনেছি তুমি কেমন করে টেক্সাসে একা লড়ে ষাটজন কিয়োওয়ারকে ঠেকিয়েছিলে।'

'সিরিলের সব কথা বাড়িয়ে বলার অভ্যাস। কপালগুণে একটা সুবিধা মত আশ্রয় পাওয়াতেই ওদের ঠেকাতে পেরেছিলাম আমি।'

'আচ্ছা, তুমি আসলে কোন্ দেশের মানুষ বলো তো?'

'সে অনেক কথা, পৃথিবীর উল্টো পিঠে বাংলাদেশ নামে ছোট্ট একটা দেশ আছে; আমি সেই দেশের লোক। শুনেছি এদেশের চেয়ে অনেক অনেক সুন্দর আর সবুজ সে-দেশ। নিজের চোখে দেখার সুযোগ হয়নি বটে তবে আমার দাদার আঁকা কিছু ছবি দেখেছি আমি। বেশ ভাল ছবি আঁকতেন আমার দাদা। শেষ বয়সে তাঁর প্রবল ইচ্ছা ছিল দেশে ফিরে যাবার—ফিরতে না পেরে কেবল দেশের ছবি আঁকতেন তিনি। যদি কোনদিন সম্ভব হয় দেশে ফিরে যেতে চাই আমি। এদেশে থাকতে থাকতে এরফান ইউসুফ থেকে এখন আমার নাম এরফান ওসাপে দাঁড়িয়েছে! বাকিটাও বদলে যাবার আগেই ফিরতে চাই আমি।'

'এত দূরদেশ থেকে তোমার দাদা এদেশে কি করতে এসেছিলেন?'

'সে এক লম্বা কাহিনী, আর একদিন বলব।'

'আচ্ছা, আমি স্টেজ কোচে আসার পথে পোল ক্রীকে দুজন লোককে আলোচনা করতে শুনলাম তোমার সম্বন্ধে। ওরা বলছিল হিরাম ম্যাক্সওয়েল যদি নিজের ভাল চায় তবে সে তোমার সাথে লাগতে যাবে না। তুমি কি সত্যিই অতটা সাঙ্ঘাতিক লোক?'

'আমি? আরে না! কয়েকবার আমাকে আত্মরক্ষার জন্যে পিস্তল ব্যবহার করতে হয়েছে বটে, কিন্তু আসলে আমি নেহাতই শান্তিপ্রিয় লোক।'

'হিরাম ম্যাক্সওয়েল সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

'আমার মনে হয় লোকটা খুবই সাহসী। আমাদের কারও চেয়ে সে কোন অংশে কম নয়।'

'জিম বলছিল, অনেকে সন্দেহ করে শাইয়্যান থেকে আসার পথে একটা

স্টেজকোচ নাকি লুট করেছিল ও?'

'কি যেন, আমি ঠিক বলতে পারি না। বিশেষ কথাবার্তা বলে না ও। তবে এটা শুনেছি যে সে নাকি পৃথিবীর সেরা পিস্তলবাজদের একজন।'

'তোমার কি মনে হয় ওর সাথে তোমার গোলমাল বাধবে?'

রাকার দিকে চাইল সে। এটা কি নিছক কৌতূহল, নাকি সে খবর সংগ্রহ করছে? যদি খবর সংগ্রহ করাই ওর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে কার জন্যে? বাবার জন্যে?...নিকের জন্যে...নাকি নিজের জন্যে?'

'মনে হয় না। ভাল পিস্তল চালাতে পারে বলে ওর যথেষ্ট নাম আছে—আমারও আছে। প্রায়ই দেখা যায় এমন দুটো লোক নিজেরা লড়াই করে কেবলমাত্র কে বেশি ভাল সেটা প্রমাণ করার জন্যে। কিন্তু এই ওয়্যাগন ট্রেইনের লোক সবাই সেটা জানে। মুশকিল হচ্ছে এই ধরনের কথাবার্তা প্রায়ই বিরোধের সৃষ্টি করে কারণ গানফাইটাররা সাধারণত অন্যের সুনাম শুনতে পারে না। শেষ পর্যন্ত হাতেনাতে প্রমাণ করার জন্যে মুখোমুখি হয়।'

'তোমার আর চালু চাক্কার মত?'

'না, সেটা ছিল ভিন্ন।'

'মানে...তোমার বিশ্বাস তোমাকে মারতে পাঠানো হয়েছিল ওকে?'

'এমন ধারণা তোমার কি করে হলো?'

'জিম ওইরকম একটা কথা শুনেছে। তোমাকে খুব পছন্দ করে ও—অনেক গল্পগুজবই শুনতে পায় ও নানা লোকের মুখে। অনেকেরই ধারণা তোমাকে মারার জন্যে পাঠানো হয়েছিল ওকে।'

'আমি জানি না কেন সে এসেছিল। এর আগে তাকে দেখিওনি কোনদিন।'

'নিক তাকে পাঠিয়েছিল এমন গুজব তোমার কানে যায়নি?'

'হ্যাঁ, গেছে। এটাও কি জিম বলেছে তোমাকে?'

'না, আমি অন্য দুজনের কাছে শুনেছি একথা। স্টেজ ড্রাইভার লুথার আর মিস্টার কুপার মনে করে ব্যাপারটা একটু কেমন যেন।'

ইচ্ছা করেই প্রসঙ্গ বদলাল এরফান। 'তোমার ভাইটা একটা ছেলে বটে! যুবকই বলা যায় ওকে। মনে হয় এই দেশটা যেন ওর পছন্দ মতই অর্ডার দিয়ে তৈরি করানো হয়েছে!'

'বন্দুকবাজ হওয়ার জন্যে একেবারে খেপে উঠেছে!'

'উচিতও তাই। কে বলতে পারে কোনদিন হয়তো এ-বিদ্যা তার কাজে লেগে যাবে!' চট করে একবার রাকার মুখের দিকে চেয়ে দেখে নিল এরফান ওর এই দৃষ্টিভঙ্গি সে বুঝতে পারছে কিনা। 'এই দেশটাই বুনো। এখানে ইন্ডিয়ান রয়েছে, দুষ্কৃতকারী রয়েছে, যারা আরও খারাপ। একেবারে জংলী ওরা—গায়ের জোরের আইন ছাড়া আর কিছু বোঝে না। এদেশে বাস করতে হলে নিজের জিনিস আর প্রিয়জনদের রক্ষা করার মত শক্তিধর হতে হয় মানুষকে। তবে চিন্তা কোরো না তুমি, জিম কোনদিনই গানম্যান হবে না।'

হঠাৎ এরফানের মুখোমুখি হলো রাকা। 'তোমার প্রেমিকা কে, এরফান? ওই সুন্দরী হকিনস মেয়েটা? ভিওলা?'

অপ্রস্তুত হয়ে একটু আরক্ত হলো এরফানের মুখ। 'আরে না! আমার কোন প্রেমিকা নেই,' জবাব দিল সে।

'নাকি পেছনের ওই হালকা ওয়্যাগনের মেয়েটা?' এবার রাকার চোখে ফুটে উঠেছে প্রকৃত জিজ্ঞাসা। এরফান বুঝল এই প্রশ্ন করার জন্যেই তার এত প্রস্তুতি।

একমুহূর্ত ইতস্তত করে সে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ মেয়ে? তুমি কি ক্রিসের ভাইয়ের কথা বলছ?'

'আমি শুনেছি ক্রিসের ভাই একটা মেয়ে।'

এরফান নিজেও নিঃসন্দেহ না এই ব্যাপারে। মার্ক লুকাসের আন্দাজ সত্যি হতেও পারে। ওই ওয়্যাগনটায় কিছু একটা রহস্য রয়েছে।

'তোমাকে এমন ধারণা কে দিল?'

'মিক। ও বলেছে তুমি নাকি ওই ওয়্যাগনে একটা মেয়েকে ছেলে সাজিয়ে রেখেছ।'

'ভুল বলেছে সে। ওখানে যদি কোন মেয়ে থেকেও থাকে তার সাথে আমার কোন পরিচয় বা যোগাযোগ নেই। এ ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি।'

'এই ওয়্যাগন ট্রেইন সম্পর্কে কি তোমার এখনও সেই আগের সন্দেহ রয়ে গেছে? তুমি ডেডউডে আব্বাকে সাবধান করেছিলে?'

বুঝতে না পারার ভান করে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল এরফান। 'মানে শেল ক্রীকে সোনা আছে কিনা? না, সন্দেহ করি না আমি। আসলে আমার বিন্দুমাত্রও এসে যায় না তাতে। সোনা থাকুক না থাকুক জায়গাটা নিঃসন্দেহে পশ্চিমের সবচেয়ে সুন্দর এলাকা। এখানে আমার নিজস্ব প্ল্যান আছে।'

'কি ধরনের প্ল্যান?'

'বিগ হর্নসের উপত্যকায় একটা বড় র‍্যাঞ্চ গড়ব আমি, সেখানে বসে পাহাড়ের ওপর কুয়াশা ভেসে বেড়াতে দেখতে পাব—দেখতে পাব গরু-মহিষ লম্বা ঘাসের ওপর চরে বেড়াচ্ছে। একটা নিজস্ব জায়গা, যেখানে থাকবে ছোট একটা বাড়ি, নিরাপত্তা আর আয়েশ করার অবকাশ। আমার চারদিকে থাকবে সৌন্দর্য, যাকে লুট না করে আরও বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করব আমি।'

'আর একটা নতুন বৌ? নাকি বৌ আছে তোমার কোথাও?'

'না, বৌ নেই, ছিলও না কোনদিন। আর তোমার প্রথম প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, অবশ্যই চাই আমি একটা মনের মত বৌ। শোপেন হাওয়ার বলেছে, সুখের জন্মই হয় যমজ হিসেবে। কোন সৌন্দর্যই কারও সাথে মিলেমিশে উপভোগ না করলে সম্পূর্ণ হয় না। কাজের পরিপূর্ণতাই হচ্ছে বিশেষ কারও জন্যে কাজ করতে পারায়।'

'এ দেখছি ভূতের মুখে রাম নাম! গানফাইটার উদ্ধৃতি দিচ্ছে শোপেন হাওয়ারের! সত্যি, আশ্চর্য লোক তুমি!'

'পশ্চিমে কিছু কিছু লোককে দেখে তুমি সত্যিই অবাক হবে। মনে করো না যে কোমরে পিস্তল ঝুলছে বলেই লোকগুলো নিরক্ষর, মুর্খ। এখানেই ক্যাম্পের আগুনের ধারে বসে আমি এদের এমন সব দার্শনিক আলাপ আলোচনা করতে শুনেছি, যা বার্কলে বা হিউমের সমপর্যায়ে পড়ে।'

'তাহলে সোনা খুঁজতে আসোনি তুমি?'

'অবশ্যই না! সোনা মানুষকে দিতে পারে ক্ষমতা, বিলাসিতা, নারী মদ বা ওই ধরনের যা কিছু মানুষ চায় তাই—কিন্তু তার জন্যে মানুষকে করতে হয় অনেক সংগ্রাম, অনেক যুদ্ধ, অনেক রক্তক্ষয়। আমি তা চাই না। আমি জানি আমি কি চাই—একটা বাড়ি, একটা র‍্যাঞ্চ আর জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার মত অবসর।'

'তোমার সাথে কর্নেল ল্যাকারির কিসের বিরোধ?'

'ব্যাপার কি, একেবারে সরকারী তদন্ত চালাচ্ছ বলে মনে হচ্ছে! রাকার দিকে একবার চেয়ে দেখল এরফান। কোন জবাব না পেয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে হেসে সে আবার বলল, 'সেই সময় ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখান থেকে দক্ষিণে, অনেক দক্ষিণে ইন্ডিয়ানদের সাথে যুদ্ধে একটা সামান্য কৌশলগত ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল আমাদের।'

'সে কি নেতৃত্ব করছিল?'

'হ্যাঁ, অসামরিক স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ছিলাম আমি।' চোখ ছোট করে এরফান দিগন্তের দিকে কি যেন লক্ষ করল। 'ঝড় আসছে। প্রচণ্ড ঝড়। আমাদের জলদি ফিরে যেতে হবে।'

নিজেদের অজান্তেই কথা বলতে বলতে ওরা ওয়্যাগন ট্রেইনটাকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। ওয়াগন ট্রেইন আর দেখতে পাচ্ছে না ওরা। এরফান দিগন্তে কালো মেঘের সমাবেশ দেখতে পেয়েছে। সে জানে এই এলাকায় ঝড় কিরকম দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসতে পারে, আর কি ভয়ঙ্কর হয় তার রূপ।

এরফানের কথা শেষ হতে না হতেই লম্বা ঘাসগুলো ঈষৎ দুলে উঠল বাতাসে। ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে--বৃষ্টির কেমন একটা ভেজা আভাস রয়েছে বাতাসে। ঘোড়া দুটোকে ঘুরিয়ে নিয়ে ওরা ওয়্যাগন ট্রেইনের উদ্দেশে রওনা হলো। ঘোড়া দুটো আরও জোরে ছুটতে চাইছে, বাধা দিল না ওরা। পিছন থেকে হঠাৎ একটা জোর বাতাসের ঝাপটা ওদের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। ছিটেফোঁটা বৃষ্টিও আছে বাতাসের সাথে। একটু পরেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে ধূসর করে দিল প্রান্তরটা।

বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে সদ্য ভেজা মাটি থেকে মাটি আর সোঁদা ঘাসের পরিচিত একটা গন্ধ আসছে নাকে। রাকা ফিরে তাকাল এরফানের দিকে, হাসিতে তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এরফানও হেসে জবাব হাসির দিল। সমস্ত জামা-কাপড় ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে ওর। সারাদিন গরমের পরে ঠাণ্ডা বৃষ্টির ছাঁট ঘোড়াগুলোও উপভোগ করছে।

পাশাপাশি একেবারে সমান তালে ঘোড়া চালিয়ে হাসতে হাসতেই ওরা এগিয়ে গেল ওয়্যাগন ট্রেইনের ভিতর। হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে এরফান ফিরে এল নিজের ওয়্যাগনে। একটু সুস্থির হতেই মনে পড়ে গেল একটু আগে যেসব চিন্তা ভিড় করেছিল তার মাথায় সেসব কথা। ইয়েন, ডেনিস, রডনি ওদের সবার সাথে এখনই দেখা করা দরকার।

আধঘণ্টার মধ্যেই অন্ধকার আর কাদায় পথ চলা অসম্ভব হয়ে উঠল। ওরা

ওয়্যাগন দিয়ে একটার ভিতরেই আর একটা বৃত্ত তৈরি করে জীবজন্তুগুলোকে সব ভিতরে ভরল। আজ রাতে ওদের ছেড়ে রাখা যাবে না, কারণ বৃষ্টির মধ্যে চরতে চরতে ওরা এদিক ওদিক কয়েক মাইল চলে যাবে, পরে ওদের খুঁজে বের করে জড়ো করা এক বিরাট ঝামেলার কাজ হয়ে দাঁড়াবে।

নিজের ঘোড়াটার জন্যে একটা বৃষ্টি আড়াল করা আশ্রয় খুঁজে ওকে বাঁধল এরফান। লাগাম খুলে নিয়ে পিঠ থেকে জিন নামিয়ে ঘোড়ার গা'টা ভাল করে ডলে দিতে দিতে ভেবে নিল কি বলবে সে ওদের। রাতের খাওয়াটা বৃষ্টির জ্বালায় ভাল করে জমিয়ে আগুনের ধারে একসাথে বসে খাওয়া হলো না। বৃষ্টির পানিতে খাবার ঠাণ্ডা আর নষ্ট হবার ভয়ে প্লেটে খাবার নিয়েই সবাই ছুটল যে যার ওয়্যাগনে।

খাওয়া শেষ করে উঠল এরফান। পাশেই বসা টোনি ল্যাগারের উদ্দেশ্যে সে বলল, 'ওয়্যাগন দুটোর দিকে একটু খেয়াল রেখো, টোনি, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে।'

'ঠিক আছে,' জবাব দিল টোনি। তারপর তার পাইপটা ধরিয়ে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চিন্তিতভাবে আবার বলল, 'আচ্ছা, কোম্পানি ''ক'' ওর ওয়াগনগুলোতে খুব হালকাভাবে মাল নিয়েছে, তাই না?'

উত্তর না দিয়ে মাথা ঝাঁকাল এরফান।

'ভাবতে অবাক লাগে পশ্চিমে যাচ্ছে একটা নতুন শহর গড়তে, অথচ ওদের কারও সাথেই কোন মালপত্র নেই!'

লণ্ঠনের পাশ দিয়ে টোনির দিকে চাইল এরফান। বিশাল লোকটা একটু ভাবিয়ে তুলল তাকে। লোকটা অতিকায়, পেটটা একটু বেরিয়ে এসেছে, অস্বাভাবিক রকম অগোছাল। অথচ ওর চোখের ভাব মাঝে মাঝে এমন দেখায় যে এরফানের সন্দেহ হয় সত্যিই কি মোটা লোকটা হাবাগোবা সরল?

'প্রশ্নটা নিয়ে নিজের মনেমনেই ভেবো, আর কারও সাথে আলাপ আলোচনা করো না যেন,' তাকে সাবধান করে দিল এরফান।

বর্ষাতিটা গায়ে চাপিয়ে নিল সে। বর্ষাতির পকেট দুটোই কাটা—যেন পিস্তল পর্যন্ত হাত পৌঁছতে কোন অসুবিধে না হয়।

'আচ্ছা টোনি, তুমি কেন এই কাফেলার সাথে যোগ দিয়েছ? দেখে তো তোমাকে সোনার পেছনে ছোটার লোক বলে মনে হয় না?'

'ঠিকই ধরেছ। আসলে আমি একজন চাষী-রাখাল। হয়তো পশ্চিমে গিয়ে আমি কোন চাষ করার জমি খুঁজে নেব নিজের জন্যে। তবে তার আগে আমার একটা কাজ শেষ করতে হবে।'

'কাজ? মানে?'

পাইপে কয়েকটা টান দিল টোনি। 'হ্যাঁ, আপাতত একটা কাজ রয়েছে আমার হাতে। সোনা শিকার করতে আসিনি আমি, এসেছি একটা মানুষ শিকার করতে।'

তাহলে এই কথা? নতুন চোখে চাইল এরফান টোনির দিকে। কত সময়েই না মানুষ মানুষকে চেহারা দেখে যাচাই করতে গিয়ে ভুল বোঝে।

'কাকে খুঁজছ তুমি, টোনি?'

'তোমার মাথায় কত কি চিন্তা ঘুরছে, সবই কি সবাইকে বলো? এটাও মনে করো ঠিক তেমনি।' পাইপের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে এরফানের দিকে তাকাল টোনি। 'আবার খারাপ ভাবে নিও না কথাটা। মজার কথা হচ্ছে আসলে এখনও নিঃসন্দেহ হতে পারিনি আমি।'

'আমি ঘুরে আসি। পরে তোমার সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করব।'

ক্যানভাসের ঢাকনাটা সরিয়ে ওয়্যাগন থেকে নেমে গেল এরফান। বৃষ্টির দাপট অনেকটা কমে এসেছে এখন, তবে থেমে যায়নি। ভিজে মাটিতে আগামীকাল ওয়্যাগন চালানো কষ্ট হবে। বৃষ্টির মধ্যে মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে রাউডির ওয়্যাগনের দিকে এগুলো সে। সিরিল, সায়মন আর রাউডি বসে গল্প করছে একসাথে। ওদের ওখানেই থাকতে বলে অন্য সবাইকে খবর দিতে গেল এরফান। খবর দেয়া শেষ করে একটু দাঁড়াল সে,...এর পরের ওয়্যাগনটাই ড্যান বাডের। ওর সাথে আলাপ বিশেষ হয়নি, তবু ওর ক্যানভাসে আঁচড় কাটল সে। ভিতর থেকে জবাব পেয়ে মাথা গলাল এরফান। একটা চৌকো স্টীল ফ্রেমের চশমা পরে কনুইয়ে ভর দিয়ে বই পড়ছিল ড্যান। এরফানকে দেখে অবাক হয়ে উঠে বসল সে। 'আরে, তুমি! এসো, ভিতরে এসো।'

'অন্য এক সময়ে আসব। তুমি এসো, কথা আছে। গোপনীয় কথা।'

'কোথায়?'

'রাউডির ওয়্যাগনে।' এরফান মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে বৃষ্টিতে ভেজা মুখটা মুছল। 'তোমার সাথে আমার ভাল করে জানাশোনা হয়নি বটে, কিন্তু তোমাকে দেখে আমার সৎ লোক মনে হয় বলেই তোমাকে ডাকছি।'

'ধন্যবাদ। আশা করি তোমার বিশ্বাসের সম্মান আমি রাখতে পারব।'

'কিছু ভাল লোক মিলে আমরা রাউডির ওয়্যাগনে একটু আলাপ আলোচনা করব। আগেই সাবধান করে দিচ্ছি এর ফলাফল শেষ পর্যন্ত গোলাগুলিতে দাঁড়াতে পারে।'

চশমা খুলে যত্নের সাথে ভাঁজ করে রেখে সে বলল, 'রাইফেলটা কি সাথে করে আনব?'

ওর ভাবগম্ভীর অবস্থা দেখে হেসে ফেলল এরফান। কেন যেন ভাল লাগে ওর এই চৌকো গড়নের শান্ত চেহারার লোকটাকে। মানুষ চিনতে বেশি সময় লাগে না সীমান্তে। একেও মুহূর্তেই চিনে নিল এরফান।

'এখন লাগবে না,' বলল সে। 'কিন্তু পরে দরকার হতে পারে।'

দশ মিনিটের মধ্যেই সবাই রাউডির ওয়্যাগনের ছোট জায়গায় ঠাসাঠাসি করে বসল। রাউডির ওয়্যাগনে মাল কম বলে কোনমতে জায়গা হয়ে গেল সবার।

বৃষ্টিতে ভেজা গম্ভীর মুখগুলোর দিকে চেয়ে আরম্ভ করল এরফান। 'উপস্থিত বন্ধুরা, আজ আমার মনে হঠাৎ করেই জেগেছে একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কার কথা। আমার কথা শুনে, আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে, তোমরাই ভেবে স্থির করবে আমি মিথ্যে আশঙ্কা করছি কিনা।'

ইয়েন গোল্ডস্মিথের দিকে ফিরল এরফান। 'ইয়েন, তোমার তো তিনটে

ওয়্যাগন আছে এই ট্রেনে। আচ্ছা, মালপত্র সহ আজকের বাজারে ওগুলোর দাম কত হবে বলতে পারো?'

ভুরু কুঁচকে হাত দিয়ে থুতনি ঘষতে ঘষতে মনে মনে হিসাব করতে বসল সে। হিসাব সেরে সে বলে উঠল, 'তা কম করে হলেও শুধু মালপত্রের দামই হবে দশ হাজার ডলার।'

'রডনি আর জ্যাক ওয়েস্টের আরও বেশি, কি বলো?'

'অবশ্যই। কোন সন্দেহ নেই তাতে।'

'তাহলে একটা মোটামুটি আন্দাজে পুরো ওয়্যাগন ট্রেইনটার মূল্য কত দাঁড়ায়—তিন লাখ ডলার?'

'আমার মনে হয় আরও বেশি হবে,' বলে উঠল ড্যান। 'প্রায় ডবল! কারণ রডনি আর ওয়েস্ট অনেক টাকার মাল সাথে এনেছে।'

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'সুন্দর, গাছপাকা, রসাল, মিষ্টি একটা ফল—কেবল পাড়ার অপেক্ষা,...অবশ্য কারও যদি সেই মতলব থাকে!'

মুখ হাঁ করা অবস্থায়ই চিবানো বন্ধ হয়ে গেছে ডেনিসের। রাউডি মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে অবাক চোখে চেয়ে রইল এরফানের দিকে।

'ভাল করে ভেবে দেখো; বেছে বেছে যাদের টাকাপয়সা আছে তাদেরই কেবল নেয়া হয়েছে দলে। আমাদের নগদ টাকা আছে কিনা তার প্রমাণ দিতে হয়েছে সবাইকে মোটা টাকায় শেয়ার কিনে। নিকের কাছে জমা রয়েছে সেই টাকা। কি ধরনের জিনিস আমাদের সাথে নেয়া উচিত সে বিষয়েও আমাদের উপদেশ দেয়া হয়েছে—সবই মূল্যবান দামী জিনিস। এই ওয়্যাগন ট্রেনটাকে পৃথিবীর সবচেয়ে দামী ওয়্যাগন ট্রেন বানানোর চেষ্টা সফল হয়েছে!'

'বুঝেছি!' চিন্তিত মুখে বলে উঠল ইয়েন।

'এটা জেনো, আমি কারও ওপর দোষারোপ করছি না। আর এটাও ঠিক যে তোমরা যা জানো তার চেয়ে বেশিও কিছু আমি জানি না। তোমরা কেউ কেউ হয়তো জানো যে ডেডউডের আস্তাবলে একজন অজ্ঞাত পরিচয় লোক আমাকে সাবধান করেছিল। নিকের প্রতি আমার সন্দেহ, আর মার্ক লুকাস, নোয়েল স্পাইক, এদের মত লোকজনের এই ওয়্যাগন ট্রেনে উপস্থিতিতে আমার প্রশ্ন তোলা, ইত্যাদি সবই তোমরা জানো।

'রাউডিকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো মার্ক লুকাস কি ধরনের লোক ছিল, আর সে জুলসবার্গ থেকে রওনা দেয়া কতগুলো ওয়্যাগন ট্রেন লুট হওয়ার সাথে জড়িত ছিল। এমিল ব্যাশারও ওর কথা ভাল করেই জানে।'

'আমিও শুনেছি ওর কথা,' সমর্থন করল ইয়েন।

'নোয়েল স্পাইকও এই ধরনের কাজ অনেক করেছে বলে সন্দেহ করা হয়। ওদের নিরাপত্তা বাহিনীর বাউটি জোও ওই একই ধাঁচের লোক। তোমরা লক্ষ করেছ কিনা জানি না, ওদের ওয়্যাগনগুলোতে মাল কিছুই নেই, আছে কেবল কিছু ভীষণদর্শন সশস্ত্র লোক। সেদিন আবার নিক আমাদের সবার অস্ত্র জমা নিয়ে আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টাও করেছিল।'

'তুমি কি মনে করো ওরা আমাদের সবাইকে খুন করে ইন্ডিয়ানদের হাতে

তুলে দেবে সব মাল?' প্রশ্ন করল ডেনিস।

'ওই রকমই কিছু। তবে একথা মনে রেখো যে আমি তোমাদের চেয়ে বেশি কিছুই জানি না। হয়তো আমি মিছে সন্দেহ করে ওদের প্রতি অন্যায়ই করছি। আমার সবাইকে এখানে ডেকে এই আলোচনা করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে তোমাদের সবাইকে সতর্ক করে দেয়া। হাওয়া যদি ওই দিকেই বয় তবে আমরা যেন সেজন্যে তৈরি থাকতে পারি--আর তা যদি না-ও হয়, তবু সতর্ক থাকতে দোষ নেই।'

পা দুটো সামনে বাড়িয়ে সোজা করে আবার ভাঁজ করে নিল সিরিল ওই ভাবে বসে থেকে পা ধরে গেছে তার। 'আমার মনে হয় আমাদের আগে থেকে সাবধান হওয়াই ভাল, রাতে গার্ড দেয়ার ব্যাপারে নিকই রোজ নিজে লোক বাছাই করে–যে কোন রাতে ইচ্ছা করলেই সে কেবল নিজের লোক রাখতে পারে গার্ডে। রাতের বেলা আমাদের ঘুমের মাঝেই কাজ সারা হয়ে যেতে পারে, বাধা দেয়ার কোন সুযোগই থাকবে না আমাদের!'

'কিংবা আমাদের যে কয়জন গার্ডে থাকবে তাদের মেরে ফেলেও কাজ সারতে পারে--এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে,' যোগান দিল রাউডি।

মাথা নাড়ল ইয়েন। 'কিন্তু আমার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে ব্যাপারটা--হাজার হোক ওরা আমাদের মতই সাদা লোক, আমাদেরই স্বজাতি!' প্রতিবাদ জানাল সে।

ঘোঁৎ করে নাক দিয়ে একটা শব্দ করে ডেনিস বলল, 'এদের চেয়ে বরং ইন্ডিয়ানদের বিশ্বাস করা ভাল!'

'মিস্টার ওয়েস্টকে তো ভাল মানুষ বলেই মনে হয়,' বলল ড্যান। 'তুমি কি মনে করো তিনিও এর সাথে জড়িত?'

'মনে হয় না, তবে নিঃসন্দেহে কিছু বলাও যায় না,' বলে চলল এরফান। 'আমরা এতটুকুই করতে পারি--চোখ কান খোলা রেখে সব সময়ে সশস্ত্র আর সতর্ক থাকতে পারি। এর মধ্যে কে যে আছে আর কে নেই, তা বলা খুব মুশকিল।'

মার্ক লুকাসকে কেউ যে ইচ্ছা করেই ছেড়ে দিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওখানে আমি থাকলে ব্যাটা কোনদিনই পালাতে পারত না। বেচারী ভিওলা এখনও মাঝে মাঝে রাতের বেলা ভয় পেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠে কাঁপতে থাকে।'

'তাহলে শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত নেয়া হলো? কি কি করব আমরা?' এরফানকে জিজ্ঞেস করল ড্যান।

'আমি আগে যা বলেছি তাই--সব সময়ে সশস্ত্র অবস্থায় চোখ কান খোলা রেখে তৈরি থাকতে হবে আমাদের। তাছাড়া গার্ড লিস্টের দিকেও সতর্ক নজর রাখতে হবে। যখনই আমাদের কারও গার্ডের ডিউটি পড়বে, তাকে বাইরের সাথে সাথে ক্যাম্পের দিকেও সমান খেয়াল রাখতে হবে। আর একটা কথা, আজকের এই মীটিঙের কথা তোমরা সবাই গোপন রাখবে। আমি ঠিক করেছি রডনি কুপারের সাথেও আলাপ করব এই বিষয়ে, তবে এই পর্যন্তই, এর বেশি আর কাউকে কিছু বলা ঠিক হবে না।'

কয়েক মিনিট নীরবে বসে রইল সবাই। ক্যানভাসের ওপর একটানা বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে। সবাই আগামীতে কি হবে সেই কথা ভাবছে। প্রত্যেকেই শেষ কপর্দক পর্যন্ত লাগিয়েছে ওরা এই প্রকল্পে। এগুলো হারানো মানেই এক একজন জীবনের শেষ সম্বল পর্যন্ত হারাবে—শুধু তাই না, সেই সাথে জীবনটাও যাবে। কারণ, এদের কেউই জীবন থাকতে লুট হতে দেবে না তাদের জীবনের সঞ্চয়।

ওরা যে পথে চলেছে এই এলাকাটা এরফানের ভাল করেই জানা আছে। বিগ হর্নসের উপত্যকায় পৌঁছানোর আগে সে তাই কোন আক্রমণ আশা করছে না। কিন্তু এর মধ্যেও অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে।

'আর কিছু বলার নেই আমার আপাতত,' নীরবতা ভাঙল এরফান 'তবে তোমাদের চোখে যদি নতুন কিছু পড়ে তবে তা অবশ্যই সাথে সাথে আমাকে জানাবে।'

'এমিল ব্যাশার সম্বন্ধে তোমার কি মত?' প্রশ্ন করল ইয়েন। 'ওকে কি বিশ্বাস করা যায়?'

'ঠিক জানি না আমি,' স্বীকার কর এরফান। 'যদিও সে-ই প্রথম ইঙ্গিত দিয়েছিল যে এই ওয়্যাগন ট্রেনে সন্দেহজনক কিছু আছে—তবু নিশ্চয় করে জানার আগে কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না।'

হঠাৎ এরফান লক্ষ করল ওয়্যাগনের ক্যানভাসটা একটা জায়গা একটু ফুলে রয়েছে—একটু আগেও জায়গাটা সমান ছিল। আঙুল তুলে সবাইকে চুপ থাকতে বলে সাবধানে পিছন দিকে এগুলো। নড়াচড়ায় ওয়্যাগনটা হয়তো সামান্য দুলে উঠেছিল, বাইরে ছপাৎ করে একটা আওয়াজ হলো। পিস্তল হাতে বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এরফান।

কিছুটা দূরের ওয়্যাগনগুলোর পাশ দিয়ে একটা ছায়ামূর্তিকে পালিয়ে যেতে দেখল সে। গুলি করতে সাহস পেল না এরফান, কারণ ওইসব ওয়্যাগনে মহিলা আর বাচ্চারা আছে, মিস হলেই ওদের গায়ে গুলি লাগবার ভয় রয়েছে।

অন্যেরা ওর পাশে এসে জড়ো হলো। 'কে ছিল ওটা?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'অন্ধকারে চেহারা দেখতে পাইনি।' ওয়্যাগনের পাশে যেখানে লোকটা দাঁড়িয়েছিল সেখানে নিচু হয়ে বসে ম্যাচ জ্বালাল। পায়ের ছাপ রয়েছে ওখানে, কিছুটা কাদায় কিছুটা পানিতে। লোকটা কয়েকবার পা সরিয়েছে বোঝা যাচ্ছে ছাপ দেখে--বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল সে ওখানে। জুতোর ছাপে এমন কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না যাতে মালিককে চেনা যেতে পারে।

উঠে দাঁড়াল এরফান। তাকে ঘিরে দাঁড়ানো উদগ্রীব লোকগুলোর উদ্দেশ্যে সে বলল, 'যাক, হয়তো শত্রু না-ও হতে পারে, কিন্তু তার সম্ভাবনা কম। এখন থেকে ঘুমে বা সজাগ অবস্থায় সবসময়েই আমাদের তৈরি থাকতে হবে।'

ধীরে ধীরে সবাই যে যার ওয়্যাগনে ফিরে গেল। ওখানেই দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ফোঁটার ফাঁক দিয়ে দূরের বিরাট সাদা ক্যানভাসে মোড়া ওয়্যাগনটার দিকে চাইল এরফান। ওখানেই শুয়ে ঘুমাচ্ছে রাকা ওয়েস্ট।

নিজের ওয়্যাগনে ফিরে ঘুমানোর আগে দুটো পিস্তলই খুলে যত্নের সাথে

পরিষ্কার করে আবার গুলি ভরল সে। ওদের মোকাবিলা করার জন্যে এখন সম্পূর্ণ তৈরি এরফান।

সাত

এরফান জেসাপের সাথে বৃষ্টির মধ্যে ঘোড়দৌড়ের পর নিজের ওয়্যাগনে ফিরে ভিজে জামা কাপড় বদলে ফেলল রাকা। কিন্তু জামা কাপড় বদলালেও তার মনের অবস্থার কোন বদল হলো না। আজ কয়দিন থেকেই তার মনটা সব সময় কেমন যেন অশান্ত আর অস্থির থাকে।

নিজেকে বেশ ভাল মতই বোঝে রাকা। সে স্পষ্টই টের পাচ্ছে যে সেদিন ডেডউডে স্টেজকোচ থেকে নেমে এরফানকে স্যামস ইনের সামনে খুঁটিতে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে দেখার পর থেকেই তার মধ্যে কিছু একটা পরিবর্তন এসেছে।

কি যে ঘটেছে তা সে নিজেও ঠিক বুঝতে পারে না। ওদের মধ্যে এমন কিছু কথাও হয়নি যা থেকে ওরা পরস্পরকে বুঝতে পারবে বা জানতে পারবে। ওর সাথে পরিচয় হবার পর থেকেই কর্নেল ল্যাকারি আর নিকের কাছ থেকে এরফান সম্পর্কে কেবল হুল ফুটানো বাজে মন্তব্য আর বদনামই শুনে আসছিল সে। ডেডউড ছাড়ার পরে জিমের সাথে এরফানের ভাল করে পরিচয় হওয়ার আগে পর্যন্ত সে কেবল খারাপ কথাই শুনে এসেছে ওর নামে।

রাকার থেকে মাত্র এক বছরের ছোট জিম। নিজের অজান্তেই জিমের মতামত আর মন্তব্যের ওপর আস্থাশীল হয়ে উঠেছে রাকা। সেদিন এরফানও বলল জিম বেশ বুদ্ধি-বিবেচনাসম্পন্ন যুবক হয়ে গড়ে উঠছে। পুবের পরিবেশে মানুষ হলে যেখানে তার আট-দশ বছর সময় লাগত সমর্থ পুরুষ হতে, সেখানে সে পশ্চিমে এসে আট-দশ মাসেই তা হয়ে উঠেছে।

প্রথমে রাকাও তার বাবার মত এরফানের সাবধানবাণীকে বাজে কথা বলেই উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু অবচেতন মনে চিন্তাটা তার মাথায় রয়েই গেছিল। ওর সাবধানবাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে চোখ কান সজাগ রেখেছিল সে। যতই দেখছে কেমন যেন একটা সন্দেহ তার মনে ততই বড় করে দানা বেঁধে উঠতে শুরু করেছে।

মার্ক লুকাসের ঘটনাটাকে সে পশ্চিমের একটা রুক্ষ পরিবেশের একটা স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবেই মেনে নিতে পারত যদি এরফান তার বাবাকে আগে থাকতেই ওই লোকটা সম্পর্কে সাবধান না করত। তার ওপর সে নিজে নিককে একথা জানানোয় সে অভিযোগগুলো একেবারে ভিত্তিহীন বলেই উড়িয়ে দিয়েছিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এরফানের কথাই ঠিক হলো।

রাকা একা একা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াবার সময়ে লক্ষ করেছে 'ক' কোম্পানীর দলটার সাথে অন্যান্য দলগুলোর কেমন যেন একটা প্রচ্ছন্ন তফাৎ

রয়েছে। ওই দলের সব ক'জনই কঠিন, মদে আসক্ত আর নোংরা প্রকৃতির; তাছাড়া একটা মেয়েও নেই ওদের সাথে। অথচ এই দল থেকেই নিক তার সব কয়জন লোক নিয়েছে নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে।

রাকা দেখেছে এরফান তাদের নির্বাচিত পথ সম্পর্কে যে-কথা বলেছিল, অন্যেরা সবাই হেসে উড়িয়ে দিলেও, ঠিক সেই বাধাই তাদের সবাইকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। আর ওই বাধা পেরিয়ে এরফানের দলের সব ওয়্যাগনই সবচেয়ে প্রথম নিচে পৌঁছেচে। সে যদি তার ব্লক ধার না দিত তবে অন্যান্যদের নিচে নামা সত্যিই কঠিন আর কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াত।

পরের দিন ওয়্যাগন ট্রেনের আগে এগিয়ে গিয়ে কর্নেল ল্যাকারির সঙ্গ নিল রাকা। এর মধ্যেই সে বুঝে নিয়েছে যে কর্নেলকে কেবল লোক দেখানোর জন্যে দলনেতা করে রাখা হয়েছে, ওয়্যাগন ট্রেনের সব কিছুই আসলে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে নিক আর তার বাবার আদেশে।

'সুপ্রভাত, কর্নেল। বৃষ্টির পরে বাতাসটা খুব ভাল লাগছে, তাই না?'

'সুন্দর! ঠিক তোমার মতই সুন্দর আর সতেজ, মিস ওয়েস্ট। আমরা আজকে বেশ অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারব এরকম থাকলে।'

রাতের বৃষ্টির পানি শুষে নিয়েছে মাটি। দিন শেষ হবার আগেই সূর্য বৃষ্টির বাকি চিহ্নগুলোও মুছে দেবে সম্পূর্ণভাবে। পাশে চলতে চলতে কয়েকবারই প্রশ্নটা করতে গিয়েও দ্বিধা করল রাকা--কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা করেই বসল।

'কর্নেল,' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল সে। 'তুমি আর এরফান এক সময়ে আর্মিতে একসাথে ছিলে না?'

মুখের ভাব একটু কঠিন হলো ল্যাকারির। জবাব দেয়ার সময়ে তার গলাটা বেশ রুক্ষ শোনাল. 'লোকটা কোনদিন আর্মিতে ছিল না। একটা অবাধ্য, অযৌক্তিক, স্বেচ্ছাচারী সে!'

চট করে রাকার দিকে ফিরে চেয়ে সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'সে কি আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছে তোমাকে?' তার স্বরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল এবার।

'না না, সে কিছু বলেনি। কার কাছে যেন আমি শুনলাম তোমরা অ্যাপাচি এলাকায় একসাথেই ছিলে একসময়ে।'

'বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবক ছিল সে। দলনেতা ছিলাম আমি। কোর্ট মার্শালের বিচারে ওকে গুলি করে হত্যা করা উচিত ছিল। যাক সে কথা...' অন্য কথায় চলে গেল ল্যাকারি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে।

দূরে একটা টিলার ওপর এরফানকে দেখতে পাচ্ছে রাকা। তার জেব্রা ডানটার ওপর সাবলীল ভঙ্গিতে বসে আছে সে। রাকার কৌতূহল পুরোপুরি জেগেছে। পুরো ঘটনা জানতেই হবে তার। বাবার কাছে সে শুনেছে অসম্মানের কাজ করেছে এরফান আর নিকের কাছে শুনেছে ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছিল সে একটা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে।

রাউডি রবিনের কাছে সঠিক খবর পাওয়া যাবে না কারণ এরফানের বন্ধু সে। হঠাৎ এমিল ব্যাশারের কথা মনে পড়ল তার।

রাকার সাথে আলাপ হয়নি এমিলের। নানা মুখ থেকে এমিলের সম্পর্কে

অনেক গল্পই শুনেছে সে। কিন্তু এমিল সব সময়ে দূরে দূরেই থেকেছে, কারও সাথে কথা বলার কোন আগ্রহ দেখা যায় না তার মধ্যে।

কম্যান্ডিং অফিসার এমিল সম্পর্কে রিপোর্টে লিখেছিল: এমিল মানুষ হিসেবে ভাল নয়, ভয়ঙ্কর চরিত্রের আর লোকজনের সাথে মিলেমিশে থাকতে জানে না। তবে সাহসের কথা আলাদা লোকটার অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু তা তার সাহসকে কোন অংশে খর্ব করেনি।

সেই ঝড়ের রাতে ফোর্ট ফিল কার্নিতে যখন সেই কম্যান্ডিং অফিসার লারামি থেকে সাহায্য আনতে যাবার জন্যে স্বেচ্ছাসেবকদের এগিয়ে আসতে বলেছিল তখন একমাত্র ওই এমিলই এগিয়ে এসেছিল সাহস করে। গলনাঙ্কের তিরিশ ডিগ্রী নিচে ছিল তখনকার তাপমাত্রা, তুমুল তুষার ঝড় হচ্ছিল, মাত্র কয়েক ফুটের বেশি নজর চলে না—কিন্তু এরই মধ্যে নির্ভুল ভাবে ঘোড়া চালিয়ে, অমানুষিক কষ্ট সহ্য করে সে সন্ধ্যায় পৌঁছেছিল লারামিতে। ওখানে তখন বড়দিনের আগের রাতের উৎসবে নাচগান চলছে। ঠাণ্ডায় অর্ধেক জমে যাওয়া অবস্থায় সে টলতে টলতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওই নাচের আসরের মাঝখানে—কোনমতে তার বক্তব্য শেষ করেই জ্ঞান হারিয়েছিল। তার প্রিয় ঘোড়াটা প্রভুকে অফিসার্স ক্লাব পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে তার কর্তব্য শেষ করে ওখানেই প্রাণ হারায়।

রাকা তার ফুটি দেয়া পোনি চালিয়ে ওয়্যাগন ট্রেন থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে ঘোড়ার পিঠে চড়া এমিলের দিকে এগিয়ে গেল। এমিল তার নিষ্ঠুর হলুদ চোখ দুটো তুলে হাসিমুখে চাইল রাকার দিকে—ওর চোখে কৌতুক আর কৌতূহল।

'তুমি তো অনেকদিন হয় পশ্চিমে আছ, তাই না?' প্রশ্ন করল রাকা।

'তা বটে।' মাথা ঝাঁকাল এমিল।

'এর পশ্চিমে যে এলাকা আছে সব চেনো তুমি?'

'মোটামুটি চিনি, তবে রাউডি বা এরফানের চেয়ে বেশি চিনি না।'

চট করে ঘুরে তাকাল রাকা। 'ওরা কি বেঞ্জামিনের চেয়েও ভাল করে চেনে ওই এলাকা?'

সরাসরি রাকার দিকে চেয়ে মনোভাব বোঝার চেষ্টা করছে এমিল। চোখে মিটমিটে হাসি। 'হ্যাঁ, ওরা দুজনেই বেঞ্জামিনের চেয়ে অনেক বেশি জানে। বেঞ্জামিন দাবি করে সে শেল ক্রীক আর রটেনগ্রাসের রাস্তা চেনে…হয়তো চেনেও সে, কিন্তু এর বেশি ও আর কিছু জানে বলে আমার মনে হয় না।'

'তুমি কি কর্নেল আর এরফানের ঝগড়ার বিষয়ে কিছু জানো?'

প্রশ্ন শুনে কৌতূহলী চোখে আবার রাকার দিকে তাকাল এমিল। তারপর হঠাৎ হেসে ফেলল। 'বুঝতে পারছি ব্যক্তিগত কারণেই তোমার এই প্রশ্ন!'

দুই মিনিট নীরবেই পাশাপাশি ঘোড়া চালিয়ে গেল ওরা। শেষে নীরবতা ভঙ্গ করে মাথা ঝাঁকিয়ে এমিল বলল, 'ওদের কাউকেই যখন চিনতাম না আমি, তখন দুজন সৈনিকের কাছে শুনেছিলাম আমি আসল ঘটনা। ওরা দুজনই সেখানে উপস্থিত ছিল।' থুতু ফেলল এমিল। 'ওই ল্যাকারি লোকটার নেতৃত্বের কোন যোগ্যতাই নেই! নিকই তার খেয়াল খুশি মত চালাচ্ছে সবকিছু। ল্যাকারি রয়েছে

শুধু চেহারা দেখাতে।'

তামাকের দণ্ড থেকে দাঁত দিয়ে কিছুটা তামাক কেটে নিল এমিল। 'অনেক দূরে, প্রায় মেক্সিকোর সীমান্তের কাছে ঘটেছিল এই ঘটনা—একেবারে অ্যাপাচি এলাকার মাঝখানে। আশিজন লোক নিয়ে কিছু দুষ্ট অ্যাপাচিকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে তাদের ধাওয়া করেছিল ল্যাকারি। এরফানের বয়স তখন অনেক কম—কিন্তু পশ্চিম আর ইন্ডিয়ানদের সে তখনই ভাল করে জানে।

'কিছু গোলাগুলি করে ইন্ডিয়ান দলটা একটা উপত্যকা দিয়ে অদৃশ্য হয়েছে। ওরা চিহ্ন দেখে এগিয়ে যাচ্ছে। এরফান পাহাড়ের মাথায় উঠে লক্ষ্য করল পঞ্চাশজন ইন্ডিয়ানের একটা ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে নিচে ছোট ঝর্নার ধারে। ফিরে এসে ল্যাকারিকে জানাল সে, আর সাথে সাথে তাকে সাবধানও করল যে ওটা একটা ফাঁদ।

'কিন্তু কে কার কথা শোনে! ল্যাকারি হেসেই উড়িয়ে দিল ওর কথা—বলল, ওরা চেষ্টা করেই দেখুক কিছু করার, আচ্ছামত শিক্ষা দিয়ে দেব ওদের! আবার সাবধান করল এরফান, বলল, এত বেলা পর্যন্ত ক্যাম্পে থাকা বা এত খোলা জায়গায় ক্যাম্প করা ইন্ডিয়ানদের ধর্ম নয়। কিন্তু ওর কথা না শুনে ওকে কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক আর বোকা আখ্যা দিয়ে লোকজন নিয়ে দাবড়ে ছুটে গেল ল্যাকারি ওই উপত্যকার ভিতর।

'ইন্ডিয়ানদের চাতুরীর কোন জুড়ি হয় না। সৈন্যদল এগিয়ে যেতেই ছুটে পাহাড়ের ভিতর পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হলো ওরা। সময় থাকতে ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যাবার অনুরোধ করল এরফান, কিন্তু ল্যাকারি অনড়। ঘোড়া থেকে নেমে সবাইকে পজিশন নেয়ার আদেশ দিল সে। ঘোড়া থেকে নেমে চারদিকে খুঁজল ওরা, কিন্তু কোন ইন্ডিয়ানের দেখা পেল না। হঠাৎ কোথা থেকে কয়েকজন ঝড়ের মত ঘোড়া ছুটিয়ে এসে ওদের ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। ভাল মতই আটকা পড়ল ওরা। তবু উদ্দীপনা কমল না ল্যাকারির। আস্ফালন করতে লাগল আক্রমণ করতে এলেই সবাইকে খতম করবে সে।

'ল্যাকারির মত নিরেট মাথা নয় ইন্ডিয়ানদের, ওরা আক্রমণ করল না। ওরা জানে ঘোড়া নেই, খাবার নেই, পানি নেই—বেশি দিন টিকবে না ওরা এই অবস্থায়। অবরোধ করে বসে রইল ওরা। সৈন্যদলের তিনদিকে পাহাড়, সামনে ঝর্না—ঝর্নার অন্যপাশে প্রায় দুইশো অ্যাপাচির সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

'সেই রাতেই ছুরি মেরে পাঁচজনকে ঘায়েল করল অ্যাপাচিরা। সকালে ঝর্নার ধারে পানি আনতে গিয়ে পায়ে গুলি খেলো একজন। এরফানের নিষেধ না শুনে নদী পার হয়ে ওদের আক্রমণ করতে গিয়ে মরল আরও আটজন।

'ল্যাকারির মানা না শুনে পাহাড়ের ভিতর ঘুরে ঘুরে একটা বেরুবার পথ খুঁজে বের করল এরফান কিন্তু ল্যাকারি কারও কোন কথা শুনবে না, সে নির্দেশ দিল সবাই যেন যে-যার জায়গায় থাকে। প্রায় আধ-পাগল অবস্থা ল্যাকারির—ভয়ে হিতাহিত জ্ঞানও হারিয়েছে।

'চার-পাঁচজন সার্জেন্ট আর করপোরালের সাথে যুক্তি করে এরফান তাদের ওই বেরুবার পথটা দেখাল। দলের সবাই এক বাক্যে এরফানের পরামর্শ মেনে

নিয়ে রাজি হলো। সব শুনে খেপে উঠল ল্যাকারি মাথায় পিস্তল দিয়ে আঘাত করে অজ্ঞান অবস্থায় হাত-পা আর মুখ বেঁধে ফেলা হলো তার।

'এরফানের নেতৃত্বেই রাতের অন্ধকারে ওরা সবাই ওই চোরা পথ দিয়ে বের হয়ে পালিয়ে আসে। সকালে পাখি পালিয়েছে বুঝতে পেরে ওরা পিছু নিয়েছিল। কিন্তু এরফানের পরামর্শে কৌশলে ওদের মোকাবিলা করে বেশির ভাগ অ্যাপাচিকেই খতম করে সৈন্যদল।'

'দুর্গে পৌঁছে শেষ পর্যন্ত কি হলো?' প্রশ্ন করল রাকা।

'কি আর হবে, যা স্বাভাবিক তাই হলো,' কাঁধ ঝাঁকাল এমিল। 'এরফান আর ওর সহচরদের বিরুদ্ধে বিরাট এক নালিশ ঠুকে দিল ল্যাকারি। যদিও সেই নালিশের আর কোন বিচার হয়নি। ল্যাকারিকে বদলি করে দেয়া হলো পুবের একটা পোস্টে। সেনাবাহিনী ব্যাপারটাকে ধামা চাপা দিয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে নিজেদের ভুলের প্রতিকার করল।'

নদীর ধার থেকে অনেকটা সরে এসেছে ওদের ওয়্যাগন ট্রেন। রাকা সারাদিন একা অথবা জিমের সাথে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে ঘুরে কাটাল। এরফান দূর দিয়ে একা একা নিজের দলের ওয়্যাগনগুলোর সমান্তরাল ভাবেই ঘোড়া চালাল সারাদিন।

বিকেলের দিকে ওর কালো ঘোড়ায় চড়ে নিক এগিয়ে গেল রাকার দিকে। 'মনে হয় আজ আমরা বিশ মাইল যেতে পারব!' দাঁত বের করে হাসিমুখে বলল নিক। বোঝাই যায় আজ কোন কারণে খুব খুশি আছে সে। 'আমরা পাউডারের দিকে যাচ্ছি এখন, ফোর্ট রিনোর কাছাকাছি কোথাও আমরা পাউডারে পৌঁছব।'

'এখন কি সৈন্য আছে ফোর্টে?'

'মনে হয়, তবে থাকলেও ওরা সংখ্যায় খুব বেশি হবে না। কাস্টার যুদ্ধের পরে আর সুরা এদিকে কোন উৎপাত করেনি কিনা, তাই।'

'একটা কথা ভাবছিলাম আমি, নিক: তুমি কখনও আমাকে শেল ক্রীকে পৌঁছে কি করবে তা বলোনি।'

'করব?' প্রশ্নটাই বুঝতে পারেনি এমনভাবে চোখ তুলে চাইল সে। 'কেমন করে···মানে কি বোঝাতে চাইছ তুমি?'

'এই ধরো আমার বাবা ঠিক করেছেন একটা ব্যাঙ্ক খুলবেন। রডনির ইচ্ছা সে একটা মনিহারী দোকান খুলবে--তা তোমার কি করার ইচ্ছা?'

'আমি? ঠিক জানি না, প্রথমে একটা দাবি রেজিস্ট্রি করতে হবে–তারপর সুবিধা মত কিছু একটা বেছে নেব।'

উত্তরটা নীরবে, কোন মন্তব্য না করেই গ্রহণ করল বটে রাকা, তবে উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারল না। নিক উলফের মত লোক কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়াই, অর্থাৎ আগে থেকে কোন প্ল্যান না করে শেল ক্রীকে যাচ্ছে এটা একেবারেই অভাবনীয়।

চলতে চলতে সে মনে মনে দুজনকে পাশাপাশি বসিয়ে বিচার করতে লাগল। হঠাৎ কি মনে হতেই সে প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা নিক, তোমার জন্ম কোথায়?'

হেসে উঠল নিক। 'কি ব্যাপার, আজকে এত জেরা করছ যে? আমার জন্ম হয়েছিল নিউ অরলিয়ান্সে।'

'নিউ অরলিয়ান্স? এরফানের ড্রাইভারও তো ওখানকারই লোক, চেনো ওকে?'

নিকের চোখেমুখে উৎসাহের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। রাকার দিকে চেয়ে কাঁধ উঁচিয়ে সে বলল, 'কত লোকই তো নিউ অরলিয়ান্সে থাকে—সবাই কি সবাইকে চেনে? ওকে চিনব বলে মনে হয় না—কি নাম ওর?'

'টোনি কি যেন কি, জানি না আমি।'

শুকনো প্রান্তরেই বিকেল বেলা ক্যাম্প করতে হলো ওদের। নদীটা ছেড়ে আসার পর এটাই তাদের প্রথম ক্যাম্প। গতরাতের বৃষ্টির ফলে এক জায়গায় কিছুটা পানি জমা হয়েছিল, এরফান তার ষাঁড় আর ঘোড়াগুলোকে নিয়ে সেখান থেকে পানি খাইয়ে আনল। ডেনিস আর ইয়েন ওদের পশুগুলোকে পানি খাওয়াতেই পানি শেষ হয়ে গেল। কিছু ঘোরাঘুরির পরে ওরা আরও দুটো জায়গায় পানি খুঁজে পেয়ে অন্য পশুগুলোকেও পানি খাওয়াল।

বিকেল থেকে ওদের যাত্রা পথ ধীরে ধীরে কঠিন হতে আরম্ভ করল। রাতে একটা জলার ধারেই ওরা ক্যাম্প করল বটে, কিন্তু জলার পানি সবুজ শেওলায় পুরু হয়ে আছে—পানি পান করার অযোগ্য।

সকালে ওদের পথ আরও দুর্গম হয়ে উঠল। বাধ্য হয়েই কয়েকটা জায়গায় তাদের ঘুরে যেতে হলো। মাত্র চোদ্দ মাইল এগিয়েই দিনের শেষে ওরা শুকনো জায়গাতেই ক্যাম্প করল। এরফান তার দলের পানি কৃপণের মত হিসাব করে খরচ করল। অন্য দলগুলো ঘুরে সে দেখল তাদের অবস্থা আরও খারাপ।

ঘোড়া আর ষাঁড়গুলো সারাদিন গরমের মধ্যে বোঝা টানার পর পানি না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে। ক্যাপ্টেন চারজন মীটিং করে চাঁদের আলোয় রাত একটার সময়ে আবার যাত্রা শুরু করল। কঠিন পথ, ভাল টানতে পারছে না জন্তুরা।

ওদের সবারই এখন একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে পানি। ব্যারেলে যা পানি ছিল তা প্রায় সব শেষ। ঘণ্টা দুই পরে একটু ভাল রাস্তা পেয়ে ওদের চলার গতি কিছুটা বাড়ল। ভোর চারটার দিকে পামকিন বাটসে পৌঁছল ওরা। ওয়েস্টের কোম্পানীর কয়েকজন জলাশয় থেকে ফিরে এসে জানাল যে চিরতার মত তেতো ওই পানি। সকালে কফি ছাড়াই নাস্তা সেরে আবার রওনা হলো ওরা।

দুপুরে আবার থামল। এখানেও কোন পানি নেই। রডনি তার দল ছেড়ে এগিয়ে এল। ধপ করে এরফানের পাশে বসে পড়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'আর কত দূর গেলে পানি পাওয়া যাবে?'

'ফোর্ট রিনোর আগে তো আর আমি পানি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখি না। নদীর ধারে ওটা; ওখানে পৌঁছতে আমাদের আরও পুরো একদিন তো লাগবেই, একটু বেশিও লাগতে পারে। তোমার জীবগুলো টিকবে তো এতক্ষণ?'

'জানি না, হয়তো টিকবে। কিন্তু এর পরে কি? এই ওয়্যাগন ট্রেইনের কারবার আর আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'আমারও না!' ওকে সমর্থন করে বলে উঠল ডেনিস। প্লেটে আর কিছু সিমের বীচি তুলে নিয়ে সে আবার বলল, 'এখনই আলাদা হয়ে যাবার পক্ষপাতি আমি—একটা কিছু হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়া দরকার।'

মাথা নাড়ল ইয়েন। 'এখনও সময় হয়নি। এত জলদি সরাসরি একটা বিরোধের মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না। দেখাই যাক না কি হয়।'

'যদি জানতাম লোকটা কে!' বেশ জোরেই স্বগতোক্তি করল এরফান। 'আমি বাজি রেখে বলতে পারি ও একজন গানফাইটার।'

টৌনি একটু নড়েচড়ে উঠল। 'কেবল টেক্সাসের ট্রেইলেই সব পিস্তলবাজের জন্ম নয়, আরও জায়গা আছে। নদীর স্টীমারগুলোর কথা ভেবেছ?'

টৌনির দিকে ফিরে বসল এরফান। 'স্টীমারের জুয়াড়ীদের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, ওদের মধ্যে কিছু আছে খুব চৌকস। নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্করও! ডিক রাইডারের নাম শুনেছ, কিংবা সিম বয়েন?'

চমকে মুখ তুলল ডেনিস। 'আমি শুনেছি ওর কথা! ন্যাচেস ট্রেসের খুনী। খুব জঘন্য ধরনের লোক।' চিন্তিত চোখে টৌনির দিকে চাইল ডেনিস। 'তুমি কি ওদিককার লোক?' প্রশ্ন করল সে।

'বলতে পারো। ট্রেসের ধারেই আমার ছেলেবেলা কেটেছে।'

'রাইডার আর বয়েন সম্পর্কে কি বলছিলে?' উদগ্রীব স্বরে জানতে চাইল এরফান।

'দুজনেই খুনী ওরা। ওদের কে যে কার চেয়ে বেশি খারাপ বলা ভার। যুদ্ধের সময়ে বেশ কিছু টাকাপয়সা আসাযাওয়া করত ট্রেসের ওপর দিয়ে। ষোলো বৎসর বয়সেই সিম বয়েন যাত্রীদের খুন করে মালপত্র লুট করা আরম্ভ করে।

'নিউ অরলিয়ান্সে গিয়ে হাজির হয় সে শেষ পর্যন্ত। ওখানে একটা জুয়ার আড্ডায় ভাড়াটে গানম্যান হিসেবে কাজ নেয়। পরে সে নিজেই জুয়ার মধ্যে ঢোকে। যুদ্ধের সময়ে কিছুকালের জন্যে সে দক্ষিণ আমেরিকায় গেলেও পরে ঠিকই আবার ফিরে এসে ডিক রাইডারের সাথে একজোট হয়ে খুন আর রাহাজানি করে। এরপর যুদ্ধের শেষে আর ওদের দেখা যায়নি।'

বিকালের দিকে দিগন্তরেখায় বড় বড় পাহাড় দেখা দিতে আরম্ভ করল। তার স্বভাব মত এরফান দূর দিয়ে টিবিগুলোর ওপর দিয়ে চলছিল। দিনের মধ্যেই দুবার তার চোখে পড়ল সদ্য তৈরি ঘোড়ার পায়ের ছাপ। ইন্ডিয়ান পোনির পায়ের ছাপ। সংখ্যায় ওরা মোট জনা চল্লিশেক হবে। মাত্র এই কয়েকজনে ওরা ওয়্যাগন ট্রেনটা আক্রমণ করবে না বটে, কিন্তু গরু-ঘোড়া তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া বা পিছিয়ে পড়া কাউকে আচমকা হামলা করে মেরে ফেলা--এসবের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

বিগ হর্নসের চূড়াগুলো সাদা বরফে ঢাকা। রোদ পড়ে ঝিকমিক করছে। ঘন ঘাস আর নেই এখানে, বেশ ধুলো উড়ছে। রোদে বাতাসটাও গরম হয়ে উঠেছে এখন। ষাঁড়গুলো পুরো শক্তি লাগিয়ে টানছে ওয়্যাগন। খারাপ পথ দিয়ে ধীর গতিতে এগুচ্ছে ওরা।

জ্যাক ওয়েস্ট তার ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এল এরফানের দিকে। তার মুখটা ধুলোবালিতে মলিন আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে। পরাজিতের মত মাথা নেড়ে সে বলল, 'এখন বুঝতে পারছি তোমার কথা শোনাই আমাদের ভাল ছিল। তুমি যে স্টোন কাপ স্প্রিঙের কথা বলেছিলে, সেটা এখান থেকে কতদূর?'

'অনেক দূরে চলে এসেছি আমরা, ওটা এখন আমাদের উত্তর দিকে মাইল

চল্লিশেক দূরে। এখন নদীটার দিকে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের উচিত হবে। ডান দিক ঘেঁষে চললে আমরা পোর্ট রিনোর কাছাকাছি কোথাও ওটার দেখা পাব।'

জ্যাকেটের হাতায় ভুরু মুছল জ্যাক। 'ওই পাহাড়টা দূর থেকে ভালই দেখাচ্ছে; ওখানে গাছগাছড়া আছে তো?'

'পৃথিবীর সেরা পাইন গাছের সারি আছে ওখানে। আরও আছে প্রচুর ঘাস আর পানি। চমৎকার এলাকা ওটা।'

'রাকা বলছিল তুমি নাকি ওখানে একটা র‍্যাঞ্চ করার ইচ্ছা রাখো?'

'হ্যাঁ, ঢালের ওপাশে চমৎকার কিছু জায়গা আছে; ওখানকার কিছু ইন্ডিয়ানকেও আমি চিনি, কোন ঝামেলা হবে না আমার।'

'কিন্তু বিক্রির কি ব্যবস্থা? মার্কেট আছে?'

'অন্তত বছর দুই আমার সে-চিন্তা নেই। আমার খামার আমি প্রথমে ভরে তুলতে চাই বিভিন্ন পশুতে। তারপর দরকার হলে পশ্চিম মন্ট্যানার মাইনিং শহরগুলোতে বাড়তি সবকিছুই স্বচ্ছন্দে বিক্রি করতে পারব আমি।'

'বুদ্ধিটা খারাপ না।'

'ওখানে পৌঁছে ঘরবাড়ি তৈরির কাজ শেষ হলেই আমি শাইয়্যানে গিয়ে সরবরাহের জন্যে ওখানকার গরু-মহিষের কারবারীদের সাথে ব্যবস্থা করে আসব। খরায় বা অত্যধিক ঠাণ্ডায় মারা না গেলে এই ব্যবসাটা খুব লাভের।'

ঘোড়া ছুটিয়ে লুথার হাজির হলো ওদের ওখানে। ওর মুখ দেখেই এরফান বুঝল কিছু একটা গোলমাল বেধেছে।

'এই ওয়্যাগন ট্রেইনে এসব কি চলেছে, জ্যাক?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল সে। 'ওদিকে লঙ্কাকাণ্ড হচ্ছে!'

'ব্যাপারটা কি, কি হয়েছে?' ঘোড়ার ওপর বসেই জ্যাক ঘুরে দেখল তার কোম্পানী থেমে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একখানে কয়েকটা ওয়্যাগন আর লোকজনের জটলা দেখা যাচ্ছে।

'হিরাম ম্যাক্সওয়েলকে সাথে করে এনে পল ডোভারম্যানের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়েছে ওর কাছ থেকে নোয়েল!' একটু দম নিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল লুথার। 'আজ সকালে পলের অজান্তে নোয়েল তার ওয়্যাগনে ঢুকে জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে দেখে পল বাধা দেয়; প্রথমে দুজনে তর্কাতর্কি, পরে মিনিট তিন-চার মারামারিও হয়। পলের সাথে লাগতে যাওয়াই নোয়েলের ঠিক হয়নি, নিজের দোষেই মার খেয়েছে সে। কিন্তু একটু আগে হিরামকে সাথে করে এনে ওর পিস্তল কেড়ে ওকে নিয়ে গেছে নোয়েল।'

ঘোড়া ছুটিয়ে ওয়্যাগনগুলোর দিকে গেল ওরা। উদ্বিগ্ন ভাবে লক্ষ করল এরফান যে অন্যান্য কোম্পানীর লোকজন এগিয়ে গেলেও নিকের দলের লোকগুলো যেন ইচ্ছা করেই একটু পিছিয়ে রয়েছে। রডনি বা তার নিজের দলের কেউ এখনও এই গোলমাল টের পায়নি।

ওরা পৌঁছে দেখল পল মাটিতে শোওয়া, মাথার কাটা ক্ষতটা থেকে রক্ত ঝরছে ওর। পাশেই দাঁড়িয়ে তার স্ত্রী কাঁদছে। নিকের একজন লোক জোর করে ধরে রেখেছে তাকে; স্বামীর কাছে যেতে দিচ্ছে না। নোয়েল পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে

আছে পলের মাথার কাছে, মুখের ভাব ক্ষিপ্ত।
'কি হচ্ছে এখানে?' কড়া সুরে জানতে চাইল জ্যাক ওয়েস্ট।
হিরাম মুখ তুলে চাইল। জ্যাক, লুথার আর এরফান সবাইকে একে একে দেখল সে। এরফানকে দেখে তার মুখটা একটু গম্ভীর হলো—ঠোঁট দুটো আরও একটু পাতলা হলো তার।
'আইন রক্ষা করা হচ্ছে,' সরাসরি জবাব দিল হিরাম। 'নোয়েল আমার আদেশে পলের ওয়্যাগনটা চেক করে দেখছিল, পল ওকে ধরে মার লাগিয়েছে।'
'তোমার আদেশে!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধমকে উঠল জ্যাক ওয়েস্ট। এরফানও একটু চমকে উঠল তার এই নতুন রূপ দেখে। নম্র, ভদ্র চেহারা মিলিয়ে গিয়ে বজ্র-কঠিন হয়ে উঠেছে জ্যাকের মুখ। 'এই আদেশ দেয়ার কী কারণ ছিল তোমার, হিরাম? এই কোম্পানীর নেতা আমি, কোন নালিশ থাকলে আমাকে জানানো উচিত ছিল তোমার!'
হিরামের দিকে চোখ ফিরাল এরফান। লোকটা স্পষ্টতই অস্বস্তি বোধ করছে। জ্যাকের দিকে একনজর চেয়েই বোঝা যায় যে ভীষণ রেগেছে সে, আর তার ব্যক্তিত্ব হেলায় তুচ্ছ করা যায় না।
'ও চুরি করেছে বলে নালিশ এসেছে, নোয়েল চোরাই মালের খোঁজ করছিল ওর ওয়্যাগনে,' জবাব দিল হিরাম।
'পল ডোভারম্যানের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ?' বিস্ময়ে আর রাগে ফেটে পড়ছে জ্যাক, 'হিরাম ম্যাক্সওয়েল, এটা তোমার কি ধরনের রসিকতা বুঝলাম না। পলকে আমি বিশ বৎসর ধরে চিনি, ওর চেয়ে সৎলোক আমি আর একটা দেখিনি!' ঝট করে নোয়েলের দিকে মাথা ফেরাল এবার জ্যাক। 'ওই পিস্তলটা খাপে ভরে এই মুহূর্তে বিদেয় হও তুমি এখান থেকে!' ধমকের সুরে আদেশ করল সে।
'এক মিনিট!' প্রতিবাদ করে উঠল হিরাম। 'এই ওয়্যাগন ট্রেনের আইন শৃঙ্খলার ভার আমার ওপর! আমার আদেশ অনুযায়ী চলবে নোয়েল!'
'বেশ! তুমিই তবে আদেশ করো ওকে বিদায় হতে!' জ্যাকের দুই চোখে আগুন ঝরছে। হিরাম যে একজন নাম করা ভয়ঙ্কর গানফাইটার তা জ্যাকের জানা থাকলেও তার ব্যবহারে সেটা প্রকাশ পেল না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এরফান ভাবল: এই লোকের পক্ষে নরকে গিয়ে ইবলিসের গালে দাড়ি লাগিয়ে তাকে কয়লার আগুন খাওয়ানোও সম্ভব!
মাত্র একমুহূর্ত ইতস্তত করল হিরাম। তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে তার দলের কম করে হলেও বিশজন লোক। বিপক্ষে ওরা মাত্র তিনজন।
কিন্তু হিরাম বোকা নয়—সে জানে আগামীকালই ওরা ফোর্ট রিনোতে পৌঁছবে, সরকারি সৈন্যদল আছে সেখানে।
'যথেষ্ট হয়েছে নোয়েল, যাও নিজের ওয়্যাগনে ফিরে যাও!' আদেশ করল হিরাম।
শূন্য দৃষ্টিতে হিরামের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল নোয়েল। নিজের কানকেই সে বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর একটা গাল বকে পিস্তলটা খাপে ভরে

পিছিয়ে গেল সে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল পল। 'নিজেকে পুরুষ বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে না তোমার? নিজে মার খেয়ে গিয়ে দাদাকে ডেকে আনো? শাড়ি পরো না কেন তুমি?'

'কথা বাড়িও না পল, চলে এসো!' বলেই হিরামের দিকে ফিরল জ্যাক। 'ভবিষ্যতে যদি আমার কোম্পানীর কোন লোকের বিরুদ্ধে তোমার কিছু বলার থাকে সেটা সরাসরি আমাকে জানাবে। কোন ওয়্যাগন সার্চ করার দরকার থাকলে আমি নিজে উপস্থিত থেকে সেটা করব।'

'আমার কোম্পানীর বেলাতে আমিও সেরকমই আশা করব,' শান্ত গলায় ঘোষণা করল এরফান।

এরফানের কথায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ঘুরে তাকাল হিরাম। চোখে চোখে চেয়ে রইল সে কিছুক্ষণ। সাপের মত ঠাণ্ডা ভয়ঙ্কর চোখ—তৈরি সে। এরফান সম্পূর্ণ সহজ শিথিল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। কিন্তু তার চোখ দুটো রয়েছে সতর্ক, জাগ্রত।

'হয়তো,' বলল হিরাম। 'তোমার সাথে একটা বোঝাপড়া হবে আমার একদিন!'

'হয়তো তাই, হিরাম,' হাসি মুখেই জবাব দিল সে, 'হয়তো তাই! কিংবা এমনও হতে পারে যে নিজে থেকেই তুমি বুঝবে স্বেচ্ছায় কোন্ রসাতলে গিয়ে কাদের সাথে হাত মিলিয়েছ তুমি।' লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিল এরফান। তারপর আবার হিরামের দিকে ফিরে বলল, 'আমার ধারণা, আসলে যে তোমার ভেতরটা কতখানি সৎ, সে-খবর অনেকেই রাখে না।'

পলের ওয়্যাগনে কি করতে ঢুকেছিল নোয়েল? ছিঁচকে চুরি নিশ্চয়ই ওর উদ্দেশ্য ছিল না। তবে কি খুঁজছিল সে?

সন্ধ্যার দিকে পিছনের হালকা ওয়্যাগনটার দিকে গেল এরফান। এখনও ওরা ওদের পিছন পিছনই আসছে। ক্রিস অ্যাডামস আর তার ভাইকে ড্রাইভিং সীটে পাশাপাশি বসা দেখতে পেল সে।

'ফোর্ট রিনোর দিকে যাচ্ছি আমরা,' জানাল এরফান। 'রাত বারোটার দিকে আমরা ওখানে পৌঁছব আশা করা যায়। ওখান থেকে আমাদের দলটার সাথেই তো যেতে পারো তোমরা, দলের সবাই খুশি হয়েই গ্রহণ করবে তোমাদের।'

মাথা নাড়ল ক্রিস। এরফানের মনে হলো ওর বয়স বিশের বেশি মোটেও হবে না, আর ওর ভাই, মানে ওর পাশের জন যদি সত্যিই ওর ভাই হয়ে থাকে, ওর বয়স আরও কম। 'না, আপনার সৌজন্য প্রকাশের জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু আমরা এই বেশ আছি,' জবাব দিল ছেলেটা।

'তাহলে ইন্ডিয়ানদের উৎপাত ঠেকাতে চোখ কান সব সময় খোলা রেখো, এটা হচ্ছে বোজিম্যান ট্রেইল। সু ইন্ডিয়ানরা সাদা মানুষের এদিকে আসাটা পছন্দ করে না। এখন ওরা ওপরে ওপরে পরাজয় স্বীকার করে নিলেও কাউকে একা পেলে সুযোগ বুঝে আক্রমণ করে মেরে ফেলে।'

'সাবধান করে দেয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ, সতর্ক থাকব আমরা।'

এরফান ফিরে এল নিজের দলের মাঝে। একটা জিনিস কিছুতেই মাথায়

ঢুকছে না তার, ক্রিসের ভাই যদি সত্যিই মেয়ে হয় তবে দলের সাথে ভিড়ে অন্যান্য মেয়েদের সাথে থাকায় তার এত আপত্তি কেন—বিশেষ করে মার্ক লুকাসের ঘটনার পর?

রাত বারোটার কিছু পরেই ওয়্যাগন ট্রেন থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে চলতে চলতে ফোর্ট রিনোর আলো চোখে পড়ল এরফানের। ঘোড়া ঘুরিয়ে ওয়্যাগন ট্রেনে ফিরে এল সে। খুব ধীর গতিতে এগুচ্ছে পিপাসার্ত আর ক্লান্ত জানোয়ারগুলো। মাঝ পথে এরফান একটা ছোট গর্তে কিছুটা পানি খুঁজে পেয়ে তাই দিয়ে ওদের নাক-মুখ কাপড় ভিজিয়ে পরিষ্কার করে একটু সিক্ত করে না দিলে এতদূর ওরা চলতে পারত কিনা সন্দেহ। ইঞ্চি ইঞ্চি করে ক্লেশের সাথে আগে বাড়ছে এক একটা ওয়্যাগন। ড্রাইভার সবাই ওয়্যাগনের পাশে পাশে হাঁটছে।

রাকা পর্যন্ত ওয়্যাগনের ভার কমানোর জন্যে ঘোড়ায় চড়েছে। ঘোড়া থেকে নেমে এরফান একটা ওয়্যাগনের চাকা কাঁধ দিয়ে ঠেলে পাথরের ওপর দিয়ে পার করাবার সময়ে রাকা তার পাশে এসে হাজির হলো।

'আর কত দূর?' প্রশ্ন করল সে।

'এই তো, প্রায় এসে গেছি। ওই উঁচু জায়গাটা পার হলেই দেখা যাবে। কপাল ভাল যে এর পরের পথটুকু উতরাই, নইলে আমরা পৌঁছতে পারতাম কিনা সন্দেহ।'

'আব্বার দলের দুটো ওয়্যাগন থামানো হয়েছে। গত তিন-চার মাইলে বেশ কয়েকটা ওয়্যাগন বিভিন্ন জায়গায় থামতে বাধ্য হয়েছে।'

কিছুদূর এগিয়ে ঢালের মাথায় গিয়ে বাড়িঘর নজরে পড়ল ওদের। পানি ছাড়া পঞ্চান্ন মাইল এসেছে ওরা।

কয়েকজন সামরিক পোশাক পরা ঘোড়সওয়ার এগিয়ে এল ওদের দিকে। ওদের অফিসার ঘোড়া থামিয়ে এরফানকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি এই দলটার নেতা?'

'শুধু একটা শাখার নেতা আমি—পুরো দলটার নেতা কর্নেল ফ্রেড ল্যাকারি।'

জবাব শুনে হা হা করে হেসে উঠল লোকটা। 'কি নাম বললে? কর্নেল ল্যাকারি?' আর এক দফা প্রাণভরে হেসে নিল সে। তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'যাহোক, আমাদের নির্দেশ আছে এই ওয়্যাগন ট্রেনটা ভাল করে তল্লাশী করার—আমরা ফিওনা প্যাট্রিক নামে একটা মেয়েকে খুঁজছি, খুনের দায়ে খোঁজা হচ্ছে তাকে!'

আট

'ফিওনা প্যাট্রিক?' কাঁধ ঝাঁকাল এরফান, 'চিনি না আমি—নামও শুনিনি কোনদিন। যাকগে, কর্নেল ল্যাকারি নিশ্চয়ই সবরকম সাহায্য করবে তোমাদের।' একটু ইতস্তত করে এরফান আবার বলল, 'খুনের দায়ে বলছিলে না? কি হয়েছিল?'

'সেইন্ট লুই-এর ঘটনা। ডেডউড পর্যন্ত তার খবর পাওয়া গেছে, কিন্তু তারপরেই নিরুদ্দেশ হয়েছে।'

'সেনাবাহিনী কবে থেকে পুলিশের কাজ নিল?' হাসতে হাসতে যুবক অফিসারকে প্রশ্ন করল এরফান।

'এখানে সবকিছু সেনাবাহিনীকেই দেখতে হয়।' এরফানের দিক থেকে রাকার দিকে চোখ ফেরাল অফিসার। 'আমার নাম লেফটেন্যান্ট হার্ট। রুবেন হার্ট।'

'আমার নাম জেসাপ—পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, ইনি হচ্ছেন মিস রাকা ওয়েস্ট।'

'মিস?' উজ্জ্বল হয়ে উঠল অফিসারের মুখ। 'আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম তোমরা দুজনে স্বামী-স্ত্রী। চেহারা দেখে আমার তাই···'

'না, না, আমার চোখের ওপর কাটা দাগটা মুষ্টিযুদ্ধের ফল!' বাধা দিয়ে মিটিমিটি হাসতে হাসতে জবাব দিল এরফান, 'কাপ, তশতরী বা প্লেটের আঘাত নয়!'

'স্যার?' লেফটেন্যান্ট হার্টের পিছন থেকে মোটা মত লোকটা হঠাৎ কথা বলল।

'কি হয়েছে, সার্জেন্ট?' ওর দিকে ফিরে প্রশ্ন করল রুবেন হার্ট।

'ইনিই সেই এরফান জেসাপ, স্যার।'

চট করে ভাল করে সার্জেন্টের দিকে চেয়ে দেখল এরফান। ওকে সে আগে কখনও দেখেছে বলে মনে হলো না। কিন্তু নামটা শুনেই আবার রুবেন ফিরল এরফানের দিকে।

'মাফ করবেন, নাম শুনে প্রথমে আপনাকে আমি চিনতে পারিনি, স্যার। আপনার কথা আমরা অনেক শুনেছি। ফোর্ট রিনোতে আপনার অনেক ভক্ত আর বন্ধুর দেখা পাবেন আপনি।'

'ওসব "আপনি" আর "স্যার" বাদ দাও, আমাকে এরফান আর তুমি করেই সম্বোধন কোরো।'

'ধন্যবাদ! সম্মানিত বোধ করছি আমি, এরফান।' ওকে বন্ধু ভাবে পেয়ে যে রুবেন খুব খুশি হয়েছে বোঝাই রাকার দিকে ফিরে এবার রুবেন বিনীত ভাবে বলল, 'আশা করি তুমি আমাদের সাথে কয়েকটা দিন অন্তত থাকবে। আমরা রিনোতে মেয়েদের সাথে মেলামেশা করার কোন সুযোগই পাই না।'

আকাশটা ফর্সা হয়ে আসছে। অন্ধকার পিছু হটে পশ্চিমের বরফের টুপি পরা পাহাড়টার দিকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। বাতাসটা নির্মল আর ঠাণ্ডা। নীরবে এগিয়ে যাচ্ছে এরফান, রাকা তার সাথে সমান তাল রেখে পাশে পাশে চলেছে। নদীর কাছে এসে থামল ওরা। ঘোড়া দুটো হাঁটু পানিতে নেমে নাক ঝাড়ছে আর তৃপ্তির সাথে পানি খাচ্ছে।

'জানো,' হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠল এরফান। 'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় অন্য কোন পরিবেশে আমাদের পরিচয় হলে ভাল হত।'

মুখ তুলে চাইল রাকা তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি রকম পরিবেশ?'

'এই ধরো তুমি যে শহর থেকে এসেছ সেখানে··· তোমাদের বাসায়···কোন নাচের আসরে···বা অন্য কোন বাসায়। এইভাবে, মানে প্রথম থেকেই সবকিছু আমার বিরুদ্ধে। যত কথা তুমি শুনেছ আমার সম্বন্ধে···তোমার বাবার আমাকে অপছন্দ করা···সবই আমার বিপক্ষে।'

'হয়তো কিছু এসে যায় না তাতে।'

'হতে পারে, কিন্তু এগুলো আমাদের অজান্তেই বড় হয়ে দেখা দিতে পারে। কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের পথ চলা শেষ হতে চলেছে। তখন, কিংবা তারও আগে অনেক কিছুই ঘটতে পারে।'

'তোমার এখনও মনে হয় গোলমাল বাধবে কিছু?'

'শুধু কিছু না, অনেক। আমার মনে হয় যেদিন আমরা ফোর্ট রিনো ছাড়ব সেদিন থেকেই বিভিন্ন ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করবে।'

'তুমি তো জানো, আমি মোটেও তা মনে করি না?'

'তা জানি আমি। তোমার অনুভূতিটাও আমি বুঝতে পারি। আসলে তোমার বাবাকে আমার সাবধান করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সে যেন তোমাকে সাথে না আনে। অবশ্য তোমার আসাতে আমি খুশিই হয়েছি—সত্যি কথা বলতে কি তুমি এসেছ বলেই আমি এসেছি।'

টুপিটা ঠেলে একটু উপর দিকে তুলে দিল এরফান। ভোরের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রাকা এরফানের মুখ। ওর চোখ দুটো চিন্তাশীল, গম্ভীর—কিন্তু তার পিছনেও রয়েছে যেন একটা প্রচ্ছন্ন দুষ্টুমির চমক। এই চোখই তাকে মোহিত করেছিল প্রথমে স্যামস ইনের সামনে, পরে তাদের টেবিল ছেড়ে যাবার সময়ে।

'মানে, তুমি কেবল আমার কারণেই এসেছ?'

'অবশ্যই!' তামাক বের করে একটা সিগারেট বানাতে শুরু করল এরফান। 'হয়তো এমনিতেও আসতাম আমি—কিন্তু আসলে পোল ক্রীকে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমি, সেই কারণেই আমার আসা।'

'পোল ক্রীক, মানে, ওই স্টেজ স্টেশনে?'

'হ্যাঁ, তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি,' সিগারেট ঠোঁটে লাগাল এরফান। 'বুঝে নিয়েছি আমার জন্যেই তোমার সৃষ্টি—দুনিয়া ওলটপালট হয়ে গেলেও তোমাকে আমার চাই-ই।'

মুখ তুলে চাইল রাকা। 'এটা তুমি কি করতে চাও তার বিবরণ নাকি বিয়ের প্রস্তাব?'

'না, প্রস্তাব আমি দিচ্ছি না। ওসবে বিশ্বাস নেই আমার। একটা মেয়েকে জিজ্ঞেস করার চেয়ে তাকে জানিয়ে দেয়া অনেক ভাল। তাতে তাদের অনেক ভাবনা চিন্তা বেঁচে যায়। মেয়েরা এমন ধরনের মানুষ যে মনে মনে সম্পূর্ণ রাজি থাকলেও প্রথমে তাদের "ভেবে দেখি" কিংবা "না" বলাই চাই। তার চেয়ে তাদের সরাসরি জানিয়ে দেয়াই ভাল।'

'তাদের কি এ সম্বন্ধে কিছুই বলার থাকতে পারে না?'

'অবশ্যই না!' হেসে বলল এরফান। 'সুযোগ পেলে শুধু কিছু কেন অনেক

কিছুই বলবে ওরা—কিন্তু সে-সুযোগ দিচ্ছে কে?'

'তা মেয়েদের সম্পর্কে এত কিছু কোথা থেকে শিখলে তুমি?' প্রশ্ন করল রাকা। তারপর ঝোঁকের মাথায় যোগ করল, 'ফিওনা প্যাট্রিকের কাছ থেকে?'

চমকে ঘুরে তাকাল এরফান। 'কার থেকে?'

'ফিওনা প্যাট্রিক···যে মেয়েটা পিছনের ওয়্যাগনটাতে আমাদের অনুসরণ করছে!'

'ওর সম্পর্কে তুমি যা জানো তার চেয়ে বেশি একফোঁটাও জানি না আমি।' কিন্তু কথাটা রুবেন বলার সাথে সাথেই খেয়াল হয়নি কেন তার? 'তার নাম যদি ফিওনা প্যাট্রিক হয়ে থাকে তবে তা এখনই প্রথম জানলাম আমি।'

'আমাকে বিশ্বাস করতে বলো তুমি এ কথা?'

'সত্যি কথাই বললাম আমি, বিশ্বাস করা না করা সেটা তোমার ইচ্ছা।'

'কথাটা যদি সত্যি না হবে তবে ওয়্যাগন ট্রেনের অর্ধেক লোক ওকথা বলবে কেন?'

ভিতরে ভিতরে রেগে উঠছে এরফান। কিন্তু রাগ চেপে রেখে সে বলল, 'নিক যে আমার নামে বদনাম ছড়াচ্ছে তাতে মোটেও আশ্চর্য হচ্ছি না আমি।'

'নিককে তুমি ভুল বুঝছ, এরফান জেসাপ! সে আমার কাছে তোমার নামে কখনও কোন বদনাম করেনি। আর ওর সম্পর্কে তোমার মনের নোংরা সন্দেহ প্রমাণ করার মত কোন কারণও ঘটায়নি সে। আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি জানি কারণ ওর সাথে অনেক মিশেছি আমি। ভুল করছ তুমি, এরফান। নিক সবরকম অর্থেই একজন চমৎকার ভদ্রলোক!'

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক।' শান্ত গলায় স্বীকার করল এরফান। 'কিন্তু তাই যদি হয় তবে বুঝব আমার মানুষ চেনার এতদিনকার সহজাত ক্ষমতা সম্পূর্ণ মিথ্যা।'

'আসলে প্রথম থেকেই তোমরা দুজনে দুজনকে দেখতে পারো না, তাই এমন ভাবছ। নিকের কোন দোষ দেখি না আমি—আমার মনে হয় ওয়্যাগন ট্রেইনটাকে খুব ভাল মতই পরিচালনা করছে সে। বাবাও অনেক প্রশংসা করেন তার।'

ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। একটা নাম না জানা পাখি ডেকে উঠল। পায়রার 'বকবকুমকুম' ডাক শোনা যাচ্ছে ঝোপের আড়ালে। দূরে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে ওয়্যাগন ট্রেইনের লোকজনের। নিজের নিজের গরু-ঘোড়াকে পানি খাওয়াচ্ছে ওরা।

'ওই ওয়্যাগনের একজন যদি সত্যিই ফিওনা প্যাট্রিক হয়,' অন্যমনস্ক চিন্তিত মুখে বলল এরফান, 'তবে বেন ক্যালডার নিশ্চয়ই জানবে সেকথা। ওরা যে এখন কোথায় আছে আর বেনই বা কতটুকু জানে তাই ভাবছি।'

'তুমি কি ওদের সাবধান করে দেবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল এরফান। 'লেফটেন্যান্ট হার্ট হয়তো এতক্ষণে ওদের খুঁজে বের করে ফেলেছে—কিংবা চিনতেই পারেনি, কে জানে? কেন যেন আমার ওদের দুজনকে ভালমানুষ বলেই মনে হয়েছে। বাচ্চা—দুজনেই নেহাতই ছোট। ওদের একজনকে মেয়ে বলে চেনার উপায় নেই। মার্ক লুকাস অবশ্য ওদের একজনকে

মেয়ে বলেই ধারণা করেছিল–কিন্তু আমি বুঝিনি।'

কোন মন্তব্য না করেই কথাগুলো শুনে গেল রাকা। তাকে বিশ্বাস করানোর জন্যেই কথাগুলো বলা হচ্ছে, নাকি আসলেই কথাগুলো সত্যি, ঠিক বুঝতে পারছে না সে। গল্পটা প্রথমে সে বিশ্বাস করেনি, কিন্তু ওয়্যাগন ট্রেনের অনেকের কাছে একই কথা শুনেছে সে।

হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়তেই সে জিজ্ঞেস করল, 'এরফান, তুমি কি সিম বয়েন বলে কারও নাম শুনেছ?'

চমকে ঘাড় ফেরাল এরফান। 'সিম বয়েন? এই নাম তুমি কোথায় শুনলে?'

'লোকটা কে, কি করে ও?'

ভুরু কুঁচকে চাইল সে রাকার দিকে। 'ওয়্যাগন ট্রেনের ক্যাম্পফায়ারের ধারেই গল্প শুনতে আরম্ভ করেছ আজকাল? সিম বয়েন হচ্ছে একজন ভয়ানক ধরনের হত্যাকারী আর খুনী। ন্যাচেস আর নিউ অরলিয়ান্সে এখনও লোকজন তার নামে ভয়ে কাঁপে।'

একটু নাক সিটকে ঘোড়ায় চেপে রওনা হলো রাকা। একটু দূরে গিয়েই এরফান ধরে ফেলল তাকে। 'ওই নামটা তুমি কোথায় শুনেছ সেটা জানা আমার বিশেষ দরকার,' বলল এরফান।

কয়েক সেকেন্ড ওর চোখে চোখে চেয়ে রইল রাকা। 'এরফান,' বলল সে। 'আমি শুনেছি সিম বয়েন এই ওয়্যাগন ট্রেনেই আছে। তার সাথে আরও একজন আছে যার নাম ডিক রাইডার। আর তারা দুজনেই আছে তোমার কোম্পানীতে!'

'শোনো, রাকা…!' তাজ্জব বনে গেছে সে। তারই কোম্পানীতে? কিন্তু কে হতে পারে…? 'রাকা, আমি জানতে চাই কোথায় কার কাছে একথা শুনেছ তুমি।'

'সেদিন রাতে আমি একটা ওয়্যাগনের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে শুনলাম দুজনে কথা হচ্ছে। তাদের একজন বলল সে ডিক রাইডারকে চেনে আর সে তাকে দেখেছে তোমার কোম্পানীতে। সে আরও বলল সিম বয়েনও ধারে কাছেই আছে। তারপর সে সিম বয়েনের পুরো বর্ণনা দিল।'

'বর্ণনা দিল? কি বলেছিল সে, মনে আছে তোমার?'

'আছে। খুব ভাল মতই মনে আছে–কিন্তু তা শুনে তোমার কি লাভ? তুমি নিজেই তো সিম বয়েন–তাই না?'

আর দেরি না করে ঘোড়া ছুটিয়ে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হলো সে। শূন্য দৃষ্টিতে বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল এরফান তার গমন পথের দিকে।

বসে বসে সিগারেট ফুঁকছিল এরফান। নদী পার করে ওয়্যাগনগুলোকে গোল করে দাঁড় করিয়ে ক্যাম্প করা হয়েছে। রডনি তার সব কাজ সেরে এগিয়ে এল এরফানের দিকে। 'পানি খেয়ে জন্তুগুলোর একটু বিশ্রাম নেয়া হলেই ওগুলোকে নিয়ে যেতে হবে পিছনে যারা আটকা পড়ে গেছে তাদের উদ্ধার করতে।'

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'এর পরে আমরা নদীর ধার ঘেঁষেই চলব। অন্তত কয়েকদিন তো বটেই। যাক সে কথা, পল ডোভারম্যানের ঝামেলার কথা শুনেছ?'

'শুনেছি। আমাদের দলটা এখন অন্য সবার থেকে আলাদা হয়ে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। ওরা ভয় পাচ্ছে। অনেক রকম কথা শোনা যাচ্ছে এখন। শুধু

পলেরটা না, আরও অনেক ওয়্যাগনেই নাকি তল্লাশী চালানো হয়েছে।'

'কিছু খোয়া গেছে?'

'চোখে পড়ার মত কারও কিছুই হারায়নি। কিন্তু এসব শুনে মেয়েরা খুব নিরাপদ বোধ করছে না। মীটিঙে বিশেষ কিছুই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি—কিন্তু আমরা যদি আলাদা হয়ে যাই তুমি নেতৃত্ব দেবে আমাদের?'

'পারলে খুব খুশি হতাম আমি রডনি, কিন্তু আপাতত আমার এই ওয়্যাগন ট্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কোন ইচ্ছা নেই। তবে আমার দলের লোকেরা যদি তাই চায় তবে অবশ্যই আমি তোমাদের সাথেই থাকব। আমি জানি ডেনিস আলাদা হতে চায়, ইয়েন মনস্থির করতে পারছে না।'

রাইডার আর বয়েন সম্পর্কে রাকার মন্তব্য সে একবার ভাবল রডনিকে জানাবে, কিন্তু আবার ভাবল গুজবটা একসময়ে ওর কানেও নিশ্চয়ই পৌঁছবে। তাড়াহুড়ো করে আলোচনা করে গুজবটাকে প্রাধান্য দিয়ে লাভ নেই। নিজের দলের বেশির ভাগ লোককে সে ভাল করে চেনে আগে থেকেই। তবে কে হতে পারে সেই লোক? টোনি, বেন, জেফ না তার ড্রাইভার?

রাতে নাচের জন্যে কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে। ফোর্টের তিন কোম্পানী সৈন্যের অনেকেই এসেছে উৎসবে যোগ দিতে। রাউডি, সিরিল এবং অন্যান্য সবাই তাদের সবচেয়ে ভাল জামা কাপড় গায়ে চড়িয়েছে। জ্যাক ওয়েস্টের সাথে রাকা আর জিম এল, পিছন পিছন নিক উলফ। অভিজাত ধরনের চওড়া কলারের স্যুট পরেছে নিক, সাথে বুকের কাছে আলগা কাপড় দিয়ে কারুকাজ করা ধবধবে সাদা ডিনার শার্ট। একেবারে সম্ভ্রান্ত পুব দেশীয় ভদ্রলোকের মতই দেখাচ্ছে তাকে।

নোয়েল স্পাইককে দেখা যাচ্ছে বাউটি জো আর নিকের দলের আরও কয়েকজন লোকের সাথে ঘোরাফেরা করছে। হিরাম আধো অন্ধকার একটা জায়গায় ওয়্যাগনের চাকার সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একা। যথেষ্ট খাবারের আয়োজন করা হয়েছে, কোথা থেকে যেন এক ব্যারেল মদও যোগাড় হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসি-ঠাট্টা আর কোলাহলে সরগরম হয়ে উঠল ক্যাম্প। রাউডি তার জমাট ভারী গলায় একটা গান ধরল, সবাই যোগ দিল ওর সাথে।

একটু দূরেই একখানে দাঁড়িয়ে ওদের লক্ষ করছে এরফান। যখন নাচ আরম্ভ হলো সে দেখল নিকের হাত ধরে চক্রে যোগ দিল রাকা। পাশাপাশি সুন্দর দেখাচ্ছে ওদের। একটা অব্যক্ত ব্যথা অনুভব করছে এরফান তার বুকের ভিতর। সিগারেট টানতে টানতে অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে আছে সে ওদের দিকে। দেখল এবার লেফটেন্যান্ট হার্ট রাকাকে তার সাথে নাচতে অনুরোধ করল।

অস্থির ভাবে আগুনের ধার থেকে দূরে অন্ধকারের দিকে সরে গেল সে। এগিয়ে গিয়ে রাকাকে নাচতে অনুরোধ করতে মন চাইছে তার। কিন্তু রাকা কিভাবে গ্রহণ করবে তাকে? যদি সে নাচতে অস্বীকার করে? এর চেয়ে বড় আঘাত আর তার জন্যে কিছু হতে পারে না। এত সব লোকজনের সামনে, বিশেষ

করে নিকের লোকজনের সামনে হাসির পাত্র হওয়াটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না।

হঠাৎ রুবেনের বলা কথাটা মনে পড়ে গেল তার। সে বলেছিল ফোর্টে অনেক বন্ধু আছে তার–কারা? ওদের সাহায্যে কি নিকের প্ল্যান বানচাল করা সম্ভব হবে তার পক্ষে? ফোর্ট রিনো ছেড়ে যাবার পরে সভ্যতার সাথে আর তাদের কোন যোগাযোগ থাকবে না। যতই দিন যাবে ততই ওয়্যাগন ট্রেনটা দূরে সরে যাবে সভ্য সমাজ থেকে। কিছুক্ষণ চিন্তিত ভাবে পায়চারি করে আবার আগুনের ধারে ফিরে এল সে। আগুনের অন্যধারে নিকের সাথে গল্প করছে রাকা।

বুঝতে পারছে কাজটা করা তার বোকামি হচ্ছে…আগুনটা ঘুরে রাকার দিকে রওনা হলো সে। পরের নাচের জন্যে বাজনা আরম্ভ হচ্ছে। কেউ একজন হাত ধরে থামাল তাকে। 'স্যার, ক্যাপ্টেন আপনার সাথে একটু আলাপ করতে চান।'

কাছেই ক্যাম্পের একপাশে একটা ছোট আগুনের ধারে বসে আছে ক্যাপ্টেন লঙ। নাম লঙ হলেও লোকটা দেখতে ছোটখাটই। এরফানের আগমন ঘোষণা করে বিদায় নিল সৈনিক।

'তোমার সাথেই কথা বলতে চাইছিলাম আমি। বসো।'

'আমার সাথে?'

'হ্যাঁ।' আগুন থেকে একটা কাঠি তুলে পাইপটা ধরিয়ে নিল ক্যাপ্টেন। 'সিম বয়েনের কথা শুনেছ কখনও?'

হেসে উঠল এরফান। 'আগে খুব একটা শুনিনি ওই নাম–কিন্তু গত কয়েকদিনে ওর সম্বন্ধে প্রচুর জেনেছি আমি।'

চট করে তার কঠিন দুটো চোখ তুলে তাকাল ক্যাপ্টেন। 'মানে, তুমি এর মধ্যেই তার দেখা পেয়েছ, নাকি যে দেখেছে তার সাথে কথা হয়েছে তোমার?'

'না, ঠিক তা নয়। আমাদের সাথে দুজন লোক আছে যারা ন্যাচেসের কাছাকাছি এলাকা থেকে এসেছে, ওদের মুখেই গল্প শুনেছি।'

'বুঝলাম,' চিন্তিত ভাবে পাইপে টান দিল সে। 'আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য খবর এসেছে যে রাইডার আর বয়েন দুজনে এদিকেই রওনা হয়েছে বা এরমধ্যেই এদিকে পৌঁছে গেছে। আমাদের খবর অনুযায়ী ওরা এদিকে আসছে পশ্চিমে একটা স্বাধীন দল গঠন করার জন্যে। ওরা যদি তাই করে তবে বুঝতেই পারছ আমাদের ঝামেলার আর অন্ত থাকবে না। আমরা আরও খবর পেয়েছি, বিভিন্ন জায়গা থেকেই নাম করা গুণ্ডা-পাণ্ডারাও একই সাথে পশ্চিমে আসার জন্যে রওনা দিয়েছে।'

'অর্থাৎ তোমার ওপর ভার পড়েছে এসব সামলানোর?'

'না, কথাটা ঠিক তা নয়, ভারটা আসলে আমার ওপর দেয়া হয়নি, ওটা পড়েছে তোমার ওপর!'

'আমার ওপর? তা কি করে হয়?'

'বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখাচ্ছি!' ক্যানভাসের থলি থেকে একটা সীলমোহর করা কাগজ বাড়িয়ে দিল সে এরফানের দিকে। 'তোমাকে এই এলাকার সরকারী ডেপুটি মার্শাল হিসেবে নিয়োগপত্র। ওরা শাইয়্যানে তোমাকে ধরার চেষ্টা

করেছিল—ওখানে না পেয়ে ডেডউড হয়ে আমার হাতে পৌঁছেচে ওটা।'

হতভম্ব হয়ে কাগজটার দিকে চেয়ে রইল এরফান। আবছা ভাবে তার মনে পড়ছে যে শাইয়্যানে একদিন মদ খেয়ে মোটামুটি বেতাল অবস্থায় তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এমন একটা কাজ নিতে সে রাজি আছে কিনা। সেই অবস্থায় রাজি হয়ে গেছিল সে—কিন্তু তাই বলে সত্যি সত্যি এমন একটা কাজ এসে তার কাঁধে চেপে বসবে কল্পনাও করতে পারেনি।

'এটার আসল মানে কি দাঁড়াচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল এরফান। 'অর্থাৎ কি করতে হবে আমাকে?'

'তোমার কমিশনের সাথেই সব বিশদ ভাবে লেখা আছে। সংক্ষেপে তোমার কাজ হবে ওয়াইওমিঙে, বিশেষ করে বিগ হর্নস এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা। আসল কথা হচ্ছে ওরা ডিক রাউডার, সিম বয়েন, প্লামার দলের কিছু লুকিয়ে থাকা সদস্য আর মার্ক লুকাসকে ঠাণ্ডা করতে চায়।'

'এদের মধ্যে মার্ক লুকাস এর মধ্যেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।' সংক্ষেপে মার্কের ঘটনা খুলে বলল সে ক্যাপ্টেনকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু ফিওনা প্যাট্রিকের ব্যাপারটা কি?'

'সেইন্ট লুই-এর খুব ধনী এক লোকের স্ত্রী ছিল এই মহিলা। ভদ্রলোককে তার ঘরে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মৃত পাওয়া যায়। এটা আসলে একটা রাজনৈতিক হত্যা, কিন্তু উঁচু মহল থেকে কেউ একজন দোষটা তার স্ত্রীর ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। তোমার নিয়োগপত্র অনুযায়ী এটাও তোমার কাজের আওতায় পড়বে।'

'একাজ আমি চাই না, তবু দুটো শর্তে আমি এটা গ্রহণ করতে পারি; এক, আমি কোন মেয়ের পিছনে ধাওয়া করতে পারব না, আর দুই হচ্ছে আপনি আমার এই কাজের ভার নেয়ার কথা কাউকে জানাতে পারবেন না।'

'তোমার কাজ তুমি কিভাবে করবে সেটা সম্পূর্ণ ভাবে তোমার ওপরই নির্ভর করবে। তোমার দ্বিতীয় শর্তও মানতে আমার আপত্তি নেই। আর, হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমাদের দলনেতা ল্যাকারির জন্যে একটা সংবাদ আছে। তাকে বলো যে ডেভিড নিচে মারা গেছে।'

'অর্থাৎ?'

'ব্যস, ওইটুকু বললেই সে বুঝবে।' হঠাৎ হেসে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ক্যাপ্টেন। 'তোমাদের দলের সাথে নাকি এক অপরূপ সুন্দরী মহিলা এসেছে শুনলাম?'

'লেফটেন্যান্ট হার্ট তার গুণগান গেয়েছে বুঝি? চলুন, আপনার সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিই।'

আগুনের ধারে দাঁড়িয়ে ভিওলার সাথে আলাপ করছিল রাকা। ওদের দুজনকে আসতে দেখে মুখ তুলে চাইল সে।

সামনে ঝুঁকে কুর্নিশ করল এরফান আনুষ্ঠানিক ভাবে। 'মিস ওয়েস্ট, তোমার সাথে পরিচয় করতে আগ্রহী এই ক্যাপ্টেন, তাই তাঁকে সাথে করেই নিয়ে এলাম। পরিচয় করিয়ে দিই, ক্যাপ্টেন জেরামি লঙ…মিস রাকা ওয়েস্ট।' পরিচয় করিয়ে দিয়ে পিছু হটে চলে আসছিল এরফান।

'আরে?' বাধা দিল রাকা। 'তুমি কি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ নাকি? আমাদের নাচের কথা মনে নেই তোমার? আমি যে অপেক্ষা করছিলাম তোমার জন্যে!'

মনে মনে খুশি হলেও একটু খোঁচা দেয়ার লোভ সামলাতে পারল না এরফান। 'ভুলব? তাই কি কখনও হয়? আমি তো ভেবেছিলাম ক্যাপ্টেন লঙ আর লেফটেন্যান্ট হার্টের সঙ্গ পেয়ে আমার কথা ভুলেই যাবে তুমি!'

নাচতে নাচতে সরে গেল ওরা ঘাসের ওপর দিয়ে। ওর দিকে মুখ তুলে চেয়ে রাকা বলল, 'আমার তো মনে হয় না তুমি নিজে থেকে বলতে আমাকে!'

হাসল এরফান। 'বলতাম না। মনে হচ্ছিল তোমার সব চাহিদাই পূরণ করছে নিক। এর মধ্যে বাগড়া দিতে চাইনি আমি।'

ছ্যাঁৎ করে ফুঁসে উঠল রাকা। 'আমার কিচ্ছু পূরণ করেনি ও! একজন কারও সাথে একটু কথা বললেই যদি তুমি মনে করো...' কথা হারিয়ে গেল রাকার। তার কোমরে জড়ানো এরফানের বলিষ্ঠ হাতের মৃদু চাপে হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল তার। মুখ তুলে চাইল রাকা ওর দিকে দুরুদুরু বুকে। ওর চোখের ভাবে ফুটে উঠেছে আধো কোমলতা আর আধো...ভাল মেয়েদের ওকথা ভাবতে নেই!

ভাল করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখল একটা ওয়্যাগনের পিছনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। এরফান মাথা নুইয়ে চুমু খেল ওর ঠোঁটে। উত্তেজনায় কান ঝাঁ ঝাঁ করছে রাকার। দেহটা এক হয়ে মিশে গেছে এরফানের সাথে। গলায়, গালে, কানে চুমু খাচ্ছে এরফান পাগলের মত... জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সামলে নিল রাকা।

'রাকা!' বলে আবার এগিয়ে যাচ্ছিল এরফান।

'না, আর নয়, প্লীজ!' নিজের হ্যাট আর জামা একটু ঠিকঠাক করে নিল রাকা। 'চলো, এবার ফেরা উচিত আমাদের—এখনও নাচছে ওরা।'

পরদিন সারাদিন বিশ্রাম দেয়া হলো ওদের গরু-ঘোড়াগুলোকে। এরফান দূরে একটা অ্যাসপেন গাছের তলায় কম্বল বিছিয়ে দিনটা শুয়ে বসে কাটাল। বিকেলে ক্যাম্পে ফিরে প্রথম হোঁচটটা খেল সে। রডনি আর ইয়েনকে একসাথে কথা বলতে দেখে ওদের দিকে এগিয়েছিল এরফান—কিন্তু তাকে দেখেই ওরা দুজনে মুখ ঘুরিয়ে দুদিকে চলে গেল।

এই দুজন, এরফানের সাথে এদের এত সুন্দর সম্পর্ক, এরা এমন ব্যবহার করল কেন? একটু বিভ্রান্ত হয়ে ফোর্টের দিকে পা বাড়াল সে, ভাবল। হয়তো ওরা গোপনীয় নিজস্ব কোন ব্যাপার নিয়ে আলাপ করছিল। একটু সামনেই একটা ওয়্যাগনের পাশে কয়েকজন সৈনিক দাঁড়িয়ে আলাপ করছে। নোয়েল আর হিরামও রয়েছে ওখানে। কাছেই আর একখানে জটলা করে দাঁড়িয়ে বাউটি জো, পল, ডেনিসের দুই ছেলে আর টোনি ল্যাগার। আর একটু এগুতেই সে দেখল নিক উলফ বেরিয়ে আসছে ওয়্যাগনটার পাশে ফোর্টের গেট দিয়ে। এরফানকে দেখেই নিকের চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল, কিছুক্ষণ চোখে চোখে চেয়ে থেকে ওয়্যাগনের পাশে দাঁড়ানো একজন সৈনিকের সাথে নিচু গলায় আলাপ করতে আরম্ভ করল।

টোনি এগিয়ে এল এরফানের দিকে। সবাই কেমন একটা কৌতূহলী চোখে লক্ষ করছে ওদের। 'কি খবর, এরফান?' জিজ্ঞেস করল সে। তারপর কাছে এসে নিচু গলায় বলল, 'কি ব্যাপার, তোমাকে আর আগের মত জনপ্রিয় মনে হচ্ছে না!'

'কি যেন, আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। চারদিকের ভাবটা কি?'

'আমিও জানি না। আমাকে আসতে দেখলেই সবাই চুপ মেরে যাচ্ছে, কোন কথাই বলছে না। মনে হয় তুমি আর আমি দুজনেই জনপ্রিয়তা হারিয়েছি।'

'চুলোয় যাক ওরা,' রাগের সুরে বলে উঠল এরফান। 'রওনা হচ্ছি কখন আমরা?'

'কর্নেল জানিয়েছে ভোর চারটায় রওনা হতে হবে।'

'ভাল কথা।' ঘুরে টোনির মুখোমুখি দাঁড়াল এরফান। 'আচ্ছা, তুমি তো বলেছিলে একজন লোককে খুঁজছ তুমি–কাকে খুঁজছ, কারণটা কি?'

টোনির থলথলে মুখটা কঠিন আকার ধারণ করল। 'এখনও কিছু বলতে চাই না আমি, কারণ নিজেই নিঃসন্দেহ হতে পারিনি এখনও।'

'টোনি!' কঠিন সুরে বলল এরফান, 'তোমার যা বলার আছে এখনই জানতে চাই আমি। সবটা জানা দরকার হয়ে পড়েছে আমার।'

'লোকটাকে খুঁজছি আমি কারণ সে আমার ভাইকে হত্যা করেছে।'

'লোকটা কে?'

'সিম বয়েন?' চোখ দুটো ভয়ঙ্কর কঠিন দেখাচ্ছে টোনির।

'বয়েন!!' অবাক হয়ে চাইল এরফান। সবখানেই ওই একই নাম শোনা যাচ্ছে! একমাস আগেও যা তার কাছে ছিল একটা রূপকথার নাম সেটাই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে জলজ্যান্ত, সত্যি।

'তোমার কি ধারণা সে আমাদের এই দলের মধ্যেই কেউ?'

'অবশ্যই।'

'জানো, তোমার ভুলও হয়ে থাকতে পারে–কিছু লোক তো বিশ্বাস করে আমিই সিম বয়েন!'

'তুমি যে বয়েন নও তা জানি আমি। কে যে সিম বয়েন তা সঠিক বোঝার উপায় জানা আছে আমার।'

নিচু স্বরের আলাপ শেষ করে ঘুরে দাঁড়াতেই নিকের আবার চোখ পড়ল এরফানের ওপর। রাগ ফুটে উঠল ওর চোখে মুখে। বুটের গোড়ালি ঠুকে খট্ খট্ শব্দ করে এগিয়ে এল সে।

'জেসাপ, তোমার দৌরাত্ম্য অনেক সহ্য করেছি আমি কিন্তু আর না। এই মুহূর্তে চলে যাও তুমি এই ওয়্যাগন ট্রেইন ছেড়ে!' দুচোখে আগুন ঝরছে নিকের।

চোখ বড় বড় করে চাইল এরফান, ভিতরে ভিতরে একটা কৌতুক বোধ করছে সে। উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে কেন যেন সব সময়েই সে বেশি রকম ধীরস্থির হয়ে যায়।

'কেন, ব্যাপারটা কি, নিক? একথা বলার কি বিশেষ কোন কারণ আছে, নাকি তুমি আমাকে দেখতে পারো না বলে বলছ?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করল এরফান।

'কাল রাতে কি ঘটেছে সব আমি দেখেছি। আমি চাই না মিস ওয়েস্ট এভাবে

অপদস্থ হোক,' হিশহিশিয়ে জবাব দিল নিক।

'কারও নাম উল্লেখ করার দরকার নেই এখানে, নিক,' পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে ওঠা রাগটাকে চেপে বলল সে, 'আর তোমাকে দালালও রাখেনি কেউ। মিস ওয়েস্টের ব্যাপার মিস ওয়েস্টই সামলাতে জানে!'

'সন্দেহ নেই,' মৃদু হাসি ফুটে উঠল নিকের মুখে, 'আমিও আমারটা সামলাতে জানি!'

সামান্য নড়াচড়াতেই টের পেয়ে বাম হাতে ঘুসি চালিয়েছিল এরফান কিন্তু নিক তার মাথাটা সরিয়ে নেয়ায় ফস্কে গেল ওটা। নিকের ডান হাতের ঘুসিটা পড়ল ওর পাঁজরের ওপর।

ঘুসিটা কোথা থেকে এল বুঝতেই পারেনি এরফান। পরের বাম হাতের হুকটাও তার চোয়ালে লাগল। ওর কাছে মনে হলো যেন ঘোড়ার লাথি পড়ল একটা। ঘুরে মাটিতে পড়ে গেল এরফান। তার মাথাটা দপদপ করছে, আর চোখের সামনে সর্ষে ফুল নাচছে।

ঝাড়া দিয়ে মাথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করল এরফান। বুঝতে পারছে শক্ত মার পড়েছে তার চোয়ালে। এত জোরে এর আগে আর কেউ মারেনি তাকে। উঠতে চেষ্টা করেই একটা লাথি খেলো সে পাঁজরে। হৈ-চৈ আর চিৎকার কানে গেল তার। তারপর আরেকটা লাথি পড়ল—আর একটা।

ব্যথা! ছুরির মত বিঁধছে তার পাঁজরে, মাথা ঘুরছে। চোখে অন্ধকার দেখছে, তবু কোনমতে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। দেখল, নিক আবার তেড়ে আসছে তার দিকে। একটা ঘুসি পেটে, আর তার পরেরটা চোয়ালে এসে লাগল—আধ পাক ঘুরে আবার মাটিতে পড়ে গেল এরফান। গালে ঠাণ্ডা সবুজ ঘাসের ছোঁয়া লাগছে, ধুলো ঢুকছে নাকের ফুটোয়।

নয়

হাতে ভর দিয়ে আবার উঠতে চেষ্টা করল সে। কিভাবে যে উঠে দাঁড়াল এরফান তা সে নিজেও জানে না। মাথা ঝিমঝিম করছে, মুখে রক্তের স্বাদ, তবু তার একটাই চিন্তা উঠে দাঁড়াতে হবে তাকে। জ্যাক ওয়েস্ট আর রাউডি রবিনের গলা শুনতে পেল সে। কেউ একজন খিক খিক করে হেসে উঠল। আরও একটা ঘুসি খেয়ে সারা দেহ কেঁপে উঠল এরফানের। আবছা ভাবে নিককে দেখতে পাচ্ছে, তৈরি হচ্ছে সে; ঘুসিটাও আসতে দেখল কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও ঠিক সময়মত মাথাটা সরিয়ে নিতে পারল না। চোয়ালের ওপর পড়ল ঘুসি, চিৎপাত হয়ে মাটিতে পড়ল এরফান। গড়িয়ে উঠতে যেতেই তার মাথায় কিছু একটা আঘাত করল—মাথার ভিতর একটা বোমা ফাটল বলে মনে হলো ওর, কিন্তু হাতে ভর দিয়ে ঠিকই উঠে দাঁড়াল সে।

নিকের চোখে আগুন জ্বলছে রাগে, ছুটে এল সে, মাথা সরিয়ে নিল এরফান।

মুখটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, অদ্ভুত ঠেকছে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে সে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেই হবে তাকে। চরম লড়াই লড়তে হবে আজ। ঘুসি এল আবার। নিচু হয়ে সেটা কাটিয়ে নিককে জড়িয়ে ধরে ল্যাঙ মেরে চিৎ করে ফেলল সে। দুজনেই একসাথে মাটিতে পড়ল। একটা ঘুসি মেরে গড়িয়ে সরে গেল এরফান।

উঠতে দেরি হলো তার, দাঁড়িয়ে হাত তোলার আগেই দুটো ঘুসি খেলো। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার চোখে, দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে সে, কিন্তু দুই পায়ে খাড়া আছে, আক্রমণও করছে। ঘুসি খেয়ে পড়ে যাওয়াটা তার কাছে নতুন কিছু নয়, বারবারই সে উঠবে–আগেও উঠেছে।

এখন আর আগের মত ব্যথা লাগছে না এরফানের। বক্সিং রিঙে শেখা কায়দা কৌশলগুলো ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। মাথা নিচু করে নিকের কাছে ঘেঁষে বারবার রিঙে রপ্ত করা কঠিন কয়েকটা ঘুসি নিকের পেটে আর পাঁজরে বসিয়ে দিয়ে ফিরে আসছে।

দেহে আর ওজনে নিক এরফানের চেয়ে বড়। শক্তিশালী লোক সে, মারপিটের অভিজ্ঞতাও যে আছে, বোঝা যায়। কিন্তু এরফান এখন নিজের মুখ কেটে থেঁতলে রক্তাক্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বারবার ওর ঘুসি কাটিয়ে এগিয়ে আক্রমণ করে মারছে ওকে।

হঠাৎ নিককে ধোঁকা দিয়ে চট করে বাম পাশে সরে গিয়েই ডান হাতে প্রচণ্ড একটা ঘুসি চালাল এরফান। তেড়ে এগিয়ে আসছিল নিক, সরাসরি ঘুসিটা মুখের ওপর পড়তেই ওর দেহটা চলার মধ্যেই আপনাআপনি থেমে ধনুকের মত বেঁকে গেল। ওর পাঁজরে আরও দুটো মোক্ষম ঘুসি মেরে সরে এল এরফান।

এগিয়ে এসে বামহাত চালাল নিক। মাথা সরিয়ে নিয়ে ওর চিবুকে ভীষণ বেগে একটা আপার কাট বসাল এরফান। একটু বেসামাল হয়ে টলে উঠল নিক; এই সুযোগে দুহাতে ওর পেটে দুটো ঘুসি মেরে ফিরে আসার আগে আর একটা ঘুসি বসাল ওর বাম গালে, ঠিক চোখের নিচে হাড়টার ওপর।

নিকের সুদর্শন মুখটা বিকৃত আর রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। আতঙ্কিত অন্ধের মত এলোপাতাড়ি ঘুসি চালাচ্ছে সে এখন। এরফানের প্রথম প্রচণ্ড ঘুসিটাতেই ওর মাথা ঘোলাটে হয়ে গেছে। আবার এগিয়ে গেল এরফান–যেন হাতুড়ি মেরে কয়েকটা ঘুসি গেঁথে দিল সে নিকের পেটে আর পাঁজরে। তারপর মুখের চেহারা পালটে বিকৃত করে দিল আরও কয়েকটা ঘুসিতে। এরফানের বক্সিং ট্রেনিঙের সুফল সবাই চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছে, ওর ঠেকানোর কৌশল আর শক্ত মারের কায়দায়।

দুর্বল হয়ে আসছে নিক। কোন দয়া দেখাল না এরফান। ঠাণ্ডা মাথায় একের পর এক ঘুসি মেরে সে ওকে আরও দুর্বল আর অসহায় করে তুলেছে। পিছিয়ে গেল নিক, ক্লান্তিতে হাত দুটো অনেকটা নিচে নেমে গেছে তার। এরফান এগিয়ে গিয়ে খোলা উল্টো হাতে কষে একটা চড় বসাল ওর গালে। রাগে দিশেহারা হয়ে ঝাঁপ দিল নিক। ততক্ষণে সরে গেছে এরফান। দুটো শক্ত হুক পড়ল নিকের পেটের ওর। 'হুঁক্' করে একটা শব্দ বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। হাঁ করে মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে সে। ডান হাতের মারে নাকটা ভেঙে বাম হাতের ঘুসিতে ওর

গাল ফাটিয়ে দিল এরফান।

পড়ে গেল নিক। ওর মাথার কাছে মুঠি পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এরফান—লড়াইয়ের নেশা পেয়ে বসেছে তাকে। কি যেন বলল সে, কিন্তু ফুলে ওঠা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কথাগুলো ঠিক ফুটল না। কলার ধরে ওকে টেনে ওয়্যাগনটার সাথে দাঁড় করিয়ে আরও দুটো ঘুসি মারল এরফান ওর পাঁজরে, আর একটা মুখে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে মুখ থুবড়ে উপুড় হয়ে ধুলোর ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল নিক।

ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে চুল ধরে মাথাটা উঁচু করে একবার দেখল এরফান, তারপর ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। নিকের অসাড় মাথাটা ঠুকে গেল মাটির সাথে। চোখের ওপর থেকে চুল সরিয়েই ভিড়ের মধ্যে রাকার আতঙ্কে বিস্ফারিত মুখটা চোখে পড়ল এরফানের। মাথা ঝিমঝিম করছে, পা টলছে তার। সোজা হতে গিয়ে পাঁজরে তীব্র ব্যথা অনুভব করে হাত দিয়ে জায়গাটা চেপে ধরল সে। কে যেন তাকে পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে নিজের ওয়্যাগনে ফিরে যেতে সাহায্য করল। ওয়্যাগনে উঠে কম্বলের বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল এরফান।

আবার যখন চোখ খুলল সে তখন ওয়্যাগনটা চলছে। চেষ্টা করে কোনমতে উঠে বসল এরফান। মাথাটা এক টন ভারী ঠেকছে তার কাছে। পাঁজরের ব্যথাটা খচ্ খচ্ করে বিঁধছে। পাশেই রাখা পানির বোতলটা থেকে পানি খেতে চেষ্টা করল সে। ঠোঁট কেটে ফুলে উঠেছে, গাড়ির ঝাঁকানিতে বারবার ঠোঁটের সাথে ফ্লাস্কের বাড়িতে ব্যথা পাচ্ছে ও।

মাথাটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসতেই হাত দিয়ে নিজের মুখটা অনুভব করে দেখল এরফান। চোখের উপরের কাটাটা ব্যান্ডেজ করা হয়েছে, গালের হাড়ের কাছে মুখটা ফুলে উঠেছে আর দুটো চোখই প্রায় বুজে এসেছে। নাক আর ঠোঁটে খুব ব্যথা।

হাতড়ে পিস্তলের বেল্টটা খুঁজে নিয়ে কোমরে বাঁধল সে। ওয়্যাগন থেকে নামতে গিয়ে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল ও, আবার উঠে দাঁড়াল। হেঁটে নিজের ঘোড়ার কাছে গিয়ে কোনমতে চড়ে বসল এরফান। সূর্যের গরম তাপটা বেশ লাগছে তার। ঘোড়া আগে বাড়িয়ে ওয়্যাগনের সামনের দিকে এল সে। বেন চমকে উঠল ওকে দেখে, বলল, 'আরে! তুমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে কি করছ? তোমার তো বিশ্রাম নেয়া দরকার, যথেষ্ট ধকল গেছে তোমার শরীরের ওপর।'

'কিন্তু জিতেছি আমি, জিতিনি?'

'জিতেছ?' হেসে উঠল বেন, 'জিতেছ কি বলছ, তুমি তো প্রায় মেরেই ফেলেছিলে ওকে।' দুঃখের সাথে মাথা নাড়ল সে। 'আমি মিস করেছি, টোনির কাছে শুনলাম দেখার মত লড়াই হয়েছে বটে—এমনটা নাকি সে আর কখনও দেখেনি!'

রোদে আর খোলা বাতাসে বেশ ভাল বোধ করছে এরফান। একবার পিছনদিকে চেয়ে দেখে হঠাৎ সে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা বেন, ওই পিছনের ওয়্যাগনটার সাথে তোমার কি সম্পর্ক?'

ওয়্যাগনের ভারী চাকা কয়েকবার ঘুরে আসার পরে মুখ খুলল বেন। ' ওদের দিয়ে এই ওয়্যাগন ট্রেনের কারও কোন ক্ষতি হবে না--ভাল লোক ওরা, আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'আইনের লোক ফিওনা প্যাট্রিককে খুঁজছে জানো?'

চমকে মুখ তুলে তাকাল বেন। 'ও নামে কাউকে চিনি না আমি,' বলে উঠল সে। পরক্ষণেই আবার বলল, 'কাজটা ওই মেয়ে করেনি। কক্ষনো সে খুন করেনি প্যাট্রিককে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের ফোলা হাত দুটোর দিকে চেয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল এরফান। এখন যদি হিরাম তার সাথে লড়তে চায় তবে সে ঠিক সময়মত পিস্তল বের করতে পারবে না এই ফোলা হাত দিয়ে। হিরামকে যুঝতে পারবে না সে এই হাত নিয়ে।

'ব্যক্তিগত ভাবে ওতে আমার কিছু আসে যায় না,' বলল এরফান। 'ফোর্টে ওরা জিজ্ঞেস করছিল মেয়েটার কথা।'

সারাদিন ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়িয়েও রাকার দেখা পেল না সে কোথাও। নিকেরও দেখা পেল না সে। অবশ্য মনে মনে তাতে খুশিই হলো, আর যা-ই হোক, ইচ্ছা মত মেরে হাতের সুখ মিটিয়ে নিয়েছে সে—কোন ক্ষোভ নেই তার মনে।

তার সাথে কথা বলতে এল না কেউ। জ্যাক ওয়েস্ট নিজের দলের ওয়্যাগনগুলোর সামনে সামনেই থাকল সারাক্ষণ, অন্যান্য দিনের মত তার সাথে কথা বলতে এগিয়ে এল না। রডনি, ডেনিস আর ইয়েন একবারও মুখ তুলে চাইল না এরফান পাশ দিয়ে যাবার সময়ে। রাগ ফুঁসে উঠতে চাইছে ওর ভিতরে। এরফানই সিম বয়েন, এই গল্পই কি তবে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেছে ওরা?

নিকের দলের ওয়্যাগনগুলো পার হবার সময়ে এরফান লক্ষ করল ওদের মধ্যে একজনও বেসামাল মাতাল অবস্থায় নেই। আজই প্রথম ব্যতিক্রম হতে দেখে ঘোড়া ঘুরিয়ে সোজা জ্যাক ওয়েস্টের দিকে এগিয়ে গেল সে। ওকে দেখেই ঠাণ্ডা একটা বিরূপ ভাব ফুটে উঠল তার চোখে মুখে।

'তোমার সাথে কোন আলাপ করতে চাই না আমি,' ঠাণ্ডা গলায় বলল জ্যাক 'আমার কিছুই বলার নেই তোমাকে।'

রাগে কান গরম হয়ে উঠল এরফানের। 'তুমি চাও আর না চাও, আমি তোমাকে সাবধান করে দেয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করছি। পল আর নোয়েলের মধ্যে যা ঘটেছে সেটা ছিল মাত্র শুরু—আগামীতে অনেক বিপদ আর ঝড়-ঝাপটা আসবে।'

জ্যাকের মুখ কঠিন হলো। 'যদি কোন গোলমাল বা ঝামেলা এই ওয়্যাগন ট্রেইনে হয় তবে সেটা তোমার দিক থেকেই আসবে, সিম বয়েন!!'

হাসল এরফান। কিন্তু সে যে রেগেছে তা বোঝা গেল তার কথায় 'মস্ত বোকা লোক আপনি, মিস্টার ওয়েস্ট! একেবারে নিরেট আপনার মাথাটা! এই ওয়্যাগন ট্রেইনে এমন লোক আছে যারা আমাকে বহুবছর থেকে চেনে। এই ধরনের আজগুবি গল্প যে ছড়িয়েছে তাকে ধরে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে পেটানো

উচিত!'

দমে যাবার পাত্র নয় জ্যাক। 'আমাদের কাছে দাঁড়ি কমা শুদ্ধ তোমার পুরো চেহারার বিবরণ আছে।'

'দেখাতে পারেন?'

শার্টের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে রোষের সাথে এগিয়ে দিল সে এরফানের দিকে। 'এই যে,' বলল সে। 'পড়ে দেখো এটা! এটা ছিঁড়ে ফেলেও কোন লাভ হবে না তোমার, কারণ এর আসলটা রয়েছে আমার কাছে।'

'লম্বায় ছয় ফুটেরও বেশি, ওজন দুশো পাউন্ড বা কিছু বেশি, কালো রঙের চুল আর চোখ...' হেসে উঠল এরফান। 'এই বিবরণ তো অনেকের সাথেই মিলতে পারে—নিকের সাথেও মেলে এটা!'

'নিক?' বিস্ময় আর রাগ ফুটে উঠল জ্যাকের চেহারায়। 'অসম্ভব! তা কি করে হয়? আমি...'

'তাই কি? তোমার ওই নিরেট মাথাটা একটু খাটাও। চিন্তা করে দেখো, আপনার ওই গর্দভ বন্ধু ল্যাকারি পর্যন্ত আমাকে অনেক আগে থেকেই চিনত...কিন্তু এই ওয়্যাগন ট্রেইনে আপনি একটা লোক দেখাতে পারবেন যে নিককে ডেডউডে আসার আগে চিনত?'

বলার সময়ে কথাটা এরফানও ভেবে বলেনি, কিন্তু বলার পরে সে নিজেও অবাক হচ্ছে। সত্যিই তো? দুয়ে দুয়ে চার মিলে যাচ্ছে—অনেক প্রশ্নেরই সমাধান পেয়ে গেছে সে।

অবাক হয়ে বড় বড় চোখে চেয়ে আছে জ্যাক এরফানের দিকে। অবিশ্বাস্য একটা চিন্তাধারা জোর করে ঠুকে ঢুকিয়ে দিয়েছে এরফান তার মাথায়। এই যুক্তি খণ্ডন করে নিকের স্বপক্ষে বলার মত কোন কথাই খুঁজে পাচ্ছে না সে। তবু প্রতিবাদ করল জ্যাক, 'এ অসম্ভব।' কিন্তু বলার সময়ে গলায় জোর পেল না সে।

নিজের ওয়্যাগনে ফেরার পথে রডনির ওয়্যাগনের পাশে থেমে সে বলল, 'শোনো, রডনি! তুমিও যদি অন্যান্যদের মত আমাকে ভুল চিনে থাকো তবে ল্যাকারিকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিও আমার পরিচয়। নিকই হচ্ছে আমাদের সেই লোক।' কথাটা বলে আর দাঁড়াল না সে। অনেককেই তার এই একই কথা বোঝাতে হবে।

অন্ধকার হয়ে আসছে। ওয়্যাগনগুলো গোল করে দাঁড় করিয়ে ক্যাম্প করার কাজে ব্যস্ত সবাই। আগুন তৈরি করছে সায়মন হকিনস—চারপাশে গোল হয়ে অন্য সবাই বসেছে। এরফান সবার সামনে তার পরিচয় নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারটা পরিষ্কার করে ফেলল। হঠাৎ এই সময়ে একটা গুলির শব্দ কানে গেল ওদের।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওরা দেখল লুথার উবু হয়ে পড়ে আছে মাটিতে, রক্তে লাল হয়ে উঠেছে ওর আশেপাশের ঘাস। সে যে মারা গেছে বোঝার জন্যে কারও দুবার চাইতে হলো না ওর দিকে।

নোয়েল স্পাইক দাঁড়িয়ে আছে ওর পাশে—তার চোখের ভাব ক্ষিপ্ত। বাউটি জো আর নিকও রয়েছে ওখানে। নিকের মুখটা জায়গায় জায়গায় ফুলে ঢোপলা

হয়ে রয়েছে। বীভৎস দেখাচ্ছে ওর চেহারা।

সবাইকে বাধা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল নিক। মার খেয়ে চোখের চারপাশ ফুলে রয়েছে, ভিতরে গর্তে খুদে দুটো চোখ জ্বলছে। 'সবটাই দেখেছি আমি,' সবাইকে জানাল সে। 'অন্যায় ভাবে কিছু ঘটেনি।'

'তবে লুথারের অস্ত্র কই?' প্রশ্ন করল পল। 'কোন অস্ত্রই তো দেখছি না ওর কাছে?'

'ওর শরীরের তলায় চাপা পড়েছে—হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল ওটা, জবাব দিয়েই নিক সবার উদ্দেশ্যে আবার বলল, 'তোমরা সবাই ক্যাম্পে ফিরে যাও, এখানে যা করার সব ব্যবস্থা আমি করছি।'

একমুহূর্ত ইতস্তত করল এরফান। নিয়োগ পত্রটা এখনও তার পকেটেই রয়েছে। ইচ্ছা করলেই সে নিকের কাছ থেকে কর্তৃত্ব নিয়ে নিতে পারে। কিন্তু আসলে ঘটনা সে কিছুই জানে না। যদি লুথারের কাছে কোন অস্ত্র পাওয়া না যায় তবে নোয়েলকে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করতে পারে সে। কিন্তু তাতে পালের গোদা ধরা পড়বে না বরং আরও সাবধান হয়ে যাবে সে। সবার সাথে সে-ও ফিরে গেল ক্যাম্পে। এরফান লক্ষ করল পল যেন তাকে কি একটা বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত চেপে গেল। নিজের ওয়্যাগনের দিকে ফিরে গেল এরফান।

জ্যাক ওয়েস্ট তার সবচেয়ে বড় সাদা ওয়্যাগনটার তলায় বিছানা পেতে শুয়ে পড়ার কথা ভাবছিল বসে বসে, এই সময় পল এসে হাজির হলো। হাঁটু গেড়ে জ্যাকের সামনে বসে নিচু গলায় সে বলল, 'জ্যাক, ব্যাপারটা আমার কাছে সুবিধার মনে হচ্ছে না, আমার ওয়্যাগনের জিনিসপত্র কেউ ওলটপালট করেছে।'

'ওলটপালট করেছে? তার মানে?'

'আবার তল্লাশী চালানো হয়েছে আমার ওয়্যাগনে—আমার গোলাবারুদ সব খোয়া গেছে।'

বুট খুলতে খুলতে মাঝ পথে থেমে গেল জ্যাক ওয়েস্ট। 'তোমার কার্তুজ সব চুরি গেছে?'

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় এই কারণেই লুথার খুন হয়েছে। সম্ভবত নোয়েলকে তার ওয়্যাগনে চুরি করার সময়ে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল সে। ওর কাছে কোন অস্ত্র ছিল না মারা যাবার সময়ে, লোকটা কোনদিন পিস্তল ব্যবহার করত না, একটা উইঞ্চেস্টার রাইফেল ব্যবহার করত সে।'

আবার বুট পরে নিয়ে উঠে দাঁড়াল জ্যাক ওয়েস্ট। 'মা, রাকা? তুই কি জেগে আছিস?' আওয়াজ দিল সে ওয়্যাগনের পিছন দিকে এসে।

'হ্যাঁ, বাবা, ভিতরে এসো।'

ওয়্যাগনে ঢুকে সব জিনিস তছনছ করতে লাগল জ্যাক। গুলির বাক্স পর্যন্ত পৌঁছে দেখল বাক্সটা একেবারে খালি! হতবুদ্ধি হয়ে খালি বাক্সটার দিকে চেয়ে রইল সে, মুখের চেহারা গম্ভীর আর কঠিন হয়ে উঠেছে তার। বেরিয়ে এল সে।

'পল, তোমার কাছে কত কার্তুজ আছে?'

'পিস্তলে পাঁচটা আর আমার উইঞ্চেস্টারেও ওই রকমই হবে, কিন্তু এতে কি

করে চলবে?'

'চলবে না,' একটু ভাবল সে মাথা নিচু করে। 'তুমি তোমার ওয়্যাগনে ফিরে যাও, সতর্ক নজর রেখো চারদিকে, কিন্তু কারও সাথে আর এ নিয়ে আলোচনা কোরো না।'

হাত বাড়িয়ে ওয়্যাগন থেকে নিজের পিস্তলের বেল্টটা নিয়ে কোমরে বাঁধল জ্যাক।

'আব্বা…?' ডাক শুনে ঘুরল জ্যাক। 'কি হয়েছে, গোলমাল হবে কোন?'

একটু ইতস্তত করে জবাব দিল জ্যাক, 'হ্যাঁ,মা। খুব বড় রকমের কিছু বিপদ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এসবের মধ্যে তোকে না আনলেই ভাল হত।'

'আব্বা, এরফানের সাথে আলাপ করো না কেন?'

'অসম্ভব। আমি…' চিন্তা করতে গিয়ে কথা মিলিয়ে গেল তার। 'হয়তো ঠিকই বলেছিস তুই, তবে তার আগে একটু রডনির সাথে আলাপ করে নিতে হবে। তুই বাইরে কোথাও যাসনে মা, আমি আসছি।'

গোলাবারুদ দামী জিনিস, রডনির ওয়্যাগনের দিকে চলতে চলতে ভাবছে জ্যাক। এমনও হতে পারে যে নোয়েল ব্যাটাই একটা চোর। শুধু তাদের কার্তুজই চুরি গেছে নাকি সবারটাই গেছে জানার আগে ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পলের কথাই যদি সত্যি হয়, লুথারকে খুন করা হয়ে থাকলে ঘটনা আসলেই গুরুতর। ল্যাকারিকে জানিয়ে কোন লাভ নেই। গত কয়েকদিনেই জ্যাক বুঝে নিয়েছে যে লোকটা মানুষ হিসেবে খুব সৎ আর ভাল হলেও নেতা হিসেবে একেবারেই অযোগ্য। কোন নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষমতা তার মোটেই নেই।

গোলমালের প্রথম সূত্রপাত মার্ক লুকাসের ভিওলার ওপর হামলা। এরফানকে মারার চেষ্টা হয়তো বা সেই ঘটনারই জের—কিন্তু এটা আবার বড় কোন একটা পরিকল্পনার অংশও হতে পারে। নিরাপত্তা বাহিনীতে কেবলমাত্র বিশেষ এক ধরনের লোকের নির্বাচন, ওয়্যাগন ট্রেনের সবার অস্ত্র জমা নেয়ার চেষ্টা, পলের ওয়্যাগন তল্লাশী, লুথার হত্যা, সবকিছুই যেন একই সুতোয় বাঁধা। অবশ্য এরফান বারবার সাবধান না করলে হয়তো সে এগুলোকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেই মনে করত।

প্রায় নিভে আসা আগুনের ধারে একটা কাঠের বাক্সের ওপর বসেছিল রডনি। জ্যাককে দেখেই সে উঠে দাঁড়াল, 'বসো জ্যাক,' বলেই ওর চেহারা দেখে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কি, কি হয়েছে?'

খুব সংক্ষেপে সব বলল সে।

সব শুনে সাথে সাথেই উঠে নিজের ওয়্যাগনে ঢুকল রডনি। সেখান থেকে বেরিয়ে আর একটা ওয়্যাগনে ঢুকল সে একটু পরেই। মিনিটখানেক পরে ধীর পায়ে ফিরে এসে আবার বসল সে। 'নেই! একটা গুলিও নেই বাক্সে। তার ওপর আজই কয়েকটা হরিণের পিছনে আমি আমার রাইফেলের সবকটা গুলি খরচ করে এসেছি!'

'খুব জলদি কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের এখনই কিছু একটা করতে

হবে।'

'আমরা হয়তো এরফান জেসাপ সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিলাম। লোকটা বারবার আমাদের সাবধান করে দেয়া সত্ত্বেও লোকের কথায় ওকে সিম বয়েন ঠাউরে মনে হচ্ছে ভুলই করেছি আমরা।'

মাথা ঝাঁকাল জ্যাক। 'আমি ল্যাকারি আর এমিল ব্যাশার দুজনের সাথেই আলাপ করেছি—ওরা দুজনেই একমত, এরফান কখনোই সিম বয়েন হতেই পারে না। সে তো বলছিল নিকই আসলে সিম বয়েন।'

'হতেও পারে, অসম্ভব কি? বিবরণ তো ওর সাথেও মেলে।'

'তোমার কি মনে হয় ওরা সত্যিই এই ওয়্যাগন ট্রেন লুট করবে? তাহলে তো আমাদের সবাইকেই খুন করতে হবে ওদের পাইকারী হারে!'

'নিকই যদি সিম বয়েন হয় তবে অন্য কিছু আশা করাই ভুল হবে। লোকটা একটা নৃশংস খুনী, একেবারে সাক্ষাৎ শয়তান। ওর সম্বন্ধে ভাল করেই জানি আমি।'

'আমরা তো ওদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি, আমাদের যা গোলাবারুদ আছে তাই নিয়ে যদি একই আচমকা আক্রমণ করি ওদের তবে হয়তো আমরাই জিতব।'

'এই মুহূর্তে তা করতে পারি না আমরা,' প্রতিবাদ করল রডনি। 'আমাদের হাতে আসলে কোন প্রমাণই নেই। আমরা এইটুকুই জানি যে আমাদের সব কার্তুজ চুরি গেছে। হতে পারে নোয়েল স্পাইক বা অন্য কেউ ওগুলো চুরি করেছে ইন্ডিয়ানদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করার লোভে। আমাদের যা করতে হয় তা খুব সাবধানে করতে হবে। আমাদের নিজেদের কোম্পানীতেও হয়তো ওদের চর রয়েছে।'

'তুমি তো কিছুদিন আগে বলছিলে যে এরফানের ধারণা ওরা বিগ [illegible] উপত্যকায় পৌঁছানোর আগে আক্রমণ করবে না। সেটা যদি সত্যি হয় [illegible] কিছুটা সময় আমরা হাতে পাব।'

'কিছুটা,' পাইপটা ঠুকে পরিষ্কার করে নিল রডনি। 'আমার মতে [illegible] একেবারে নিজস্ব কিছু লোককে, যাদের আমরা বিশ্বাস করতে পারি, তাদের সাথে আমাদের আলাপ করে বুঝে দেখতে হবে কার কাছে কতটা গুলি রয়েছে। তাছাড়া এরফানের সাথেও আমাদের পরামর্শ করতে হবে।'

নিজের ওয়্যাগনে একা বসে ফোলা হাতে কত তাড়াতাড়ি পিস্তল বের করা যায় তাই পরীক্ষা করে দেখছিল এরফান। হঠাৎ একটা মেয়েলী কণ্ঠের চিৎকার আর সাথে সাথে কয়েকটা গুলির শব্দ কানে এল তার।

পিছনের ওয়্যাগনটার কথা মনে পড়ল এরফানের। শব্দটা ওই দিক থেকেই এসেছে। লাফিয়ে উঠে ঘোড়া নিয়ে রওনা হতে হতে সে লক্ষ করল বেন তার কোমরে পিস্তলের বেল্ট লাগাচ্ছে। এরফানের পিছন পিছন প্রায় বিশজন লোক ঘোড়ায় চড়ে অনুসরণ করল ওকে।

একটা গুলির শব্দ হলো···তারপর আর একটা শব্দ হয়েই আবার সব নীরব হয়ে গেল। যদি ইন্ডিয়ানরাই আক্রমণ করে থাকে তবে তারা এতক্ষণে চলে

গেছে। প্রথমেই এরফানের চোখে পড়ল ছিটিয়ে পড়ে থাকা ময়দা আর সিমের বীচি। পরে নজর পড়ল ক্রিস্টোফার অ্যাডামসের ওপর। মুখ থুবড়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে। হাতে লেগেছে একটা গুলি; অন্যটা সোজা মাথা ফুটো করে বেরিয়ে গেছে।

ওয়্যাগনের নিচে চিৎ হয়ে পড়ে আছে ক্রিসের ভাই···এখন ওকে ভাই বলা ভুল হবে, শার্টটা ছিঁড়ে গেছে তার, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে মার্ক লুকাস ঠিকই সন্দেহ করেছিল। তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেই এরফান বুঝতে পারল এখনও বেঁচে আছে মেয়েটা।

পিছন ফিরে নির্দেশ দিল সে, 'ডেনিস আর রডনি, তোমরা দুজনে একটা স্ট্রেচার তৈরি করে ফেলো, একে ক্যাম্পে নিয়ে যাব আমরা, মেয়েরা এর দেখাশোনা করতে পারবে।'

ভিড় ঠেলে নিক এগিয়ে এল সামনে। বুচ রোডিও আর নোয়েল রয়েছে তার সাথে। উঠে দাঁড়ানোর সময়েই এরফান লক্ষ করল বুচ রোডিওর গালে একটা সদ্য কাটা আঁচড়ের দাগ। তার চোখ দুটোও উত্তেজনায় ঈষৎ স্ফীত।

'আমরা ওকে আমাদের কোম্পানীতে নিয়ে যাচ্ছি,' ঘোষণা করল নিক। 'কোন একজন মহিলা সেখানে এসে ওর দেখাশোনা করবে।'

এরফান চাইল নিকের দিকে, পাশের দুজনের চোখেও আগুন জ্বলছে। হাতের অবস্থা তার যা-ই থাক এখনই হয়তো একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। 'না,' জোর গলায় বলল সে। 'ব্যবস্থা হয়ে গেছে, হকিনসের মেয়েরা দেখাশোনা করবে ওর। ওদের ওয়্যাগনেই রাখা হবে ওদের– সে-ই ভাল হবে।'

'কার নির্দেশে চলছে এই ওয়্যাগন ট্রেইন?' কঠিন স্বরে জানতে চাইল নিক। এরফান লক্ষ করল শূন্যে ওর ডান হাতটা অস্বাভাবিক অবস্থায় স্থির হয়ে রয়েছে—বিদ্যুৎ গতিতে এর কারণ সম্পর্কে একটা সম্ভাবনার কথা খেলে গেল তার মাথায়।

'দলনেতা কর্নেল ল্যাকারি বলেই তো জানি,' জবাব দিল এরফান। 'কিন্তু মেয়েটা হকিনস মেয়েদের কাছেই যাচ্ছে।'

'আমার মনে হয় ক্ষমতার প্রশ্নটা এই মুহূর্তেই আমাদের মীমাংসা করে ফেলা ভাল!'

'কোন আপত্তি নেই আমার, তুমি যখন বলবে তখনই আমি প্রস্তুত! কর্নেল ল্যাকারি আর মিস্টার ওয়েস্ট এসে পৌঁছলে তাদের সামনেই ফয়সালা হবে!'

'এই যে আমি, কি হয়েছে?' বলতে বলতে এগিয়ে এল জ্যাক ওয়েস্ট, পিছনে ল্যাকারি।

নিককে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে এরফান বলে উঠল, 'এই মেয়েটা হকিনসের ওয়্যাগনে যাবে কিন্তু নিক উলফ ক্ষমতার প্রশ্ন তুলছে।' পকেট থেকে তার কমিশন বের করে কর্নেল ল্যাকারির হাতে দিল এরফান। 'ওদের পড়ে শোনাও এতে কি লেখা আছে।'

কাগজটা পড়তে আরম্ভ করে তার সদা-সংযত মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। 'এতে লেখা আছে এরফান জেসাপ ইউনাইটেড স্টেটসের ডেপুটি

মার্শাল!!'

'কী?' এক লাফে ল্যাকারির কাছে এগিয়ে এসে কাগজটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল নিক।

পড়তে পড়তে তার মুখটা বিবর্ণ হলো, নাকটা ফুলে উঠল আরও। মুখ তুলে সে যখন তাকাল তার চোখে মনের সমস্ত ঘৃণা আর জ্বালা ফুটে বেরুচ্ছে। 'আচ্ছা?' বলল সে, 'ডেপুটি মার্শাল? এই আদেশ অনুযায়ী ওর ক্ষমতাই তবে বেশি।'

ঘুরে চলে যাচ্ছিল সে, সব চোখ এখন এরফানের ওপর, হঠাৎ আবার ফিরে এরফানের খুব কাছাকাছি এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'তা, ইউ.এস. মার্শাল এই ওয়্যাগন ট্রেনে কি করছে জানতে পারি?'

বিদ্রূপের হাসি হেসে এরফান বলল, 'অবশ্যই! আমার প্রধান উদ্দেশ্য এখানে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা—দরকার হলে গায়ের জোরে বা পিস্তল ব্যবহার করে। আরও একটা বিশেষ কারণ আছে, সেটা হচ্ছে দুজন উন্মাদ খুনী এই অঞ্চলে আছে বলে খবর পাওয়া গেছে, ওদের ধরে নিয়ে হাজতে ভরতে হবে আমার। কোন্ দুজনের কথা বলছি বুঝতে পারছ তো? ডিক রাইডার আর সিম বয়েন!'

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বুচ রোডিওকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার গাল কাটল কিভাবে?'

সবার চোখ মোটাসোটা দুর্বৃত্তটার ওপর পড়ল। চমকে উঠে একটু এদিক ওদিক চেয়ে সে বলে উঠল, 'ঝোপের ভিতর দিয়ে এখানে আসার সময়ে কেটেছে, তাই না নোয়েল?'

এরফানের দিকে চেয়ে দাঁত বার করে হাসল নোয়েল। 'কসম খেয়ে বলছি মার্শাল, ও সত্যি কথাই বলেছে।'

জ্যাক ওয়েস্ট চিন্তামগ্ন ভাবে চেয়ে দেখছিল এরফানকে। সব লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে ওয়্যাগন ট্রেনে ফেরার পথ ধরল। জ্যাক এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, 'তুমি যে ইউ.এস. মার্শাল তা আগে বলোনি কেন আমাদের?'

'নিয়োগ-পত্রটা আমি পেয়েছি ফোর্ট রিনোতে পৌঁছানোর পর। আমাকে যে মার্শাল করা হয়েছে এ খবর আমি নিজেও জানতাম না।'

জ্যাক ওয়েস্ট কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিককে তখনও ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কিছু না বলেই ফিরে গেল সে। পরিস্থিতি অনেকটা বদলে গেছে এখন। ইউ.এস. মার্শালের অধীনে সবাই মিলে থাকলে অনেক সহজ হয়ে যাবে সব কিছুই। ঘোড়ায় চড়ে ক্যাম্পের দিকে রওনা হয়ে গেল জ্যাক।

নিক উলফও নোয়েল আর বুচের পিছু পিছু ফিরে গেল।

একা রয়ে গেল এরফান। কিন্তু নিজের ঘোড়ার দিকে এগুতে গিয়ে সে লক্ষ করল আরও একটা ঘোড়া তখনও রয়ে গেছে। অন্ধকারে তার ঘোড়ার কাছে একটা লোক বেল্টে দুই বুড়ো আঙুল গুঁজে অপেক্ষা করছে তার জন্যে!

দশ

দ্রুত পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল এরফান তার ঘোড়ার দিকে। হাত দুটো তৈরি রেখেছে সে। অন্ধকারে লোকটা একটু নড়ে উঠতেই পিস্তল দুটো যেন লাফিয়ে উঠে এল ওর হাতে। পরক্ষণেই টোনি ল্যাগারকে চিনতে পেরে পিস্তল নামিয়ে নিল এরফান।

'খুব চালু তো তোমার হাত?' স্বীকার করল টোনি। 'কিন্তু আরও চালু হতে হবে তোমাকে—অবশ্য'ফোলা হাত নিয়ে নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্ছে!'

'তোমার মতলবটা কি, টোনি?' সরাসরি প্রশ্ন করল এরফান।

'মতলব ভালই আমার,' নিজের ঘোড়ার জিনের গাঁটে হাত রেখে বলল টোনি। 'ডিক রাইডারকে আর খুঁজে বের করতে হবে না তোমার।'

'তার মানে? তুমিই কি···'

'না, আমি না। ডিক রাইডার মারা গেছে। খুন করা হয়েছে তাকে। পিছন থেকে তাকে গুলি করে হত্যা করেছে সিম বয়েন। আমি তার সৎ ভাই।' একটু থেমে আবার বলল, 'খুব খারাপ লোক ছিল ডিক। জঘন্য নীচ মন ছিল তার—অবশ্য সেটা বাড়ির বাইরে। আমার মা ডিকের বাবাকে বিয়ে করে। দুজনে আমরা এক সাথেই পাশাপাশি বড় হয়ে উঠি। বাসায় যতক্ষণ সে থাকত সুন্দর থাকত, মাকে খুব ভালবাসত—বাসার কাজও সব করত—কিন্তু বাইরে সে ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। বদ সঙ্গে পড়ে সে খুন ডাকাতি আর বিভিন্ন রকম খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। মরাই ওর উচিত ছিল, কিন্তু পিঠে গুলি খেয়ে, তাও আবার তার চেয়েও অধম একজন লোকের হাতে মরা তার প্রাপ্য ছিল না।'

'তুমি তাহলে সিম বয়েনকে খুঁজে বেড়াচ্ছ?'

'হ্যাঁ তাই. ওর দেখা পেলে খুন করব আমি ওকে।'

'তুমি বলেছিলে দেখা হলে তুমি চিনতে পারবে ওকে। কিভাবে?'

'দুটো বুলেটের ক্ষত চিহ্ন আছে ওর দেহে। একটা তার বেল্টের নিচে, ঠিক কোমরের হাড়ের একটু উপরে: আর অন্যটা তার গলার ডান দিকে, ঠিক যেখানে গলাটা কাঁধের সাথে মিশেছে, সেখানে।'

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'এটা জানা থাকায় ভাল হলো,' ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে সে আবার জিজ্ঞেস করল 'তোমার কি মনে হয় নিকই সিম বয়েন?'

থুতু ফেলল টোনি। 'জানি না আমি। লোকটা গভীর জলের মাছ—ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি আমি এখনও।'

'ওদের এদিককার পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু জানো না তুমি?'

'বিশেষ কিছু জানি না, শুধু এইটুক্ জানি যে এই বিগ হর্নসে ওরা আড্ডা গাড়বে কোথাও, আর সেখান থেকে ওয়্যাগন ট্রেন আর মাইনিং শহরগুলোতে লুট-

তরাজ চালাবে। আর একটা কথা, এখানে কোথাও ওদের কিছু বাজে ধরনের লোকের সাথে মিলিত হবার কথা আছে, তবে সেটা যে ঠিক কোথায় তা আমি বলতে পারব না।'

সকালে অন্যান্য দিনের মতই দূরের টিবিগুলোর উপরে বা কাছাকাছিই থাকল এরফান। যদি কয়েক দিনের মধ্যেই গুণ্ডাপাণ্ডাদের সাথে মিলিত হয় ওরা তবে ওয়্যাগন ট্রেনের ভাল লোকেরা ওদের তুলনায় সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে। এখন যা অবস্থা, তাতে লম্বা লড়াই চললে ওদের জিত হবে কারণ সব গোলাবারুদ চুরি করে নিয়ে গেছে ওরা। এই অবস্থায় হঠাৎ আক্রমণ করলে গোলাগুলি ছাড়াই জেতা যেতে পারে, কিন্তু ওরা মিলিত হয়ে শক্তি বৃদ্ধি করে ফেললে আর কোন সুযোগই থাকবে না ওদের।

সময় খুব কম। আজ রাতে ক্যাম্প হবে ক্লীয়ার ক্রীকের কাছে, আর আগামীকালই পৌঁছে যাবে ওরা ফোর্ট কিয়ারনির ধ্বংসাবশেষের কাছে। দুষ্কৃতকারীদের জন্যে ওটাই হবে আক্রমণ করার উপযুক্ত জায়গা।

বিকেলের দিকে জ্যাক ওয়েস্টকে তার দিকেই ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখল এরফান। ওর সাথে পাশাপাশি চলতে চলতে দু'একটা মামুলী কথাবার্তার পর আসল কথা পাড়ল জ্যাক ওয়েস্ট।

'তুমি আমাকে বারবার সাবধান করে দেয়ার পরেও তোমার কথা না শুনে খুবই ভুল করেছি বুঝতে পারছি,' অনেকটা আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতেই বলল জ্যাক ওয়েস্ট। 'আসলে এই ধরনের একটা পরিস্থিতি যে দাঁড়াতে পারে তা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি।'

কাঁধ ঝাঁকাল এরফান; বলল, 'আমি নিজেও ঠিক নিশ্চিত ছিলাম না, আন্দাজ করেছিলাম মাত্র। যাহোক, যা হবার তা হয়েছে, এখন আর অতীতে কি করলে ভাল হত সেকথা ভেবে লাভ নেই। এখন আমাদের এই পরিস্থিতি সামলাতে হলে আগামীতে কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে তা বুঝেশুনে ঠিক করতে হবে। আমার মনে হয় না ওরা আজ বা কালকের মধ্যে কিছু করবে—অবশ্য এটাও আমার আন্দাজ, নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না—সুতরাং আমাদের যা করার ঝটপট করতে হবে।'

'কি করতে বলো তুমি আমাদের?'

'আমার মনে হয় টাঙে পৌঁছে বিগ হর্নস আর লিটল্ বিগ হর্নসের মাঝে যে দুর্গটা আছে সেই দিকেই আমাদের এগুনো উচিত। ওখানে আমরা ওদের কাছে সব খুলে বলে ওদের সাহায্য নিতে পারব। ওখানে পৌঁছে যথেষ্ট গোলাবারুদ পেলে অবশ্য আমাদের আর অন্য কোন সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে না। ওদের সাথে লড়াইয়ে নামার আগে আমরা ফোর্টের যত কাছে পৌঁছতে পারি আমাদের পক্ষে ততই ভাল।'

'কিন্তু টাঙে পৌঁছতে তো এখনও দেরি আছে, এর মধ্যে যদি কিছু হয়?'

'সেজন্যে আজকের রাতটা আপনাদের সবাইকে খুব সাবধানে কাটাতে হবে। আমাদের দলের সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে যে পুরুষরা ঘুমালেও মেয়েরা যেন

সারারাত জেগে পাহারা দেয়। তাহলে দরকার হলে সবাইকে সময় মত জাগিয়ে দিতে পারবে ওরা। আজ রাতে নিকের দলের ওয়্যাগনে হামলা করব আমরা, কিছু কার্তুজ ফেরত আনতে হবে।'

'ঠিক আছে, আমিও থাকব তোমার সাথে।'

'না,' মাথা নাড়ল এরফান। 'আমি মাত্র দুজন লোক নেব আমার সাথে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছি আমি কোন্ দুজনকে সাথে নেব। আমার এমন লোক দরকার যারা জঙ্গলের ভেতর ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আমরা যদি ধরা পড়ে যাই আমাদের একটা খণ্ড-যুদ্ধ করতে হতে পারে।'

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওয়্যাগনগুলোকে গোল করে রেখে ক্যাম্প করল ওরা। খাওয়া দাওয়া সেরে এরফান নিজের ওয়্যাগনটার কাছে বেন আর টোনিকে দাঁড়ানো দেখে ওদের দিকে এগিয়ে গেল।

'মেয়েটা কেমন আছে?' পাহাড়ী যুবক বেনের দিকে চোখ রেখে প্রশ্ন করল এরফান।

একটু লাল হয়ে মুখ তুলে তাকাল বেন, বলল, 'ভাল আছে এখন, তোমাকে একবার দেখা করতে বলেছে।'

'ঠিক আছে, শোনো, তোমরা দুজনে আজ একই ওয়্যাগনে একসাথে থাকবে। যদি দরকার হয় ঘুমাবে, কিন্তু দুজনে একসাথে না, একজন একজন করে। আর হাতের কাছে রাইফেল তৈরি রেখো।' -

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকিয়ে টোনি তার ওয়্যাগনে গিয়ে ঢুকল। এরফান পা বাড়াল হকিনসের ওয়্যাগনের দিকে। আবার সময় ঘনিয়ে আসছে আরও লড়াই করার। মেয়েমানুষ সাথে থাকায় বিপদ আর ঝুঁকি বেড়েছে। সে যদি নিশ্চিত হতে পারত তবে এখনই কিছু একটা করা যেত—কিন্তু গুলি চুরি কোন চোরের কাজও হতে পারে। বিরাট একটা চক্রান্তের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে বটে কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ নেই যার ওপর ভিত্তি করে আইনসম্মত ব্যবস্থা নেয়া যায়।

ক্রিস অ্যাডামসের হত্যায় বুচের গালে আঁচড়ের দাগ দেখেছে এরফান, ওই ওয়্যাগনের পাশে বুটের ছাপও দেখেছে সে যেগুলো বুচের বুটের ছাপ বলেই মনে হয়, কিন্তু নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। লুথারের মৃত্যুতেও প্রত্যক্ষদর্শীরা সবই নিকের লোক। মেয়েরা সাথে থাকায় এখন নিজেরা কোন ব্যবস্থা নিয়ে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ার চেয়ে সেনাবাহিনীর আশ্রয় নিতে পারাটাই বেশি ভাল হবে বলে মনে করছে এরফান।

ভিওলা হকিনস তাদের ওয়্যাগনের পাশে দাঁড়িয়ে নিজের এপ্রোনে হাত মুছছিল, এরফানকে দেখেই সে হেসে বলল, 'মেয়েটা তোমার সাথে দেখা করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।'

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'ভিওলা, তুমি সিরিলকে গিয়ে একটু বলে এসো সে যেন এখনই আমার ওয়্যাগনে আমার সাথে দেখা করে, বুঝেছ?'

'সায়মনকেও বলব?'

একটু চিন্তা করল এরফান। কাজের লোক সায়মন। 'ঠিক আছে, ওকেও

খবর দাও, কিন্তু ওদের দুজনকে একসাথে না এসে আলাদা আলাদা আসতে বোলো।'

ওয়্যাগনের ভিতর ঢুকে এরফান দেখল আহত মেয়েটা একটা কম্বলের ওপর শুয়ে আছে। চোখ খুলে তাকিয়েই উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ। জ্বরে লালচে দেখাচ্ছে ওর গাল দুটো। দুর্বল একটা হাত তুলে এরফানের জ্যাকেটের হাতা খামচে ধরল সে।

'তুমি…তুমি কি একজন মার্শাল?'

'হ্যাঁ, তা বলা যায়।'

'তুমি…তুমি দয়া করে বেনকে দায়ী কোরো না আমাদের সাহায্য করেছে বলে! প্লীজ না!'

কাঁধ উঁচাল এরফান। 'বেনের তোমাকে সাহায্য না করার কোন কারণ তো আমি দেখি না। অবশ্য শোনা যায় যে ফিওনা প্যাট্রিক নামের একটা মেয়ে সেন্ট লুইতে একজন লোককে হত্যা করেছে—কিন্তু আমি দেখিনি তাকে।

'হয়তো মেয়েটা দোষী, হয়তো না, সেটা সে তার নিজের বিবেকের সাথে বোঝাপড়া করে দেখবে। বিশাল দেশ এই আমেরিকা, এটা মানুষের আবার নতুন করে জীবনকে গড়ার জন্যে সুন্দর দেশ। এই মুহূর্তে কোন মেয়ে কাকে গুলি করেছে তার পিছনে ছোটার মত সময় নেই আমার—এর চেয়ে অনেক বড় বড় সমস্যা রয়ে গেছে আমার সামনে।'

মেয়েটা তার হাতের ওপর হাত রাখল। ওর চুলগুলো পাখির বাসার মত মাথার পাশে বালিশের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম বড় দেখাচ্ছে। এরফানের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে তার হাতটা জোরে একটু চেপে দিল মেয়েটা। 'ধন্যবাদ, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সেই মেয়েটা…আমার মনে হয় না সে কাউকে মেরেছে। অন্য কেউ খুন করেছে লোকটাকে—তবে এটা ওর জন্যে উচিত শাস্তিই হয়েছে, খুব পাজি লোক ছিল সে।'

'সেকথা আমি জানি না,' হাত দিয়ে নিজের চুল ঠিক করতে করতে বলল এরফান। 'আমি পশ্চিমে র‍্যাঞ্চ করব বলে আশা রাখি, তোমাকে আর বেনকে আমার প্রতিবেশী হিসেবে পেলে আমি আনন্দিত হব। র‍্যাঞ্চ করার পর তোমাকে পাশে পেলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব আমি।'

ওয়্যাগনের পিছন দিকের ক্যানভাসটা হঠাৎ নড়ে উঠতেই এরফান সেদিকে ফিরে চাইল। ক্যানভাসের ঝাঁপটা আবার ফেলে দিয়ে ওখান থেকে সরে গেল রাকা ওয়েস্ট।

হুড়মুড় করে ওয়্যাগন থেকে বেরিয়ে এল এরফান। 'রাকা,' ডাকল সে। 'শোনো…দাঁড়াও?'

একটু ইতস্তত করে ঘুরে দাঁড়াল সে। তার মুখটা আড়ষ্ট আর ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। 'তোমার প্রিয়ার সাথে প্রেমালাপে বাধ সাধতে চাই না আমি,' রোষের সাথে বলল রাকা।

'আমার প্রিয়া? কি বলছ কি তুমি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল এরফান।

'মিথ্যা অজুহাত দেখাবার চেষ্টা কোরো না, মিস্টার জেসাপ! যথেষ্ট শুনেছি আমি নিজের কানে। তুমি ওকে বলেছিলে র‍্যাঞ্চ করার পর ওকে পাশে পেলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে—আমাকেও ওই একই কথা বলেছিলে তুমি!'

'আহা, শোনো,' প্রতিবাদ করল সে। 'তুমি বুঝছ না...'

'আর বোঝার দরকার নেই আমার,' ঘুরেই নিজের ওয়্যাগনের দিকে প্রায় ছুটে চলে গেল সে।

ওর পিছন পিছন যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল এরফান। আজ রাতের মধ্যে যদি কিছু করতে হয় তবে রাউডি আর সিরিলের সাথে আলাপ করতে হবে তার—ওরা অপেক্ষা করছে তার জন্যে তারই ওয়্যাগনে।

মনে মনে নিজের ভাগ্যকে গাল দিয়ে নিজের ওয়্যাগনে ফেরার জন্যে পা বাড়াল এরফান। এর মধ্যেই ক্যাম্পের বেশির ভাগ আগুনই নিভু নিভু হয়ে এসেছে। গার্ডরা নিজের পোস্টে যাবার জন্যে রওনা হচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্যাম্পটা নিঝুম হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। কর্নেল ল্যাকারি আগামীকাল গৃস ক্রীক পৌছানোর উদ্দেশ্যে খুব ভোরে রওনা হবার নির্দেশ দিয়েছে।

আকাশে বেশ নিচুতে ভাসছে মেঘ—চাঁদ নেই আজ আকাশে। এরফানের ওয়্যাগনের সাথে হেলান দিয়ে বাইরেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে রাউডি।

'সিরিল এসেছে?'

'ভিতরে সায়মনের সাথে গল্প করছে।'

'ঠিক আছে, তবে এখানেই তোমার সাথে কথা সেরে নিই। আমাদের যেমন করে হোক গোলাবারুদ যোগাড় করতে হবে, আর আজ রাতেই করতে হবে তা। নীরবে, কোন শব্দ না করে, কোন ঝামেলা না করে কাজ শেষ করতে হবে। বুঝেছ?'

নিজের বুট জুতো খুলে ফেলে ওয়্যাগন থেকে মোকাসিনের জুতো জোড়া বের করে পরল এরফান। 'তোমার নাম রাউডি হলেও ইন্ডিয়ানদের মত নিঃশব্দে সবার অলক্ষ্যে চলাফেরা করার কায়দা তোমার জানা আছে। তুমি থাকবে আমার সাথে, সিরিল আর সায়মন চারদিকে লক্ষ রাখবে। ওয়্যাগনটা চাকার গভীর দাগ দেখে চিনে রেখেছি আমি বেশি আনার দরকার নেই আমাদের, নিজেদের জন্যে যথেষ্ট আনলেই চলবে।'

সিরিল আর সায়মনকে ডেকে সবাইকে পুরো প্ল্যানটা বলল এরফান। মাথার হ্যাটটা খুলে ওয়্যাগনের ভিতর ছুঁড়ে দিল সে। প্রথমে রাউডি অদৃশ্য হলো ছায়ার আড়ালে। ওর পিছন পিছন সিরিল আর সায়মনও গেল। এক মুহূর্ত পরে ওয়্যাগনের পিছন দিকে সরে গেল এরফান।

পুরো এক মিনিট ওখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওয়্যাগনের তৈরি চক্রের ভিতরে ফাঁকা এলাকাটা নজর দিয়ে দেখল আগুনগুলো প্রায় নিভে গেছে সব, কিন্তু তবু পুরো এলাকাই আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে—কিচ্ছু নড়ছে না। কেউ গোপনে তাদের ওপর নজর রেখে থাকলেও দেখা যাচ্ছে না তাকে

দুই সারি ওয়্যাগনের মাঝে আরও অন্ধকার সরু জায়গা দিয়ে নিঃশব্দে ভূতের

মত এগিয়ে গেল এরফান। নিকের ওয়্যাগনের কাছাকাছি এসে থামল।

গুনে দেখল বারোজন লোক ওয়্যাগনের কাছেই আশেপাশে কম্বলের তলায় ঘুমাচ্ছে। একজন একজন করে সবাইকে খুঁটিয়ে দেখল সে। সামান্য শব্দ হলেই জেগে উঠতে পারে ওরা। কয়েকজন আজ মদ খেয়েছে, ওদেরকে ততটা ভয় নেই, আসল ভয় হচ্ছে ওদের মধ্যে কিছু সতর্ক লোককে নিয়ে। ছায়ার মত সরে গেল সে কাছের ওয়্যাগনটার ধারে।

অন্ধকারে কিছু একটা নড়ে উঠল। বিশাল রাউডিকে দেখতে পেল সে। এত বড় মানুষ হলে কি হবে একেবারে বিড়ালের মত নিঃশব্দ ওর চলাফেরা।

হতে পারে ওয়্যাগনের ভিতরেও কেউ ঘুমাচ্ছে। নিকের দলের সবকটা ওয়্যাগনই প্রায় খালি ছিল। এরফান খেয়াল করে দেখেছে, বিশেষ দুটো ওয়্যাগনের চাকা এখন মাটিতে অন্যান্যগুলোর চেয়ে গভীর দাগ কাটছে।

ওয়্যাগনের পিছনে ক্যানভাস ঝাঁপের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল এরফান। অন্ধকারেই কিছুটা হাতড়ে দেখল তারপর ঝাঁপ তুলে ভিতরে ঢুকে গেল সে।

গুলির বাক্সগুলো খুঁজে বের করতে সময় লাগল না তার। দুটো বাক্স তুলে নিয়ে পিছনে টেইল গেইটের কাছে রেখে পুরোনো কাপড় গুঁজে যেখান থেকে গুলি সরিয়েছে সেই ফাঁকটা বুজে ফেলল সে। বাইরের দিকে উঁকি দিয়ে সায়মনকে দেখতে পেয়ে ওকে ইশারায় কাছে ডাকল এরফান। কাছে আসতেই একে একে দুটো বাক্সই ওর কাছে দিল।

প্রথম বাক্সটা মাটিতে নামিয়ে রেখে দ্বিতীয়টা নিয়ে রওনা হয়ে গেল সে। ওয়্যাগন থেকে নেমে প্রথম বাক্সটা তুলে ওর পিছু নিল এরফান। সায়মন তার কানে কানে জিজ্ঞেস করল ফিসফিস করে, 'আর আনবে না?' মাথা নেড়ে জবাব দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল সে রাউডির ওয়্যাগনের দিকে।

হাসিমুখে হাত মিলিয়ে যে যার ওয়্যাগনে ফিরে গেল ওরা। আপাতত তাদের কাজ শেষ। এখন গোলমাল বাধলে অন্তত গুলির অভাব হবে না তাদের।

ভোরের আলো ফুটবার আগেই ওদের ওয়্যাগন ট্রেনটা রওনা হয়ে গেল। ঘোড়ায় চড়ে রডনির ওয়্যাগনের পাশে এসে এরফান রডনিকে বলল, 'রাউড়ির কাছে গিয়ে তোমার সব অস্ত্র লোড করে নাও। তোমার লোকজনের জন্যেও কিছু কার্তুজ নিয়ে এসো।'

সারাদিন ধরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচ দিয়ে ওরা উত্তর দিকে এগিয়ে চলল। এরফান সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে নিকের ওয়্যাগনগুলোর দিকে--কিন্তু ওদের কার্যকলাপে বোঝা গেল এখনও চুরি ধরতে পারেনি ওরা। আপাতত তাহলে তারা মোটামুটি নিরাপদ। রাতে গৃস ক্রীকে ক্যাম্প করল ওরা। সারাদিনে একুশ মাইল পথ চলেছে ওরা আজ। রাকার ওয়্যাগনের আশপাশ দিয়ে একটু ঘোরাঘুরি করে বিফল হয়ে ফিরে এল এরফান। ওর দেখা পেল না।

এসে দেখল জিম অপেক্ষা করছে তার জন্যে। বেশ কয়দিন ওর দেখা পায়নি এরফান। জ্যাক ওয়েস্টের একজন ড্রাইভার অসুস্থ হয়ে পড়ায় এখন তাকেই গাড়ি চালানো আর জানোয়ারগুলোর দেখাশোনার কাজ চালাতে হচ্ছে।

'এরফান!' ওকে দেখেই উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল জিম, 'কয়েক মিনিট আগেই আমি নিকের একজন লোককে ঘোড়ায় চড়ে ক্যাম্প ছেড়ে যেতে দেখলাম! দেখেশুনে মনে হলো কারও সাথে দেখা করতে গেল লোকটা। আব্বা বলেছেন আমাকে, তুমি নাকি খবর পেয়েছ ওরা কিছু লোকের সাথে মিলিত হবে এখানে।'

'ধন্যবাদ, জিম। ঠিকই শুনেছ তুমি। সব রাইফেল আর পিস্তলে গুলি ভরে তৈরি থেকো। শিগ্‌গিরই কিছু একটা ঘটে যাবার খুব সম্ভাবনা আছে।'

'কিছু একটা এখনই করা যায় না? মানে, আমি বলছি ওদের বাধা দেয়ার জন্যে কিছু করার কথা!'

'কিছু একটা করতে পারলে ভালই হত, জিম, কিন্তু আমাদের হাতে যে কোন প্রমাণই নেই। কেউ একটা কিছু করতে পারে বলে মনে হচ্ছে বলেই তুমি তাকে গ্রেপ্তার বা গুলি করতে পারো না। আর তাছাড়া আমাদের সাথে অনেক মেয়েছেলে আর বাচ্চা রয়েছে; এক্ষুণি লড়াই বাধালে তারা বিপদগ্রস্ত হবে।'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল জিম। 'সবাইকেই আজ কেমন যেন উদ্বিগ্ন আর মনমরা দেখাচ্ছে। যে সব মেয়েরা এই ব্যাপারে কিছু জানে না, তাদের মুখেও আজ হাসি নেই। সবাই যেন দিব্য দৃষ্টি পেয়েছে। অন্যান্য দিনের মত কেউ আর সন্ধ্যায় গান গাইছে না। কেউ কেউ ঘোড়া নিয়ে এদিক ওদিক একটু বেড়ায়, তাও কেউ করছে না। এমন কি আপাকেও আজ অন্যরকম লাগল।'

কি যেন বলতে গিয়েও চুপ করে গেল এরফান। যা বলার আছে সেটা সরাসরি রাকাকেই বলতে হবে তার।

জিম যা বলেছে তা খুবই সত্যি। কেমন যেন একটা অশুভ নীরবতা বিরাজ করছে ক্যাম্পে। আগুনের ধারে যারা বসে আছে খুব নিচু স্বরে কথা বলছে তারা। যারা চলেফিরে বেড়াচ্ছে তারাও যেন কেমন অস্থির। রাউডি একটা ওয়্যাগনের চাকার সাথে হেলান দিয়ে বসে আছে কিন্তু তার চোখ দুটো ব্যস্তভাবে লক্ষ রাখছে চারদিকে। সিরিল বারবার তার গানবেল্ট ঠিক করছে। একটু পরপরই ওয়্যাগন চক্রের বাইরে গিয়ে বাইরেটা ভাল করে দেখে আসছে সায়মন। একবার আগুনের ভিতর একটা লাকড়ি জোরে শব্দ করে ফুটে উঠতেই ঝট করে তার পিস্তল বের করে ফেলেছিল সিরিল।

নিকের লোকজনের মধ্যেও একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। বিরাট চক্রে ওদের দিক থেকে আজ আর কোন চিৎকার বা উচ্চ হাসির শব্দ ভেসে আসছে না। সব নীরব, যেন ক্যাম্পের সবাই একটা অদ্ভুত কিছু ঘটবে মনে করে অপেক্ষায় রয়েছে—কিন্তু কিছুই ঘটল না।

রাতটা নির্বিঘ্নেই পার হয়ে গেল। মেঘাচ্ছন্ন থমথমে সকালে যখন ওরা রওনা হলো তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। টাওের দিকে সোজা এগিয়ে যাচ্ছে ওয়্যাগন ট্রেইন। বেন চালাচ্ছে, এরফান বসে আছে ভিতরে। পশ্চিমের বিশাল পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে এরফান বলল, 'ওই পাহাড়গুলোর ভিতর দিয়ে যদি যেতে পারতাম তবে সহজেই শেলে পৌঁছতে পারতাম আমরা। ওটা এখন সরাসরি আমাদের পশ্চিমে।'

'আমরা কিছুটা দিক বদলে চলেছি বলে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, উত্তর-পশ্চিমে যাচ্ছি আমরা এখন।'

সকালের মাঝামাঝি বর্ষাতি বের করে পরে নিয়ে ঘোড়ায় চাপল এরফান। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি এখন ঝমঝম করে নেমে আসতে আরম্ভ করেছে। ওয়্যাগনগুলোর অগ্রগতি এখন অনেক কমে গেছে নরম মাটিতে। সামনের ওয়্যাগনগুলোর তৈরি করা কাদামাটি এড়িয়ে চলার জন্যে ওয়্যাগনগুলো অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছে।

দুপুরের দিকে আরও ছড়িয়ে পড়ল ওরা। বৃষ্টির মধ্যে মাথা হেট করে ঘোড়া চালাচ্ছে এরফান ওয়্যাগনগুলোর পাশ দিয়ে। কোনটার চাকা বসে গেলে বা আটকে গেলেই সেটার কাছে হাজির হয়ে কাঁধ দিয়ে ঠেলে বা পাথর সরিয়ে দিয়ে সাহায্য করছে।

বৃষ্টির ফাঁকে দেখা যাচ্ছে মাথা উঁচু করে বিরাট একটা দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে আছে বিগ হর্নস। বারবার এরফানের চোখ ফিরে ফিরে যাচ্ছে ওদিকে। ওর মনে পড়ে যাচ্ছে তার আগের দেখা সবুজ জঙ্গল, ছলকে নেমে যাওয়া ঝর্নায় লাফিয়ে ওঠা মাছ আর ছুটে পালিয়ে যাওয়া হরিণগুলোর কথা। দুই পুরুষ ধরে আমেরিকায় থাকলেও বাঙালী মনটা সে বংশানুক্রমে ঠিকই পেয়েছে। পাহাড়ের ওপাশেই বিগ হর্নস উপত্যকা, মনটা আনচান করছে ওর সেখানে ফিরে যাবার জন্যে। দাদুর ছবির সেই বাংলাদেশের মতই সবুজ আর সুন্দর এই এলাকাটা।

বৃষ্টি ঝাপটা মারছে ওর মুখে। বর্ষাতির ওপর বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা ঠিক শিলাবৃষ্টির মতই শব্দ তুলছে। কিন্তু ভাবপ্রবণ হবার সময় নেই এখন, কঠিন পরিশ্রম করে ওদের এগিয়ে যেতে হবে। টাঙে পৌঁছে ক্যাম্প করার কথা। কপাল ভাল ওদের, আর মাত্র বারো মাইল গেলেই পৌঁছে যাবে ওরা। বেশি ওয়্যাগন কাদায় ফেঁসে না গেলে আজ বেলা থাকতেই কাজ শেষ হবে ওদের।

চোখ ছোট করে বৃষ্টির মধ্যে চেয়ে দেখার চেষ্টা করল এরফান। তার নিজের দলের ওয়্যাগনগুলো প্রায় এক মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। জ্যাক ওয়েস্টের দল রয়েছে অনেক দূর সামনে আর রডনির দল রয়েছে ওদের পিছনে। সামনের বা পিছনের দলের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না বৃষ্টির মধ্যে। হ্যাটটা চোখের ওপর টেনে দিয়ে এগিয়ে চলল সে।

বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে একটু আদর করে দিল এরফান। 'কি রে বৃষ্টির মধ্যে পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে?' অনেকক্ষণ কথা বলার লোক না পেয়ে শেষে ঘোড়ার সাথেই কথা বলল সে। ডানটা একটা কান ওর দিকে ফিরিয়ে কথা শুনল তারপর প্রবল বেগে মাথা ঝাড়া দিল—প্রতিবাদ করছে যেন। ওকে একা ছেড়ে দিলে সে বৃষ্টির তোয়াক্কা না করে মহা আনন্দে ঘাস খেয়ে বেড়াত। এখানকার ঘাসগুলো সত্যিই সুন্দর আর লোভনীয়। এইভাবে বৃষ্টির মধ্যে শুধু শুধু ঘুরে বেড়িয়ে কি লাভ? কিন্তু মানুষ আবার কবে বুঝেছে ঘোড়ার মনের কথা? ধৈর্যের সাথে একই গতিতে এগিয়ে চলল ডান। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো তার কানের কাছে বাচাল বৌ-এর মত বিরামহীন ভাবে পটর পটর

করে চলেছে।

মাথা উঁচু করে এরফান খেয়াল করল তার দলের একটা ওয়্যাগন কাদায় ফেঁসে গেছে। ষাঁড়গুলো খুব চেষ্টা করছে কিন্তু ওঠাতে পারছে না। সাহায্য করতে এগিয়ে গেল সে তাড়াতাড়ি। ডেনিসের ওয়্যাগন ওটা।

ওয়্যাগনটাকে উঠিয়ে চালু করে দিয়ে পিছনের ক্যানভাস তুলে মাথা ঢুকাল সে। 'কেমন আছ তুমি আজ?' জিজ্ঞেস করল এরফান।

একটা হাত তুলল মেয়েটা, বলল, 'ভালই আছি, ধন্যবাদ।'

ঘোড়ার কাছে ফিরে জিনের ওপর থেকে পানি মুছে রেকাবে পা দিয়ে উঠে বসল সে। অন্যদিকের রেকাবটা মোচড় খেয়ে ঘুরে গেছে; নিচু হয়ে ওটা ঠিক করে জায়গা মত এনে পা ঢুকিয়ে আবার সিধে হয়ে বসল ও। চেয়ে দেখল একদল লোক ঘোড়ায় চেপে ওর দিকে আসছে। একটা গুলির শব্দ হলো, কি যেন প্রচণ্ড আঘাত করল তার মাথায়। মাটিতে পড়তে পড়তেও অভ্যাসবশে বর্ষাতির ভিতর থেকে পিস্তল বের করার চেষ্টা করল এরফান।

প্রথম শব্দের সাথে সাথেই তার ঘোড়া লাফিয়ে ওঠায় রেকাব থেকে পা ছুটে গেছিল তার। দ্বিতীয় শব্দের সাথে সাথে সে পড়তে আরম্ভ করল। নিচে···আরও নিচে···ভীষণ ভাবে আছড়ে পড়ল সে মাটির ওপর। কালো আঁধার ঘনিয়ে আসতে দেখল সে তার চারপাশে। মস্তিষ্ক সজাগ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতেই পিস্তল বের করার জন্যে পকেট হাতড়াল। কিন্তু কালো আঁধার তাকে ঘিরে ফেলল তার আগেই—বুঝল, ব্যর্থ হয়েছে সে।

বৃষ্টির সুযোগে আঘাত হেনেছে নিক। অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছে সব ওয়্যাগন—একতা নেই আর ওদের মধ্যে। এক একজন করে শেষ করে চলেছে নিকের দল অত্যন্ত দ্রুত আর নিষ্ঠুর হাতে। উদ্ধার করে আনা গোলাগুলি আর কোন কাজেই লাগল না ওদের।

হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছে এরফানের দেহ। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে ওর মুখে। আচ্ছন্ন ঘোরের মধ্যে বুচের গলা শুনতে পেল ও। সন্তুষ্ট আত্মপ্রসাদ নিয়ে সে বলল, 'শেষ করেছি হারামজাদাকে!'

'লোকটা কে?' নোয়েলের গলা।

'জেসাপ! আমাদের সাধের মার্শাল জেসাপ! প্রথম গুলিতেই শালার মাথা ফুটো করে দিয়েছি!'

অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ে চলেছে প্রান্তরে। ওয়্যাগনগুলো ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে—যেন কিছুই হয়নি। ডানটা বৃষ্টি ভেদ করে ছুটে চলে গেল, ওর দুপাশে রেকাব দুটো ঢিলে হয়ে ঝুলছে। পিছনে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রইল এরফান মাটিতে মুখ গুঁজে। ওর মাথার কাছে কাদামাটিতে লালচে রঙ ধরেছে।

ধীরে ধীরে ওয়্যাগনগুলো অদৃশ্য হলো। বিস্তৃত প্রান্তরে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো অবিরাম একটানা শব্দ করে চলেছে। পশ্চিমের উঁচু পাহাড় নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রায় দুই মাইল দূরে সিরিল চিত হয়ে আকাশের দিকে মুখ করে পড়ে

আছে—গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে তার দেহ। ওরা যখন আসে তখন সম্পূর্ণ একা ছিল সে। ওদের দেখেই পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল সিরিল, কিন্তু চারজনে একসাথে ওর দিকে গুলি করতে আরম্ভ করায় কোন সুযোগই পায়নি সে। ওর পাশ দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে যাবার সময়ে নোয়েল নিঃসন্দেহ হবার জন্যে আরও দুবার গুলি করল ওকে।

আশ্চর্য রকম দ্রুত আর আশ্চর্য রকম সহজে শেষ হয়ে গেল সব। নয়জন লোককে হত্যা করল ওরা, ওদের মরল মাত্র একজন। নিক তার কালচে কঠিন মুখটা ফিরাল হিরামের দিকে। 'তোমাকে বলেছিলাম না? দেখলে তো কত সহজে হয়ে গেল কাজটা?'

'জেসাপ কোথায়?' প্রশ্ন করল হিরাম।

'বুচ খতম করেছে ওকে। কপাল আমার! ওকে নিজের হাতে খুন করতে চেয়েছিলাম আমি।'

'হয়তো তুমি পারতে না ওর সাথে। খুব ক্ষিপ্র গতি ছিল ওর।'

নিকের চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল। ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটিয়ে হিরামের দিকে চেয়ে সে বলল, 'হয়তো।'

চলে যাবার জন্যে ঘোড়া ঘুরাল নিক। 'মেয়েদের ব্যাপারে কি হবে?' জানতে চাইল হিরাম।

'কেন, ওদের ব্যাপারে আবার কি?'

'ওদের ওপর অত্যাচারের ভাগী হতে চাই না আমি। ওয়্যাগনগুলো দরকার ছিল আমাদের, তা আমরা পেয়েছি।'

'মেয়েদের জন্যে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না,' জবাব দিল নিক। 'ওদের ভার আমার ওপর। আপাতত তাদের কিছু করা হবে না—তবে সেটা খুব অস্থায়ী ব্যবস্থা।'

বৃষ্টির মধ্যেই এগিয়ে গেল নিক। ওর দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে হিরামও পিছু নিল ওর।

এগারো

বিগ হর্নসের বিশাল ডানা বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে রাত নেমে এল ধীরে ধীরে। বৃষ্টির ধারা কমেনি। এখনও এরফান জেসাসের বর্ষাতির ওপর বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা অবিরাম শব্দ তুলে আঘাত করছে।

বাতাসের সাথে বৃষ্টি ঝাপটা মারছে বারবার এরফানের মুখে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পরে বাতাসের বেগ অনেক কমে এল। ধীরে ধীরে বৃষ্টিও কমে গেল, হালকাভাবে ঝিরঝিরে বৃষ্টি যেন হাত বুলিয়ে আদর করছে আহত মানুষটাকে।

সারাদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি যা করতে পারেনি, স্নেহের ছোঁয়ায় হালকা বৃষ্টি তাই

করল—জ্ঞান ফিরিয়ে আনল ওর।

স্যাঁতসেঁতে ভিজে আর অন্ধকার পরিবেশে কয়েকবার চোখের পাতা মিটমিট করে চোখ খুলল এরফান। নড়ছে না সে মোটেও, ভিজে মাটিতে গা এলিয়ে রয়েছে তার, মাথাটা একেবারে শূন্য। এক ফোঁটা পানি পড়ল তার চোখে—আপনাআপনি চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে চিন্তার ক্ষমতা ফিরে আসছে।

প্রথমে খুব ধীরে। কোথায় সে? কি হয়েছিল? চালু চাক্কা গুলি করেছে ওকে! রাস্তায় শুয়ে আছে ও! সে···! কিন্তু না, ওটা তো কয়েকদিন আগের কথা। তাহলে কোথায় আছে সে? কেমন করে ভিজল তার শরীর? কি হয়েছিল?

মনে পড়ল···রাকাকে কিছু একটা বলার ছিল তার। তাকে ভুল বুঝে বসে আছে রাকা···জ্যাক ওয়েস্ট···ওয়্যাগন ট্রেন···নিক উলফ···

গুলি করা হয়েছে তাকে।

সে আহত।

কি ঘটেছিল? কোথায় আছে সে? ছড়িয়ে থাকা হাতটা গুটিয়ে নিল এরফান। হাত দিয়ে ঠেলে চিত হলো সে। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে তার মুখে। হাঁ করে বৃষ্টির পানিতে শুকিয়ে যাওয়া গলাটা একটু ভিজিয়ে নিতে চাইল ও—কিন্তু তার পিপাসা মেটানোর মত পানি নেই বৃষ্টির ফোঁটায়।

সাবধানে হাত তুলল সে মাথা স্পর্শ করার জন্যে। কিছু একটা গোলমাল আছে ওখানে। মাথায় গুলি লেগেছে তার। ফোলা জায়গাটা আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল সে। কাদা আর রক্তে আঠাআঠা হয়ে গেল হাতটা হাতে ভর করে কোনমতে উঠে বসল এরফান এইটুকু পরিশ্রমেই মাথা চক্কর দিয়ে উঠল ওর।

স্থির থেকে একটু বিশ্রাম নিয়ে মাথার ঝিমঝিম ভাবটা কাটিয়ে নিল সে। পরিস্থিতিটা বুঝতে চেষ্টা করল। গুলি করা হয়েছে তাকে, কিন্তু বেঁচে আছে সে। ওয়্যাগন ট্রেইনটা নেই ওরা কি সবাইকে মেরে দখল করে নিয়েছে ওটা? নাকি কেবল তাকেই গুলি করেছে?

কাছেই ওর হ্যাটটা পড়ে আছে। ওটা তুলে নিয়ে মাথায় পরতে গিয়ে দেখল ওটা আর মাথায় ঢুকছে না হ্যাটটা যে পর্যন্ত ঢুকেছে সেখানেই ছেড়ে দিল সে। যন্ত্রচালিতের মত কোমরে হাত দিল এরফান। নেই···ওরা পিস্তলের বেল্ট খুলে নিয়ে গেছে পিস্তল সহ।

এরফান বুঝল ওরা তাকে মৃত বলেই ধরে নিয়েছে। কিন্তু তার ঘোড়াটা কোথায়? এদিক ওদিক চেয়ে দেখল সে···অন্ধকার ছাড়া কিছুই নজরে এল না উঠে দাঁড়াল এরফান। মাথাটা বড্ড ঘুরছে, দুর্বল বোধ করছে ও--এই অবস্থায় তার পক্ষে বেশিদূর চলা অসম্ভব। আর না জেনেশুনে আন্দাজে কোন দিকেই বা এগুবে সে?

দিনটার কথা ভাবল সে। গৃস ক্রীক ছেড়ে এগিয়ে ওরা ছোট ঝর্নাটা পার হয়েছিল, অর্থাৎ উলফ ক্রীক থেকে এই জায়গাটা খুব দূরে হবে না। আরও এগিয়ে গেলে টাঙে পৌঁছানো যাবে। এখান থেকে বড়জোর সেটা ছয় বা সাত মাইল

হবে। বিগ হর্নসের পর্বতমালা রয়েছে ওর পশ্চিমে। পাহাড় দেখে দিক ঠিক করে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে।

অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলে এরফান দেখল আবার মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে ও। কতদূর এসেছে, বা কতক্ষণ শুয়ে আছে কিছুই বোঝার উপায় নেই তার। সে শুধু এইটুকু জানে এগিয়ে যেতে হবে ওকে। সামনে কোথাও ওয়্যাগন ট্রেনে আছে রাকা—অসহায় অবস্থায় নিক উলফ বা সিম বয়েনের রয়েছে সে। আবার উঠে দাঁড়াল এরফান। সাবধানে বাম পা আগে বাড়াল তারপর ডান পা।

এবার পুরো বিশ কদম চলার পরে মাটিতে পড়ল সে। বুঝতে পারছে শারীরিক দুর্বলতাই এর কারণ—তবু তাকে চলতেই হবে। একটু বিশ্রাম আবার উঠে দাঁড়াল সে। একবার ছয়, পরের বার বিশ, কোনবার বারো, আবার বিশ, এইভাবে প্রত্যেকবারই পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত চলতে থাকল এ লক্ষ করল সববারই দুর্বলতার কারণেই যে পড়ে যাচ্ছে তা নয়, মাঝে মধ্যে খেয়েও পড়ছে ও। উলফে পৌঁছতে অনেক সময় লাগল তার।

উলফে পৌঁছে হামাগুড়ি দিয়ে ঝর্নাটার ধারে হাজির হলো এরফান- ভরে পানি খেলো সে। বৃষ্টির পানিতে ফুলে উঠে দ্রুতবেগে বয়ে যাচ্ছে ঝর্না কাদামাটিতে কিছুটা ঘোলাটে—তবু স্বাদটা স্বর্গীয় মনে হলো ওর কাছে মিটিয়ে পানি খেলো সে।

হামাগুড়ি দিয়ে একটা বড় গাছের তলায় এসে হাজির হলো এরফান বেশ কিছু ঝোপঝাড় জন্মেছে। অন্য ঝোপের ডাল ভেঙে এনে নিজের স ঝোপের সাথে লতা দিয়ে বুনে মোটামুটি একটা আশ্রয় তৈরি করে নিয়ে গুঁড়ির সাথে গুটি মেরে শুয়ে পড়ল সে।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বৃষ্টি থেমে গেছে অনেক ভাল বোধ করছে সে উঠে—কিন্তু শরীর তার এখনও দুর্বল।

গাছের গোড়াতেই পরিস্থিতিটা ভাল করে ভাবতে বসল সে। ওয়্যাগন রাকার কথা মিছেমিছি ভেবে লাভ নেই, নিক বা হিরামের মোকাবিলা করতে তার নিজেকে প্রথমে দুর্বলতা কাটিয়ে শক্তি ফিরে পেতে হবে সেজন্যে যথেষ্ট খাবার আর বিশ্রামের দরকার। আশেপাশে কোন ভাল আশ্রয় নেই খাবার যোগাড় করতে হলে যথেষ্ট পরিশ্রম দরকার—কিন্তু তার এই জখম নড়াচড়া যত কম করা যায় ততই ভাল।

বৈঁচির মত এক ধরনের ফল জন্মেছে ছোট ছোট ঝোপে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে অবসর নিয়ে নিয়ে ফল তুলে খেলো সে। ফলগুলো আকারে খুব ছোট ভাবে ওগুলো খেয়ে এখন অনেক ভাল বোধ করছে এরফান

আর একটু বেলা বাড়তেই ধীরে ধীরে মেঘ সরে গিয়ে রোদ উঠল। অল্প পরেই রোদের তাপে তার ভিজে জামা কাপড় থেকে বাষ্প উঠতে আরম্ভ করল রোদটা খুব আরামদায়ক মনে হচ্ছে এরফানের। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে চোখ বুজে রোদটাকে উপভোগ করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে। দুপুর

বেলা ঘুম ভাঙল তার। আরও কিছু ফল খেয়ে ঝর্নার ধারে গিয়ে পানি খেলো ও। সারাটা দিন ওর ফল খেয়ে আর ঘুমিয়েই কাটল। শেষে রাত এল, আবার ঘুমাল সে।

সকালে ঘুম ভাঙল তার। দুর্বলতা কাটেনি এখনও, তবে বিশ্রাম নিতে পেরে অনেক ভাল বোধ করছে ও। পকেট হাতড়ে দেখল ভাঁজ করা মাঝারি সাইজের ছুরিটা এখনও তার পকেটেই রয়েছে। সোজা দেখে লাঠির মত একটা ডাল কেটে নিল সে।

লাঠি হাতে হাঁটা ধরল এরফান। ওয়্যাগনের চাকার দাগ ধরেই এগুচ্ছে সে। দূরে কি যেন একটা পড়ে আছে মাটিতে। আরও কাছে এসে বুঝল ওটা একটা মানুষ। একটু ভাল করে লক্ষ করে খুঁজতেই ওরকম আর একটা দেহ নজরে পড়ল ওর আরও কিছুটা দূরে।

সোজা ধীর পায়ে হেঁটে প্রথম দেহটার কাছে পৌঁছল সে। সিরিলের লাশ ওটা। অসংখ্য গুলির চিহ্ন ওর দেহে। ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পকেট থেকে ভিওলার একটা ছবি আর অনেক দিনের পুরোনো কয়েকটা চিঠি পেয়ে সেগুলো নিজের পকেটে রাখল এরফান। নষ্ট করার মত সময় নেই ওর কিন্তু তবু এভাবে ফেলে যেতে পারল না সে সিরিলকে। ঘুরে ঘুরে পাথর খুঁজে এনে কোনমতে ওকে কবর দিতে অনেক সময় লেগে গেল এরফানের। কবর দেয়া শেষ করে আবার এগিয়ে চলল সে।

দ্বিতীয় দেহটা জোসেফ হকিনসের। ডেনিসের ছেলেদের একজন। মাত্র ষোলো বৎসর বয়স ছিল জো-র। দুটো গুলি খেয়েছে বেচারা বুকে।

'নিশ্চয়ই পিছনে আরও দেহ পড়ে আছে,' বিড়বিড় করে নিজেকেই বলল এরফান। কিন্তু সংখ্যায় তা খুব বেশি হবে না জানে, সে নিজেই পিছনে প্রায় শেষের দিকে ছিল।

টাঙে পৌঁছার আগেই আরও দুটো মৃতদেহ দেখল সে। একটা জ্যাক ওয়েস্টের কোম্পানীর লোক, অন্যটা টোনি ল্যাগারের।

টোনিও ব্যর্থ হয়েছে। সিম বয়েনকে হত্যা করে ভাইকে খুন করার প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছিল সে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। টাঙে পৌঁছে আর কয়জনকে মৃত দেখবে এরফান?

একটা ঝোপের আড়ালে বিশ্রাম নিতে নিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। একটা মহিষের বাচ্চার আর্তচিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল তার। দেখল চারটা বুনো নেকড়ে আক্রমণ করে ঘায়েল করে ফেলেছে মহিষের বাচ্চাটাকে। নেকড়েগুলোকে কোনমতে তাড়াতে পারলে বেশ কিছু মাংসের ব্যবস্থা হয়ে যাবে এরফানের। হুঙ্কার ছেড়ে লাঠি হাতে তেড়ে গেল সে ওদিকে। তিনটে নেকড়ে ওকে দেখেই চম্পট দিল, কিন্তু চতুর্থটা নড়ল না, দাঁত বের করে গলা দিয়ে ঘররর্ শব্দ তুলে ক্রুদ্ধ আওয়াজ করতে লাগল ওখানে দাঁড়িয়েই। এরফানকে আরও এগিয়ে আসতে দেখে একটু একটু করে পিছু হটতে আরম্ভ করল সে। তারপর ডাইনে চেয়ে বিপদ দেখলে পালাবার সহজ রাস্তা দেখে রাখল নেকড়েটা। কাছাকাছি এসে আর মাত্র

বিশ ফুট থাকতে লাঠি উঁচিয়ে আবার একটা বিকট হুঙ্কার দিয়ে ওকে দাবড়ানো ভঙ্গি করল সে। সত্যিই বিপদ হয় কিনা পরখ করে দেখার জন্যে আর দাঁড়াল না নেকড়েটা, আগেই দেখে রাখা পথ ধরে ছুটে পালাল।

মাংস আগুনে ঝলসে খেতে খেতে নতুন করে আবার ভাবতে বসল এরফান। ওরা টাঙে পৌঁছবার আগেই আঘাত হেনেছে নিক। নিশ্চয়ই ওখানে পৌঁছে এরফান তার দলবল নিয়ে কি করবে তা কোনক্রমে নিকের কানে গেছে—তাই সে আর তাদের বাইরে থেকে সাহায্য আসার অপেক্ষা করেনি। বৃষ্টিতে ওদের ওয়্যাগনগুলো অনেক ছড়িয়ে পড়ায় নিকের জন্যে আরও সুবিধা হয়েছে। যোগ্য আর সুদক্ষ পরিচালনায় কাজ হাসিল হয়েছে সুন্দর ভাবে—সন্দেহ নেই।

কিন্তু নিকের একটা অসুবিধাও রয়েছে। শুধু ওয়্যাগনগুলো দখল করলেই চলবে না ওর, সেগুলোকে জায়গা মত চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এত লোকজন নেই তার দলে। অন্তত ওয়্যাগনগুলো সে যেখানে নিতে চায় সেখানে পৌঁছানো পর্যন্ত চালক হিসেবে বেশ কিছু লোককে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তার। মেয়েদের ওপরেও এই মুহূর্তে কোন নির্যাতন হবে না, কারণ গোলমাল না করে ফোর্ট থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে চাইবে নিক। অর্থাৎ এখন হঠাৎ কপাল গুণে একটা সৈন্য দলের সাথে দেখা না হলে, কিংবা এরফান কিছু করতে না পারলে ওদের আর বাঁচার কোন আশাই নেই।

অবশ্য ওয়্যাগন ট্রেনের কেউ এখনও জানে না যে এরফান জীবিত আছে। এটাই তার সফল হওয়ার অনুকূলে সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

টাঙে পৌঁছে ওয়্যাগন ট্রেনের পরিত্যক্ত জায়গাতেই আগুন জ্বেলে সাথে করে বয়ে আনা বাকি মাংসটুকু খেয়ে নিল এরফান। পানি খেতে গিয়ে এই দুদিনের মধ্যে প্রথম বারের মত ক্ষতটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করল। মাথা ধুতে গিয়ে সে টের পেল যে গুলিটা তার খুলিতে লেগে ঘুরে মাথার চামড়ার তলায় এসে উঁচু হয়ে রয়েছে। চুল সরিয়ে খুব সাবধানে ছুরি দিয়ে মাথার চামড়া অল্প একটু কেটে জোর করে টেনে গুলিটা বের করে ফেলল সে তারপর ক্ষতটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে বিশ্রাম নিল।

অনেক রক্ত হারিয়েছে, আর অনেক হেঁটেছে সে। কিন্তু তবু বেশ অনেকটা ভাল বোধ করছে এখন। মাত্র অল্প কিছুটা পথ এসেছে সে গত দুইদিনে নিক এতক্ষণে অন্তত চল্লিশ মাইল পথ এগিয়ে গেছে। সম্পূর্ণ সুস্থ থাকলে সে পায়ে হেঁটেই ওদের ধরে ফেলতে পারত কিন্তু এই অবস্থায় ঘোড়া ছাড়া এরফানের পক্ষে ওদের নাগাল পাওয়া অসম্ভব।

চাকার দাগ দেখে এরফান ধারণা করল ওয়্যাগন ট্রেইনটা লিটল বিগ হর্নসের দিকেই গেছে। এখান থেকে বিশ মাইল। পানি সাথে নেয়ার কোন পাত্র নেই ওর কাছে। তবু সদ্য বৃষ্টি হয়েছে বলে হয়তো পথে মাঝে মধ্যে গর্তে জমে থাকা পানি পেয়ে যাবে এই আশায় বুক বেঁধে আবার রওনা হয়ে গেল সে।

তার সাথে একটা রাইফেল থাকলে আর খাবার চিন্তা করতে হত না তাকে। প্রচুর শিকার পাওয়া যায় এখানে। পথে অনেক বন-মুরগী, আর খরগোশ পড়ল

সামনে। বিকেলের দিকে কয়েকটা হরিণও দেখল সে। কিন্তু এখানে নেকড়ে নেই যে তার হয়ে শিকার করে দেবে।

দূরে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার দেখে চট করে ঝোপের ভিতর লুকাল এরফান। এত দূর থেকেও ইন্ডিয়ানদের চিনতে ভুল হয়নি তার। একটু কাছে আসতেই সে দেখল ছয়জন ইন্ডিয়ান ওয়্যাগন ট্রেইল ধরেই এগিয়ে আসছে।

শক্ত করে ছুরি ধরে দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে সে। নবীন সু যোদ্ধা এরা। কোনক্রমে এরফানের খোঁজ পেলে সাথে সাথেই বিনা দ্বিধায় খুন করবে ওরা াকে। একটা ছুরি ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই ওর কাছে। হঠাৎ কেন যেন লাগাম টেনে থেমে দাঁড়াল ওরা। এরফান লক্ষ করল ওদের মধ্যে লম্বা গড়নের একজন ইন্ডিয়ান তার পায়ের ছাপ দেখতে পেয়ে ঝোপগুলোর দিকে চেয়ে রয়েছে। ঘোড়া ঘুরিয়ে এদিকে রওনা হতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু সাথীদের ডাকে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরে গেল চলে যাবার সময়েও দুবার সে এদিকে ফিরে চেয়ে দেখল।

এরফান চট করে তার গুপ্ত জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এল না। পাহাড়ের পাথর আর ঝোপের আড়ালের পুরো সুযোগ নিয়ে লুকিয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করল সে। কয়েক মিনিট পরেই ও দেখতে পেল সাদা-কালো ফুটি দেয়া টাট্টু ঘোড়ায় চড়া সেই ইন্ডিয়ানটা ফিরে আসছে।

বোঝাই যাচ্ছে সামনে এগিয়ে ওই একই পায়ের ছাপ আর দেখতে না পেয়ে সে বুঝে নিয়েছে কেউ একজন ঝোপের-ভিতর লুকিয়ে আছে। দলের অন্য সবাইকে কিছু না বলে সে একাই চলে এসেছে লোকটাকে খুঁজে বের করে খুন করার জন্যে এরফান ভাল করে লক্ষ করে দেখল—ইন্ডিয়ান লোকটা ক্ষিপ্র আর শক্তিশালী কিন্তু এরফান ভাবছে অন্য কথা, ওই পোনিটার কথা। ওটা যদি কোনমতে হাত করতে পারে সে তবে তার অনেক সমস্যার সমাধান হয়। উবু হয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

সিউ লোকটা পায়ের দাগ ধরে এরফানের প্রথম আস্তানাটার দিকে এগিয়ে গেল ত সাবধানে ঝোপের ভিতর আরও পিছনে সরে গেল এরফান। পিছু হটে যাবার সময়ে ঘাস, পাতা সব আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে এনে তার চলার সব চিহ্ন ঢেকে ফেলল সে নিপুণ হাতে। লোকটাকে আক্রমণ করতে যাওয়া তার এই দুর্বল অবস্থায় আত্মহত্যারই সামিল হবে। প্রথম চোটেই ঘায়েল করতে না পারলে আক্রমণ করে কোন লাভ নেই

একটা ঘন ঝোপের কাছে এসে ঝোপটার পিছনে গিয়ে ঘাসের ভিতর লুকিয়ে শুয়ে পড়ল সে মাটির সাথে একেবারে লেপ্টে সোজা করে রাখা রয়েছে ওর বাম পা, কিন্তু ডান পা-টা মাটির সাথে মিশে থাকলেও ওটা ভাঁজ করে একটা খাঁজের সাথে পায়ের পাতা আটকানো। দরকার পড়লে দ্রুত নড়তে বা লাফ দিতে পারার জন্যেই এই ব্যবস্থা নিয়েছে এরফান। ছুরি আঁকড়ে ধরা হাতটা ঘেমে উঠেছে তার অপেক্ষার উত্তেজনায় বাম হাতের হাতায় হাত মুছে নিল সে।

ঝোপের ভিতর থেকে কোন শব্দই শুনতে পেল না এরফান, কিন্তু চোখ তুলে হঠাৎ করেই দেখতে পেল লোকটা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মেদহীন

শক্তিশালী পেশীগুলো দেখা যাচ্ছে। তার চোখ সামনের উপত্যকার ঝোপগুলো খুব খেয়াল করে নিরীখ করছে। ওর হাতে একটা ধনুক, তাতে ধনুক ছোঁড়ার জন্যে তীর লাগানোই আছে।

এরফানকে বলে দিতে হলো না ওর পক্ষে কত দ্রুত ওই তীর ছোঁড়া সম্ভব—সে আগেও সুদের তীর ছুঁড়তে দেখেছে। একেবারে স্থির হয়ে রয়েছে সে। খুব ধীরে শ্বাস নিচ্ছে, তার চোখ দুটো আটকে রয়েছে সু যোদ্ধাটার ওপর। এখন আর কোন উপায় নেই, খুব কাছে এসে পড়েছে লোকটা—একটু পরেই সে ধরে ফেলবে পিছিয়ে এসে এরফান কোথায় লুকিয়েছে। আচমকা নিঃশব্দে আক্রমণ করে প্রথম আঘাতেই ওকে শেষ করতে না পারলে আর রেহাই নেই তার।

লোকটার বয়স কম হলে কি হবে, খুব সাবধানী। যুদ্ধ করে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে ও তা ওর চলাফেরা দেখলেই বোঝা যায়। ছুরিটা শক্ত মুঠোয় ধরে অপেক্ষা করে রইল এরফান।

ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে লোকটা উবু হয়ে পায়ের ছাপগুলো দেখল, তারপরেই হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাইল। লোকটা এরফানের এত কাছে রয়েছে যে প্রতিটি ভাবের বদল স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে ওর মুখে। লোকটা টের পেয়ে গেছে যে যাকে অনুসরণ করছে, সে পালাবার চেষ্টা করছে না। ছাপ গোপন করার কৌশল তার প্রতিদ্বন্দ্বীর জানা আছে।

নড়ে উঠল এবার লোকটা—ধীর পায়ে এরফানের দিকেই এগিয়ে আসছে।-লম্বা ঘাসের ওপর তার পায়ের চাপে ঘাস সামান্য বাঁকা হচ্ছে।

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটল এরফান। প্রায় তার উপরে এসে পড়েছে লোকটা, কিন্তু তার নজর সামনের দিকে দূরের ঝোপগুলোর ওপর। একটু ইতস্তত করল সে, দম বন্ধ করে আছে এরফান—এক পা, তারপর আর এক পা আগে বাড়ল ইন্ডিয়ানটা।

লম্বা একটা নিঃশব্দ লাফে উঠে দাঁড়াল এরফান। সামান্য শব্দে কিংবা আন্দাজেই বিপদ আঁচ করে বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়াল সে। তীর ধনুক ব্যবহার করার আর সময় নেই, এরফান অনেক কাছে এসে গেছে। ওগুলো হাত থেকে ফেলে দিয়ে কোমরে গোঁজা ছুরি বের করার চেষ্টা করল সে। আঘাত হানল এরফান কিন্তু ছুরিটা ওর হাতের ওপরের অংশে পড়ল।

দরদর করে রক্ত বেরিয়ে হাতটা লাল হয়ে গেল ওর। এরফানের বাম হাতের একটা ঘুসি তার মুখের ওপর পড়তেই একটু টলে উঠে পিছিয়ে গেল সে। এবার নিচের দিকে পেট লক্ষ্য করে ছুরি চালাল এরফান। এবারও লোকটা ঠেকিয়ে দিল ওর আঘাত। পেটের কাছে কেবল একটা সরু লাল আঁচড় দেখা যাচ্ছে। ছুরি বেরিয়ে এসেছে এখন ওর হাতে।

বাম হাতে আবার একটা ঘুসি মেরে ছুরিটা দিয়ে খোঁচা মারল এরফান। এবার জায়গামত বিঁধে গেল ছুরিটা। হাঁ করে শ্বাস নিল ইন্ডিয়ান লোকটা, তার কালো চোখ দুটো লড়াইয়ের উন্মাদনা, ঘৃণা আর ব্যথায় ভীষণ দেখাচ্ছে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে।

ওর দেহটার পাশেই বসে পড়ল এরফান। হাপরের মত হাঁপাচ্ছে সে। একটু জিরিয়ে নিয়ে ইন্ডিয়ান যোদ্ধার দেহটা চিত করে নিজের ছুরিটা বের করে ঘাসে মুছে নিল সে। এখানে আর থাকা নিরাপদ হবে না, ওর সঙ্গীরা এখনই ফিরে এসে ওর খোঁজ করবে। ওর ফেলে দেয়া তীর-ধনুক তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল এরফান।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে একটু ইতস্তত করল সে। সেই সাদাকালো পোনিটা মাত্র বিশ ফুট দূরেই একটা গাছের সাথে বাঁধা। এগিয়ে গেল এরফান—রক্তের গন্ধ পেয়ে ঘোড়াটা ঝটকা দিয়ে মাথা তুলে বড় বড় ভীত চোখে চাইল ওর দিকে। এগিয়ে গিয়ে ওর লাগাম ধরে নিচু স্বরে কথা বলে আর ওর কাঁধে আদর করে কয়েকটা মৃদু চাপড় মেরে শান্ত করল সে ঘোড়াটাকে।

ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে গেল এরফান। জিন থাকে না ইন্ডিয়ানদের ঘোড়ায়, খুব অসুবিধা হচ্ছে দুর্বল শরীর নিয়ে এভাবে ঘোড়া চালাতে—কিন্তু উপায় নেই। ইন্ডিয়ান বাকি পাঁচজনকে যেদিকে যেতে দেখেছে সেদিকে না গিয়ে উত্তর দিকে চলল সে অন্যপথ ধরে। লড়াইয়ের জায়গা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে চলে আসার পর সে আবার লিটল বিগ হর্নসের পথ ধরে অনেক দূর এগুলো। উত্তেজনা আর অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে মাথাটা দপদপ করছে ওর—গা গুলিয়ে উঠে বমি আসছে তার—আর পারছে না, ভীষণ দুর্বল বোধ করছে এরফান। দুর্বল শরীর নিয়ে আর জিন ছাড়া ঘোড়ার ওপর বসে থাকতে পারল না—মাটিতে পড়ে জ্ঞান হারাল সে। ঘোড়াটা স্বাধীনতা পেয়ে একছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরফান যখন চোখ খুলল চারদিকে অন্ধকার হয়ে গেছে তখন। হামাগুড়ি দিয়ে একটা মোটামুটি আশ্রয় খুঁজে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে। এখন তার সবচেয়ে বেশি দরকার বিশ্রাম।

ভোরের বেলা ঝোপের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে তার ঘুম ভাঙাল। অল্প দূরেই লিটল বিগ হর্নসের ঝর্নাটা দেখতে পেল সে। ঘোরের মধ্যে ঘোড়া চালিয়ে যে সে এতদূর চলে এসেছে ভাবতেই পারেনি এরফান। স্নান সেরে নিয়ে কিছুটা সুস্থ বোধ করে হেঁটে এগিয়ে গেল সে। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ঘোড়াটাকে হারালেও তীর ধনুক হারায়নি ও। যদিও ওতে তেমন হাত নেই তার, তবু বলা যায় না, কিছু একটা শিকার হয়তো কপাল গুণে পেয়েও যেতে পারে। ওয়্যাগন ট্রেনটা যেখানে আস্তানা গেড়েছিল সেই জায়গায় হাজির হলো এরফান।

একটা উঁচু বড় গাছের কাছে দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখে নিচ্ছে সে, হঠাৎ ঝোপের মধ্যে কিসের যেন একটা নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেল। চট করে লুকিয়ে পড়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল এরফান। আবার শোনা গেল শব্দটা।

একটা ঘোড়া ঝোপের মধ্যে দিয়ে চলছে। একটু খোলা জায়গায় এসে এখন সেটা ইতস্তত করছে। কান খাড়া করে থেকে সে আর একটা শব্দ শুনতে পেল। তারপরেই তিনজন ক্রুল ইন্ডিয়ান চোখে পড়ল ওর। সন্দেহ নেই ওরা ওই ঘোড়সওয়ারকেই অনুসরণ করছে তার অজান্তে। ঘোড়াটা আবার আগে বাড়তে আরম্ভ করল। সরাসরি এরফান যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকেই আসছে ঘোড়াটা!

ধনুকে একটা তীর লাগিয়ে তৈরি হলো এরফান। অপেক্ষা করছে সে। এরফানের বেশ কাছেই ঝোপের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল ঘোড়াটা। মুহূর্তে হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। তারই ঘোড়া, ডোনটা বেরিয়ে এসেছে ঝোপের ভিতর থেকে।

সাবধানে একটা হাত তুলল সে। ঘোড়াটা মাথা তুলে চাইল ওর দিকে। চিনতে পেরেছে তাকে ঘোড়াটা—ইশারা অনুযায়ী থেমে দাঁড়াল ওটা। ওর দিকে এগিয়ে গেল এরফান। ঘোড়াটাও গলা বাড়িয়ে ওকে একবার শুঁকে দেখে মালিক সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলো। এরফান তার কানেকানে বলল, 'লক্ষ্মী ছেলের মত দাঁড়াও, একটা কাজ সারতে হবে আমার।' ঘোড়ার পিঠে ঝোলানো খাপ থেকে নিজের উইনচেস্টারটা বের করে নিল সে।

একজন ইন্ডিয়ান ঘোড়াটাকে সওয়ারহীন মনে করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে একেবারে খোলা জায়গায় দাঁড়াল। এরফানকে দেখে ভীষণ ভাবে চমকে উঠেই ঝট করে রাইফেল তুলে গুলি করল লোকটা। রাইফেল না উঠিয়ে কোমরের কাছ থেকেই গুলি চালাল এরফান—পড়ে গেল লোকটা। সময় নষ্ট না করে দ্বিতীয় ইন্ডিয়ানটার দিকে গুলি ছুঁড়ল সে। মুহূর্তে ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হলো ওরা দুজন।

ঘোড়ায় উঠে বসল এরফান। খাবার আর গুলি সবই রয়েছে ঘোড়ার ওপর -একটা ব্যাগে। কি ঘটেছিল বোঝাই যাচ্ছে—গোলাগুলির শব্দে ভয় পেয়ে প্রথমে ছুটে পালিয়েছিল ঘোড়াটা, পরে ভয় কেটে গেলে তার পরিচিত আর সব ঘোড়ার সঙ্গ খুঁজতে ওয়্যাগন ট্রেনের পিছু পিছু হাঁটা আরম্ভ করেছিল।

কয়েক মিনিট ঘোড়া চালিয়েই এরফান বুঝে নিল ওয়্যাগন ট্রেনটা এখান থেকে বিগ হর্নসের দিকেই রওনা হয়েছে। সাত পাঁচ ভেবে সে ফোর্টের দিকে গিয়ে সাহায্য নেয়াই ভাল মনে করল।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফোর্টের দিকে রওনা হলো সে। শরীর খুব দুর্বল হলেও নিজের ঘোড়া আর রাইফেল ফেরত পেয়ে সে মনে মনে অনেক সবল বোধ করছে। ডানটাও তার পুরোনো মালিককে পিঠে চাপাতে পেরে খুশি মনে বেশ দ্রুত ছুটে চলেছে। নদীর পুব পাড় আর অন্যপাশে ছোট ছোট পাহাড়ের মাঝ দিয়ে যেতে যেতে একটা অনেক পুরোনো বিরাট চুলো নজরে পড়ল তার।

এটাই হচ্ছে সুদের সাথে কাস্টারের প্রচণ্ড লড়াইয়ের ক্ষেত্র। পুরো এলাকাটাতেই তার বিভিন্ন চিহ্ন পড়ে আছে। টুপি, ছেঁড়া কাপড়, বৃষ্টি বাদলে ক্ষয়ে যাওয়া জিন, পানির কৌটা ইত্যাদি নানা জিনিস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। অল্প জায়গাতেই ঊনসত্তরটা কবর দেখল সে। একটা গাছের তলায় সৈনিকের টুপি পরা একটা মাথার খুলি পড়ে আছে।

থামল না এরফান। নষ্ট করার মত সময় নেই তার। মাঠটা পার হয়ে আবার ফিরে নদীর ধার ঘেঁষে চলতে লাগল সে। মাঝে একবার মাত্র নদীর ধারে ঘোড়াকে পানি খাইয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছিল ও। প্রায় ভোরের দিকে দূরে ফোর্টটা নজরে পড়ল তার।

এখনও সৈন্যদের ব্যারাকের নির্মাণ কাজ চলছে। এত ভোরেও কিছু কাঠ মিস্তিরি কাজে যাচ্ছে। ক্লান্ত ঘোড়া নিয়ে অবসন্ন দেহে ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকল এরফান।

তাকে বাধা দিল প্রহরী। সে যে রেড ইন্ডিয়ান নয় দেখে অবাক হলো সেন্ট্রি। বড় বড় দাড়ি হয়ে গেছে, মাথার ক্ষতে এখনও রক্ত জমে আছে, জামা কাপড় ধুলো আর কাদায় একাকার। 'তোমাদের কম্যান্ডিং অফিসার কোথায়?' প্রশ্ন করল এরফান।

সন্দিগ্ধ চোখে ওর দিকে চেয়ে হাত তুলে একটা তাঁবু দেখিয়ে দিল সে। ঘোড়া নিয়ে ওদিকে এগিয়ে গেল এরফান। মনে মনে সে চাইছে তার পরিচিত আগের অফিসারটাই যেন থাকে। ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে গেল সে। তাঁবুর ক্যানভাসের ঝাঁপটা তোলাই রয়েছে।

লম্বা একজন সোনালী চুলওয়ালা যুবক তার ক্যাম্প টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন লিখছে। এরফান কথা বলতেই কাজে বাধা পেয়ে বিরক্ত চোখ তুলে তাকাল সে। সংক্ষেপে ঘটনা খুলে বলল এরফান। কিন্তু বর্ণনা করার সময়েই অফিসারের চোখে অবিশ্বাস ফুটে উঠতে দেখল সে।

'তুমি আমার কাছে একদল সৈন্য তোমার সাথে পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করতে এসেছ?' প্রশ্ন করেই ওর জবাবের অপেক্ষা না রেখেই সে আবার বলল, 'কিন্তু আমার প্রতি নির্দেশ আছে যে আমি দরকার মনে করলেও যেন কোনক্রমেই কোথাও সৈন্য না পাঠাই। আর তাছাড়া তোমার কথায় বোঝা যাচ্ছে বিরোধটা ওয়্যাগন ট্রেইনের লোকজনের নিজেদের মধ্যে, ইন্ডিয়ানদের সাথে নয়--এসব আমার মাথাব্যথা নয়।'

'কিন্তু শোনো!' প্রতিবাদ করল এরফান, 'লোকগুলো দাগী আসামী! ওদের একজন হচ্ছে ন্যাচেস হত্যাকাণ্ডের নায়ক সিম বয়েন!'

'আমি দুঃখিত,' মাথা নাড়ল অফিসার। 'আমার পক্ষে এ ব্যাপারে কিছুই করা সম্ভব নয়। আমার নির্দেশ হচ্ছে ইন্ডিয়ানদের সাথে গোলমাল এড়িয়ে এই দুর্গ তৈরির কাজ শেষ করা। কোন ওয়্যাগন ট্রেইন বা সিম বয়েন বলে কোন লোকের সম্পর্কে আমার কাছে কোন খবর আসেনি। ফালতু এক লোক এসে চাইলেই আমি সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে পারি না!'

'শোনো হে, ছোকরা—মুখ সামলে কথা বলো,' খেপেছে এরফান। 'আমি একজন ইউ.এস. ডেপুটি মার্শাল!'

'তাই নাকি?' বিদ্রূপ করে বলল অফিসার। 'তা, সাথে কাগজপত্র আছে তো? নাকি মুখে মুখেই?'

কাগজ বের করার জন্যে পকেটে হাত দিল এরফান। নেই! ওরা কাগজটা নিয়ে গেছে! 'না, নেই,' রাগে লাল হয়ে জবাব দিল সে। 'ওরা চুরি করে নিয়ে গেছে ওটা।'

কাঁধ উঁচাল অফিসার। 'আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হবে না। আসলে আমি বদলীতে কাজ করছি, কম্যান্ডিং অফিসার সোমবারেই ফিরে আসবেন. হয়তো

তিনি সাহায্য করতে পারবেন তোমাকে।'

'সোমবার?' চোয়ালের পেশী শক্ত হয়ে উঠল এরফানের। 'কিন্তু সে তো এখনও তিনদিন—অনেক দেরি হয়ে যাবে তখন!'

'আমি দুঃখিত,' বলে মাথা নিচু করে নিজের কাজে মন দিল সে।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে ক্যাম্পের বাবুর্চিখানার দিকে এগুলো সে। চুলো থেকে তখনও অলসভাবে ধোঁয়া উঠছে। 'খাবার কিছু আছে?' প্রশ্ন করল এরফান ক্লান্ত স্বরে।

'নিশ্চয়ই।' ওর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে উৎসাহের সাথে জবাব দিল বাবুর্চি। 'তোমার এই অবস্থা হলো কি করে, কি ব্যাপার?'

খাওয়ার শেষে কফির কাপ হাতে ব্যাখ্যা দিল এরফান। মাথা ঝাঁকাল শেফ, 'এই অফিসারের কাছ থেকে এর বেশি আশা করাও যায় না আদেশ না পেলে বা আইনে না থাকলে এক পাও এদিক ওদিক নড়বে না।'

'কিছু খাবার প্যাক করে দিতে পারবে তুমি আমাকে?'

অবাক হয়ে মুখ তুলে চাইল সে। 'তুমি কি আবার ওদের পেছনে যাচ্ছ নাকি? এই অবস্থায়?'

'হ্যাঁ, একটু পরেই যেতে হবে আমাকে।'

'তোমার কিছু বিশ্রাম দরকার। তোমার ঘোড়াটারও তাই দরকার। তোমার জন্যে খাবার আমি প্যাক করে দেব, চিন্তা কোরো না। আর হ্যাঁ ভাল কথা, এখানে ওই তৃতীয় বাড়িতে একজন ছুতোর থাকে, ওর কাছে একেবারে নতুন দুটো কোল্ট পিস্তল আছে তোমার কাছে টাকা থাকলে ওগুলো কিনতে পারো তুমি।'

দিনের আলো ফুটতেই কোমরের দুপাশে দুটো কোল্ট ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল এরফান। এখনও কোন প্ল্যান করেনি সে, বর্তমানে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনমতে ওই ওয়্যাগন ট্রেনটার কাছাকাছি পৌঁছানো। তারপর রাউডি বা ডেনিসের সাথে যদি যোগাযোগ করা সম্ভব হয়—মানে কিছু সৎ লোকের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে পারলেও একটা মোটামুটি আশা থাকবে জেতার।

পরদিন সকালে সে আবার ওয়্যাগন ট্রেনের ট্রেইলের দেখা পেল। ফোর্টের ক্যাম্পে দাড়ি কামিয়ে গোসল করে মোটামুটি চাঙ্গা হয়ে উঠেছে সে। ফোর্টের ডাক্তার তার ক্ষত ভাল করে পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে।

কোল্ট দুটো পরীক্ষা করে দেখল এরফান। সত্যিই সুন্দর মাপ আর ওজন মত বানানো হয়েছে ওগুলো। তার আগের পিস্তলগুলোর চেয়ে অনেক উন্নত মানের অস্ত্র এগুলো। দুটো খরগোশের ওপর নিজের তাক পরীক্ষা করে দেখে নিল সে তারপর যত্নের সাথে খালি ঘরে দুটো গুলি ভরে পিস্তল দুটো আবার খাপে রেখে দিল।

ঘোড়া চালানো আর বিশ্রাম করার মধ্যেই কাটল ওর বেশির ভাগ সময়। কেবল বিশ্রাম নেয়ার সময়েই কফি অথবা সূপ তৈরি করে খেয়েছে সে, এছাড়া অন্য সময়ে ঘোড়ার ওপরই খাওয়া সেরেছে। এফ.সি. স্মিথ ফোর্টের ধ্বংসাবশেষের কাছে এসে দেখল একটা লোকের দেহ পড়ে আছে। লোকটা পল

ডোভারম্যান। দেহটা ঝোপঝাড় দিয়ে আংশিক ঢাকা রয়েছে। অমানুষিক ভাবে নির্মম প্রহার করার পরে তিনটে গুলি করা হয়েছে তাকে।

কঠিন হয়ে উঠল এরফানের মুখ। লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে দ্রুত দক্ষিণ দিকে ঘোড়া ছোটাল সে। চাকার দাগ একটা গভীর উপত্যকায় নেমে গেছে। উঁচু পাহাড়ের ভিতর ঢুকে গেছে উপত্যকাটা। ওদিক দিয়ে যাবার কোন পথ নেই। ঘোড়াকে এবার সাবধানে হাঁটিয়ে নিয়ে এগুলো সে। ওয়্যাগন ট্রেনের কাছাকাছি এসে পড়েছে–চাকার দাগ পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে।

একটা ছোট্ট পানির ধারার কাছে থেমে সেখানে পানি খেয়ে নিল এরফান। একটা গোঙানির শব্দ শুনে ঝট করে পিস্তল হাতে ঘুরে দাঁড়াল সে। হিরাম ম্যাক্সওয়েলের সাথে চোখাচোখি হলো তার।

সামনেই পানির ধারে কাত হয়ে পড়ে আছে হিরাম–মুখটা অসহ্য যন্ত্রণায় ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার! ছুটে চলে এল এরফান ওর পাশে। ওর কাঁধে হাত রেখে সে ডাকল, 'হিরাম! কি হয়েছে তোমার? এমন কি করে হলো?'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে চেনার চেষ্টা করল হিরাম। 'এরফান···শেষ করো ওকে। নিক···মেরে ফেলো···' স্বর মিলিয়ে গেল ওর। লোকটা যে কিভাবে এখনও কথা বলতে পারছে সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। একটা দুটো নয়, পাঁচ পাঁচটা গুলি করা হয়েছে ওর পেটে!

'তুমি···ঠিক বলেছিলে···লোকটা···' একটু দম নেয়ার জন্যে থামল সে। 'চুরি করে গুলি করেছে···যাও···শিগ্‌গির।'

পানির বোতল খুলে ওকে পানি খাওয়ানোর চেষ্টা করল এরফান, কিন্তু হাত দিয়ে ঠেলে বোতল সরিয়ে দিল হিরাম। 'যাও···ওকে শেষ করো!'

হঠাৎ একটা নতুন শব্দ কানে এল তার। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করল সে। আবার শুনল সে শব্দটা···কুঠারের আঘাতে গাছ কাটার শব্দ।

তাহলে সে সত্যিই খুব কাছে পৌঁছে গেছে। পিস্তল দুটো টেনে একটু ঢিলে করে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে। তার প্রত্যেকটা স্নায়ু শান্ত হয়ে তৈরি হয়ে আছে।

বারো

ওয়্যাগন ট্রেনের লোকদের কার ভাগ্যে যে কি ঘটছে কিছুই জানে না এরফান। সে শুধু এটা বুঝছে যে রাস্তার শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে ও এখন। এইবার শেষ বারের মত নিক উলফের মুখোমুখি হবে সে···পিস্তল হাতে। কিন্তু এই লড়াইটা ঠিক তার আগের অন্যান্য লড়াইয়ের মত নয়। এর ওপরই নির্ভর করবে অনেকের জীবন আর তাদের সুখের স্বপ্ন।

এই কারণেই তাকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সতর্ক ভাবে প্ল্যান তৈরি করতে

হবে। একমাত্র খুব দ্রুত আঘাত হানতে পারলেই তাদের জয় সম্ভব। কোনমতেই বিপক্ষ দলের গুণ্ডাগুলোকে সংঘবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নেয়ার সময় দেয়া চলবে না। কৌশলে নিজের লোকেদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়ার একটা ফন্দি তার খুঁজে বের করতে হবে।

যে করেই হোক নিককে খুঁজে বের করে তাকে শেষ করতেই হবে। এই সবকিছুর গোড়াই হচ্ছে নিক—সে-ই চালাচ্ছে সবাইকে, সুতরাং তাকে হত্যা করতে পারলেই ওদের ভাঙন ধরবে।

হিরাম ম্যাক্সওয়েলকে ওভাবে খুন করার থেকেই বোঝা যায় কি ধরনের নিষ্ঠুর, বিকৃত মস্তিষ্ক আর নীচ খুনী সে। ওই ভাবে কোন মানুষকে পেটে গুলি করে ফেলে রাখার অর্থ হচ্ছে লোকটা যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করার আগে না মরে। কোনরকম সাহায্যেই আর হিরামের কোন উপকার হবে না—মরতেই হবে তাকে।

হিরামের কাছ থেকে সরে এসে ঝোপের মধ্যে ভাল ঘাস আছে এমন জায়গায় ঘোড়াটাকে লুকিয়ে বেঁধে রাখল এরফান। পিস্তল দুটো বের করে আর একবার পরীক্ষা করে দেখল, বেল্টের সব কয়টা ঘরে গুলি ভরা আছে কিনা তাও দেখে নিল। তারপর ঝোপের আড়াল দিয়ে খুব সাবধানে এগিয়ে গেল সে। একটা ক্লিফের ধারে এসে থামল এরফান।

নিচে, মাত্র ষাট ফুট দূরে একটা পাহাড়ের দেয়ালে ঘেরা সবুজ উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। ক্লিফের উপর থেকে একটা ছোট্ট জলের ধারা নিচে খানিকটা জমে থাকা পানির ওপর আছড়ে পড়ছে। কাছেই কয়েকজন লোক লম্বা লম্বা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বাড়ির কাঠামো তৈরি করতে লেগে গেছে। ওদের পাহারা দিচ্ছে নিকের লোক।

এই কারণেই তবে ওদের এখনও মারা হয়নি! একেবারে শেষ পর্যন্ত ওদের ব্যবহার করে নিচ্ছে সিম বয়েন। মেয়েদের কোন চিহ্ন দেখা গেল না ওখানে।

ক্লিফের ধারে শুয়ে ভাল করে ওদের অবস্থানটা খেয়াল করে দেখল এরফান। ভিতরে ঢোকার একটাই মাত্র পথ আছে যেটা ব্যবহার করা যেতে পারে। যে পথ দিয়ে ওরা ওয়্যাগন নিয়ে ঢুকেছে সেই পথটায় নিঃসন্দেহে অনেক লোক পাহারায় থাকবে। এ ছাড়া আর একটা পথই আছে, সেটা হচ্ছে ওদিককার পাহাড়ে একটা ফাটল। ঢালু হয়ে গিয়ে নিচের উপত্যকায় মিশেছে। শুয়ে শুয়েই সে লক্ষ্য করল কয়েকজন লোক কুড়াল কাঁধে ওই দিকেই রওনা হলো। দুজন গার্ডও গেল ওদের পিছু পিছু। বোঝা গেল ওখান থেকেই ঘর বানাবার কাঠ কাটছে ওরা। যেখান দিয়ে ষাঁড়ের সাহায্যে কাঠ টেনে নেয়া হয়েছে সেখানে কাঠ-টানার স্পষ্ট দাগ দেখা যাচ্ছে।

নিজের জায়গা থেকে পিছিয়ে গিয়ে গাছের আর ঝোপের আড়াল দিয়ে সে ওই পাহাড়ের ফাটলটার দিকে রওনা হয়ে গেল। মাত্র মাইলখানেক পথ, কিন্তু ওইটুকু যেতেই ওর একঘণ্টার উপরে লেগে গেল। ওরা তাকে দেখে ফেলতে পারে এমন কোন ঝুঁকি নেয়নি সে।

ওখানে পৌঁছেই কুঠার দিয়ে কাঠ কাটার শব্দ কানে গেল তার। একটা ঘন ঝোপের আড়ালে নিজেকে ভাল মত গোপন রেখে ওদের ওপর নজর রাখতে লাগল। সবাইকে বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে।

ছয়জন লোক আর দুজন গার্ড গার্ড দুজনের হাতে রয়েছে ছররা বন্দুক। এরফানের সামনেই তৃতীয় একজন গার্ড ক্যাম্প থেকে আরও দুজনকে পৌঁছে দিয়ে গেল। লোক দুজনকে চিনতে অসুবিধা হলো না—একজন রাউডি আর অন্যজন সায়মন হকিন্স।

একটু অপেক্ষা করে মাথাটা একটু উঁচিয়ে লুক পাখির ডাক ডাকল এরফান। ওর তীক্ষ্ণ চোখ খেয়াল রেখেছে রাউডির দিকে। দেখল ডাকটা শুনে সিধে হয়ে গেল রাউডি, তারপর ডান হাত দিয়ে নিজের ভুরু মুছল। রাউডি শুনেছে তার ডাক…সে জানে!

হঠাৎ তার উল্টো দিকে ওদের পিছনে ঝোপের ভিতর থেকে রাইফেল হাতে একটা লোক বেরিয়ে এল। লোকটা এমিল ব্যাশার।

এরফান স্থির হয়ে বসে অপেক্ষা করছে। মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে তার, বুকটা উত্তেজনা আর আশঙ্কায় ঢিপঢিপ করছে, রাউডি যদি তার পাখির ডাক শুনে থাকে তবে এমিলও নিশ্চয়ই শুনেছে, আর এমিলের হাতে রাইফেল থাকার মানেই হচ্ছে সে-ও নিকের দলের লোক। ইন্ডিয়ানদের সাথে যুদ্ধ করেছে এমন যে-কোন লোক ওই ডাক চিনবে। তবে এমিলের চেহারায় কোনই পরিবর্তন লক্ষ করা গেল না—বোঝা যাচ্ছে না সে ডাকটা শুনেছে কিনা।

রাউডি তার গাছ কোপানোর জায়গা বদলাল। এখন এমন ভাবে দাঁড়িয়েছে যে চোখ তুললেই সে এরফান যেখানে লুকিয়ে আছে সেদিকটা দেখতে পাবে। গাছে একটা কোপ দিয়েই সে আবার সোজা হয়ে ডান হাত দিয়ে নিজের ভুরু মুছল। এরফানকে সে জানিয়ে দিতে উদগ্রীব যে সে ডাকের মর্ম বুঝেছে আর যে-কোন পরিস্থিতির জন্যেই সে তৈরি আছে।

এমিলের দিকে চোখ ফেরাতে গিয়ে চমকে উঠল এরফান। আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না তাকে।

ঝোপের ভিতর আরও পিছনে সরে গেল এরফান। ছুরিটা বেরিয়ে এসেছে তার হাতে। গাছের আড়ালে আড়ালে বেশ কিছুটা সরে গিয়ে একটা উপড়ে পড়া গাছের গুঁড়ির পিছনে লুকাল সে।

ইচ্ছাকৃত ভাবে ঝোপের মধ্যে দিয়ে আওয়াজ তুলে এগিয়ে এল ব্যাশার। যেখান থেকে ডাকটা এসেছিল সেই জায়গায় পৌঁছে একটু দাঁড়াল সে। তারপর তার রাইফেলটা একটা গাছের সাথে হেলান দিয়ে রেখে প্রায় বিশ ফুট হেঁটে গিয়ে অন্য একটা গাছের গুঁড়িতে পিঠ ঠেকিয়ে আরাম করে বসে পাইপ ধরাল এমিল।

তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। সে ভাল করেই জানে যে এরফান বা অন্য কেউ আশেপাশেই আছে। যে-ই থাক, এমিল বোঝাতে চাইছে যে ওকে ভয় করার কিছু নেই। নিশ্চিত হতে না পেরে চুপচাপ অপেক্ষা করল এরফান। অল্পক্ষণ পরে মুখ থেকে পাইপটা বের করে এমিল বলে উঠল, 'জেসাপ, ডাকটা যদি তুমিই

দিয়ে থাকো ভয়ের কিছু নেই, কথা বলতে চাই আমি তোমার সাথে। ডাকটা তোমার স্বরের মতই লাগল।'

শুধু মাত্র এমিল শুনতে পায় এমন ভাবে এরফান জাবাব দিল, 'তুমি ভাল লোক বলেই জানতাম, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তুমি বিপক্ষ দলের সাথে রয়েছ–তোমাকে হত্যা করতে হবে আমার।'

'শার্টের তলায় পিস্তল আছে আমার,' জবাব দিল এমিল। 'কিন্তু সেটা বের করার আগেই অনায়াসে তুমি আমাকে গুলি করে শেষ করতে পারবে। অবশ্য তুমি গুলি করবে না জানি, সম্ভবত নীরবে কাজ সারার জন্যে ছুরি নিয়ে তৈরি হয়ে আছ, কিন্তু সে কথা যাক, সামনে আসতে না চাইলেও ক্ষতি নেই, ওখান থেকেই না হয় আমার কথা তুমি শোনো।

'মেয়েরা সবাই এখন পর্যন্ত নিরাপদেই আছে কিন্তু আজই ওদের নিরাপদ থাকার শেষ দিন। আমি অনেক বুঝিয়েছি নিককে যে মেয়েরা ভাল থাকলে পুরুষেরা কোন ঝামেলা করবে না, কিন্তু নিক মানতে নারাজ। মিস ওয়েস্টকে পাবার জন্যে একেবারে হন্যে হয়ে উঠেছে সে। ভাবতেই পারেনি সে যে ওই মেয়েটাকে পাওয়া এত কঠিন হবে।

'আমি তোমার সাথেই আছি। রাউডির সাথেও আমি এ ব্যাপারে কথা বলেছি। হকিনস আর আরও কয়েকজন আছে আমাদের সাথে, আমরা একটা খসড়া প্ল্যানও তৈরি করেছি, কিন্তু সেটাতে সফল হওয়ার আশা কম।'

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এরফান। ওকে দেখে হেসে এমিল বলল, 'চেহারা দেখে তো তুমিও খুব একটা সুখে ছিলে বলে মনে হয় না। যাক, তুমি যে কাউকেই বিশ্বাস করছ না এটা দেখে খুশি হলাম। অনেক খারাপ কাজ করেছি আমি জীবনে, কিন্তু একবার সবার হিরো, সবার সম্মানের পাত্র হবার পরে সবকিছুই কেমন যেন ভিন্ন হয়ে যায়। এটা মানুষকে তার সম্মান বজায় রাখতে উদ্বুদ্ধ করে লোভে পড়ে রাজি হয়েছিলাম, কিন্তু এখন আর ওদের সাথে থাকতে পারছি না আমি।'

'ঠিকই বলেছ তুমি, এমিল। আমাদের হাতে সময় বড় কম। কিছু করতে হলে আমাদের এই মুহূর্তেই আঘাত হানতে হবে। কিন্তু রাইফেল আর ওই বন্দুকগুলো তুলে দিতে হবে কয়েকজন ভাল লোকের হাতে। ওই কাঠুরে সব কয়জন ভাল লোক বলেই আমার ধারণা।'

'ভাগ্য ভাল থাকলে আমাদের জয় হবে। বাকি অস্ত্রশস্ত্র সব ওই যে দুটো কেবিন তৈরি শেষ হয়েছে তারই একটার মধ্যে আছে। নিকও ওখানেই আছে। মেয়েদের সবাইকে রাখা হয়েছে অন্য কেবিনটায়। ওর দলে প্রায় তিরিশ জন লোক আছে এখন। ওর ধারণা আমিও ওর সাথেই আছি। ওদের জন্যে অনেক টাটকা মাংসের ব্যবস্থা করে দিয়েছি আমি শিকার করে।

'লোকটা পাগল, এরফান। একেবারে বদ্ধ উন্মাদ আর খুনী। আর ভয়ানক! যেভাবে হিরামকে মেরেছে ও–অবশ্য শুরুটা আমি দেখিনি, ওখানে পৌঁছে দেখলাম হিরাম মাটিতে পড়ে আছে, আর নিক ঠাণ্ডা মাথায় জায়গা বেছে বেছে

একটা একটা করে গুলি করে চলেছে ওকে।

'লোকটা সাড়ে হারামজাদা। অর্থাৎ পুরোপুরি শয়তান তো বটেই, আরও অর্ধেক ফাও। আসলে এই লোকই সিম বয়েন। নিজেই বড়াই করেছে সে কেমন করে ন্যাচেসে লোক হত্যা করেছে। মনে হয় এখনও সেই রক্ত লেগে আছে ওর হাতে।'

অল্প কথায় এরফান মনে মনে যা ফন্দি এঁটেছে তা বলল। শুনতে শুনতে কয়েকবার মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল এমিল। শেষে পাইপটা মুখ থেকে বের করে গাছের গুঁড়িতে ঠুকে পরিষ্কার করতে করতে বলল, 'কাজ হতে পারে এই প্ল্যানে। অবশ্য আমাদের বেশি চিন্তা করার সময়ও নেই, আজ রাতেই নিক উন্মত্ত হয়ে উঠবে আবার। নোয়েল স্পাইক আর বুচ তো রীতিমত খেপে আছে অন্যান্য মেয়েগুলোকে তাদের হাতে এখনও তুলে দেয়া হয়নি বলে।'

উঠে দাঁড়িয়ে ফিরে চলল এমিল। নিরাপদ দূরত্বে অনুসরণ করছে তাকে এরফান। খোলা জায়গাটায় পৌঁছে রাউডির পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে এমিল তার গার্ডের সাথে কথা বলতে শুরু করল। পাশ দিয়ে যাবার সময়ে রাউডিকে ইশারায় জানিয়ে দিয়েছে সে। নিঃশব্দ পায়ে এরফান ঘুরে এগিয়ে গেল গার্ডটার পিছন দিকে।

কোন একটা শব্দ পেয়েই হয়তো পিছনে ফিরতে যাচ্ছিল গার্ড; কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে এমিল ওর হাত ধরে আবার ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওকে আলাপে ব্যস্ত রাখল। পিছন থেকে এসে ওর পিঠে ছুরি ধরে ফিসফিস করে এরফান বলল, 'সাবধান! নড়লেই পাঁজরের ভিতর ছুরি ঢুকিয়ে দেব।'

আড়ষ্ট হয়ে যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল গার্ড। হাত বাড়িয়ে এমিল ওর হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে নিল। তারপর নিজের দেহ দিয়ে ওকে আড়াল করে ওর পিস্তলের বেল্টটা খুলে নিতে শুরু করল। বাম হাতে ছুরিটা ওর পিঠে ধরে রেখেই এরফান নিজের কোল্ট বের করে ওর মাথায় আঘাত করল। তারপর ওর অচেতন দেহটা ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে বেঁধে ফেলল ওকে।

কাজটা দ্রুত এবং নিঃশব্দে শেষ হলো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই। ঘটনাটা কারও চোখে না পড়লেও সদা-সতর্ক সায়মন হকিনস ঠিকই লক্ষ করেছে। কাজ ছেড়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে সে একবার এরফান আর রাউডির দিকে চেয়ে দেখল, তারপর সে তার গার্ডের কাছে গিয়ে একটা গাছ দেখিয়ে প্রশ্ন করল, 'এখানকার এই গাছটা কাটলে কেমন হয়?'

সায়মনের সামনে দাঁড়ানো গার্ডটা গাছের দিকে মুখ ঘুরাতেই বাকি গার্ডটাকে কাবু করে ফেলল রাউডি আর এরফান। মুখ দিয়ে সামান্য একটু মাত্র শব্দ করার সময় পেল সে অজ্ঞান হওয়ার আগে। শব্দ শুনে মুখ ফেরাতে শুরু করেছে সায়মনের গার্ড। ওর থেকে প্রায় আট ফুট দূরে দাঁড়িয়ে সায়মন—সরাসরি ওকে বাধা দেয়ার কোন উপায় নেই—হাতে ধরা কুড়ালটাই ওর দিকে ছুঁড়ে মারল সায়মন সমস্ত শক্তি দিয়ে। সোজা গিয়ে গার্ডের কপালে লাগল ওটা—হাঁটু ভাঁজ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। ঝুঁকে পড়ে সায়মন বন্দুক আর পিস্তলগুলো নিয়ে

নিল ওর থেকে।

কাঠ কাটার শব্দ থেমে গেল। রাউডি ঘুরে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি বলল, 'কাজ চালিয়ে যাও, বোকামি কোরো না—নইলে সাবধান হয়ে যাবে সবাই।'

আবার কাঠ কাটার শব্দ চালু হয়ে গেল। এরই ফাঁকে দ্রুত সবার মধ্যে অস্ত্র বেঁটে দেয়া হলো। প্রথম চারজনকে তাদের শার্টের তলায় পিস্তল লুকিয়ে রাখার নির্দেশ দিল এরফান। কাটা কাঠের গুঁড়ি ষাঁড়ের পিছনে বেঁধে দেয়া হলো। 'ক্যাম্পে ডেনিস আর জিম যেখানে কাজ করছে ওখানে নিয়ে যাও তোমরা এগুলো। এমিল তোমাদের সাথে গার্ড হিসেবে থাকবে।'

চাবুকের শব্দ ওঠার সাথে সাথেই ষাঁড় দুটো সামনে এগুতে শুরু করল। একজন ষাঁড় তাড়াচ্ছে আর বাকি তিনজন ওর পিছু পিছু সার বেঁধে হাঁটছে। এরফান তার উইনচেস্টার তৈরি রেখেছে হঠাৎ কোন অঘটনের জন্যে। কিন্তু কিছুই ঘটল না, নির্বিঘ্নে এগিয়েই যেতে লাগল ওরা কাঠ নিয়ে।

গাছের আড়ালে লুকিয়ে খুব সাবধানে পিছন দিক দিয়ে ঘুরে এগিয়ে গেল এরফান ক্যাম্পের কেবিন দুটোর দিকে। সময় মত নিকের যতটা সম্ভব কাছাকাছি থাকতে হবে তাকে। কেবিনের পিছন থেকে এরফান উঁকি দিয়ে দেখল কাঠ নিয়ে ওরা থেমেছে ডেনিস আর জিমের সামনে। ওদের গার্ড ঘুরেই দেখল তার সামনেই উদ্যত পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন।

হঠাৎ তার কেবিনের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল নিক উলফ। কোন দিকে না চেয়ে সরাসরি সে যেখানে মেয়েদের রাখা হয়েছে সেই কেবিনটার দিকে রওনা হলো। ওকে দেখে মনে হচ্ছে চূড়ান্ত একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও। দ্বিতীয় কেবিনের দরজার সামনে এসে সে ডাকল, 'বুচ! নোয়েল! এদিকে এসো। তোমাদের তো পেটের ভাত হজম হচ্ছিল না মেয়েদের চিন্তায়, এখন...' আর কি বলল সে তা ওখানে দাঁড়িয়ে শুনতে পেল না এরফান, তিনজন একসাথে কেবিনে ঢুকল ওরা।

কেবিনটার দেয়ালের দিকে ছুটে গেল এরফান। একটা প্রতিবাদের চিৎকার কানে এল তার।

ওয়্যাগনের পিছনে নিকের দলের একজন শুয়ে ঘুমাচ্ছিল। ঘটনা কি ঘটছে কিছুই জানে না সে। ঘুম থেকে উঠে চোখ ডলতে ডলতে বেরিয়ে এল লোকটা। হঠাৎ হাত থেমে গেল তার, বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার চোখ দুটো। বিড়বিড় করে একটা গাল বকেই ঝট করে পিস্তল বের করার জন্যে হাত নামাল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে এরফান ঘুরে দাঁড়িয়েই ওকে দেখতে পেল। চোখের নিমেষে এরফানের পিস্তল গর্জে উঠল।

এরফানের দিকে ছুটে আসার মাঝ পথেই গুলিটা বিঁধল ওর বুকে। অর্ধেক বের করে ফেলেছিল সে তার পিস্তল—হোঁচট খাওয়ার মত থেমে থেমে তিন কদম এগিয়ে এসে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে।

গুলির শব্দে ক্যাম্পের সবার টনক নড়ল। ছুটাছুটি পড়ে গেল ওদের মধ্যে। নীল শার্ট পরা একটা লোক ছুটে আসছিল, কেবিনের পাশ দিয়ে বাঁক নিয়ে

ঘুরতেই বন্দুকের গুলিতে প্রায় দুটুকরো হয়ে গেল সে। ওর দেহটা চলার মাঝেই থমকে দাঁড়াল, যেন পিছন থেকে কেউ টেনে ধরেছে ওকে। পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসা গুলির শব্দের ভিতর ডুবে গেল ওর মরণ চিৎকার--কয়েকটা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল দেহটা।

বুচ আর নোয়েল দুজনেই বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। বেরিয়েই মাথা নিচু করে ডান দিকে সরে গেল বুচ। বাম হাতে দরজার চৌকাঠ ধরে চোখের নিমেষে পিস্তল বের করল নোয়েল, কিন্তু গুলি করার আগেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ডেনিস। ডেনিসের বাঁকা ছুরিটা আমূল ঢুকে গেল নোয়েলের বুকে। চিৎকার করে উঠল নোয়েল--দুজনেই একসাথে মাটিতে আছড়ে পড়ল। খেপেছে ডেনিস, ছুরিটা এক টানে বের করে নিয়েই আবার বসিয়ে দিল ওটা নোয়েলের বুকে। ডেনিস দেখেছে এই লোকটাই হত্যা করেছে তার ছোট ছেলেকে।

দরজার দিকে ছুটে যেতে গিয়ে এরফান দেখল রাকাকে জোর করে সাথে করে টেনে নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল নিক। ওখানেই থেমে দাঁড়াল সে। চুল উষ্কখুষ্ক, গালে খামচির দাগ--উদভ্রান্তের মত এদিক ওদিক চেয়ে দেখল লোকটা। এরফানকে দেখেই একলাফে আবার কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

একটা বুলেট তার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। পিস্তল হাতে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল এরফান। ছুটতে ছুটতেই দাঁড়িয়ে পড়ে গুলি করেছিল বুচ। এরফান ঘুরে দাঁড়াতেই তাকে চিনতে পেরে বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেল ওর চোখ। তাড়াতাড়ি আবার পিস্তল তুলল সে, কিন্তু তার আগেই ট্রিগার টিপে দিয়েছে এরফান। প্রথম গুলিটা বুকে লাগল, দ্বিতীয়টা কপাল ফুটো করে দিল ওর।

স্তব্ধ হয়ে গেছে পুরো ক্যাম্প। চারদিকে দুই দলেরই নিহত লোকেদের লাশ পড়ে রয়েছে।

ঘুরে দাঁড়াল সে। নিক উলফ কেবিনের ভিতরে রয়েছে। একজন নিষ্ঠুর নির্মম হত্যাকারী, কিন্তু তার সাথে ভিতরে রয়েছে একদল অসহায় নারী। এই ওয়্যাগন ট্রেনেরই লোকেদের স্ত্রী আর মেয়েরা।

সব প্ল্যানই পণ্ড হয়ে গেছে দেখে স্বভাবতই আরও খেপে উঠবে নিক। যে-কোন মূল্যেই হোক ওখান থেকে বের করতে হবে ওকে। এই উন্মত্ত অবস্থায় সে যে কি করবে বলা মুশকিল। হয়তো একে একে সব মেয়েগুলোকে হত্যা করতে আরম্ভ করবে সে। উৎকণ্ঠায় গলা শুকিয়ে এসেছে এরফানের। বন্ধ দরজাটার দিকে চেয়ে সে চিৎকার করে বলল, 'বেরিয়ে এসো, নিক! তোমার খেলা শেষ হয়েছে। এবার আত্মসমর্পণ করো।'

'বেরিয়ে আসব?' হেসে উঠল নিক উলফ। 'পাগল হয়েছ? তোমাদের প্রিয়জনেরা এখানে আছে, আমার কোন ক্ষতি করতে চেষ্টা করলে ওদের আমি একজন একজন করে শেষ করব। সুতরাং বুঝতেই পারছ আমাকে নিরাপদে যেতে না দিয়ে কোন উপায়ই নেই তোমাদের।'

ডেনিস তার পাশে এসে দাঁড়াল। এরফান চেয়ে দেখল একে একে রাউডি, ইয়েন, ড্যান, জিম, ল্যাকারি, জ্যাক ওয়েস্ট সবাই এসে দাঁড়িয়েছে

ওখানে।

'কি বলো, এরফান? বেরিয়ে আসব আমি, নাকি এদের গুলি করে মারা শুরু করব?'

একমুহূর্ত ইতস্তত করল এরফান, তারপর জানাল, 'ঠিক আছে, বেরিয়ে এসো তুমি। একটা ঘোড়া দেয়া হবে তোমাকে, আর দেয়া হবে দশ মিনিট সময়—তার পরেই আমি পিছু নেব তোমার।'

'তোমার বন্ধু-বান্ধবকে সাথে না আনলে আমার জন্যে এর চেয়ে খুশির খবর আর কিছু হতে পারে না!' চিৎকার করে জবাব দিল নিক।

দরজাটা খুলে গেল। রাকা দাঁড়িয়ে দরজায়, নিক তার পিছনে। 'আমি নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে ওকে নিয়ে যাচ্ছি সাথে,' ঘোষণা করল নিক।

দুই পা দুপাশে ছড়িয়ে নিকের দিকে চেয়ে আছে এরফান। লোকটার প্রতি সব রাগ সব ঘৃণা একসাথে এসে তার মাথায় আগুন ধরিয়ে দিতে চাইছে। তবু সংযত রাখল সে নিজেকে। সে জানে যদি রাকাকে সাথে নিয়ে যেতে দেয়া হয় পালাবার আগে ওকে নির্ঘাত খুন করবে লোকটা। যাকে সে ভোগ করতে পারেনি তাকে ধ্বংস করবেই সে। শেষ চেষ্টা করার একটাই সুযোগ—যদি ওর আত্মসম্মানে আঘাত দিয়ে কিছু করা যায়।

'ভয়ে মেয়েদের আঁচলের পিছনে লুকাচ্ছ?' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ করে বলে উঠল এরফান। 'সামনাসামনি পুরুষের মত লড়বার সাহস নেই তোমার, কারণ ভীতু কাপুরুষ তুমি! রাইডারের সামনেও দাঁড়াবার সাহস হয়নি তোমার, পিছন থেকে গুলি করে মেরেছ তুমি ওকে।'

'তুমি কি মনে করো আমি হাঁদারাম! তোমাকে আমি বাঁ হাতে শেষ করতে পারি—কিন্তু তোমার বন্ধুরা? ওদের কাউকে বিশ্বাস করি না আমি,' ঘোড়াগুলোর দিকে পিছিয়ে যেতে যেতে বলল নিক। 'এত নাম শুনেছিলাম তোমাদের দুজনের, কিন্তু দেখছি তোমরা দুজনেই রামছাগল! তুমি আর হিরাম দুজনেই। হিরামকে খতম করেছি আমি আমার ক্ষিপ্রতা দিয়ে। আমার তুলনায় সে কিছুই না!'

কোন্ কৌশলে নিক হিরামকে হারিয়েছে বলতে গিয়েও থেমে গেল এরফান। হয়তো একই কৌশল সে তার বিরুদ্ধেও ব্যবহার করতে পারে। সে যে জানে এটা ওকে না জানানোই ভাল।

'একটা কাপুরুষ তুমি, নিক, সামনাসামনি কারও মোকাবিলা করার মুরোদ নেই তোমার। তুমি হচ্ছ একটা খুনী আর বদমাইশ। হিরামকে উচিত ভাবে হারানোর যোগ্যতা তোমার কোনদিনই ছিল না।'

প্রায় ঘোড়াগুলোর কাছে পৌঁছে গেছে নিক। এরফানের কথাগুলোর হুল ঠিকই ফুটল তার গায়ে। থেমে দাঁড়াল সে। এরফান জেসাপের ওই কথার উচিত জবাব না দিয়ে রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করতে পারছে না লোকটা।

'চারপাশে তোমার বন্ধুরা না থাকলে তোমাকে আমি এই মুহূর্তেই শেষ করে দেখিয়ে দিতাম কার কত মুরোদ আছে!'

হাহা করে হেসে উঠল এরফান। 'ওটা তোমার একটা বাহানা। আমার

মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছ বলে ও কথা বলছ তুমি। আমি কথা দিচ্ছি ওরা কেউ তোমাকে কিছু বলবে না: আমাকে যদি মারতে পারো তুমি, তবে তোমাকে সসম্মানে চলে যেতে দেয়া হবে। কি বলো রাউডি? জ্যাক ওয়েস্ট?'

দুজনেই রাজি হয়ে গেল। রাউডি সাথে সাথেই, আর জ্যাক ওয়েস্ট একটু ইতস্তত করে পরে রাজি হলো। রাগে মুখ লাল করে ডেনিস কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু রাউডি তাড়াতাড়ি ওর হাত ধরে ওকে থামিয়ে দিল।

এরফান দেখতে পাচ্ছে রাকা চোখ বড় বড় করে সভয়ে পাণ্ডুর মুখে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। ওর সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে সে মনে মনে বলল: তোমার জন্যে একবার কেন হাজার বার মরতে রাজি আছি আমি, রাকা।

'ঠিক আছে তবে, এখনই প্রমাণ হয়ে যাক,' এক ঝটকায় রাকাকে একপাশে সরিয়ে দিল নিক। 'তুমি আমার নাক ভেঙে জন্মের মত দাগী করে দিয়েছ আমার মুখ, আজ তোমাকে নিজের হাতে খুন করে তার শোধ তুলব আমি!'

ডানহাতটা কোটের ল্যাপেলের কাছে তুলে ধরে তিন পা এগিয়ে এল নিক। তার চোখে জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন।

একটু কুঁজো হয়ে হাতদুটোকে কোমরের সমান উঁচু রেখে সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে এরফান নিকের দিকে। 'ঠিক আছে!' ঠাণ্ডা গলায় বলল সে, 'আমি প্রস্তুত, তুমি যখন খুশি চেষ্টা করে দেখতে পারো!'

একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে এরফান। বাতাসে তার কপালে পড়া চুল একটু একটু উড়ছে। নিক উলফের ডান হাতটার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। কেউ জানে না কত নরম সুতোর ওপর ঝুলছে তার জীবন। একমাত্র নিক আর সে-ই জানে কোথায় লুকানো আছে নিকের পিস্তলটা, আর কত দ্রুত ওই ডান হাতটা এরফানের ইতি ঘটাতে পারে।

প্রথম থেকেই এরফান জানত বিদ্রূপ করে সামনাসামনি লড়াইয়ে নামাতে পারবে সে নিককে। ব্যঙ্গ হজম করে কখনোই নিকের মত উদ্ধত লোক চলে যেতে পারবে না। তবে সে এটাও জানে যে কতখানি মারাত্মক হতে পারে এটা তার জন্যে। .৪১ বুলেট যে মানুষের দেহকে কিভাবে ছিঁড়ে ফুটো করে তা সে হিরামের দেহেই দেখেছে। হিরামের মত ক্ষিপ্র মানুষকেও হার মানতে হয়েছে ওর কাছে, তবে এরফানের একটা সুবিধা হচ্ছে সে জানে কি করতে যাচ্ছে নিক—হিরাম জানত না।

অপেক্ষা করে আছে এরফান। মাথা থেকে এক ফোঁটা ঘাম গড়িয়ে এসে তার ভুরুতে মিশল। মুখের ভিতরটা শুকিয়ে এসেছে ওর। এত কাছে থেকে কারও পক্ষে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব, সে জানে প্রথম গুলিটা তার ঠিক জায়গা মত লাগাতেই হবে।

ল্যাপেল ধরা হাতটা একটু ঢিলে হলো। 'তোমাকে হত্যা করে আমি খুব তৃপ্তি পাব, জেসাপ। এই আনন্দ থেকে নিজেকে বহুদিন বঞ্চিত রেখেছি আমি!'

হাতের আঙুলগুলো এখন ল্যাপেল ছেড়ে দিয়েছে। তবে তার হাতটা এখনও একই জায়গায় রয়েছে। আঙুলগুলো ঢিলে—তৈরি।

'সাহস থাকলে পিস্তল বের করে গুলি করো!' উস্কানি দিল এরফান।

নিকের ডান হাতটা মাত্র চার ইঞ্চি নিচে নামল। এরফান দেখল ওর জ্যাকেটের হাতার ভিতর থেকে ডেরিঞ্জারটা লাফিয়ে ওর হাতে চলে এল। ওর হাত নড়তে দেখেই এরফানও মুহূর্তে পিস্তল বের করে ফেলেছে।

গুলি করল এরফান। নিকের ডেরিঞ্জারের মুখেও ধোঁয়া দেখা গেল। এরফানের গুলিটা নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ আগে লেগেছে, নিকের গুলিটা বোঁ করে ওর কানের পাশ দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল। লাফিয়ে ডান দিকে সরে গেল এরফান। মাটিতে পা পড়ার সাথেই আর একটা গুলি করল সে।

কেঁপে উঠল নিকের দেহ, নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসছে সে। পিস্তল তুলে এরফানের দিকে তাক করল, কিন্তু বারবার সরে সরে যাচ্ছে এরফান। প্রতিবারই মাটিতে পা পড়ার সাথে সাথেই গুলি করছে। নিকের পিস্তল গর্জে উঠল আবার, কিন্তু এবারও এরফানের গায়ে লাগাতে পারেনি সে। ডেরিঞ্জারটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে কোমর থেকে অন্য পিস্তলটা বের করার চেষ্টা করছে নিক। একটু সময় নিয়ে সোজা নিকের বাম বুক-পকেট লক্ষ্য করে গুলি করল এবার এরফান।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল লোকটা। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে চেহারাটা বীভৎস হয়ে উঠেছে ওর। শেষবারের মত দম নিয়ে পিস্তল তুলে সে ঘুরল রাকাকে গুলি করার জন্যে। একলাফে এগিয়ে এসে প্রচণ্ড লাথি মারল এরফান ওর হাতে। পিস্তল তার হাত থেকে ছিটকে উড়ে গিয়ে দূরে পড়ল। জেদী বাচ্চার মত মাটিতে পা ঠুকে ধুলোর মধ্যে গড়িয়ে পড়ল নিক। ভাঁজ করা পা-টা ধীরে ধীরে সোজা হয়ে গেল। হাঁ করে কি যেন বলার চেষ্টা করে স্থির হয়ে গেল সে।

রাকা ছুটে গেল এরফানের কাছে। 'চোট পেয়েছ? লেগেছে তোমার?' আবেগে আর উৎকণ্ঠায় গলা কাঁপছে ওর।

উত্তেজনার চরমে উঠে বুকের ভিতরটা কেমন যেন আঁকড়ে রয়েছে, হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ ছাড়া পেয়ে এরফানের বুকের ভিতরটা ইচ্ছামত এলোপাতাড়ি হাতুড়ি পেটা করছে ওকে। এক হাতে রাকাকে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিল সে। 'না গো, কিছুই হয়নি আমার।'

'স্লীভ ড্র!' উত্তেজনায় চিৎকার করে বলল রাউডি। 'এর কথা আগে শুনেছি বটে কিন্তু চোখে দেখিনি কোনদিন।'

'জুয়াড়ীদের একটা কৌশল ওটা। যেদিন ক্রিস অ্যাডামসকে খুন করা হয় সেদিনই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবার পরিস্থিতিতে প্রথম লক্ষ্য করেছিলাম ওর ডান হাতটা বুকের কাছে ভাঁজ করা—তখনই সন্দেহ হয়েছিল আমার। যদি ঠিক মত অভ্যাস করে কেউ, কাপুরুষোচিত হলেও, এর চেয়ে দ্রুত পিস্তল বের করার পদ্ধতি আর নেই। এই কৌশলেই হিরামকে হত্যা করেছে ও।'

এরফান এখনও জড়িয়ে ধরে আছে রাকাকে। 'চলো, ঝর্নার ধার থেকে একটু ঘুরে আসি আমরা—ওরা ততক্ষণে এদিককার সব ব্যবস্থা শেষ করুক।'

হঠাৎ কর্নেল ল্যাকারির দিকে চোখ পড়ল তার। এক কালের দাম্ভিক আর্মি অফিসার একপাশে একেবারে এতিমের মত মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। আর্মিতে সে

কোনদিনই নিজেকে ঠিক মত খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। তার উচিত ছিল আর্মিতে না গিয়ে কোন প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার হওয়া।

ক্যাপ্টেন লঙের দেয়া সংবাদটার কথা মনে পড়ে গেল এরফানের। 'কর্নেল!' ডাকল সে। 'ফোর্ট রিনোর ক্যাপ্টেন তোমাকে একটা খবর জানাতে বলেছিল। খবরটা হচ্ছে ডেভিড মিচেল মারা গেছে…নানা ঝঞ্ঝাটে কথাটা আর জানানো হয়নি।

'ডেভিড?…মারা গেছে?' অদ্ভুত একটা ব্যথার্ত অবিশ্বাস নিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করল ল্যাকারি।

'সে কি আপনার প্রিয়জন কেউ ছিল?' সহানুভূতির সাথে প্রশ্ন করল এরফান।

উদ্‌ভ্রান্ত চোখে মুখ তুলে চাইল তার দিকে কর্নেল। 'ডেভিড? হ্যাঁ, সে ছিল আমার একমাত্র ছেলে।' ক্যাম্পের পিছনে দূরের পাহাড়টার দিকে বিষণ্ন চোখে চাইল ল্যাকারি। 'ভাল সৈনিক আর যোদ্ধা ছিল আমার ছেলে। সেদিন ওখানেও ছিল সে আমাদের সাথে। সে ছিল সৈনিকদেরই একজন যেদিন আমি…আমি ব্যর্থ হই।'

হাত তুলে নিজের চিবুক ছুঁলো ল্যাকারি। হাতটা থরথর করে কাঁপছে তার। 'সেদিনের পরে নিজের নাম বদলে ফেলেছিল সে। ভাল যোদ্ধা ছিল ডেভিড। সত্যি, জেসাপ, তার বাবার চেয়ে অনেক ভাল যোদ্ধা ছিল সে।'

'নিঃসন্দেহে সে ভাল সৈনিক ছিল, কর্পোরাল ডেভিডের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধই সেদিন আমাদের ফিরতে প্রচুর সাহায্য করেছিল—মনে আছে আমার।'

'হ্যাঁ, কর্পোরালই ছিল সে।' অন্য দিকে মুখ ফেরাল ল্যাকারি। মুখটা স্তব্ধ আর রক্তহীন মনে হচ্ছে।

'কর্নেল,' ডাক শুনে ফিরে তাকাল ল্যাকারি। 'এখন কি করবে বলে ঠিক করেছ তুমি?'

'না,…মানে আমি…' হঠাৎ আরও বুড়ো আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। 'আসল কথা…আমি জানি না। কিছুই ঠিক করিনি আমি। হয়তো…'

'এক কাজ করো না কেন তুমি, আমার সাথে একসাথে র‍্যাঞ্চ করো ওই বড় উপত্যকায়। চমৎকার ঘাস আর পানি আছে ওখানে। আমাদের দুজনের জন্যে যথেষ্ট জায়গাও আছে।'

'তুমি…তুমি আমাকে সাথে নেবে, এরফান? সত্যি কথা স্বীকার না করলে জীবনে আর কিছুই বাকি থাকবে না আমার, সেদিন স্বীকার করিনি আমি, কিন্তু আজ করছি, জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই বিফল হয়েছি আমি,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ল্যাকারি। 'অত্যন্ত গর্বিত মানুষ ছিলাম আমি, এই গর্বের জন্যে অনেক মাসুল দিতে হয়েছে আমাকে। হয়তো এবার…'

'অবশ্যই, আমরা দুজনে দুজনকে সাহায্য করতে পারব।'

'ধন্যবাদ, এরফান। অনেক ধন্যবাদ।'

এগিয়ে গেল ওরা দুজনে। এরফানের হাতে চাপ দিয়ে রাকা বলল, 'কত

বদলে গেছে কর্নেল!'

'জানি। হয়তো আমরা সবাই ভেতরে ভেতরে ওই রকম অসহায়।'

'জানো, এরফান, তুমি যতদিন ছিলে না কেবল রাউডি আমাকে সাহস জুগিয়েছে। ও সবসময়েই বলত তোমাকে মারা নাকি সহজ কাজ না।'

ঝর্নার পাড়ে দাঁড়িয়ে পূর্ণদৃষ্টিতে চাইল এরফান রাকার মুখের দিকে। 'আমাদের যাত্রা তো শেষ হলো…নাকি এটা শুরু?'

আরও কাছে সরে এল রাকা। 'তোমার কি মনে হয়?' পায়ের পাতার ওপর ভর করে উঁচু হয়ে এরফানের ঠোঁটে ঠোঁট রাখল রাকা।

নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলো ওরা। কুলকুল করে শব্দ তুলে আপন মনে বয়ে চলল ঝর্নাধারা।

***

আর কতদূর

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৩

এক

জিম জেসাপ জেগে দেখল 'বিগ রেড' নেই। জিম নিজেই খুঁটির সাথে স্ট্যালিয়নটাকে বেঁধেছিল। তার নিজের দোষেই এমন হয়েছে। আলসেমি করে খুঁটিটা ভাল করে পোঁতেনি সে।

জিম জানে ঘোড়াটা গেছে। থাকলে, সে যেখানে শুয়ে আছে সেখানে থেকে, আকাশের গায়ে ওর বিরাট আকৃতিটা দেখতে পেত। এক মিনিট চুপচাপ স্থির হয়ে পড়ে থাকল জিম, ভয়ে বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করছে।

ক্যাম্পের আগুনটা এখন নিভু নিভু, কয়লার মত জ্বলছে···একটা কয়োটি আকাশের দিকে মুখ তুলে ডাক ছাড়ল। সামনের ওয়্যাগনে ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরল মিসেস কলিন্‌স্।

তার দোষেই বিগ রেড হারিয়েছে। মিস্টার কলিন্‌স্ প্রায়ই বলে জিম এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে—দায়িত্ব কাঁধে নেয়ার বয়স হয়েছে। এই ওয়্যাগন ট্রেনের যাত্রা শেষ হলে বাবার সাথে দেখা হবে। বাবাকে দেখা ছাড়া, মিস্টার কলিনসের চোখে দায়িত্বশীল বিবেচিত হওয়াই বর্তমানে ওর জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য।

মানুষ যখন একত্রে এমন ওয়্যাগন ট্রেনে দূরের পথ পাড়ি দেয়, তখন সবাইকেই কিছু না কিছু করতে হয়। সাড়ে তিন বছর বয়সের মেয়ে, লীয়া। সেও এটা ওটা এগিয়ে দিয়ে মাকে সাহায্য করে।

সাবধানে কোন শব্দ না করে কম্বলের তলা থেকে বেরিয়ে পায়ে বুট চড়াল জিম। তারাগুলোর দিকে চেয়ে বুঝল, সকাল হতে আর বেশি বাকি নেই। কেউ ওঠার আগেই যদি স্ট্যালিয়নটাকে খুঁজে বের করে ফিরিয়ে আনতে পারে তাহলে ব্যাপারটা কেউ জানবেই না। ঘোড়াটা কোথায় যেতে পারে সে বিষয়ে ওর মোটামুটি একটা আন্দাজ আছে।

আসলে লীয়ার জন্যেই আরও বেশি সাবধান হতে হচ্ছে ওকে। জিম যেখানেই যাক না কেন পিছন পিছন ওরও সেখানে যাওয়া চাই। এখন যদি সে জেগে ওঠে, অনেক কৈফিয়ত দিতে হবে তাকে। মেয়েদের ওই এক দোষ। জিমের মতে ওরা কেবল অযথা বোকার মত প্রশ্ন করে আর বেশি কথা বলে।

তার পানির বোতলটাই প্রথমে নিল সে। মিস্টার কলিন্‌স্ তাকে বুঝিয়েছে, পশ্চিমের মানুষদের পানির বোতল ছাড়া এক পাও নড়া উচিত না। তার বাবা যেখানে থাকে সেখানে নাকি পানি পাওয়াই যায় না—তাই এখন থেকেই অভ্যাস করা ভাল।

শিকারের ছুরিটাও সে সব সময়ে বাইরে গেলেই সাথে রাখে। কারণ যে পাহাড়ী লোকটা ওদের ক্যাম্পে এক রাতের জন্য আশ্রয় নিয়েছিল, সেই টেকো

বিলের কাছে সে শুনেছে, সাথে একটা ছুরি থাকলে যে কোন ইন্ডিয়ান বা পাহাড়ী মানুষের আর কিছু লাগে না। লোকটা কয়েক মাস আগে একবার মিস্টার কলিনসের বাসায়ও এসেছিল।

ওয়্যাগনগুলো একটা নিচু টিলার মাথায় সারি দিয়ে গোল করে রাখা। ওখান থেকে চারপাশেই অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। বিগ রেড যেদিকে গেছে বলে জিমের ধারণা সেই জায়গাটা ক্যাম্প থেকে এক মাইলের কিছু উপরে।

একটা ছোট ঝর্নার চারপাশে চমৎকার সবুজ ঘাস জন্মেছে ওখানে। এত ভাল ঘাস গত কয়েকদিনে ওরা আর দেখেনি। ক্যাম্প করার আগে ঘোড়া আর গরুগুলোকে ওখানেই চরানো হয়েছে। রেডকে ফিরিয়ে আনার সময়েই জিম খেয়াল করেছিল ফেরার মোটেও ইচ্ছা নেই ওর। ছাড়া পেয়ে নিশ্চয় আবার ওখানেই ফিরে গেছে রেড।

ওয়্যাগনগুলো ছেড়ে সরে আসার পর এখন আর ততটা অন্ধকার মনে হচ্ছে না। বেশ খানিকটা পথ চলে এসেছে, হঠাৎ পিছন থেকে একটা খস্‌খস্ শব্দে ভয় পেয়ে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল জিম। লীয়া পিছন পিছন আসছে।

'লক্ষ্মী মেয়ের মত সোজা ক্যাম্পে ফিরে যাও,' বলল জিম। 'রাত দুপুরে বাইরে বেরিয়েছ জানলে তোমার মা কি বলবে?'

'তোমার সাথে আছি জানলে কিছু বলবে না।'

'ফিরে যাও। বিগ রেডকে খুঁজতে বেরিয়েছি আমি।'

'আমিও সঙ্গে যাব,' আবদার করল লীয়া।

এখন ফেরত পাঠালে নির্ঘাত পথ হারিয়ে ফেলবে মেয়েটা—ভাবল জিম। কিংবা বেশি চালাকি করে চক্কর দিয়ে ঘুরে তার আগে যাওয়ার চেষ্টা করবে। আগেও এমন করেছে—ওকে বিশ্বাস নেই। 'ঠিক আছে,' বলল সে, 'কিন্তু চুপ করে থাকবে। আশপাশে ইন্ডিয়ান থাকতে পারে।'

জিমের পাশাপাশি নীরবে হাঁটছে লীয়া। একটু পর মনে মনে জিম স্বীকার করল একজন সাথী পেয়ে ভালই হয়েছে। না, ভয় সে পাচ্ছে না—লীয়াকে চুপ রাখার জন্যেই ইন্ডিয়ানদের কথা বলে ভয় দেখিয়েছে। মিস্টার কলিন্‌স্ আর দলের অন্য সদস্যরা সবাই একমত, বছরের এই সময়ে ইন্ডিয়ানরা এদিকে আসে না।

পুবের আকাশে একটু ফিকে ভাব ফুটে উঠতে শুরু করেছে। ঝর্নার ধারে পৌঁছে গেল ওরা। কাছেই বিগ রেড মহা আনন্দে ঘাস খাচ্ছে। শব্দ পেয়ে কান খাড়া করে ওদের দিকে একবার চেয়ে দেখে ঘোড়াটা এগিয়ে এল। দড়ির মাথায় বাঁধা খুঁটিটা ঘোড়ার পিছন পিছন আসছে। কিন্তু ওদের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ থেমে দাঁড়াল, মাথা উঁচু করে আবার কান খাড়া করল রেড। ভয়ে ওর নাক ফুলে ফুলে উঠছে।

'ভূত দেখে ভয় পাচ্ছিস, রেড?' জিম হেসে বলল। খুঁটির দড়িটা তুলে নিল। 'ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে, না? আমরা তোকে ফেলে চলে গেলে কেমন হত? কি করতি তুই?'

বিগ রেড স্ট্যালিয়ন বটে, কিন্তু ভাল মতই পোষ মেনেছে। চার বছর বয়সে

জিম প্রথম ওর পিঠে চড়ে। তখন স্ট্যালিয়নটার বয়স মাত্র দু'বছর। তবে এখনও অপরিচিত কাউকে সে কাছে ভিড়তে দেয় না। মাঝে মাঝে দারুণ মেজাজ দেখায়, বিশেষ করে লেজের আশেপাশে কারও আনাগোনা তার ভীষণ অপছন্দ। খচ্চরের মত জোড়া পায়ে লাথি চালায়।

একেবারে বাচ্চা বয়স থেকেই জিম বিগ রেডের দেখাশোনা করেছে, নিজের হাতে ওকে গাজর, ছোলা খাইয়েছে। জন্মের পর থেকেই জিমকে তার একমাত্র বন্ধু হিসেবে চিনেছে বিগ রেড।

মুশকিল হচ্ছে জিম এখনও খুব ছোট, সাহায্য ছাড়া রেডের পিঠে উঠতে পারে না। ঠেলে লীয়াকে ওর পিঠে ওঠাতে পারবে বটে, কিন্তু নিজে উঠতে পারবে না। তা না হলে ঘোড়ার পিঠে চড়েই ওরা ক্যাম্পে ফিরতে পারত।

'জিম...ওই যে গাছে প্লাম (Plum) ধরেছে!' বলে উঠল লীয়া।

হতাশ ভাবে ওর দিকে চাইল জিম। 'তোমার কাছে তো সব কিছুই প্লাম! বোকা মেয়ে, ওগুলো প্লাম নয়, ব্ল্যাকবেরি (blackberry)।'

লীয়া ততক্ষণে দুহাতে ফল ছিঁড়ে মুখে পুরতে আরম্ভ করেছে। খেতে মজা হলে নামে কিছু আসে যায় না। অনেক দূরে ঠাস করে একটা ডাল ভাঙার মত শব্দ হলো। আকাশের দিকে চাইল জিম।

অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন আর সবার অলক্ষ্যে ক্যাম্পে পৌঁছানো সম্ভব নয়। কিন্তু ওরা যদি হ্যাট ভর্তি ব্ল্যাকবেরি নিয়ে ফেরে তাহলে মিস্টার কলিন্স্ হয়তো ততটা রাগ করবে না।

জিমের হ্যাট ভরে গেলে ফিরতি পথে রওনা হলো ওরা। লীয়া ঘোড়ার পিঠে বসেছে। ওর হাত আর মুখ জামের কষে একাকার। লীয়ার একটা মস্ত গুণ, সে বিশেষ আপত্তি না করেই যা বলা হয় সুন্দর তাই করে। অন্তত অন্যান্য মহিলার তুলনায় সে অনেক ভাল...বড়রা সবসময়েই কেবল পুরুষদের সাথে তর্কাতর্কি করে। এমন কি মিসেস কলিন্স্ও নীরবে কোন কাজ করতে পারে না—বকর-বকর করাই চাই। ডিম পাড়া মুরগীর চেয়েও বেশি কটকট করে সে।

ঝর্নার ধারের ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে ক্যাম্পের দুশো গজের মধ্যে চলে এসেছে ওরা। ভোরের নাস্তা তৈরি হচ্ছে, ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে...কিন্তু এত ধোঁয়া কেন?

হঠাৎ ওর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, এত ধোঁয়া উঠতে জিম কোনদিন দেখেনি। একবার একজন জ্বলন্ত কাঠ-কয়লা ছড়িয়ে দেয়ায় ওয়্যাগন চক্রের ভিতরকার ঘাসে আগুন লেগে গিয়েছিল, তবু এত ধোঁয়া হয়নি। অনেকগুলো ঘোড়া ছোটার শব্দ যেন ওর কানে এল। সামনের উঁচু জমির ওপর পৌঁছে দেখল কেবল ধোঁয়া আর ধুলো।

প্রথমেই চোখে পড়ল ওয়্যাগনের সাদা ঢাকনাগুলো নেই। অবশ্য কোনটারই রঙ এখন আর ঠিক সাদা নেই, তবে মাঠের মধ্যে ওগুলো সাদার মতই দেখায়। কয়েক মাইল দূর থেকেও পরিষ্কার দেখা যায়। মনে হয় টুকরা টুকরা মেঘ সার বেঁধে মাটি ঘেঁষে উড়ে যাচ্ছে। ধোঁয়া দেখে পিছিয়ে ঘোড়ার পাশে চলে এসেছে জিম।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল বিগ রেড। ওর চোখ দুটো বুনো হয়ে উঠেছে। একটা গন্ধ নাকে আসছে। গন্ধটা ওর ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে পিঠের ওপর থেকে লীয়াকে নিচে নামিয়ে নিল জিম। রাতের পর রাত ইন্ডিয়ান আক্রমণের অনেক গল্পই সে শুনেছে, কোন্ পরিস্থিতিতে কি করা প্রয়োজন তাও জানে। সেই পাহাড়ী লোকটাও তাকে এ ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সতর্ক করেছে।

এতসব গল্প শোনার পর ক্যাম্পে কি ঘটেছে তা জিমের আঁচ করতে না পারার কোন কারণ নেই। ঘোড়ার খুঁটিটা ভাল করে মাটিতে পুঁতল ও। তারপর লীয়ার কাঁধ শক্ত করে চেপে ধরে বলল, 'ঠিক এইখানটাতে বসে থাকো। আমি ক্যাম্পে গিয়ে দেখে আসছি। এক ইঞ্চি নড়লে আর কখনও তোমাকে সাথে নেব না।'

'শান্ত ভাবে জিমের দিকে চাইল লীয়া। মা'র কাছে যাব,' বলল সে।

'তুমি এখানেই বসো, আমি দেখছি।'

কষ্ট করে ঢাল বেয়ে পায়ে পায়ে উপরে উঠতে শুরু করল সে। ওর বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করে লাফাচ্ছে। গলায় কি যেন ঠেকে রয়েছে—ঢোক গিললেও যাচ্ছে না।

ওদের মোট বারোটা ওয়্যাগন ছিল। মৌসুমের শেষে অনেক দেরিতে রওনা হয়ে ওরা মনে করেছিল নির্ঝঞ্ঝাটে পার হতে পারবে। হামলাকারীরা দলে বেশি ভারী ছিল না। ওয়্যাগন ট্রেনের মানুষ সংখ্যায় ছিল ওদের দ্বিগুণ। কিন্তু আক্রমণটা দুই পক্ষের কাছেই ছিল অপ্রত্যাশিত।

কোমাঞ্চি ইন্ডিয়ানের দলটা ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূর উত্তরে সরে এসেছিল। দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ি ফেরার পথে খুব ভোর বেলায় হঠাৎ ওই ওয়্যাগন ট্রেনটা দেখতে পায়। যে লোকটা পাহারায় ছিল সকালের নাস্তা তৈরি করার জন্যে আগুন উস্কানোর সময়ে পিঠে তীর খেয়ে সে আগুনের ওপরই মুখ থুবড়ে পড়ে মারা যায়। আরও দুজন ঘুমের মধ্যেই তীরবিদ্ধ হয়ে মারা পড়ার পর ইন্ডিয়ানরা ছুরি দিয়ে ছোট ক্যাম্পটার বাকি সবাইকে হত্যা করে।

মিস্টার কলিন্স্ জেগে উঠে স্ত্রীকে বাঁচাবার তাগিদে রাইফেলের একটাই মাত্র গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পেয়েছিল। দুজনে একসাথেই মারা পড়েছে। জানতেও পারেনি, লীয়া আর জিম ওদের সাথে নেই।

পোড়া আর আধপোড়া ওয়্যাগনগুলোর চক্করটার বাইরে দাঁড়িয়ে আজব একটা অনুভূতি হচ্ছে, আগে কখনও মৃত্যু দেখেনি জিম। আর এখন তার চারপাশে পড়ে রয়েছে তারই পরিচিত সব মানুষের মৃত দেহ। গত রাতেও কথা বলেছে ওরা, অথচ এখন নেই। আর কোনদিন কথা বলবে না—কেমন যেন অবাস্তব ঠেকছে। কলিনসের দেহে কোন জামা-কাপড় নেই, মাথাটা ধড় থেকে আলাদা হয়ে পড়ে আছে—দেখে মিস্টার কলিন্স্ বলে চেনাই যায় না। আর সবার অবস্থাও একই। ওয়্যাগনগুলো তাড়াহুড়া করে লুটে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। আর লোকজনের জামা-জুতো খুলে নিয়ে লাশগুলো ওখানেই ফেলে রেখে গেছে।

উলঙ্গ দেহগুলোর দিকে তাকাতে অস্বস্তি লাগছে। ওদের এড়িয়ে তাড়াতাড়ি পুরো ক্যাম্পটা খুঁজে দেখল জিম। ওর অস্ত্র আর খাবার দরকার। কোন অস্ত্রই

নেই। স্বাভাবিক। ইন্ডিয়ানরা ওগুলোই সবচেয়ে আগে নিয়েছে। কিছু ফল আর মাংসের টিন এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কয়েকটা টিনের লেবেল পুড়ে গেছে। টিনের খাবারের প্রতি ইন্ডিয়ানদের বিশেষ আকর্ষণ নেই বোঝা যাচ্ছে। একটা থলেতে টিনগুলো ভরে নিল জিম।

কিছু ময়দাও রয়েছে, কিন্তু ব্যবহার করার উপায় নেই বলে সাথে নিল না। তাড়াতাড়ি ওয়্যাগনগুলো ছেড়ে লীয়া আর বিগ রেডের কাছে ফিরে গেল সে।

জিম জেসাপের বয়স সাত বছর। আগে কখনও একা হয়নি সে...এভাবে না। ধ্রুবতারাটা সে চেনে, আর জানে সূর্য পুব দিকে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায়। নিজেদের র‍্যাঞ্চে অন্যান্য ছেলের সাথে পাহাড়ে, বন-বাদাড়ে খেলে বেড়িয়েছে। গত দুই বছর ধরে শীতকালে ফাঁদ পেতে অনেক পশু পাখি ধরে জঙ্গল সম্পর্কেও কিছুটা জ্ঞান হয়েছে। টেক্সাসের শহরগুলো কোন্‌টা কোথায় জানে না জিম। শুধু এটুকু জানে, আরও পশ্চিমে কোথাও আছে তার বাবা এরফান জেসাপ।

জানে না লীয়াকে সে কিভাবে বলবে ওখানে কি ঘটেছে। বললেই বা সে কতটা বুঝবে তাও তার জানা নেই।

লীয়ার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। 'আমাদের এবার একাই এগোতে হবে,' বলল সে। 'ইন্ডিয়ানরা এসেছিল—বাধ্য হয়ে আমাদের লোকজন পশ্চিমে সরে গেছে। এগিয়ে গিয়ে ওদের খুঁজে বের করতে হবে।'

মিথ্যা বলতে সে চায়নি, কিন্তু বলার আর কিছু খুঁজে পায়নি। লীয়া এই মুহূর্তে কান্নাকাটি শুরু করুক এটা চায় না সে। তাছাড়া 'মরে গেছে' কথাটার মানে ও বুঝবে কিনা সে-বিষয়ে জিমের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এখন তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে যাওয়া দরকার মনে করছে সে। কারণ ওই ইন্ডিয়ান লোকগুলো আর ফিরে না এলেও ধোঁয়া দেখে অন্যান্য ইন্ডিয়ানরা কৌতূহলী হয়ে উঠতে পারে।

'লীয়া,' আবার বলল সে, 'আমাদের এখন যেতে হবে।'

সন্দিগ্ধ ভাবে ওর দিকে চাইল মেয়েটা। 'মা কোথায়?' প্রশ্ন করল সে।

'সেখানেই যাচ্ছি, কিন্তু খুব সাবধানে লুকিয়ে এগোতে হবে। সবাই ইন্ডিয়ানদের ভয়ে লুকিয়ে পড়েছে।'

'আমাদেরও পালাতে হবে?'

'ঠিক। আমাদেরও ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে লুকাতে হবে।'

গোলগোল চোখ করে চাইল লীয়া। 'এটা কি একটা খেলা?'

'হ্যাঁ, কাউবয়-ইন্ডিয়ান খেলার মত,' বলল জিম। 'তবে অনেক দূরে পালিয়ে তারপর লুকাতে হবে।'

'ঠিক আছে,' রাজি হয়ে গেল মেয়েটা।

ওকে ঠেলে রেডের পিঠে ওঠার জন্যে তুলে ধরল জিম। কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসল লীয়া। ঘোড়াটা ধৈর্য ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

রেডের পিঠে ওঠার কোন রাস্তা দেখছে না জিম। ধারেকাছে কোন উঁচু পাথরও চোখে পড়ছে না যে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে তারপর ঘোড়ায় চড়বে। খুঁটির দড়িটা তুলে নিয়ে পায়ে হেঁটেই পশ্চিম দিকে রওনা হলো জিম।

ওরা এখন একা। সামনে আর চারপাশে কেবল বিস্তীর্ণ মাঠ আর আকাশ

ছাড়া কিছুই নেই। আজ সকালে আকাশে কোন মেঘ নেই। ধুলোও উড়ছে না। একটা গাছ নেই, কোন ঝোপ নেই—শুধু তাই না, তামাটে ঘাসের চেয়ে উঁচু কিছুই জন্মায়নি।

সমতল তৃণভূমি। কৃচিৎ একটা দুটো ছোট ঢিবি বা টিলা ঘুমন্ত সিংহের মত দেখা যাচ্ছে। দূরত্ব বোঝার উপায় নেই, কারণ বিস্তৃত মাঠে কোন সীমানা চিহ্ন নেই।

বেশ কিছু পথ চলার পর সূর্য এখন অনেকটা উপরে উঠেছে। লীয়া ফোঁপাতে শুরু করল। ঘোড়া থামিয়ে ওকে নিচে নামাল জিম, দুজনে বসে বাকি ব্ল্যাকবেরিগুলো খেলো। তারপর হিসাব করে বোতল থেকে কিছুটা পানি খেলো।

লীয়ার চোখ দুটো যেন আরও বড় আর গোল হয়ে উঠেছে। 'জিম,' সে জিজ্ঞেস করল, 'মা কি অনেক দূরে আছে?'

'আজকে তার দেখা পাব না আমরা,' বলল জিম।

আবার ওরা রওনা হলো। লীয়াও এখন জিমের পাশাপাশি হাঁটছে। গত ছয় মাসে বহুবার সে এমনি পাশাপাশি হেঁটে বাবার জন্য মাঠে খাবার পৌঁছে দিতে গেছে। মাত্র ছয়মাস আগেই জিম বেড়াতে এসেছিল লীয়াদের বাসায়। জিমের বাবা, এরফান জেসাপ নিজে ওকে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। এক বছর থাকার কথা ছিল—কিন্তু বাপকে খুব বেশি ভালবাসে বলেই জিম আর থাকতে রাজি হয়নি। জিমকে ওর বাবার কাছে পৌঁছে দিতেই রওনা হয়েছিল মিস্টার কলিন্স্। তার ইচ্ছা ছিল বউ আর মেয়েকে নিয়ে বন্ধু এরফানের ওখানে কিছুদিন কাটিয়ে আসবে। গভর্নরের বিশেষ অনুরোধে ইউ.এস. ডেপুটি মার্শাল হিসাবে এরফান জেসাপ ক্যালিফোর্নিয়ার শহরগুলো কিছুটা পরিষ্কার করার কাজে ওখানে আরও বছরখানেক থাকবে। সোনা পাওয়ার খবর পেয়ে প্রচুর মানুষের সাথে অনেক দাঙ্গাবাজ, খুনী-ডাকাতের ভিড় জমেছে ওখানে। ওদের শায়েস্তা করার জন্যেই গভর্নরের ব্যক্তিগত অনুরোধে এরফান ক্যালিফোর্নিয়ায় গেছে।

চলতে চলতে একটা উঁচু জায়গায় পৌঁছল ওরা। যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই কেবল মাইলের পর মাইল সীমাহীন খয়েরি মাঠ। মাঠের ওপর কিছুই নেই—কেবল ধুধু প্রান্তর। আরেকবার ভাল করে চেয়ে জিম কি যেন দেখতে পেল—বহুদূরে পাহাড়ের ফাঁকে এক চিলতে নীল, সবুজে ঘেরা।

আবার রওনা হলো ওরা। জিম এখন আর ওয়্যাগন ট্রেইন বা ওখানে মরে পড়ে থাকা লোকগুলোর কথা ভাবছে না। যখনই বাইরে গেছে, জানত বাড়িতে তার জন্যে আগুন আর আলো অপেক্ষা করছে। ভাল খাবার আর গরম বিছানাও থাকবে। এখন সেসব কিছুই পাবে না। অবশ্য অনেক দূরে কোথাও তার বাপ-মা তার আশায় পথ চেয়ে বসে আছে, কিন্তু আপাতত লীয়া আর বিগ রেডের পুরো দায়িত্ব তার একার।

সূর্য ডুবে গেছে। সন্ধ্যার মৃদু বাতাসে ঘাসগুলো অল্প অল্প নড়ছে। দুই টিলার মাঝখানে অগভীর উপত্যকার মত জায়গাটায় এসে পৌঁছল ওরা। জলাভূমির ধারে ছয়ফুট উঁচু ক্যাটটেইল গাছ জন্মেছে। ঘন উইলো ঝোপের ভিতর এক জায়গায় ছোট্ট একটা পানির ধারা পাথরের ওপর দিয়ে জলার দিকে এগিয়ে গেছে। ওখানে

সবাই মিলে পানি খেলো। ভাল ঘাস দেখে সাবধানে বিগ রেডকে লম্বা দড়ি দিয়ে ঘাস খাওয়ার জন্য বেঁধে দিল জিম। ঘোড়াটার সাথে কথা বলছে ও—লীয়া একেবারে চুপ।

ঝাপটা বাতাসে হঠাৎ ঝোপগুলো শব্দ তুলে নড়ে উঠল। চমকে চট করে ঘুরে তাকাল জিম। ভীষণ ভয় পেয়েছে। লীয়ার প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা।

'ও কিছু নয়, বাতাস,' সান্ত্বনা দিল জিম।

ক্যাটটেইল আর মরা ঘাস জড়ো করে নিজেদের জন্যে বিছানা তৈরি করল। তারপর শিকারের ছুরি দিয়ে একটা খাবারের টিন খুলে দুজনে খেলো। মাংসটার স্বাদ চমৎকার ঠেকল ওদের কাছে।

'এবার ঘুমাতে যাওয়ার আগে ভাল করে তোমার হাত-মুখ ধুয়ে নাও।'

'ঠিক আছে, যাই,' দুর্বল স্বরে জবাব দিল মেয়েটা।

পানির ধারে গিয়ে দুজনেই ভাল করে হাত-মুখ ধুলো। সারাদিন পথ চলার ক্লান্তি ঠাণ্ডা পানির ছোঁয়ায় কিছুটা দূর হলো। ফিরে এসে ক্যাটটেইলের বিছানায় শুয়ে পড়ল লীয়া। নিজের কোট খুলে ওর গা ঢেকে দিল জিম।

কাছেই ছুরি হাতে বসে রইল সে। এখানে কি ধরনের বুনো জানোয়ারের সাথে তাকে লড়তে হবে জানে না—কিন্তু তৈরি থাকবে সে। এদিকে নেকড়ে আছে, জানে—ওয়্যাগনে চলার পথে নিজের চোখেই দেখেছে। আর কয়োটি তো আছেই। ক্রীকের তলায় কোনকোন সময়ে কুগ্যার (Cougar—এক ধরনের আমেরিকান চিতা বাঘ) অথবা ভালুক থাকে—এও সে জানে।

দিনের আলো নিভে গিয়ে আকাশে তারা ফুটল। বাতাস জলার কালচে স্টীলের মত স্থির পানিতে ছোট ছোট ঢেউয়ের সারি ফুটিয়ে তুলছে। নীরবে বসে আছে জিম। বিগ রেডের ঘাস টেনে ছেঁড়ার পরিচিত শব্দ সাহস জোগাচ্ছে ওকে।

আবছা ভাবে জিমের মনে পড়ে, মিস্টার কলিনস বলেছিল ফোর্ট ব্রিজার পৌঁছতে একমাস সময় লাগবে, আর ওখানেই তার বাবা সবাইকে নিতে আসবে। তবে সেটা ওয়্যাগনে গেলে—এখন লীয়াকে নিয়ে হেঁটে পৌঁছতে তার কতদিন সময় লাগবে?

ঠাণ্ডা পড়ছে, আর যথেষ্ট ক্লান্তও সে। লীয়ার পাশে গিয়ে ওর গা ঘেঁষে শুয়ে পড়ল জিম। ভাবছে কোটটা দুজনকে ঢাকার মত বড় হলে ভাল হত। আকাশের তারাগুলো বহুদূরে ঘরের কোন বাতির মত দেখাচ্ছে।

ঘুমিয়ে পড়ার অনেক পরে হঠাৎ চমকে জেগে উঠল সে। স্ট্যালিয়নটার জোরে জোরে শ্বাস নেয়ার শব্দ কানে আসছে। স্থির হয়ে পড়ে থেকে কান খাড়া রাখল জিম। কাছেই কোথাও পানিতে 'ছপ' করে শব্দ হলো—হয়তো কোন জন্তু পানি খাচ্ছে। একটা কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে একটু উঁচু হয়ে ডালপালার ফাঁক দিয়ে জলার দিকে উঁকি দিল। বিরাট একটা আকৃতি দেখা যাচ্ছে। ভয়ে ভয়ে চুপ করে অপেক্ষা করে রইল। জন্তুটা তার বিরাট মাথা উপরে তুলল। ওর ভেজা মুখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছে। এবার চিনতে পারল—একটা পুরুষ মোষ। বিশাল চেহারা।

আবার মুখ ডুবিয়ে পানি খেলো জন্তুটা। তারপর বাতাস যেদিক থেকে বইছে

ধীর পায়ে সেদিকেই চলে গেল। বিগ রেড আবার খাওয়া আরম্ভ করলে জিম ফের গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পাহাড়ের ওপর দিয়ে প্রভাতি আলো ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। ঘুম থেকে জেগে একটা আগুন জ্বালাবার কথা ভাবল জিম। কিন্তু তাতে ইন্ডিয়ানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে মনে করে সাথে সাথেই চিন্তাটা বাতিল করে দিল। চুপচাপ চিত হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে নানান কথা ভাবছে ও। পশ্চিমদিকে এগোচ্ছে ওরা—এছাড়া সে করবেই বা কি? এতে তার মনে অন্তত এইটুকু সান্ত্বনা থাকবে যে প্রতি পদক্ষেপ তাকে একটু একটু করে মা-বাবার আরও কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে।

হাঁটা অভ্যাস আছে ওর। নিজেদের বিরাট র‍্যাঞ্চে এবং আশেপাশে হেঁটে অনেক ঘুরেছে। ওয়্যাগন ট্রেনের সাথেও সে হেঁটেই চলেছে সব সময়ে—কেবল ক্লান্ত হলেই ওয়্যাগনে ঢুকেছে। কিন্তু এখন কোন ওয়্যাগন নেই, আর বিগ রেডের পিঠে চড়ারও কোন উপায় দেখছে না।

আজ হোক কাল হোক একটা বড় পাথর বা সুবিধামত একটা জায়গা পেলে রেডের পিঠে চাপবে সে। এরপরে নামার জন্যে আবার এমন একটা জায়গা তাকে খুঁজে বার করতে হবে। অবশ্য নামার সময়ে চেষ্টা করলে হয়তো ঘাড়ের কেশর ধরে ঝুলে পড়ে পরে লাফিয়ে নিচে নামতে পারবে—কিন্তু তাতে চোট পাওয়ার ভয় আছে। তাছাড়া ওর ওপর প্রচুর দায়িত্ব এখন, পা মচকে অচল হয়ে পড়া চলবে না। কিন্তু সেসব অনেক পরের কথা। এখনও ঘোড়ার পিঠেই উঠতে পারেনি সে।

একেবারে অসাড় হয়ে ঘুমাচ্ছে লীয়া। জিম জানে আলো ফোটার সাথে সাথেই তাদের রওনা হওয়া উচিত—কিন্তু লীয়ার বিশ্রামটা দরকার। নিঃশব্দে উঠে ঘোড়াটাকে পানি খাওয়াল সে। নিজেও পানি খেয়ে বোতলটা ভরে নিল। ঘোড়া নিয়ে ফিরে এসে দেখল লীয়া জেগেছে। মায়ের কথা জানতে চাইল না—কিছুই জিজ্ঞেস করল না সে।

আর একটা টিন খুলে খেয়ে নিল। তারপর ঝর্না থেকে আবার পানি খেলো। সূর্য বেশ উপরে উঠেছে। এবার রওনা হয়ে গেল ওরা। ঘোড়ার পিঠে ওঠার মত কোন সুবিধাজনক জায়গা আছে কিনা খুঁজে দেখল জিম। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওর—নেই। একটা পুরোনো গাছের গুঁড়ি, পাথর, উঁচুনিচু জায়গা—কিছুই নেই।

এখন অবশ্য জমিটা আর আগের মত সমতল নয়। সমুদ্রের শান্ত ঢেউ-এর মত কিছুটা উঁচুনিচু রয়েছে। সে জানে, ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে নিজেদের গোপন রাখতে হলে নিচু জমির ওপর দিয়ে চলা দরকার। কিন্তু তার ইচ্ছা আর কোন ওয়্যাগন ট্রেন যাচ্ছে কিনা সেদিকেও নজর রাখে।

ওয়্যাগন ট্রেইলের পথটা ধরে এগোচ্ছে না সে। তার মন বলছে ইন্ডিয়ানরা ট্রেইলের ওপর নজর রাখতে পারে। ঢালের অন্যপাশে থাকছে কিন্তু মাঝে মাঝে চারপাশ ভাল করে দেখে নেয়ার জন্যে যখনই কোন উঁচু টিবির ওপর উঠছে, ট্রেইলের ওপর ওয়্যাগনের চাকার দাগ দেখতে পাচ্ছে। চলার পথে দুবার বুনো পেঁয়াজ দেখেছে জিম, কিন্তু লীয়া ওসব খেতে রাজি হয়নি।

ধীরে ধীরে রোদে তেতে উঠছে মাটি। ব্রাউন পাহাড়গুলো ধুলোময়। লীয়া একটু ঘ্যান ঘ্যান করছে। জিম ভয় পাচ্ছে হয়তো কান্না আরম্ভ করবে—কিন্তু কাঁদল

না সে। একপা দু'পা করে সমান তালে আগে বেড়ে চলেছে জিম। কতদূর যেতে হবে সেটা ভুলে থাকার চেষ্টা করছে।

চলতে চলতে মনে করার চেষ্টা করল তার বাবা এরফান জেসাপ তাকে একা চলার ব্যাপারে কি কি শিক্ষা দিয়েছে।

একবার বহুদূরে এক ঝলকের জন্য একদল হরিণ ওর চোখে পড়ল, তারপরেই আবার হারিয়ে গেল ধু-ধু মাঠের ওপর নেচে বেড়ানো তাপের ঢেউ-এর আড়ালে। আর একবার তিনটে মোষ দেখল। খুব বেশি দূরে নয়। বিগ রেড আর বাচ্চা দুজনের দিকে চেয়ে একটু থেমে আবার নিজের পথে চলে গেল ওরা।

কয়েক সপ্তাহ আগে অগুনতি মোষের একটা দল দক্ষিণে গেছে। তাদেরই ছিটে ফোঁটা কিছু পিছনে রয়ে গেছে। ওয়্যাগনের লোকজন মোষের রেখে যাওয়া এত চওড়া চওড়া ট্র্যাক দেখে অনুমান করার চেষ্টা করেছিল কত লাখ মোষ গেছে ওই পথে। বড় নেকড়েগুলোও গেছে ওদের সাথে। পিছিয়ে পড়া দুর্বল কিছু মোষ ওদের পেটে যাবে। এইভাবেই প্রকৃতি দুর্বলের উচ্ছেদ করে। নেকড়েরা কেবল দুর্বল আর বুড়ো মোষগুলোকেই কাবু করতে পারবে।

বিগ রেডের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে জিম। বাবার কাছ থেকে শিখেছে, পশ্চিমে ঘোড়ার আচরণ খেয়াল করে চললে অনেক বিপদ আগে থেকেই টের পেয়ে এড়িয়ে যাওয়া যায়। মানুষের অনেক আগেই বিপদের গন্ধ টের পায় ঘোড়া। কিন্তু এখন চারদিকের মাঠ একেবারে ফাঁকা।

চলার পথে পারিপার্শ্বিক এলাকা, জীব-জন্তুর গতিবিধি, পাখি কোন্‌দিকে উড়ে যাচ্ছে, বাতাস কোন্‌দিকে বইছে—সব খেয়াল করছে জিম। দেখার চোখ থাকলে এসবের ভিতরও বিপদ সঙ্কেত পাওয়া যায়।

সূর্য দিগন্তে হেলে পড়ছে, কিন্তু এখনও রাত কাটাবার মত উপযুক্ত কোন জায়গা ওর চোখে পড়েনি। ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে জিম। তার মাথার ওপর যে গুরু দায়িত্ব রয়েছে একথা মুহূর্তের জন্যেও ভোলেনি। যখন আকাশ থেকে লালচে আভাটাও মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে, এই সময়ে হাতের দড়িতে ঘোড়ার টান অনুভব করল। বিগ রেড দক্ষিণ দিকে টানছে ওকে। হয়তো বা স্ট্যালিয়নটা পানির গন্ধ পেয়েছে বলেই ওদিকে যেতে চাইছে ভেবে দক্ষিণ দিকেই এগোল সে। এখন ঘোড়াটাই ওকে টেনে নিয়ে চলেছে। এবার গাছগুলো ওর চোখে পড়ল।

প্রথমে ওটা পাহাড়ের অগভীর উপত্যকায় লম্বা একটা ছায়ার মত দেখাচ্ছিল। কাছে এগোনোর পর ওই ছায়াই উইলো ঝোপ আর কটনউড গাছে পরিণত হলো। ওর মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে একটা পানির ধারা চলে গেছে—বারো ফুট চওড়া, আর বেশি হলে বারো ইঞ্চি গভীর। পরিষ্কার ঠাণ্ডা পানি। বিগ রেডের খাবার মত ঘাস আর ঝোপের আড়ালে লুকাবার জায়গাও রয়েছে ওখানে।

লীয়াকে নামিয়ে ঘোড়াটাকে পানির ধারে নিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল জিম। কাছেই বালুর ওপর একটা পায়ের ছাপ। লোকটার পায়ে ছিল হরিণের চামড়ার নরম জুতো।

বোতলে পানি ভরে নিয়ে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে ঘোড়াটাকে ঝোপগুলোর

ভিতর লুকিয়ে রাখল। জায়গাটা বড় নয়, তবে ঘাস খাওয়া আর একটু গড়াগড়ি দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

লীয়ার জন্যে বিছানা করে দিয়ে আর একটা টিন খুলল সে। টিনের খাবার খেতে খেতেই জিমের চোখে পড়ল ঝোপের মাঝে গাঢ় রঙের ফল—সবরি কলার মত মোটা। উৎফুল্ল হয়ে একটা ফল ছিঁড়ে নিল। 'পওপও!' (Pawpaw) বলল সে, 'পেঁপে পেকে রয়েছে!'

'পওপও পছন্দ করি না আমি,' নিরুৎসাহ কণ্ঠে বলল লীয়া।

'এক সময়ে আমিও করতাম না—কিন্তু এখন করি। একটা খেয়েই দেখো না।'

ফলটা চার ইঞ্চি লম্বা আর প্রায় দেড় ইঞ্চি মোটা। খুঁজে আরও ছয়টা পেড়ে আনল জিম। সত্যিই চমৎকার স্বাদ—আগে কখনও এত মজা লাগেনি। লীয়া তারটা শেষ করে আর একটা নিল।

পওপও পাওয়ার উত্তেজনার মাঝেও বালুর ওপর পায়ের ছাপটার কথা ভোলেনি জিম। চিহ্ন সে খুব ভাল বোঝে না, তবে ওটা যে নতুন ছাপ এটা বোঝার জন্যে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। ছাপের কিনারা একটুও ভাঙেনি, আর ছাপের ওপর দিয়ে কোন পোকা হেঁটে যাবার দাগও নেই। এটা অবশ্যই ওই দিনেরই ছাপ—বড় জোর এক কিংবা দু'ঘণ্টা আগের।

একটা আগুন জ্বালাতে ইচ্ছা করছে ওর। মানুষ যত নিঃসঙ্গই হোক না কেন আগুন জ্বালানো থাকলে নিজেকে আর একা মনে হয় না। শিখাগুলো জীবন্ত হয়ে নড়ে উঠে কি যেন বলতে চায়। বিশেষ করে লীয়ার জন্যে একটা আগুন জ্বালা দরকার। কিন্তু ওর দিকে ফিরে দেখল মেয়েটা ঘাসের ওপর শুয়ে এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। আধখাওয়া ফলটা এখনও ওর হাতে ধরা। নিজের কোট দিয়ে ওকে ভাল করে ঢেকে দিল, তারপর নিজেও ওর পাশে শুয়ে আকাশের তারাগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

বাবা এখন কোথায়? কতদিনে সে খবর পাবে, ওয়্যাগনগুলোর কি হয়েছে? আদৌ খবর পাবে কি?

আরও একমাস পরে ওগুলোর পৌঁছানোর কথা। হয়তো ওয়্যাগনগুলো আসছে না জানার আগেই সে আর লীয়া তার বাবার কাছে পৌঁছে যাবে। সেই ভাল—বাবা দুশ্চিন্তায় পড়ুক এটা সে চায় না।

দু'বছর বয়স থেকেই স্মল ব্লাফের কাছে নিজেদের র‍্যাঞ্চে সে বাবার পিছন পিছন মাঠে যাওয়া শিখেছে। হাঁটতে গিয়ে টলত, পড়ে যেত, কিন্তু সেইসাথে সব খেয়াল করে দেখত—মনে রাখত। তিন বছর বয়সে বাবাকে আলুর বীজ বুনতে সাহায্য করেছে জিম। বাবার বেশি কাজ থাকলে মাঠে বাবার খাবার সেই পৌঁছে দিত। মাঠে বসে দুজনে মিলে একসাথে ওই খাবার খেত। পিকনিকের মত। বাবার সাথে অনেক কথা হত—সবুজ গাছপালা আর নদী-নালায় ভরা এক বাংলাদেশের কথা সে বাবার মুখেই শুনেছে। তার পূর্বপুরুষ নাকি ওই দেশ থেকেই এসেছিল আমেরিকায়। আরও অনেক কথা, ফুল, ফল, লতা, পাতা, পাখি. জীবজন্তু—সব বিষয়েই যেন বাবার জ্ঞান অসীম।

সন্ধ্যায় একসাথে বসে ছেলেকে তার নিজের ছেলেবেলার অনেক কাহিনী শোনাত এরফান। তার মা রাকা ওয়েস্ট-এর সাথে কিভাবে পরিচয়—সোনার খোঁজের ভাঁওতা দিয়ে সবাইকে পশ্চিমে এনে নিক উলফ, ওরফে সিম বয়েন কি এক নিষ্ঠুর প্ল্যান এঁটে সবাইকে মারার মতলব করেছিল—সব গল্পই সে শুনেছে।

হঠাৎ জেগে উঠল জিম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল টেরই পায়নি। আকাশটা ফিকে হয়ে আসছে। লীয়াকে না জাগিয়ে সাবধানে ওর পাশ থেকে সরে ঘোড়াটাকে পানি খাওয়াল, তারপর আবার ঘাস খাওয়ার জন্যে বেঁধে রাখল।

ঝোপের ভেতর থেকে খুঁজে তীর বানাবার জন্যে কয়েকটা সোজা লম্বা ডাল কেটে আনল। ধনুকের জন্যেও একটা ডাল জোগাড় করল। এরফান তাকে শিখিয়েছে ইন্ডিয়ানরা কিভাবে তীর ধনুক বানায়। ওই রকম তীর ধনুক দিয়ে সে অনেক খরগোস আর কাঠবেড়ালি শিকার করেছে। কাজ নিয়ে থাকলে খিদের কথা ভুলে থাকা যায়। লীয়ারও নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। তীর ধনুক বানাতে বানাতে আর একটা পওপও খেলো জিম।

ওর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এই সময়ে ঘোড়ার খুরের শব্দ পেল সে। শব্দটা বিগ রেড আগেই পেয়েছে। কান খাড়া করে নাক ফুলাচ্ছে সে। নাকী সুরে ডেকে ওঠার মতলব করছে দেখে তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে ওকে শান্ত করল জিম। তবু ওর ভয় পুরো কাটল না।

উইলোর ফাঁক দিয়ে তিনজন ইন্ডিয়ানকে দেখতে পেল জিম। মাথায় পালক আর কোমর পর্যন্ত উলঙ্গ। ওদের একজনের জিনের সাথে একটা হরিণের কিছুটা মাংস ঝুলছে। তিরিশ গজ দূরে পানির ধারে গিয়ে থামল ওরা। ওদের মৃদু কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে জিম। খেয়াল করে দেখল ওরা রঙ মাখেনি—আর মানুষের কাটা মাথাও নেই ওদের সাথে।

ঘোড়া থেকে নেমে ওদের একজন পানি খাওয়ার জন্যে মাটিতে শুলো। উঠতে গিয়ে একটু ইতস্তত করল লোকটা, তারপর সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে সোজা জিমের ঝোপটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকল। জিমের মনে হচ্ছে যেন লোকটা ওর চোখের দিকেই চেয়ে রয়েছে। জানে ওই ইন্ডিয়ান লোকটা ওখানে দাঁড়িয়ে কিছুতেই তাকে দেখতে পাবে না—তবু ভয়ে একেবার স্থির হয়ে আছে সে। মনে মনে প্রার্থনা করছে যেন বিগ রেড বা লীয়া হঠাৎ কোন শব্দ করে না ওঠে। পুরো এক মিনিট পরে অন্যদিকে মুখ ঘুরাল লোকটা।

অল্পক্ষণ পরেই তিনজনে একসাথে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল। কিন্তু যাওয়ার পথেও লোকটা আর একবার পিছন ফিরে চেয়ে দেখল। ওরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত স্থির থাকল জিম—তারপর লীয়াকে জাগাল।

জিম বুঝতে পারছে ওদের তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়া দরকার। কারণ সে নিশ্চিত, ওই ইন্ডিয়ান লোকটা আবার ফিরে আসবে।

দুই

ঘোড়ার খোঁয়াড়ের খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে টেকো বিল। বয়স হয়েছে ওর, কিন্তু এখনও যেকোন নবীন যুবকের মতই কাজ করার ক্ষমতা রাখে। পাহাড়ী লোক সে। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বিভিন্ন জীবজন্তু শিকার করাটা ওর পেশা। আবার নেশাও বটে। আত্মীয়স্বজন বলতে দুনিয়ায় কেউ নেই, কিন্তু সেজন্যে ওর মনে কোন খেদ নেই। আত্মীয়তা গড়ে নিতে ওর জুড়ি নেই। টেক্সাসের সবাই ওকে 'টেকো বিল' বলে চেনে। ওই নাম তার কিভাবে হলো তা কেউ বলতে পারে না। নরম কাপড়ের একটা তেলচিটে ক্যাপের তলায় সব সময়েই ঢাকা থাকে ওর মাথা। টুপি ছাড়া খালি মাথায় ওকে কেউ কোনদিন দেখেনি।

'চোদ্দ তারিখে পাহাড় থেকে নেমে আসার পথে প্রথম ওয়্যাগনের চাকার টাটকা দাগগুলো আমার চোখে পড়ে,' টেকো বিল বলছিল। 'এত দেরিতে একটা ওয়্যাগন ট্রেইন রওনা হয়েছে দেখে বেশ অবাক হলাম। বরফ পড়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে, অথচ এই অসময়ে কেন ওরা রওনা হলো জানার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।'

থুথু ফেলে চিবানোর তামাকের গুলিটা জিভ দিয়ে অন্য গালে সরিয়ে নিল টেকো বিল। 'তাছাড়া ওদের কাছ থেকে কিছু কফি ধার নেয়ার আশায় পিছু নিলাম আমি। ষোলো তারিখে ওদের দেখা পেলাম।' আড়চোখে এরফান জেসাপের দিকে চাইল সে। 'হ্যাঁ, ছেলেটার কথা মনে আছে আমার—কৌতূহলী আর মিশুক—কলিনসের মেয়েটাও ওখানে ছিল।'

'কলিন্‌স্‌কে চেনো তুমি?'

'নিশ্চয়! ওর বাবা ছিল আমার বন্ধু। পেনসিলভেনিয়ায় জন্মেছিল কলিন্‌স্‌। ওই পথে গেলে ওদের বাসায় একবার অবশ্যই খোঁজ নিই। মাস তিনেক আগেও একবার গিয়েছিলাম, তখনই ওই ছেলে আর ঘোড়াটাকে প্রথম দেখি।'

চট্ করে মুখ তুলে এরফানের দিকে চাইল সে। 'ওই স্ট্যালিয়নটা কোন ইন্ডিয়ানের চোখে পড়লেই বিপদ। অমন ঘোড়ার জন্যে ওরা একটা চোখ খোয়াতেও রাজি। অবশ্য অ্যাপাচিদের কথা আমি বলছি না—ওরা ঘোড়াকে খাটিয়ে আধমরা করে শেষে জবাই করে খায়। বলছি শাইয়্যান (Cheyenne), সু (Sieux), কিওয়া (Kiowa), এদের কাথা—ঘোড়ার মর্যাদা দিতে জানে ওরা।'

আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এরফান জেসাপ। ওর ভিতরটা তোলপাড় করছে। একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কিছু ঘটছে বলে তার আশঙ্কা হচ্ছে। জিমের কিছু হলে রাকার কাছে কি জবাব দেবে? রাকা মানা করেছিল কিন্তু তার কথাতেই রওনা হয়েছে জিম।

দু'তিন দিন পরে ইন্ডিয়ানদের চিহ্ন দেখতে পেলাম। কোমাঞ্চির এত উত্তরে

সচরাচর ওরা আসে না। দলে নয়-দশজনের বেশি হবে না, কিন্তু ওদের সাথে গোটা বারো খুরে নাল লাগানো ঘোড়াও রয়েছে। কয়েকটা গরুর পায়ের ছাপও দেখলাম—সব লুটের মাল।'

একটু থেমে থুথু ফেলে আবার শুরু করল টেকো বিল, 'জায়গাটা লোক-বসতি থেকে অনেক দূরে, তাছাড়া গরু তাড়িয়ে বেড়ানো কোমাঞ্চিরা পছন্দ করে না। কাছে-পিঠেই কোথাও হানা দিয়ে ওগুলো পেয়েছে—এখনও খেয়ে ফেলার সুযোগ পায়নি।'

'বুঝলাম ওই ওয়্যাগনগুলোই লুট করেছে ওরা। তাড়াতাড়ি ওদের খোঁজে ছুটলাম। জানতাম কোমাঞ্চিরা সবাইকেই মেরে ফেলেছে, তবু যদি কেউ বেঁচে থাকে এই আশায় ছুটে গেলাম।

'কিন্তু বৃথা। সংখ্যায় ইন্ডিয়ানদের চেয়ে অনেক বেশি হলেও ভোর বেলা ঘুমের মধ্যে বাধা দেয়ার কোন সুযোগই পায়নি ওরা। দেহগুলো কোথায় কিভাবে পড়ে আছে দেখেই বোঝা যায় ওখানে কি ঘটেছে। গুলি ছোঁড়ারও সময় পায়নি কেউ। কেবল কলিনসের লাশের পাশে একটা গুলির খাপ দেখতে পেলাম।'

'বাচ্চাদের কি হলো?'

জোর করে প্রশ্ন করল এরফান। উত্তরটা শুনতে চায় না সে।

সহানুভূতির চোখে এরফানের দিকে চাইল টেকো বিল। 'তোমাকে মিছে আশা দিতে চাই না। সবাইকেই নিজের হাতে কবর দিয়েছি আমি, কিন্তু তোমার ছেলে বা কলিনসের মেয়ের মৃতদেহ ওখানে পাইনি।'

দু'মিনিট কেউ কোন কথা বলল না। পকেট থেকে তামাক বের করে একটা সিগারেট বানাচ্ছে এরফান। তাকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবতে হবে।

'কোন বাচ্চার পক্ষে ওখান থেকে বেঁচে বেরিয়ে আসা অসম্ভব,' এতক্ষণে মুখ খুলল বার্নি রাটার। 'ওখানে কেবল মাঠ আর মাঠ। এতদিনে কোমাঞ্চিরা ওদের সেরে ফেলেছে।'

'আমার মনে হয় না,' চিন্তাযুক্ত ভাবে তামাক চিবাতে চিবাতে টেকো বিল মন্তব্য করল। 'কোমাঞ্চির দলটা খুব দ্রুত ফিরছিল। ফেরার তাড়ায় ওরা সাথে কোন মেয়েকেও নেয়নি—সবাইকে মেরে ফেলেছে। এত ছোট ওয়ারপার্টি খোঁজাখুঁজিতে সময় নষ্ট করবে না। ওটা শাইয়্যান এলাকা, কোমাঞ্চিরা শাইয়্যান বা পওনী (Pawnee) ইন্ডিয়ানদের মুখোমুখি হতে চাইবে না।'

একটু থেমে সে আবার বলল, 'তোমাকে মিথ্যা আশা দিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে চাই না—কিন্তু আমার ধারণা ওই বাচ্চা দুটো কোনভাবে বেঁচে গেছে। তবে, দুটো ছোট বাচ্চা···একাএকা ওই ফাঁকা মাঠে···' কথাটা আর শেষ করল না সে।

চিন্তা করছে এরফান। সে নিজে টেকো বিলের জায়গায় থাকলে সেও কি একই কথা ভাবত না? আশ্চর্য ব্যাপার—মনে বেশ কিছুটা জোর পাচ্ছে সে। ছেলেটার বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি আছে—বিজন এলাকা সম্পর্কেও যথেষ্ট জ্ঞান আছে ওর হয়তো বেশি আশা করছে—কিন্তু সে নিজে ওই অবস্থায় পড়লে ঠিকই টিকে থাকতে পারত—তার ছেলেও কি পারবে না? ওর মন বলছে সে বেঁচে আছে।

'ওদের মৃতদেহ তুমি পাওনি—কোমাঞ্চিরাও নিয়ে যায়নি—তাহলে ওরা

নিশ্চয়ই ওখানেই কোথাও আছে।'

'আমি সেকথা বলিনি,' নিজের দিকটা পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করল টেকো বিল। 'দুটো বাচ্চা কতদিন ওই পরিবেশে টিকবে? কোন খাবার নেই, বিছানা নেই, পথ চলার কোন অবলম্বন নেই—তবে একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে—ওই স্ট্যালিয়নটা কোথায় গেল? পরে আমি কোমাঞ্চিদের চিহ্নগুলো ভাল মত পরীক্ষা করে দেখেছি, ওই ওয়্যাগন ট্রেনের প্রত্যেকটা ঘোড়ার ছাপই আলাদা করে চিনেছি, কিন্তু বিগ রেডের পায়ের ছাপ ওখানে দেখিনি।'

'তাহলে নিশ্চয়ই ঘোড়া নিয়ে কোনক্রমে সরে পড়েছে জিম, বলল এরফান। 'জিম আর ওই ঘোড়া একসাথেই বড় হয়েছে—পোষা কুকুরের মতই ওর পিছনে ঘুরত ঘোড়াটা।'

সিগারেটের বাকি অংশটুকু মাটিতে ফেলে বুট দিয়ে চেপে দিয়ে এরফান সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'ওদের খুঁজতে ওখানে যাচ্ছি আমি। ওরা যদি বেঁচে থাকে. ঠিকই খুঁজে বের করব আর মরে গিয়ে থাকলে ওদের যোগ্য মর্যাদায় কবর দেয়ার ব্যবস্থা করব।'

ঘন ভুরুর নিচে দিয়ে এরফানের দিকে চাইল টেকো বিল। 'আমি যখন আসি তখন ওখানকার আবহাওয়া মোটামুটি ভালই ছিল, কিন্তু এখন শীত এসে পড়ছে, যেকোন সময়ে তুষারপাত আরম্ভ হবে।' একটু থামল সে। 'এরফান, যা ঘটে গেছে তাকে স্বীকার করে নেয়াই ভাল। কোমাঞ্চিদের হাতে মরেনি জানি, কিন্তু এতদিনে নিশ্চয়ই মরে গেছে। ওখানে অতটুকু বাচ্চা কিছুতেই টিকে থাকতে পারবে না।'

খুঁটির ওপর ঝুলিয়ে রাখা কোটটা পরে এরফান তার রাইফেলটা হাতে তুলে নিল। 'আমার নিজের হাতে গড়া ওই ছেলে, বয়সে ছোট হলেও অনেক কিছুই শিখেছে—বয়সের তুলনায় সে যথেষ্ট চালাক। নিজের হাতে বানানো তীর ধনুক দিয়ে খরগোস শিকার করেছে—লতা-পাতা দিয়ে ফাঁদ তৈরি করে বুনো জন্তু-জানোয়ার ধরেছে···যেন একা চলতে পারে সেভাবেই ওকে শিক্ষা দিয়েছি আমি।

'আর একটা কথা,' সে আরও বলল, 'ছেলেটা যদি বেঁচে থাকে তবে আমাকে আশা করবে ও। আর ওই স্ট্যালিয়নটা ছুটতে পারে, খোলা মাঠে দাবড়ে কোন ঘোড়া ওর কাছেও ভিড়তে পারবে না। তাই ঘোড়ার পিঠে উঠতে পারলে ইন্ডিয়ানদের হাতে ওদের ধরা পড়ার ভয় নেই।'

'মানলাম,' বলল টেকো বিল, 'ওখানে গিয়ে খুঁজে দেখা ছাড়া আর আমাদের দ্বিতীয় পথ নেই।'

'তোমাদের দুজনেরই মাথায় দোষ আছে,' আপত্তি জানাল বার্নি. 'তোমার মনে আঘাত দিতে চাই না, এরফান, কিন্তু এতদিনে ওরা নির্ঘাত ইন্ডিয়ানদের হাতে মারা পড়েছে। ওরা তো মরেছেই, ওদের খুঁজতে গিয়ে তুমিও প্রাণটা খোয়াবে।'

'আমার যে ওই একটাই ছেলে, বার্নি।'

'তোমাদের মাথায় সত্যিই দোষ আছে,' বলল বার্নি। 'তোমাদের দেখে-শুনে রাখার জন্যে আমাকেও সাথে যেতে হবে।'

*

ধূসর আকাশ। উইন্ড রিভার মাউন্টিনস-এর দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। পাহাড়ের চূড়ায়, গাছের মাথায় আর ঘাসের ওপর তুষার পড়েছে। ঘোড়ার পিঠে তিনজনের চেহারাই ঠাণ্ডায় বাদামী দেখাচ্ছে।

'তোমার ছেলেকে তুমিই ভাল চেনো,' টেকো বিল বলল। 'তুমি ওর জায়গায় থাকলে কি করতে ভাবো, তাহলে সে কি করতে পারে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।'

একটা ছোট্ট মেয়ে আর একটা ঘোড়া সাথে থাকলে সাত বছরের একটা ছেলে কি করতে পারে? ওরা জিমের সাথে আছে কিনা তাও নিশ্চিত জানা নেই।

তবু কিছু কিছু জিনিস তার জানা আছে। যেমন জিম খুব একরোখা। আর সে পশ্চিমে আসার চেষ্টা করবে। একান্ত বাধ্য না হলে ট্রেইলের কাছাকাছিই থাকবে।

জিম…তার একমাত্র সন্তান…সামনের ওই বিস্তীর্ণ এলাকাতেই কোথাও আছে। নিশ্চিত মরণের বিরুদ্ধে লড়ছে। সে একা নয়—একটা ছোট্ট মেয়ে আর বিগ রেডের দেখাশোনার দায়িত্বও তারই ওপর।

এতসব জেনেও এরফান ওকে কোন সাহায্যই করতে পারছে না—বুকের ভিতরে একটা অজানা ব্যথা ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। নিজের অজান্তেই লাগামের ওপর মুঠো করে ধরা হাতের গাঁটগুলো সাদা হয়ে উঠেছে।

ওর মনের ভিতর কি তোলপাড় চলেছে আন্দাজ করেই টেকো বিল বলল, 'এরফান, ওখানে কি ঘটছে তা কল্পনা করে কষ্ট পেয়ে কোন ফল হবে না। ওদের কোথায় পাওয়া যেতে পারে, ভাবো।'

সমস্ত মনের জোর একত্র করে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার চেষ্টা করল এরফান। ওয়্যাগনের ওপর আক্রমণ হয়েছিল সমতল ভূমিতে। কিন্তু ট্রেইল থেকে একটু উত্তরে রয়েছে অপেক্ষাকৃত উঁচুনিচু জমি। লম্বা লম্বা উপত্যকার মাঝে কিছু ছোট ঝর্না আর গাছপালাও রয়েছে।

এবছর খুব খরা গেছে—পানির খুব অভাব। বড়দের মুখে নিশ্চয়ই এসব কথা শুনেছে জিম। টেকো বিল বলছিল তার কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে ওয়াটার হোল সম্পর্কে অনেক কথা জেনেছে জিম। অবশ্য ইন্ডিয়ানদের ভয়ে পরিচিত ওয়াটার হোলগুলোতে খুব সতর্ক থাকতে হবে তাকে।

বাঁচার জন্যে জিমের কি কি উপকরণ হাতের কাছে রয়েছে একেএকে বিচার করে দেখল এরফান। সু আর চিপ্পেওয়া (Chippewa) ভাষার কিছু কিছু শব্দ ওকে এরফানই শিখিয়েছে। ইশারার ভাষাও কিছুটা জানে। মাঝে মাঝে ইন্ডিয়ানরা ওদের র‍্যাঞ্চে এলে এরফান কখনোই ওদের না খাইয়ে ছাড়েনি। মিশুক জিম ওদের থেকে যা পেরেছে শিখেছে।

'লারামি ক্রসিং পার হওয়ার তিন দিন পরে ওয়্যাগনের ওপর হামলা হয়েছে—খাবার জোগাড় করতে হচ্ছে বলে বাচ্চারা জলদি এগোতেও পারবে না।' তামাক অন্য গালে চালান করল টেকো বিল। 'আরও অনেকটা এগিয়ে না গেলে ওদের দেখা পাওয়া যাবে না।'

'এক সপ্তাহ হলো ওরা একা রয়েছে।' মনে করিয়ে দিল বার্নি।

সাত দিন অনেক লম্বা সময়। কি খেয়েছে ওরা...খাবার কোথায় পাবে? রাইফেল ছাড়া বড় কিছু শিকার করতে পারবে না। তীর ধনুক দিয়ে কেবল খরগোস আর কাঠবেড়ালী...কপাল ভাল থাকলে বুনো মুরগি মারতে পারবে।

তিনজনে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে চলেছে। বিশ্রাম নিতেও খুব কমই থেমেছে ওরা। চলার পথে ওদের চোখ মাটি আর পাশের পাহাড়গুলোর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। যেখানে বাচ্চাদের চিহ্ন আশা করছে সেখান থেকে অবশ্য এখনও অনেক দূরেই আছে ওরা। তবে কিছুই মিস করতে চায় না এরফান।

পাহাড়ের কাছে কয়েকবার হরিণ দেখতে পেয়েছে। একবার এল্‌ক (elk) তারপর বুনো ঘোড়ার একটা দলও ওদের দেখা দিয়েছে। ট্রেইল ছেড়ে আরও কাছে গিয়ে ভাল করে দেখেছে ওর ভেতর কোন লাল রঙের স্ট্যালিয়ন ছিল না।

'এখনও ইন্ডিয়ানদের দেখা মিলল না,' মন্তব্য করল বার্নি। 'আমাদের কপাল ভালই বলতে হবে।'

'আমাদের মত ওরাও এই সময়ে এই এলাকায় থাকতে পছন্দ করে না,' বলল টেকো বিল। 'শীতের শুরুতেই পাহাড়ের ভিতর কাঠের অভাব নেই এমন জায়গায় ক্যাম্প করে।'

'বিল,' প্রশ্ন করল এরফান, 'বাচ্চা দুটোকে ধরতে পারলে ইন্ডিয়ানরা কি করবে?'

'কিছুই বলা যায় না—এমনও শুনেছি যে, বাচ্চাদের মাথা ওরা পাথর বা গাছের সাথে ঠুকে ছাতু করেছে—আবার এও শুনেছি, বাচ্চাদের নিয়ে গিয়ে নিজের ছেলের মতই যত্ন করে মানুষ করেছে। ইন্ডিয়ানরা বাচ্চাদের খুব আদর-যত্ন করে। তবে বন্দীদের নিয়ে কি করবে বলা যায় না।'

একটানা চলতে চলতে ঘোড়াগুলোর মুখ দিয়ে ফেনা উঠে গেছে। একসময়ে টেকো বিল বলে উঠল, 'এরফান, ঘোড়াগুলোকে এবার কিছু বিশ্রাম দেয়া দরকার—নইলে এরপরে পায়ে হেঁটে এগোতে হবে।'

'এখন আর বেশি দূরে নেই ওরা—আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে,' বলল এরফান।

'ঘোড়াগুলোকে মেরে ফেললে ওদের আর কোনদিনই খুঁজে পাব না আমরা—নিজেই ভেবে দেখো।'

বার্নি বলল, 'আমার যতদূর মনে পড়ে সামনে একটা ক্রীক আছে। ওখানে ঘাস, পানি কাঠ সবই পাওয়া যাবে। আমার মতে আজকের মত ওখানেই থেমে ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম নিতে দিই। আর আমরা বরং পায়ে হেঁটে মাইলখানেক ঘুরে নিজেদের অবস্থাটা ভাল করে বুঝে দেখি।'

পরামর্শটা ভাল তা এরফানও বুঝতে পারছে। ভাল একটা জায়গা বেছে নিয়ে ক্যাম্প করল ওরা। জায়গাটা বাতাসের মুখ থেকে কিছুটা আড়ালে, ইন্ডিয়ানরা কেউ ওদিক দিয়ে গেলেও সহজে ওদের দেখতে পাবে না। তাছাড়া আগুন জ্বালালে ধোঁয়া গাছের ডালপালা আর পাতায় ছড়িয়ে হালকা হয়ে যাবে—দূর থেকে দেখা যাবে না।

ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামিয়ে সবুজ ঘাসের ওপর চরার জন্যে বাঁধতে বাঁধতেই বেলা পড়ে এল। ক্যাম্পের পিছনে নিচু পাহাড়টার দিকে হেঁটে এগিয়ে গেল এরফান। ওখানে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে অন্ধকারে কি যেন শুনল। শক্তিশালী ঘোড়া বিগ রেড, অনেক বেগে ছুটতে পারে। ওরা যদি ছুটতে দেয় তবে ওর পক্ষে জিম আর লীয়াকে নিয়ে এই পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া অসম্ভব কিছু হবে না। চমৎকার ঘোড়া রেড, আর ছেলেকে সে খুব ভালবাসে।

রাতের বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা। জিমের কাছে কোট আছে তো? আর কলিনসের মেয়েটার? সে যদি ঘুম থেকে জেগেই জিমের পিছু নিয়ে থাকে তবে হালকা কাপড়ই থাকবে ওর গায়ে। ওয়াইওমিঙের শীত বড় কঠিন।

একঘণ্টার ওপর সময় কেটে গেল—এখনও এরফান বিগ রেডের খুরের শব্দ, কিংবা একটা বাচ্চার অস্পষ্ট কান্না শোনার আশায় কান পেতে রয়েছে।

টেকো বিল ওর কাছে এগিয়ে এল। 'এভাবে মিছেমিছি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ, এরফান। এসো, খেতে চলো। একটু বিশ্রাম নাও। বার্নি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করছে।'

'ওরা ওইখানেই কোথাও আছে, বিল। ওদের খুঁজে বার করতেই হবে।'

'বেঁচে থাকলে ওদের আমরা ঠিকই খুঁজে বের করব।'

আগুনের কাছ থেকে কোন সান্ত্বনা মিলল না। তবে খাবারটা ভালই ছিল। আর কড়া কফি ওদের উদ্যমকে চাঙ্গা রাখল।

'পাহারা দেয়ার বন্দোবস্ত করা দরকার,' প্রস্তাব দিল টেকো বিল। 'বার্নি আর আমি প্রথম রাত পাহারায় থাকব, তুমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নাও।'

সত্যিই ঘুমাল এরফান। ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্নে বিগ রেড আর দুটো বাচ্চাকে দেখল—রাতের পর রাত শীতের মধ্যে ওরা পাড়ি দিচ্ছে সীমাহীন পথ।

তিন

চতুর্থ দিনের পর লীয়া মায়ের কথা আর জিজ্ঞেস করেনি—কাঁদেওনি। মুখটা আগের চেয়ে অনেক শুকিয়েছে—চোখ দুটো আরও বেশি বড় মনে হয়। জিমের পিছনে সে এখন এমন আঠার মত লেগে থাকে যে ওর পক্ষে শিকার, ঘোড়া বেঁধে রাখা বা কাঠ জোগাড় করে আনা কঠিন হয়ে উঠেছে।

পোল ক্রীক ক্রসিঙ-এ পৌঁছেছে ওরা। কিন্তু দুদিকের কোন দিকেই পানি পেল না। তবে পানি না থাকলেও ঘাস আছে— বেশ ভাল ঘাস। বিগ রেডের পেট না ভরা পর্যন্ত ওখানে বিশ্রাম নিল ওরা। এবং এতদিন পর এখানেই প্রথম ঘোড়ায় চড়তে পারার মত একটা জায়গা দেখতে পেল জিম।

এমন জায়গা হয়তো আরও ছিল কিন্তু তা উল্টোদিকের ঢালে হওয়ায় ওর চোখে পড়েনি। পাহাড়ের মাথা থেকে একঝলকে যা দেখেছে তাতে দূরে নদীর ধারের এলাকা যেমন সুন্দর তেমনি বিপজ্জনক বলে মনে হয়েছে।

ক্রীকের পাশে একটা উঁচু জায়গা থেকে ঘোড়ার পিঠে উঠল জিম। এতদিন পর ছুটবার সুযোগ পেয়ে দ্রুত ছুটে চলল রেড। গতকাল থেকেই জিমের আর একটা দুশ্চিন্তা হচ্ছে। সে খেয়াল করেছে উত্তরের ঠাণ্ডা হাওয়াটা বিগ রেড পছন্দ করছে না।

আজ খাবারের শেষ টিনটা খুলেছিল। লীয়া নিজের অংশ শেষ করে ক্ষুধার্ত চোখে চেয়ে আছে দেখে, খিদে থাকা সত্ত্বেও, বাকিটুকু ওকেই খাইয়েছে জিম।

ঝর্নার ধারে দেখা বিশাল ইন্ডিয়ানটার কথা ভুলতে পারছে না ও। যদিও এখন পর্যন্ত তার আর কোন চিহ্ন দেখা যায়নি, তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছে না সে। সঙ্গীদের হয়তো কিছুই বলেনি ইন্ডিয়ানটা, কারণ সে নিজেই ওদের মুণ্ডু কেটে বিগ রেডকে নিজের জন্যে পেতে চায়। হয়তো এই মুহূর্তে সে তাদের অনুসরণ করছে।

সারাদিনে বারবার নদীর ওপর দিয়ে এপার-ওপার করেও কোথাও পানির দেখা পেল না জিম। একবার যাও বা একটু পাওয়া গেল, পানির চেহারা দেখে খেলো না ওরা—বোতলে এখনও পানি রয়েছে ওদের। তবে বিগ রেড আগ্রহ ভরেই ওই পানি খেলো।

আকাশটা ধূসর রঙ নিয়েছে—কোথাও ফাঁক নেই। আবার রওনা হয়ে গেল ওরা। পাইন গাছে ছেয়ে আছে পাহাড়ের গা। দিনটা স্যাঁতস্যাঁতে, ঠাণ্ডা। তড়িঘড়ি চলতে আরম্ভ করল বিগ রেড। পিছন দিকে সতর্ক নজর রেখেছে জিম—কিন্তু ভয় করার মত কিছু ওর নজরে পড়ল না।

কয়েকবার পথে খরগোস দেখল ওরা। দুবার তীর ছুঁড়ে শিকার করার চেষ্টা করেছিল জিম, কিন্তু লাগেনি। তৃতীয়বার আর চেষ্টা করল না। খরগোসটা মরলেও ওটা আনতে ঘোড়া থেকে নামলে আর উঠতে পারবে না। আর ফস্কালে তীরটাই হারাতে হবে।

শেষ পর্যন্ত যখন ক্যাম্প করার মত একটা জায়গা খুঁজে পেল তখন সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত আর ক্লান্ত। ক্লান্তিতে এখন আর ভয় করছে না বটে, তবু নিরাপত্তার ব্যবস্থাগুলো নিতে ভুলল না। উঁচুতে কয়েকটা মরা পাইন গাছের তলায় ক্যাম্প করল সে। খাড়া ঢালটা মরা পাইন গাছে ভর্তি। নিচে ক্রীকে ছোট্ট একটা গর্তে এক চিলতে পানি রয়েছে। ঘাস শুকিয়ে খয়েরি হয়ে গেছে। ওদেরও কোন খাবার জুটল না ওখানে। কয়েকটা ফাঁদ পেতে রাখল জিম। কিন্তু কিছু ধরা পড়বে এতটা আশা করছে না। ঠাণ্ডা, খিদে আর ক্লান্তির বিচ্ছিরি একটা রাত। ভোরের দিকে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। ফাঁদে কিছু ধরা পড়েনি। এগিয়ে যাওয়া ছাড়া ওদের করার কিছুই নেই।

বিগ রেড ছুটতে চাইছে। লাগামে ঢিল দিয়ে ওকে ছোটার সুযোগ দিল জিম। আজ ওরা ট্রেইল ধরেই পথ চলছে। জিম জানে, এই বৃষ্টির ভেতর একান্ত দায়ে না পড়লে ইন্ডিয়ানরা কেউ বেরোবে না।

আকাশ থেকে বাঁকা হয়ে নেমে আসছে বৃষ্টি। বিগ রেডের খুরের তলায় মাটি বৃষ্টিতে ভিজে পিছল হয়ে উঠল। তবু ঘোড়াটা অক্লান্ত ভাবে ছুটেই চলল। পিঠের ওপর কুঁজো হয়ে লীয়াকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে জিম। এইভাবে কতক্ষণ

চলেছে বলতে পারবে না, শেষ পর্যন্ত গতি কমিয়ে ঘোড়াটা হাঁটতে থাকল—থামল না। ওদের আশেপাশের জমি এখন অনেক রুক্ষ হয়ে উঠেছে।

টিবির ওপর এখন গাছ দেখা যাচ্ছে। চলার পথে কিছু বিশাল বুড়ো কটনউড গাছও দেখা যাচ্ছে। জিনের ওপর সোজা হয়ে বসে বৃষ্টির ফাঁকে চারপাশ ভাল করে দেখে নিল জিম। একটা ভাল আশ্রয় আর কিছু খাবার তাকে জোগাড় করতেই হবে। লীয়া এতটা চুপ হয়ে গেছে দেখে ওর একটু ভয়ই করছে।

বাপের কাছে দেখা শিখেছে জিম। জঙ্গলের ভিতর সব সময়েই চোখ কান খোলা রাখতে হয়। সামনে পথটা দুধার থেকে চেপে সরু হয়ে এসেছে। ওয়্যাগনে চলার সময় সামনের ওয়্যাগন, ধুলো, এসবের জন্যে দৃষ্টি কিছুটা বাধা পেয়েছে। কিন্তু এখন বিগ রেডের পিঠে উঁচু থেকে সবকিছু দেখতে পাচ্ছে—অনেক দূর পর্যন্ত বেশ দেখা যাচ্ছে। টেকো বিলের সাথে কথা বলে তাকানো, আর 'দেখা'র মধ্যে তফাতটা সে পরিষ্কার বুঝেছে।

তাকায় সবাই—কিন্তু খুব কম মানুষই দেখে। একটা এলাকা পার হয়ে আসার পর তারা ওই এলাকার খুঁটিনাটি কিছুই বলতে পারবে না। দেখতে কেমন, কি পাওয়া যেতে পারে—কিছুই না। জিম বিপদের চিহ্ন খুঁজছে। আর সেই সাথে দেখছে কোথাও খাবার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা। যাই হোক—খাওয়া যায় এমন কিছু হলেই হলো।

অন্ধকার হবার আগে দিয়েই বৃষ্টিটা থামল। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হলো না। আলো থাকতে থাকতেই একটা আশ্রয় ওদের খুঁজে নিতে হবে। তবে এই এলাকায় আশ্রয় নেয়ার মত জায়গা খুঁজে পাওয়া আগের মত শক্ত নয়। উপড়ে পড়া গাছ, পাহাড়ের গায়ে গর্ত, ঘন গাছপালার গোছা, এসব প্রচুর রয়েছে।

অল্প খুঁজতেই ক্যাম্প করার মত উপযুক্ত জায়গা পেয়ে গেল সে। একটা বিরাট কটনউড গাছ উপড়ে পড়েছে ঝর্নার ধারে। গাছের ডাল থেকে এখনও মরা পাতা ঝুলছে। ওর পাশে দিয়েই সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে ঝর্নার দিকে। ঘোড়াটাকে পানি খাইয়ে কিছু ঘাস ছিঁড়ে ওর গা ভাল করে মেজে লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখল ঘাস খাওয়ার জন্যে। গাছের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে কুঁকড়ে বসে জিমের কাজ করা লক্ষ করছে লীয়া।

গাছের গুঁড়ির তলায় ঢুকে গর্তটা একটু ঠিকঠাক করে দুজনের হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢোকার মত জায়গা করল জিম। তারপর ভাঙা ডালপালাগুলো বুনে বেড়ার মত করে আশ্রয়টাকে আরও পাকা-পোক্ত করল। ঘাস আর আগাছা ছিঁড়ে কয়েক ইঞ্চি পুরু বিছানা তৈরি করে মাটি ঢেকে দিল।

দুটো পাথরের ওপর চওড়া তক্তার মত একটা পাথর পড়ে বিগ রেডের জন্য একটা রেডিমেড আশ্রয় তৈরি হয়ে আছে—ওখানেই ঘোড়াটাকে সুন্দর লুকিয়ে রাখা যাবে। ওর দাঁড়ানোর সুবিধার জন্যে নিচে থেকে এবড়োখেবড়ো পাথরগুলো সরিয়ে পরিষ্কার করে দিল।

ক্লান্তিতে জিমের দেহ ভেঙে পড়তে চাইছে—ভেজা শার্টে শীতে কাঁপছে। কিন্তু তবু লীয়ার জন্যই তার চিন্তা হচ্ছে বেশি। নীরবে বসে আছে মেয়েটা। যার মুখে সব সময়েই কথার খই ফোটে—প্রশ্নে প্রশ্নে অতিষ্ঠ করে তোলে—সেই মেয়ের

মুখেই একটা রা পর্যন্ত নেই। নীরবে বসে বড়বড় চোখ দুটোকে আরও বড় করে ভয়ে ভয়ে চেয়ে আছে। হঠাৎ জিমের মনে পড়ল উইস্‌কন্‌সিনে সে ঠিক এই রকম একটা মেয়েকে দেখেছিল। ওদের বাসার পাশেই থাকত মেয়েটা—ওর স্বামী মারা গেছিল। সারাদিন ওই রকম চুপচাপ বসে থাকত—তারপর একদিন দেখা গেল মেয়েটা মরে গেছে। ভাবতে গিয়ে জিমের দেহ শিউরে উঠল।

তবু আজ একটা কাজের মত কাজ হয়েছে—অনেকটা পথ এগিয়েছে ওরা। অন্তত একটা সান্ত্বনা, বাবার আরও কাছে আসতে পেরেছে সে। এই একটা ব্যাপারে ওর বিশ্বাসের কোন নড়চড় হয়নি। বাবা তাকে নিতে আসবেই, আর বাবা যতদিন না পৌঁছায় ততদিন লীয়া আর বিগ রেডের দেখাশোনা ওকেই করতে হবে।

পাঁচটা ফাঁদ পেতে রাখার ইচ্ছা ছিল ওর। কিন্তু দুটো বসাতেই অনেক সময় লেগে গেল। ভীষণ শীত করছে, ক্লান্তিতে অবসন্ন ওর দেহ—আর পারছে না। ফিরে এসে লীয়ার পাশে কুঁকড়ে শুয়ে পড়ল। রাতে আবার বৃষ্টি শুরু হলো।

পাতার ওপর বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ যেন একটা আমেজ এনে দেয়। পাশে লীয়া নড়ে উঠল। আশ্বাস দিয়ে জিম বলল, 'বাবার আসার কথা আছে, আমাদের নিতে আসবে।'

'খিদে পেয়েছে,' বলল লীয়া।

সারা দিনে এই প্রথম কথা বলল মেয়েটা। তাড়াতাড়ি জিম বলল, 'আমারও—চিন্তা কোরো না, সকালেই শিকারে বেরোব আমি—কিছু একটা ঠিকই শিকার করে আনব।'

জোর দিয়ে কথাটা বললেও, জিম জানে, শিকার পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। ভেজা আবহাওয়ায় সাধারণত বুনো জীবজন্তু বেরোয় না। ওরা জানে এই সময়ে বেরোলে শত্রুপক্ষ ওদের অবস্থান টের পেয়ে যাবে। ভিজে মাটিতে গন্ধ সহজে যায় না। এসব কথা ওদের ভালই জানা আছে।

জিম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল বৃষ্টি থাকলে ওরাও আগামীকাল আর বেরোবে না। এখানেই গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে। পানি রয়েছে; বিগ রেডের জন্যে ঢালের ওপর চমৎকার ঘাস রয়েছে—তাছাড়া উপড়ানো গাছটা সুন্দর বৃষ্টি ঠেকাচ্ছে। ঠিক এই সময়ে পানির একটা বড় ফোঁটা জিমের ঘাড়ে পড়ল। প্রায় ঠেকাচ্ছে, ভাবল সে।

ঝর্নায় হয়তো মাছ পাওয়া যেতে পারে। মাছ না থাকলেও শামুক পাওয়া যাবেই। এর আগেও শামুক খেয়েছে সে—খেতে খারাপ না। খিদের মুখে চমৎকার লাগবে। পাখির কিছু চিহ্নও তার চোখে পড়েছে, বন-মুরগির মতই, তবে আরও বড়। ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই ইন্ডিয়ান লোকটার কথা জিম একদম ভুলে গেছে।

কয়েকবার স্যাঁতস্যাঁতে ঠাণ্ডায় ওর ঘুম ভেঙে গেল। একবার দেখল কোটটা গায়ের ওপর থেকে সরে গেছে। নিজেদের আবার ভাল করে ঢেকে নিয়ে শুয়ে শুয়ে কতক্ষণ বৃষ্টির শব্দ শুনল।

ফোর্ট ব্রিজার এখান থেকে পশ্চিমে। শুনেছে সাউথ পাস পেরিয়ে যেতে হয়। হয়তো ফোর্ট থেকে কেউ ওদের খুঁজতে আসবে। বাসার রান্নাঘরের জিভে পানি

আসা গন্ধের কথা ওর মনে পড়েছে।

'হঠাৎ একটা অশুভ চিন্তা জিমকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। বাবার যদি কিছু হয়ে থাকে? সে যদি মোটেও না আসে?

দূরত্বটা অনেক। পুরো একমাস লাগবে বলেছিল কলিন্‌স্। সেও হেঁটে নয়—ওয়্যাগনে। খাবার জোগাড় করতেও তার অনেক সময় নষ্ট হবে। এখনও তিন সপ্তাহের কিছু উপরে লাগবে। লীয়া কি এতদিন কষ্ট সয়ে চলতে পারবে?

উঠে দুহাতে হাঁটু জড়িয়ে ধরে কুঁজো হয়ে বসল জিম। ওসব কথা ভাবতেও ভয় লাগে। দুশ্চিন্তা না করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে তাকে।

কিন্তু এগিয়ে চলা অব্যাহত রাখা কি ওদের পক্ষে সম্ভব হবে? লীয়ার চেহারা এখনই যেমন শুকিয়ে গেছে, দেখে জিমের ভয়ই হয়।

ভোরের আলো ফুটতেই, বৃষ্টি থাকুক আর না থাকুক, তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে খাবারের খোঁজে। এতদিন চলার পথে কোন খাবার পাওয়া যায় কিনা সেদিকেই কেবল লক্ষ রেখেছে সে। শিকার করার উদ্দেশ্য নিয়ে কখনও বেরোয়নি।

শেষ পর্যন্ত আবার লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। বৃষ্টি ওর কানের কাছে একটা ঘুম-পাড়ানি গান গেয়ে চলেছে। ক্লান্তিতে গভীর ঘুমে বেহুঁশ হলো জিম। ক্লান্ত খিল ধরা পেশীগুলো ধীরে ধীরে আলগা হয়ে গেল। ঘাসে, ধুলোয়, গাছে আর পাথরের ওপর বৃষ্টি তার আদরের পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়ার পায়ের চিহ্নের ওপর বৃষ্টি পড়ে চিহ্নগুলো একটু একটু করে সব মুছে একাকার হয়ে গেল।

বিশাল দেহ ইন্ডিয়ান লোকটা—লোন মুন, উৎসুক হয়ে উঠেছে। কৌতূহলী হওয়াটা বুনোদের স্বভাব। ছেলেবেলা থেকেই লোন মুনকে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে শেখানো হয়েছে। ঝর্নার পানিতে কিছুটা ঘোলা পানি দেখেই সে টের পেয়েছে কাছাকাছি উপর দিকের পানি কেউ বা কিছুতে নাড়া দিয়েছে। ওদিকে চেয়ে তার মনে হলো যেন একটা চেস্টনাট বা সোরেলের পিঠে রোদ পড়ে চিকচিক করে উঠতে দেখল। পানিতেও যেন একটা ছায়া নড়ে উঠতে দেখেছিল—তবে সেটা চোখের ভুলও হতে পারে। সঙ্গীদের কিছুই জানায়নি সে। লুট করার মত কিছু থাকলে প্রথম অংশটা সেই নিতে চায়। যদি ঘোড়াই হয়ে থাকে তবে ওটা তার চাই।

ঘোড়া মানেই সম্পদ। ইন্ডিয়ানদের কার কয়টা ঘোড়া আছে তা দিয়েই ওদের মর্যাদা বিচার করা হয়। আর যে যত বেশি লুটে অংশ নিয়েছে মেয়ে-মহলে তার তত বেশি সম্মান। লোন মুন দুর্দান্ত শক্তিশালী যোদ্ধা। কাজে সে বহুবার একথা প্রমাণ করেছে। কিন্তু দলগত ভাবে কাজ না করে একা চলাই সে পছন্দ করে। এবারেও সে একটা ছুতো দেখিয়ে সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিল তারপর চক্কর কেটে আবার ফিরে গেল ঝর্নার কাছে।

ছাপগুলো খুঁজে পেতে ওর দেরি হলো না। কিন্তু ছাপ দেখে খুব অবাক হলো। ঘোড়াটা সত্যিই তেজী, আর বিরাট—মানুষ দুজনের ছাপ খুব ছোট। বাচ্চা? একা?

বিশ্বাস হচ্ছে না ওর।···বামুন ভূত নয় তো? কুসংস্কার ওর মনের জোর বেশ খানিকটা কাঁপিয়ে দিল। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল ওর দেহ। বুড়োদের মুখে বামুন ভূতের অনেক কেচ্ছা শুনেছে—ওদের সাথে জড়াতে চায় না লোন মুন। তবে শুনেছে অনেকদিন আগেই নাকি ওরা হারিয়ে গেছে উত্তরে বিগ হর্ন পাহাড়ের একটা সরু খাঁজে—আর ফেরেনি।

দুজনের মধ্যে বড়টার পায়ের ছাপ অনেক রয়েছে, কিন্তু ছোটটার ছাপ প্রায় নেই বললেই হয়।

ঘোড়াটার ছাপ দেখে উত্তেজনা অনুভব করছে সে। সমান তালে লম্বা লম্বা ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে গেছে ঘোড়াটা। দেখেই বোঝা যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছুটতে পারবে ওই ঘোড়া। ভূত হোক আর যাই হোক ওই ঘোড়া তার চাই।

পরে সে জেনে আশ্বস্ত হয়েছে ওরা বামুন ভূত নয়—সাদা চামড়ার খোকা। এবং তারা একা। আগুন জ্বালায়নি ওরা। হাড় বা খাবারের আর কোন অংশ ওখানে পেল না লোন মুন। প্রথমে কেবল একটা খালি টিন পেয়েছে।

যে কোন ইন্ডিয়ানের মত লোন মুন ছাপ দেখে মানুষের মতিগতি বোঝায় ওস্তাদ। সে বুঝল দুটো বাচ্চা একা একা পশ্চিমে চলেছে—আর ওদের কাছে খাবার নেই।

ফাঁদগুলোও সে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু তাতে কোন রক্ত বা লোম অথবা পালক লেগে নেই। অর্থাৎ কিছুই পায়নি ওরা। তবে খুদে যোদ্ধা যাওয়ার আগে ফাঁদগুলো খুলে দিয়ে গেছে যেন বনের মানুষ (ভূত) কেউ ওতে ধরা পড়ে না মরে।

লোন মুন শাইয়্যান ইন্ডিয়ান। বাচ্চাদের বিরুদ্ধে লড়া ওর রীতি নয়। কিন্তু আগ্রহ বাড়ছে ওর। আরও পরে সে মনেমনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো খুদে যোদ্ধা মাথায় অনেক বুদ্ধি রাখে। ক্যাম্পের জন্যে চমৎকার জায়গা বেছে নেয়, আর বিদায় নেবার আগে যতটা সম্ভব নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ মুছে ফেলার চেষ্টা করে। বৃষ্টি শুরু হবার পরই কেবল ট্রেইল ধরে চলেছে সে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওর সব চিহ্ন বৃষ্টিতে মুছে যাবে।

কৌতূহল বশেই পিছু নিল লোন মুন। ওদের দেখা পেলে কি করবে জানে না। তবে ঘোড়াটা চায় সে। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে ঝামেলা হবে কিন্তু ওরা এখনও ছোট—আপনজনের মতই ওদের পেলে বড় করা যাবে। ছেলেটা বড় হয়ে ভাল যোদ্ধা হবে।

জিমের যখন ঘুম ভাঙল তখন সকাল। বৃষ্টি তখনও পড়ছে। বাদলার মধ্যে কোন শিকার বাইরে বেরোবে না—কিন্তু তবু ওর বেরোনো দরকার—হয়তো কিছু পেয়েও যেতে পারে।

বাতাসটা ভিজে ভারী হয়ে রয়েছে। মাথার উপর সজীব গাছটা আগুনের ধোঁয়া ছড়িয়ে দেবে। ঝুঁকি নিয়ে একটা আগুন জ্বেলে ফেলল জিম। বেছে বেছে মোটামুটি শুকনো কিছু কাঠও কুড়িয়ে আনল। আগুন জ্বালানো থাকলে জিম শিকারে গেলে লীয়া ততটা নিঃসঙ্গ বোধ করবে না।

পকেটে পেঁচিয়ে রাখা ধনুকের দড়িটা বের করে ধনুকে ছিলা লাগাল জিম।

ওর কাছে মাত্র তিনটে তীরই আছে। আশা করছে হয়তো এতেই চলবে। তীরগুলো নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়ল সে। তীর শুকনো রাখার জন্যে গায়ের সাথে সাঁটিয়ে ধরেছে।

ক্যাম্পের কাছেই একটা কটনউড গাছ বাজ পড়ে পুড়ে গেছে। ওটা চিনে ক্যাম্পে ফিরতে অসুবিধা হবে না। সোজা খানিকটা এগিয়ে গোল করে ক্যাম্পের চারপাশে ঘুরে বিভিন্ন কোণ থেকে জায়গাটাকে চিনে রাখল। অতি পরিচিত জিনিসও অন্যখান থেকে দেখলে অনেক সময়ে আর এক রকম দেখাতে পারে।

এবার সে খুঁজতে আরম্ভ করল। গাছের গর্ত, ঝোপ—যেসব জায়গায় একটা জন্তুর পক্ষে লুকিয়ে থাকা সম্ভব। ঝর্নার ওপাশে মাত্র কয়েকশো গজ পরেই জঙ্গল। কোন কোন জায়গায় আবার ঝর্নার ধার থেকেই শুরু হয়েছে উঁচু গাছ। তবে ঘন ঝোপ সবখানেই রয়েছে।

একটা খরগোস একবার ওর সাড়া পেয়ে ছুটতে শুরু করেছিল, কিন্তু ধনুকে তীর লাগানোর আগেই ওটা অদৃশ্য হলো। খরগোস মারতে হলে সূর্য ডোবার পর চেষ্টা করতে হবে। ওই সময়ে ওরা একটু স্থির থাকে—এদিক ওদিক চায়। চমকালেও ছুটে নিজের গর্তের কাছে গিয়ে থেমে পিছন ফিরে চেয়ে দেখে।

প্রায় একঘণ্টা হয়ে গেল খাবারের খোঁজে বেরিয়েছে। ফেরার জন্যে ঘুরতেই ওর চোখে পড়ল একটা গোছা ঝোপ, চার ফুট উঁচু··· হেজেল নাট (Hazelnut)!

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল জিম। মাটিতেও কিছু বাদাম ঝরে পড়েছে, কিন্তু ঝোপগুলো বাদামে একেবারে ছেয়ে আছে। হ্যাট খুলে তাতে বাদাম ভরতে শুরু করল ও।

ক্যাম্পে যখন পৌঁছল তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশের মেঘেও ভাঙন ধরেছে। লীয়া জেগে ওর জন্যে বসে অপেক্ষা করছে। দেখে মনে হচ্ছে জায়গা থেকে মোটেও নড়েনি মেয়েটা। আগুনের পাশে দুজনে মিলে বসে পাথর দিয়ে ভেঙে বাদাম খেলো।

খাওয়া শেষ করে আগুনটা ছড়িয়ে জ্বলন্ত কাঠ কয়লা মাটি দিয়ে ঢেকে দিল জিম। তারপর লীয়াকে রেডের পিঠে তুলে দিয়ে ঘোড়াটাকে ঝর্নার ধারে একটা পাথরের কাছে নিয়ে গেল। পাথরের সাহায্যে নিজেও ঘোড়ার পিঠে উঠে ওকে হাঁটিয়ে বাদাম গাছের ঝোপগুলোর কাছে চলে এল।

সূর্য উঠেছে। রোদটা ওর পিঠ আর কাঁধের ওপর চমৎকার ঠেকছে। ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে ঠাণ্ডা আবহাওয়া আর খিদের হাত থেকে আপাতত রেহাই পেয়ে খুব ভাল লাগছে। ওখানে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে আরও বাদাম পেড়ে হ্যাট বোঝাই করে নিল। দরকার হলে আবার সেই আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে ঘোড়ায় চড়বে। কিন্তু ফিরে যেতে হলো না, সামনেই আর একটা সুবিধা মত জায়গা পেয়ে আবার ঘোড়ায় চড়ে বসল।

এঁকেবেঁকে একটা মোষ-হাঁটা পথ এগিয়ে গেছে ঝর্নার পাশ দিয়ে। ওই পথেই এগোল জিম। তারপর কি ভেবে আবার ঘোড়া নিয়ে ঝর্নার পানিতে নামল। রাতের বৃষ্টিতে ওদের পায়ের চিহ্ন সব ধুয়ে মুছে গেছে। পানির ভিতর দিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে তারপর উল্টো দিকের পাড়ে উঠে পশ্চিমে রওনা হবে সে। এতে

ওই ইন্ডিয়ান লোকটা যদি পিছু নিয়েও থাকে, তবে, সে আর তাদের কোন চিহ্নই খুঁজে পাবে না।

পরিষ্কার সুন্দর একটা দিন। তবু ধীর গতিতেই এগোচ্ছে। ঝর্নার পাড়টা বেশ ঢালু—পাড় ধরেই চলেছে ওরা। দু'পাশের ঘন গাছ ওদের আড়াল দিচ্ছে। দুপুর বেলা ভাল ঘাসের ওপর ঘোড়াটাকে কিছুটা বিশ্রাম দেয়ার জন্যে নামল ওরা। রেডকে বেঁধে রেখে আরও কিছু বাদাম খেয়ে নিল। আবার রওনা হতে যাবে এই সময়ে চোকচেরি (Chokecherry) ঝোপের ওপর জিমের নজর পড়ল। মাত্র কয়েকটাই রয়েছে, কিন্তু সারাদিন কেবল বাদাম খাওয়ার পরে চোকচেরি খেতে অপূর্ব লাগল।

আবার রওনা হলো ওরা। অল্পক্ষণের মধ্যেই লীয়া ঘুমিয়ে পড়ল। দু'হাতে ওর মাথাটা নিজের বুকে ধরে রেখে জিমের হাত দুটো প্রায় অসাড় হয়ে এল, তবু ওকে জাগাতে জিমের মন চাইছে না। লীয়া যতক্ষণ ঘুমাচ্ছে ততক্ষণ নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে আছে। জাগলেই আবার ভয়ে সিটিয়ে যাবে।

ভাবতে চেষ্টা করছে সে। বাবা প্রায়ই বলত, 'মানুষের মাথাটাই হচ্ছে আসল। তার ভালুকের মত নখ নেই কিংবা ষাঁড়ের মত শক্তিও নেই। আছে শুধু মগজ। মাথাটা ঠিক মত ব্যবহার করতে জানলে তুমি সহজেই পৃথিবীতে নিজের জায়গা করে নিয়ে চলতে পারবে।'

সে জানে না তার বাবা সত্যিই তাকে খুঁজতে আসবে কিনা। আসবে না ভাবতেও ভয় লাগে—কিন্তু বাবা আসবে না ধরে নিয়েই প্ল্যান করে চলতে হবে তাকে।

যেভাবেই হোক ফোর্ট ব্রিজারে ওদের পৌছতে হবে। সেখানে আরও লোকজন আছে, লীয়া আর সে ওখানে পৌছতে পারলে নিরাপদে থাকবে। মেয়েরাও আছে, ওরা লীয়ার দেখাশোনা করতে পারবে। তখন তাকেও জেগে উঠে কি দেখবে—এই ভয় নিয়ে ঘুমাতে হবে না।

কিন্তু ফোর্ট ব্রিজার এখনও অনেক অ-নে-ক দূর। সামনের জমি ধীরে ধীরে আরও উপরে উঠেছে। গতরাতে তাপমাত্রা নেমে পানি জমিয়ে বরফ করার জোগাড় করেছিল। এবার এর মধ্যেই দু'একবার তুষারও পড়েছে।

হয়তো ওই ইন্ডিয়ানটাকে ওরা ফাঁকি দিতে পেরেছে। ওর ধারণা লোকটা অনুসরণ করেছিল ওদের দু'জনের মুণ্ডু কেটে বিগ রেডকে পাওয়ার লোভে। ওর সাথে আর দেখা না হোক এটাই চাইছে জিম। কিন্তু বাবা বলে সবার দূরদর্শী হওয়া উচিত।

তার মতে বলে, 'সবচেয়ে খারাপ কি ঘটতে পারে সেটা আগে থেকেই আন্দাজ করে সাবধান হও। সেই মত প্ল্যান করো। হয়তো কিছুই ঘটবে না—কিন্তু খারাপের জন্যেও তোমার তৈরি থাকতে হবে।'

ঠিক আছে, সেকথা পরে ভাববে। এখন তার দুটো জিনিসের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমত খাবার জোগাড়—গরম খাবার ওদের দরকার। কোন উপায়ে কিছু মাংস সংগ্রহ করে রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে।

আর, ওদের পরার জন্যে গরম কিছু চাই। যতক্ষণ রোদ আছে, ভালই থাকে,

কিন্তু রোদ চলে গেলেই শীত করে তার। লীয়ারও ঠাণ্ডা লাগে। দেখেছে নিজের কোট দিয়ে ওকে ঢেকে দেয়ার পরেও ওর কাঁপুনি থামে না। কত সামান্য পথ ওরা এগিয়েছে, আর কি লম্বা পথ এখনও পাড়ি দেয়া বাকি রয়েছে ভাবতেই ওর মাথাটা ঘুরে ওঠে।

একটা ক্যাম্প করার মত জায়গাও খোঁজা দরকার। যেখান থেকে নিজেকে আড়ালে রেখে সবদিকে নজর রাখা যাবে। আবার সেখানে ঘোড়ায় চড়ার মত একটা ব্যবস্থাও থাকতে হবে।

যে করেই হোক লোন মুন ওই বড় ঘোড়াটাকে খুঁজে বের করবেই। বৃষ্টিতে সব চিহ্ন ধুয়ে গেছে। কিন্তু ট্রেইলের পরোয়া করে না সে। খুদে যোদ্ধা কি করতে পারে সেটাই আঁচ করার চেষ্টা করতে করতে এগিয়ে চলেছে।

এইভাবেই চলতে চলতে এক সময়ে উপড়ে পড়া কটনউড গাছের তলায় পরিত্যক্ত আশ্রয়টা আবিষ্কার করল সে।

চার

বার্নি রার্টার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে মাটির ওপর চিহ্নগুলো ভাল করে পরীক্ষা করল। 'ইন্ডিয়ান টাট্টু, এরফান,' বলল সে। 'ওদের খুঁজে পাওয়ার যাও কিছুটা সম্ভাবনা ছিল, গতরাতের বৃষ্টিতে তাও শেষ হয়ে গেছে। নিজেই দেখো কোন চিহ্নই আর নেই···এমনকি হরিণের ছাপগুলোও মুছে গেছে।'

টাট্টু ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখিয়ে এরফান বলল, 'ওই ইন্ডিয়ান লোকটা কোথাও যাওয়ার পথে ট্রেইল রেখে গেছে। ওর ছাপ যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, খুঁজলে জিমেরটাও পাব।'

'বেঁচে থাকলে তবেই না ট্র্যাকের প্রশ্ন ওঠে।' জিনের উঁচু মাথায় হাত রাখল বার্নি। 'তোমার যে কেমন লাগছে বুঝতে পারছি। কিন্তু তাই বলে যুক্তি বুদ্ধি হারালে চলবে না।' ছেলেটার বয়স মাত্র সাত, একটা পুরো জোয়ান মানুষও এমন কঠিন একটা পরিস্থিতি থেকে বেঁচে ফিরতে পারবে কি না সন্দেহ। এই বিজন এলাকায়, সাথে খাবার নেই, কোন অস্ত্র নেই, তার ওপর একটা বাচ্চা মেয়েরও দেখাশোনা—নাহ্, এ অসম্ভব। তুমি আশা করছ কোন ভাবে সে বেরিয়ে আসবে—কিন্তু ভেবে দেখেছ, এই ইন্ডিয়ান এলাকায় কয় পা এগোতে পারবে ও? লোভনীয় ঘোড়াটার জন্যেই ইন্ডিয়ানরা ওকে মেরে ফেলবে। বাঁচার কোন রাস্তা নেই ওর।'

টেকো বিলও সায় দিল। 'তাছাড়া এই সময়ে এদিকে শিকার খুব কমই মিলবে। উত্তর থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করবে—হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে ছেড়ে দেবে। ইন্ডিয়ান আর জীবজন্তুরা এটা জানে, তাই ওরা এখন পাহাড়ের ভিতর সরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তোমার ছেলের কোন আশাই নেই।'

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'ফিরে যেতে চাইলে তোমাদের আমি বাধা দেব না—রাগও করব না। আমি জানি শীত আসছে, বাড়িতে অনেক কাজই ফেলে এসেছ, শীত নামার আগে কাঠ কেটে রাখতে হবে, গরু মোষের দেখাশোনাও আছে। কিন্তু ওকে আমার খুঁজে বার করতেই হবে। কেন জানো? কারণ আমার ছেলেকে আমি চিনি। জানি সহজে মরবে না সে। আর সে আমাকে চেনে বলেই জানে আমি যতদিন না ওর দেখা পাব, ওকে খুঁজে ফিরব। ওকে বা ওর দেহ খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমি ফিরব না।'

বার্নি কতক্ষণ এরফানের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'এমন হ্যাঁকড়া লোক আমি জীবনে দেখিনি। ঠিক আছে, আমিও থাকব তোমার সাথে—তবে একটা কারণেই থাকব—ছেলে যদি একরোখামিতে তোমার ছিটে ফোঁটাও পেয়ে থাকে, তবে হাল ছাড়বে না—শেষ পর্যন্ত ফাইট করে যাবে। চলো খুঁজি।'

তামাক বের করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে একটা টুকরো দাঁত দিয়ে কেটে নিল টেকো বিল। 'তোমরা দুজন তর্ক থামিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভাবলেই তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগত।'

দুজনেই টেকো বিলের কথার অর্থ ধরতে না পেরে ওর দিকে চাইল। তামাক চিবাচ্ছে বিল—ইচ্ছে করে ওদের অন্ধকারে রেখে ব্যাপারটা উপভোগ করছে। 'হ্যাঁ,' একটু সময় নিয়ে সে বলল, 'তোমরা যদি মিছে তর্ক না করে একটু চিন্তা করতে, তাহলেই তোমাদের মনেও প্রশ্ন জাগত, বৃষ্টির মধ্যে ওই ইন্ডিয়ান লোকটা এখানে কি করছিল?'

এরফান আর বার্নি এখনও চেয়ে আছে ওর দিকে—কথার অর্থ এখনও ওদের কাছে পরিষ্কার নয়। তামাকে আর দুটো চিবান দিয়ে টেকো বিল বলল, 'এই ট্র্যাকের দিকে চেয়ে দেখো। ওই ইন্ডিয়ান লোকটা বৃষ্টি থামার আগেই এই পথ দিয়ে গেছে। ছাপটা বেশি পুরোনো নয়, কোনাগুলো এখনও ভাঙেনি, তবু ভিতরে পানি জমেছে, অথচ এই কাদামাটির ভিতর দিয়ে পানি চুয়াতে পারে না।

'তারমানে কি দাঁড়াল? লোকটা বৃষ্টির ভিতরেই পথ চলছিল। কিন্তু কোন ইন্ডিয়ানই এত বোকা নয় যে নিজের ঘাঁটি কাছে না হলে এমন বৃষ্টিতে ভিজবে।

'কিন্তু এদিকে ওদের কোন ক্যাম্প নেই—থাকলে এর আগেই তার চিহ্ন আমাদের নজরে পড়ত। তাহলে একা একা ওই লোকটা বৃষ্টিতে ভিজে কোথায় চলেছে?'

'তোমার কি মনে হয় লোকটা বাচ্চাদের পিছু নিয়েছে?' প্রশ্ন করল এরফান।

'ঘোড়াটার লোভে যে কোন ইন্ডিয়ান ঝড়-বাদল মাথায় করেও বেরোবে। মনে হচ্ছে এতদিনে একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেল।'

'একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে,' অনিচ্ছার সাথে সায় দিল বার্নি। 'চিন্তা করে দেখো ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত ঠেকছে—বিশেষ কারণ না থাকলে ইন্ডিয়ান কেউ বৃষ্টির মধ্যে বেরোত না—কোথাও আশ্রয় নিয়ে বৃষ্টি থামার অপেক্ষা করত।'

'আপাতত আর কিছু যখন আমাদের জানা নেই তখন এই পথেই খোঁজ নিয়ে দেখা যাক কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়।'

চিহ্ন দেখে লোকটাকে অনসরণ করা খব কষ্টের কাজ হয়ে দাঁড়াল। চলার

সময়ে সুযোগ পেলেই বেছে বেছে শক্ত মাটির ওপর দিয়ে এগিয়েছে ইন্ডিয়ানটা। মাঝেমাঝে আবার বৃষ্টির তোড়ে পায়ের ছাপ ধুয়ে গেছে। একবার আধমাইল পথ ওদের স্রেফ আন্দাজের ওপর যেতে হলো, কারণ লোকটা পেরিয়ে যাবার পর পানির স্রোতে ওর ট্রেইল সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু আগে বেড়ে ছড়িয়ে পড়ে একঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর আবার ওর ট্র্যাক পাওয়া গেল।

ইন্ডিয়ানটাকে অনুসরণ করে সেই উপড়ে পড়া কটনউড গাছের নিচে পৌঁছল ওরা।

সারাদিনে অনেক খাটুনি গেছে–রাতের মত ওখানেই ক্যাম্প করল ওরা। ওখানকার চিহ্নগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে টেকো বিল বলল, 'তোমার ছেলেটা বেশ চালাক-চতুর। ক্যাম্প করার জন্যে চমৎকার একটা জায়গা বেছে নিয়েছে। সহজে এটা কেউ খুঁজে পাবে না।'

'ওই লাল-চামড়া লোকটা পেয়েছে,' ট্যারা মন্তব্য করল বার্নি। ঢেকে ফেলা আগুনটার দিকে দেখল সে। 'ওটা সুন্দর করে ঢেকে রেখে গেছে ছেলেটা। কিছু খাওয়া-দাওয়াও করেছে।' একটা কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে আগুন থেকে কয়েকটা পোড়া খোলস বের করল। 'হেজেলনাট।'

'এই দেখো!' উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল টেকো বিল। ঘাসের বিছানার পাশে মাটিতে একটা ছোট্ট হাতের ছাপ–কেবল তালুর নিচের অংশ আর বুড়ো আঙুলের সামান্য একটু। 'কলিনসের মেয়েটাও আছে ওর সাথে।'

পাশেই কিছু কাঠ পরিপাটি করে সাজিয়ে রেখে গেছে জিম। ওই কাঠ দিয়েই আগুন জ্বালাল ওরা।

বার্নি রাটার ফ্রাইং প্যানে কিছু মাংস ভাজছে। একটা কেতলিতে কফির পানি গরম হচ্ছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিজের মনেই বসে বসে ভাবছে টেকো। চলার পথে সে একবারও সিগারেট খায়নি।

শেষে মুখ খুলল টেকো বিল। 'সামনে আমাদের বিপদ।'

বার্নি মুখ তুলে চাইল। আগুনে দেয়ার জন্যে ডালের ছাল ছাড়াতে ছাড়াতে এরফানের হাত থেমে গেল। টেকো বিল কি বলে শোনার অপেক্ষায় আছে ওরা।

'ছেলেটার কথা অনেক শুনেছি, নিজেও এখানে অনেক কিছুই দেখলাম। জিম জানে যে ইন্ডিয়ানটা ওর পিছু নিয়েছে। অবশ্য এটা আমার ধারণা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে নিজেদের লুকিয়ে রাখার জন্যে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করেছে ছেলেটা। যাবার সময়ে আগুনটাও ঢেকে দিয়ে গেছে। ছুরি আছে ওর কাছে, কিন্তু গাছে নতুন কাটা সাদা অংশ সহজেই চোখে পড়বে বলে কিছুই কাটেনি–যতদূর সম্ভব ডালপালা বুনে নিজেদের আড়াল করতে চেয়েছে। অত্যন্ত ক্লান্ত সে, ভয়ও পেয়েছে, কিন্তু মাথাটা ঠিকই কাজে লাগাচ্ছে। কিন্তু ওর মনে সন্দেহ না জাগলে এত সব ব্যবস্থা কেন নিচ্ছে? তার বাবা ছাড়াও আর কেউ তার পিছু নিয়েছে বলে সন্দেহ করছে সে।'

'কিন্তু আমাদের বিপদ আছে বলছ কেন?' প্রশ্ন করল বার্নি।

উত্তর দিল এরফান। 'সে আশা করছে সামনে আমার সাথে দেখা হবে। তাই নিজের ট্রেইল ঢেকে পিছনের ইন্ডিয়ান লোকটাকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করছে। অর্থাৎ

আমাদেরও ওর ট্রেইল খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে।'

খেতে খেতে ওঁরা সব রকম সম্ভাবনা নিয়েই আলাপ করল। ওয়্যাগন ট্রেইল ধরেই এগোতে চেষ্টা করবে জিম, কারণ সে আশা করছে তার বাবা ওই পথেই আসবে। কিন্তু পিছনের ইন্ডিয়ানটার জন্যে ট্রেইল ছাড়া ওর জন্যে জরুরী হয়ে উঠতে পারে।

এরফান আঁচ করতে পারছে তার ছেলে কি কি করতে পারে—এ বিষয়ে অন্য দুজনও একমত। এরফান নিশ্চিত, ক্যাম্প ছেড়ে জিম ঝর্নার ভিতর দিয়ে রওনা হবে যেন চলার চিহ্ন না থাকে। কিন্তু কোথায় যাবে সে?

'জিম ওই বাদামগুলো কোথায় পেয়েছে তা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে,' বলল টেকো বিল। 'আমার বিশ্বাস আরও বাদাম সংগ্রহ করার জন্যে প্রথমে সেখানেই যাবে ও।'

এরফানের ঘুম আসছে না। শুয়ে শুয়ে ছেলের কথাই ভাবছে। ওই অন্ধকারে জিম হয়তো ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছে। সেও হয়তো তার নতুন আস্তানায় শুয়ে এরফানের কথাই ভাবছে। দিনের বেলায় মানুষের সামনে শক্ত হয়ে থাকতে হয়, কিন্তু রাতের বেলা এখন নিজেকে বড় অসহায় আর দুর্বল বলে মনে হচ্ছে।

জিম বাইরে বাইরে ঘুরে অনেক সময় কাটিয়েছে এরফানের সাথে। বাপ-ব্যাটা একসাথে বনে-জঙ্গলে শিকার করেছে, ক্যাম্প করে থেকেছে। কেউ কোথাও গেলে কোনদিকে গেছে তা অন্যকে জানাবার জন্যে ওদের ভিতর বিশেষ কিছু কোডও ছিল। দরকার পড়লে ছোটখাট এটা-ওটা শিকার করে, কিংবা বুনো গাছ-গাছড়া থেকেও খাবার তৈরি করে খেয়েছে ওরা। যাই হোক···সে এখনও মাত্র সাত বছরের বাচ্চা। তার চেয়েও ছোট আর একটা বাচ্চার খেয়াল তাকে রাখতে হচ্ছে···শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ল এরফান।

বাইরে নিচু স্বরে আলাপের আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল এরফানের, বুঝল সকাল হয়েছে। চোখ খুলে দেখল আগুনটা লিকলিক করে জ্বলছে—কফির গন্ধ আসছে নাকে। বার্নির কথা শুনতে পাচ্ছে সে।

'বাচ্চা দুটোকে খুঁজতে গিয়ে ওই ইন্ডিয়ানটার কথা ভুললে আমাদের চলবে না। সুযোগ পেলে আমাদেরও কল্লা কাটবে লোকটা। তাই চোখ কান একটু বেশি রকম সজাগ রাখা দরকার।'

উঠে বসল এরফান। 'আশ্চর্য! দুজনের কারও আমার কথাটা একবারও মনে হলো না? কফির সময় যে পার হয়ে যাচ্ছে!'

'দুজনেই নিচু হয়ে গাছের তলায় ছোট ফাঁক দিয়ে মাথা গলাল। তোমাকে গভীর ঘুমে অচেতন দেখেই আর জাগাইনি,' বলল টেকো বিল। 'বার্নির রান্নার ফাঁকে আমি একটু ঘুরে দেখে এলাম। ঝর্নার ওপাশে বেশ কিছুটা দূরে হেজেলনাটের ঝোপ রয়েছে। আশেপাশে বেশ কিছু চিহ্নও দেখলাম। যাওয়ার আগে আবার বাদাম পেড়ে নিয়ে গেছে ছেলেটা।'

'ওরা অন্তত অভুক্ত নেই,' বলল এরফান।

এরপর কথাবার্তা খুব কমই হলো। এরফানের খাওয়া শেষ হতেই বেরিয়ে পড়ল ওরা। টেকো বিল আগে আগে চলেছে। বাকি দুজন চারদিকে সতর্ক চোখ

রেখে ওকে অনুসরণ করছে। বাদাম গাছগুলো ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে গেল। এই প্রথম আবার ইন্ডিয়ানটার অস্তিত্বের চিহ্ন ওদের চোখে পড়ল।

ছাপগুলো প্রায় দু'দিনের পুরোনো। ট্রেইল হারিয়ে ফেলার ভয়ে তাড়াতাড়ি চলতে পারছে না ওরা। মাঝেমাঝে ছাপ একেবারে হালকা—প্রায় দেখাই যায় না।

বিকেলের দিকে লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে ভাল করে ইন্ডিয়ান লোকটার ছাপগুলো পরীক্ষা করল এরফান। 'ছাপগুলো দেখে মনে হচ্ছে বাচ্চারা কোন্‌দিকে গেছে বুঝতে ইন্ডিয়ান লোকটার প্রতিবারই বেশ কিছু সময় লেগেছে। জিম যেখানেই থেমেছে সেখানেই ইন্ডিয়ানটার চার-পাঁচ সেট ছাপ দেখা যাচ্ছে।'

শব্দ করে হাসল টেকো বিল। 'তোমার ছেলের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধির কোন অভাব নেই। ইন্ডিয়ানটা ওদের ব্যাপারে খুব আগ্রহী। ওরা কেমন থাকে,কি খায় না খায় সব খোঁজই সে নিচ্ছে।'

'বাইরে কিভাবে কাটাতে হয় সবই জানে জিম। এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলতে পারলেই হয়।'

'ঝামেলাও কিছু কম নেই ওর,' বলে উঠল বার্নি। 'অনেক কিছুই খাওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, কারণ কোন প্লেট বা হাঁড়ি ওদের সাথে নেই। কিছু নেই তবু যে কিভাবে চালিয়ে নিচ্ছে সেটাই আশ্চর্য।'

'আমরা ওদের কতটা পিছনে আছি?' প্রশ্ন করল এরফান।

ট্র্যাকিং-এ অনেক ইন্ডিয়ানকেও হার মানাতে পারে টেকো বিল। একটু ভেবে সে জবাব দিল, 'দুই থেকে তিনদিন। আমার বিশ্বাস প্রথমদিন বেশি এগোতে পারেনি জিম। পরের দিন আরও কম। কিন্তু ঘোড়ায় ওঠার পর থেকে বেশ এগোচ্ছে।'

সেদিনই ক্যাম্পে হঠাৎ এরফান বলে উঠল, 'আমার ভয় হচ্ছে জিম এবার ট্রেইল ছেড়ে দূরে সরে যাবে।'

'আমারও সেই কথাই মনে হয়েছে,' স্বীকার করল টেকো বিল। 'আমার বিশ্বাস ওই ইন্ডিয়ান লোকটাকে ফাঁকি দেয়ার উপায় হিসেবে ওই পথই বেছে নেবে জিম। কিন্তু তবু হয়তো রেহাই পাবে না—কারণ ইন্ডিয়ানটা ট্রেইল অনুসরণে ওস্তাদ। তবে ঠিক সময় মত উত্তরে রওনা হয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে সে যদি উইন্ড রিভার রেঞ্জ পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছে, সেখান থেকে ফোর্ট ব্রিজারের দিকে রওনা দেয়, তবে হয়তো পার পেয়েও যেতে পারে। মাথা খেলাচ্ছে ছেলেটা, ওই রকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলাও ওর পক্ষে বিচিত্র নয়।'

'ওদের কাছে গরম জামা থাকলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতাম,' বলল এরফান।

'হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি।'

শীতের কথা লোন মুনও ভাবছে, কিন্তু ঠিক একই ভাবে নয়। কয়েকবারই সে মনে-মনে ভেবেছে এবার খুদে যোদ্ধা ধরা পড়বে, কিন্তু প্রতিবারই ওরা যেন কেমন করে ফস্কে গেছে। ক্যাম্পে ওরা ইন্ডিয়ানদের মতই ছোট্ট আগুন জ্বেলে ওর পাশেই গুটিয়ে শুয়ে থাকে। তুষারে ঢাকা পাহাড়ের মাথা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে—যে কোনদিন ঝর্নাগুলো জমে যেতে পারে। খুদে যোদ্ধা আর ছোট

মেয়েটার খুব কষ্ট হবে।

কিন্তু ওদের প্রতি করুণা হচ্ছে বলে এসব ভাবছে না লোন মুন। যা ঘটবে, তাই চিন্তা করে এর পরে ওরা কি করবে ভাবছে। সে জানে, এই সব হিসাব করেই তাকে খুঁজে বের করতে হবে ওদের ক্যাম্প।

জীবনে কিছু সাদা চামড়া লোক সে আগেও দেখেছে, কিন্তু কোন মেয়ে বা বাচ্চা দেখেনি। তাদের জাতের অনেকেই অবশ্য ওদের জানে, কেউ কেউ ওদের সম্পর্কে ভালও বলে। কিন্তু বেশির ভাগ শাইয়্যানের কাছেই সাদা মানুষ মানেই শত্রু; হয় যুদ্ধে নামতে হবে, নইলে লুট করতে হবে। তবে শাইয়্যানরা কোমাঞ্চিদের মত ঘোড়া চুরিকে ততটা বীরত্বের কাজ বলে মনে করে না।

বাচ্চা দুটোর অনুভূতি নিয়ে লোন মুনের কোন মাথাব্যথা নেই। তার কাছে দুটো নেকড়ে ছানা আর ওরা সমান। তার মূল আকর্ষণ ওই ঘোড়াটা। তবে এই কয়দিনে সে খুদে যোদ্ধাকে যতটুকু চিনেছে তাতে সে কিভাবে কোন সমস্যার মোকাবিলা করে জানার আগ্রহ জন্মেছে তার।

লোন মুন এখনও টের পায়নি যে তার পিছনেও লোক লেগেছে। আর সব ইন্ডিয়ানের মত সেও পিছন দিকে নজর রেখেছে--কিন্তু অনুসরণকারীরা এখনও বহু পিছনে রয়েছে; ফলে লোন মুনের পক্ষে ওদের কথা জানার কথা নয়। জানলে সে হয়তো মরিয়া হয়ে বাচ্চা দুটোকে মেরে ঘোড়াটা নিয়ে সরে পড়ার চেষ্টা করত আস্তানা থেকে সে অনেক দূরে এসে পড়েছে, বাচ্চাদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না এখন।

কিন্তু বাচ্চা আর ঘোড়া ছাড়াও আরও অন্য চিন্তা আছে লোন মুনের। এখন এমন একটা জায়গার কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা যেখানে তার জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হয়েছিল। তিন বছর আগে এখানেই ভালুকটার দেখা পেয়েছিল সে।

শাইয়্যান লোকটার বয়স এখন পঁয়ত্রিশ। একজন শক্তিশালী যোদ্ধা সে কিন্তু নিজের কাছে স্বীকার করতেই হবে ওই ভালুকটাকে দেখে ভয় পেয়েছিল সে--জীবনে প্রথম এবং ওই এক বারই।

ওটা ছিল একটা গ্রিজলি (Grizzly--উত্তর আমেরিকার বিশাল সাদা ভালুক)। হঠাৎ করেই সরু পাহাড়ী পথে ওর মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল লোন মু দেখেই বুঝেছিল গ্রিজলিটার মেজাজ ভাল নেই। কিছু কিছু মানুষ থাকে যারা থেকেই বদমেজাজী--জানোয়ারকুলে ভালুকটাও তাই। রাইফেল তুলেই গুলি করল লোন মুন।

বুলেটের আঘাত লাগতেই ভেঙচি কেটে লাফ দিল গ্রিজলি। রাইফেলে গুলি ভরার আর সময় নেই। রাইফেলটা ওর হাঁ করা মুখে ঠুসে দিয়ে ছুরি বের করল লোন মুন। থাবা মেরে রাইফেলটা মুখ থেকে ফেলে দিল ক্ষিপ্ত জানোয়ার ওর উদ্যত থাবার ওপর একবারই ছুরি চালাবার সুযোগ পেল লোন মুন। পরক্ষণেই সে প্রচণ্ড আঘাতে ছিটকে নিচে পড়ল।

কপাল ভাল, একটা ঝোপের সাথে বাড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে ঝর্নার কাছে বালুর ওপর পড়ল লোন মুন। দম ফুরিয়ে গেছে এখন--নইলে হয়তো নড়ত। শুয়ে

শুয়েই সে শুনল রাগে গরগর করতে করতে প্রায় ষাট গজ উপর থেকে নেমে আসছে ভালুকটা।

ক্রুদ্ধ আওয়াজ তুলে ফোঁসফোঁস শব্দে নাক ঢুকিয়ে আশপাশের কিছু ঝোপ আর পাথরের ভিতর বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও ওকে না পেয়ে শেষে ক্ষতের ব্যথায় ফিরে গেল গ্রিজলি। পড়ার পথে বাতাসে কোন ট্রেইল রেখে আসেনি লোন মুন,তাই ওর খোঁজাখুঁজি ব্যর্থ হলো।

এদিক ওদিক চেয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করল লোন মুন। মৃত্যুর মুখোমুখি গিয়েও ফিরে এসেছে সে। ওই প্রথম মৃত্যুকে এত কাছে থেকে দেখছে। ঘটনাটা মনে হতেই গা-টা কেমন একটু ছমছম করে উঠল। বাচ্চা দুটোকে অনুসরণের অছিলায় কি অদৃষ্টই তাকে এখানে টেনে এনেছে আবার?

ওরা কি সত্যিই বাচ্চা, নাকি সেই বামুন লোক? ইচ্ছা করেই কি তাকে ওরা টেনে আনল সেই ভয়াবহ জায়গায়? ভালুকটার কাছে?

পাঁচ

আজ পর্যন্ত জিম একটা সংশয়ের মধ্যে ছিল। একা সংগ্রাম করে বাইরে টিকতে পারবে কিনা, এবিষয়ে তার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু এখন সে মনে অনেকটা জোর পাচ্ছে। বেশ কয়েকদিন হলো ওরা বাইরে কাটিয়েছে, এবং বেঁচেই আছে।

বিগ রেডের পিঠে চেপে সুন্দর এগিয়ে চলেছে জিম। লীয়াও আজ বেশ শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। আগের মত ঘুমের মধ্যে থেকে থেকে ফুঁপিয়ে উঠছে না। সবচেয়ে বড় কথা নিজেদের পরিস্থিতি বিবেচনা করে চলতে পারছে সে।

মাছ থেকেই এর শুরু। গত আধ মাইলে দুবার সে নদীটা পার হয়েছে; তারপর আবারও পানিতে নেমে সিকি মাইল পানির ভিতর দিয়েই এগিয়েছে।

খুব কম ট্র্যাকই আছে যা একজন ভাল ট্র্যাকার ফলো করতে পারে না। ধোঁকা দিয়ে ওই ইন্ডিয়ানটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারবে বলে আশা করছে না জিম। ওর একমাত্র উদ্দেশ্য, কিছু সময় হাতে পাওয়া। এভাবে সে হয়তো একঘণ্টা, কিংবা কপাল ভাল থাকলে কয়েক ঘণ্টা এগিয়ে থাকতে পারবে।

পানির ভিতর দিয়ে চলার সময়ে মাছ দেখে তার খেয়াল হলো যে এই এলাকার সব সম্পদ সে কাজে লাগাচ্ছে না।

বিগ ব্লাফের কাছে নিজেদের র‍্যাঞ্চে সে ইন্ডিয়ান ছেলেদের সাথে গাছের ডাল আর নলখাগড়ার তৈরি ফাঁদে অনেক মাছ ধরেছে। আর এখন কিনা সে খিদেয় কষ্ট পাচ্ছে অথচ তার পাশের নদীটাই মাছে ভর্তি।

লীয়ার মাথাটা ধরে থাকতে থাকতে হাত ধরে গেছে। কিন্তু তার মাথায় এখন অন্য চিন্তা ঘুরছে। মাছের ফাঁদ তৈরি করতে কিছুটা সময়ের দরকার হবে। সবকিছু হাতের কাছে পেলে এক ঘণ্টার মধ্যেই সে একটা ফাঁদ বানিয়ে ফেলতে

পারবে। রাতের বেলা ফাঁদ পেতে রাখবে—সকালে ওঠাবে। কিন্তু ওর কপাল মন্দ—ওকে চলার ওপর থাকতে হচ্ছে…

কিন্তু তাই কি?

যদি সে ট্রেইল ছেড়ে দেয়? এতদিনে ইন্ডিয়ানটা নিশ্চয় নিশ্চিত হয়েছে সে পশ্চিমেই যাচ্ছে। এবং অন্যান্য সাদা মানুষের মত সেও ট্রেইল ধরেই চলবে। যদি সে একটা অপ্রত্যাশিত জায়গায় থামে? কিংবা ট্রেইল পুরোপুরি ছেড়ে দেয়? যদি সে পাহাড়ের দিকে সরে গিয়ে কোন ছোট ঝর্নার পাশে ক্যাম্প করে বেশ কিছু মাছ ধরে নেয়? বেশি ধরতে পারলে আগামী দিনগুলোর জন্যে কিছু মাছ স্মোক (Smoke, পোড়ানো কিংবা পানির ভাপে সিদ্ধ) করেও রেখে দিতে পারবে।

ইচ্ছা করলে মাছ পুড়িয়েও খাওয়া যায়। গাছের ছাল দিয়ে পাত্র তৈরি করতে পারে সে—বাবার কাছে শিখেছে। তাছাড়া আশেপাশে অনেক গাছগাছড়া আছে মাংস বা মাছের সাথে রান্না করে খাওয়া যায়…এসব কথা আগে মাথায় আসেনি…বাঁচতে হলে মাথা খেলাতে হবে তাকে।

ঠাণ্ডা তাজা হাওয়া। বাড়ি খেয়ে পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। মাঝেমাঝে হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো নড়ে উঠছে। পাহাড়ের মাথায় জমাট বাঁধা তুষারের ওপর দিয়ে যে বাতাসটা বইছে সেটা সত্যিই খুব ঠাণ্ডা। কয়েকবার চলার পথে টিবি পার হওয়ার সময়ে গাছের আড়াল থেকে পিছনে চেয়েছে জিম—কিন্তু ইন্ডিয়ানটাকে দেখতে পায়নি। এখন পর্যন্ত অবশ্য সে একবারও ওর দেখা পায়নি। তবু মন বলছে লোকটা পিছু নিয়েছে।

ট্রেইল ছেড়ে গেলে একটা ভয় আছে, হয়তো বাবাকে মিস করবে ও। ওর ধারণা বাবা নিশ্চয় এতদিনে খবর পেয়ে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। তবে বাবা বুদ্ধি খরচ করে কাজ করে। আর জিমের চিন্তা ধারাও সে জানে। অবশ্য অতীতে এমন অন্যদিকে সরে গেলে একে অন্যের জন্য চিহ্ন রেখে গেছে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বাবার জন্যে রেখে যাওয়া চিহ্ন ওই ইন্ডিয়ানটাও দেখতে পাবে। চিহ্ন রাখার সাধারণ উপায়: দুতিনটে পাথর একটার ওপর একটা বসিয়ে, পাশে আর একটা পাথর দিয়ে দিক নির্দেশ করা—কিংবা একটা ভাঙা ডাল দিয়েও দিক নির্দেশ করা যেতে পারে।

গাছের ভিতর দিয়ে সামনে চেয়ে দেখল কয়েকশো গজ দূরে একটা ছোট ঝর্না দক্ষিণ থেকে গিয়ে নদীটার সাথে মিশেছে। এটাই চাইছিল সে।

নিচে এসে ঝর্নার পানিতে নামার একটা সুবিধা মত জায়গা পেয়ে গেল জিম। পানিতে নেমে দক্ষিণ দিকে রওনা হলো। পানি মাত্র দুফুট গভীর। কিন্তু স্রোতের খুব টান। অল্পদূর গিয়ে পাড়ে উঠে একটা ডাল ভাঙল। ভাঙা দিকটা গাছের তলায় দক্ষিণ দিকে মুখ করে পাথর চাপা দিয়ে রেখে ফিরে এল নদীর ধারে। নদীতে নেমে ঝর্নাটা যেখানে এসে নদীর সাথে মিশেছে সেদিকে এগিয়ে গেল। ঝর্নার মুখোমুখি এসে পানির ভিতর দিয়েই ঝর্নায় ঢুকে আবার দক্ষিণ দিকে এগোল।

ওর বাবা ভাঙা ডালের চিহ্নটা দেখে ঠিকই বুঝবে সে কোন্‌দিকে গেছে। কিন্তু ইন্ডিয়ানটা পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে আবার ফিরে যাবে নদীর ধারে—এটাই আসা করছে জিম।

এবারে ঝর্নার ভিতর দিয়ে গাছের তলায় রাখা ভাঙা ডালের চিহ্নটা পার হয়ে তিন মাইল দক্ষিণে গিয়ে পাড়ে উঠল জিম। উইলো ঝোপের বনটার কাছেই ঝর্নার ধারে সেই রাতের জন্যে ক্যাম্প করল।

উইলো গাছের সরু সরু কিছু ডাল কেটে এনে মাছের একটা ফাঁদ তৈরি করে ফেলল। তারপর ঝর্নায় ফাঁদটা পেতে রেখে ফিরে এল ক্যাম্পে।

মাছের ফাঁদ তৈরির সাথে আরও কিছু কথা জিমের মনে পড়ে গেল। পুকুরে বা স্রোত কম এমন নদীর পানিতে একরকম গাছ জন্মায়–ওয়াপাটু (Wapatoo) গাছ। ওই গাছের শিকড় আলুর মত সিদ্ধ করে কিংবা পুড়িয়ে খাওয়া যায়। ওগুলো কিছু পাওয়া গেলে মন্দ হত না।

ঝোপের ভেতর দুজনে মিলে খুঁজে কিছু বাদাম আর চোকচেরি পেল। খুঁজতে খুঁজতেই ওগুলো খেয়ে শেষ করল ওরা। পেট ভরল না বটে, তবু খিদে কিছুটা মরল।

রাতে বেশ শীত পড়ল। পরিষ্কার আকাশ। তারাগুলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। পাহাড়ের সরু চূড়াগুলো আকাশের গায়ে চিকচিক করছে।

সকালে দেখা গেল ফাঁদে তিনটে মাঝারি আকারের ট্রাউট ধরা পড়েছে। কাঠ কয়লার ওপর বেক করা মাছ খেতে চমৎকার লাগল। এই প্রথম দু'জনের কেউ আর ক্ষুধার্ত বোধ করছে না।

যেখানে ওরা ক্যাম্প করেছে সেটা একটা গভীর সরু উপত্যকা। দেখেই বোঝা যায় ওই পথে বুনো জীব-জন্তু ছাড়া আর কারও যাতায়াত হয়নি; ওখানে ভাল ঘাস নেই বটে কিন্তু জিম যেখানে বিগ রেডকে বেঁধেছে সেখানে ছোটছোট নানান ধরনের গাছ রয়েছে। সন্তুষ্ট মনেই ঘোড়াটা সেগুলো সাবাড় করছে। কয়েকটা কাঠি চেঁছে কাবাব বানাবার সিকের মত করে তাতে মাছ গেঁথে আগুনে ঝলসে নেয়ার ব্যবস্থা করল জিম। এবার ওরা দুজনে মিলে বৈঁচির মত একরকম ছোটছোট ফল সংগ্রহ করতে গেল। এই সময় ছাপগুলো জিমের চোখে পড়ল।

সে আগে কখনও গ্রিজলি বেয়ারের পায়ের ছাপ দেখেনি। কিন্তু সামনের পায়ের বড় বড় নখের আঁচড় দেখে ঠিকই চিনল। কয়েকদিন আগেই টেকো বিলের কাছে ভালুকের গল্প শুনেছে।

বোঝা যাচ্ছে ফল পাড়তেই গ্রিজলিটা ওখানে এসেছিল–সম্ভবত গতকাল। আশেপাশে সব জায়গায় ওর পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে ছাপগুলো ভাল করে পরীক্ষা করতে গিয়ে ওর ঘাড়ের কাছে ছোট চুল খাড়া হয়ে উঠেছে। কাছেই কোথাও থাকতে পারে জানোয়ারটা। অবশ্য কাছেই থাকবে এমনও কোন কথা নেই। সে শুনেছে ভালুক খাবারের খোঁজে অনেক দূর পর্যন্ত যায়। কিন্তু কাছাকাছি থাকলে মাছ আর বাদাম পোড়ানোর গন্ধে আকৃষ্ট হবে।

পরে গ্রিজলিটার চলার পথে আরও ছাপ দেখতে পেল জিম। একটা ব্যাপারে একটু খটকা লাগছে–আন্দাজ করল ভালুকটার সামনের একটা পা হয়তো কোন কারণে খোঁড়া হয়ে থাকবে। মাটিতে কেবল তিনটে পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। মনেমনে সে ওর নাম দিল 'ধেড়ে তেপায়া'।

বিকেল হয়ে এসেছে। এখন আধ-সিদ্ধ মাছ সহ ক্যাম্প গুটিয়ে অন্য ক্যাম্প

খুঁজে বের করা আর এক ঝামেলার ব্যাপার।

'আমরা রাতটা এখানেই কাটাব,' লীয়াকে বলল জিম। 'কিন্তু যদি কোনরকম শব্দে তোমার ঘুম ভাঙে, তবে চুপিচুপি আমাকে ঠেলে তুলে দিও। খবরদার নড়ো না, বা কথা বোলো না।'

ডাগর চোখে ওর দিকে চাইল লীয়া। 'কেন?'

'যা বলছি তাই করো,' শক্তভাবে বলল সে।

'কেন?'

ওকে জানিয়ে খামোকা ভয় দেখাতে চায় না জিম। কিন্তু না বললে হাজারও প্রশ্ন করছে মেয়েটা। 'মনে হচ্ছে আশপাশে কোথাও একটা ভালুক আছে,' বলল সে, 'বিরাট ভালুক।'

হঠাৎ বিগ রেডের কথা মনে পড়ল তার। ওকে যেখানে বেঁধে রেখেছে সেখানে জায়গা খুব কম। বড়জোর পঞ্চাশ গজ লম্বা, আর ওই রকমই চওড়া। কোন প্রাণীর পক্ষে গ্রিজলির সাথে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। জিম ভাবছে, গ্রিজলি ফল-মূল আর বাদাম পছন্দ করে বটে, কিন্তু মাংস খাওয়ার সুযোগ পেলে সে হয়তো ছাড়বে না।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জিম। এই মুহূর্তে ওদের এখান থেকে চলে যেতে হবে।

তাড়াতাড়ি তাদের সামান্য যা কিছু জিনিসপত্র আছে সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে বিগ রেডের দিকে এগোল জিম। ঘোড়াটা নার্ভাস ভাবে এক পাশে সরে গেল। মাথাটা জঙ্গলের দিকে উঁচু করা। কান খাড়া করে বড় বড় চোখে চেয়ে আছে। নাকের গর্ত দুটো ফুলে উঠেছে—জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে সে।

'শান্ত হও, রেড,' নিচু স্বরে কথা বলে ওকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করল জিম। 'লীয়াকে তোমার পিঠে উঠিয়ে দিয়েই আমরা রওনা হচ্ছি।'

স্ট্যালিয়নটা তার মাথা একটু নিচে নামাল, কিন্তু ওর চোখ দুটো জঙ্গলের ওপরই রইল।

ধেড়ে তেপায়া আসছে। বিশাল একটা বদরাগী গ্রিজলি বেয়ার। যৌবনে কিছুটা ভাটা পড়েছে, কিন্তু মেজাজ কমেনি। বেশ কিছুদিন আগে তার একটা পা জখম হওয়ার পর থেকে বরং আরও তিরিক্ষি হয়েছে।

নিজস্ব এলাকায় একটা বিশ মাইলের চক্কর দিয়ে শেষে তার সবচেয়ে প্রিয় জায়গাটার দিকে চলেছে ধেড়ে তেপায়া। শিকার কিছুই মেলেনি—ক্ষুধার্ত অবস্থায় মেজাজটা চড়ে আছে।

বাতাস পিছন থেকে বইছে, নইলে হয়তো মানুষের গন্ধ পেয়ে অন্যদিকে সরে যেত। যত কাছে আসছে ততই লোভনীয় পরিচিত ঘ্রাণের সাথে কিছু অচেনা গন্ধও ওর নাকে আসছে। ঘোড়ার গন্ধ সে চিনতে পারছে—দু'একবার ওই জিনিস খেয়েছে—কাঁচা মাছের গন্ধও তার চেনা।

তেপায়ার ওজন প্রায় নয়শো পাউন্ড। এখন আর তার দেহ আগের মত চলে না, তবে এখনও ভাল থাবার এক চাপড়ে একটা ষাঁড়ের মাথা গুঁড়িয়ে দিতে

পারে। পৃথিবীর কাউকে সে ভয় পায় না। গতকালই একটা পাহাড়ী সিংহের পাশ দিয়ে বীর দর্পে হেঁটে এসেছে। কিছুক্ষণ দাঁত বের করে গর্‌গর্‌ করে শেষে একটা সরু পথ ধরে ছুটে পালিয়েছে সিংহ। ওকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে তেপায়া—ওদিকে নজর দেয়ার দরকারই বোধ করেনি।

ঘোড়ার গন্ধ যখন পেয়েছে তখন ক্যাম্প থেকে তার দূরত্ব মাইল খানেক। এরপর ধোঁয়ার একটু আভাস পেল। এটা তার পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু তারপরেই পেল স্মোক্‌ড্‌ মাছের অপরিচিত অথচ লোভনীয় ঘ্রাণ।

থেমে ভাল করে খোঁজ নিয়ে নাক উঁচু করল। কৌতূহল—ভয় পায়নি সে। সরু, বিচ্ছিন্ন ক্যানিয়ন এটা। যেখানে শীতের জন্য আশ্রয় নেবে, তার সেই নিজস্ব আস্তানাটা এর কাছেই, আর একটু সামনে। আবার বাতাস শুঁকে বুকের ভিতর থেকে একটা মৃদু গর্জন করল। বাতাসে হালকা ভাবে মানুষের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

ট্রেইল ছেড়ে ঢাল বেয়ে পানির দিকে এগোল সে। মাঝে মাঝে থেমে বাতাসের ঘ্রাণ নিচ্ছে। ঝর্নায় নেমে পানি খেয়ে মুখ তুলে ঝোপগুলোর দিকে চাইল। ওদিকটা এরই মধ্যে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। এবার গন্ধ লক্ষ করে এগোল। খিদে পেয়েছে—তার মাংস দরকার। মানুষের গন্ধ আছে এমন জায়গায় অন্যান্য খাবার পাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। আগেও সে দু'একবার মানুষের ক্যাম্পে চড়াও হয়ে খাবার নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে।

তিন মাইল পিছনে লোন মুন তার পুরোনো শত্রুর পায়ের ছাপ ঠিকই চিনেছে। কুসংস্কার-জনিত কিছুটা শঙ্কা আর সেই সাথে ওর একটা পা খোঁড়া হয়েছে দেখে কিছুটা পুলক জাগল ওর মনে। মরিয়া হয়ে ছুরি হাতে নিজের শেষ চেষ্টা আর গ্রিজলির রক্তাক্ত থাবাটার কথা মনে পড়ল ওর। ক্লিফ থেকে ছিটকে পড়ার আগে লাল-চোখা ভালুকটাকে সে শেষবারের মত কাছ থেকে এক ঝলক দেখেছিল।

লোন মুনের পূর্বপুরুষ সবাই বীর যোদ্ধা ছিল, তবু একটু থমকাল—দোটানায় পড়ল।

ট্রেইল ধরে আর অল্পদূর এগোলেই সামনে সেই চমৎকার লাল ঘোড়াটা…যেখানে ওটা গাছের সাথে গা ঘসেছে সেখানে বাকলের সাথে ওর লোম সে নিজের চোখেই দেখেছে। ওই স্ট্যালিয়নটা তার চাই। ছেলে দুটোও…ওরা যদি সত্যিই মানুষ হয়ে থাকে…ওখানে থাকবে। কিন্তু ওই গ্রিজলিটাও আছে ওখানে।

গ্রিজলির পায়ের ছাপগুলো একেবারে টাটকা। একটু আগেই এই পথে গেছে…ওই ভালুকটার হাতেই সে একবার মারা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। কাউকে বলেনি সে, কিন্তু এরপর মাসের পর মাস ওই লাল-চোখা দৈত্যটা স্বপ্নে ধাওয়া করে ফিরেছে তাকে। রাতের পর রাত ওর লালা ভরা চোয়াল, ঝকঝকে সাদা দাঁত আর কুঁচকানো ঠোঁটের কোনা দেখে ঘেমে চুপচুপে হয়ে জেগে উঠেছে সে।

প্রথমে রাইফেল তারপর তার তীর-ধনুক চেক করল লোন মুন। রাইফেল নষ্ট হলে তীর-ধনুক ব্যবহার করবে।

নিজেকে নিয়ে লোন মুনের একটা গর্ব আছে। অনেক যুদ্ধ করেছে—অনেক মুণ্ডু কেটেছে। এগিয়েই যাবে সে। নিজের শক্তি নিয়েও গর্ব আছে তার। কিন্তু ভালুকটার ব্যাপারে একটু ভয়ও আছে। সে বিশ্বাস করে ভালুকটার ওপর প্রেতাত্মা ভর করেছে—তাকে শেষ করার জন্যেই দানবটা বেঁচে রয়েছে। হাত বাড়িয়ে ওষুধের পুঁটলিটা ছুঁয়ে দেখল লোন মুন। ওটা তার দরকার হবে।

বাতাসে ঝোপের পাতাগুলো একটু দুলে উঠল। লীয়াকে ঘোড়ার পিঠে তুলতে গিয়ে জিমের চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো। স্ট্যালিয়নটা পাশ কাটিয়ে সরে এই প্রথম তার পিঠে বোঝা নিতে অস্বীকার করল। একটু ইতস্তত করল জিম। এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে পড়তে চাইছে সে, কিন্তু এটাও বুঝছে যে ঘোড়াটা বিপদ আঁচ করেই নিজেকে হালকা রাখতে চাইছে।

লীয়াকে একটা বড় গাছের কাছে নিয়ে গেল জিম। ওকে একটা ডালের ওপর তুলে দিয়ে বলল, 'এখানে স্থির হয়ে বসো, কোন শব্দ কোরো না।'

তীর-ধনুক বের করল জিম। প্রকাণ্ড গ্রিজলির বিরুদ্ধে ওগুলো হাস্যকর। কিন্তু নিজেদের রক্ষা করার মত আর কিছুই নেই ওর কাছে।

আবার একটু বাতাস উঠল। কি যেন নড়ে উঠল ঝোপের ভিতর। বিগ রেডের কাছে গিয়ে ওর বাঁধন খুলে দিল জিম। 'যা, রেড, রাগ করব না, সময় থাকতে তুই পালিয়ে যা। আমার উপায় নেই, যতক্ষণ পারি লীয়াকে বাঁচাবার চেষ্টা করব।'

হঠাৎ মাথা তুলল স্ট্যালিয়ন। নাক ফুলিয়ে মাটিতে পা ঘষল সে।

এই সময়ে পাতার ফাঁক দিয়ে গ্রিজলিটা উঁকি দিল। ওর লাল চোখ দুটো স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বুকের ভিতর থেকে একটা গভীর 'গরগর' শব্দ করল সে। স্ট্যালিয়নটার দিকে চেয়ে দেখল—এমন ঘোড়া সে আগেও দেখেছে। এরাই সাধারণত দলপতি হয়—কিন্তু তাকে দেখে সাথের মেয়ার (Mare)গুলোকে নিয়ে দ্রুত ছুটে অদৃশ্য হয়ে যায়। বাচ্চা সহ কোন মেয়ারকে আক্রমণ করতে গেলেই কেবল রুখে দাঁড়ায় ওরা। আর খেপা মাসট্যাঙ স্ট্যালিয়নের সাথে যুদ্ধ বড় সাজ্ঘাতিক জিনিস।

ধেড়ে তেপায়া এক পা আগে বাড়ল। স্ট্যালিয়নটা এখনও বিশ গজ দূরে। চার্জ করে এলে প্রথমবারেই ওকে ঘায়েল করার মতলবে আছে তেপায়া। ভাল থাবার এক আঘাতেই ঘাড় মটকে পড়ে যাবে ঘোড়াটা। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে তেপায়া জানে আক্রমণ করার সময়ে যুদ্ধরত স্ট্যালিয়ন ক্ষিপ্র বেগে ছুটে আসে। কিন্তু দরকার হলে সে আবার স্প্রিঙের মতই ছিটকে সরে যেতে পারে।

এতবড় মাসট্যাঙ স্ট্যালিয়ন তেপায়া আর আগে কখনও দেখেনি। কিন্তু দুশ্চিন্তার কারণ নেই, তাড়াতাড়ি কাজ সারতে চায় সে। ধীরে এক পা…তারপর আর এক পা আগে বাড়ল।

জিমের বুকের ভিতরে ধড়াস ধড়াস করে হাতুড়ি পিটে চলেছে। ভয়ে শুকিয়ে গেছে গলা। আস্তে আস্তে পিছিয়ে পিছনের বড় গাছটার দিকে সরে যাচ্ছে সে। 'লীয়া,' ফ্যাসফ্যাসে গলায় নিচু স্বরে বলল জিম। 'তোমার মাথার ওপর মোটা

ডালটার ওপর চড়ে বসো।'

গাছে চড়ায় লীয়া ওস্তাদ। জিমের পিছন পিছন জঙ্গলে ঘুরে এটা সে খুব ভালই রপ্ত করেছে। বাধ্য মেয়ের মত উঠে আরও চার ফুট উপরের একটা ডালে চড়ে বসল।

কালো ভালুক চমৎকার গাছে চড়তে পারে। ছোট গ্রিজলিও প্রায়ই গাছে ওঠে—কিন্তু পরিণত বয়স্ক বড় গ্রিজলি এত ওজন নিয়ে গাছে চড়তে সাহস পায় না। গাছে পিঠ ঠেকিয়ে ধনুকের ছিলায় একটা তীর বসাল জিম।

ধেড়ে তেপায়া ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে বিগ রেডের দিকে। ঘোড়াটা তীক্ষ্ণ একটা ডাক ছেড়ে পিছনের দু'পায়ে খাড়া হলো। ওর সামনের পা দুটো বাতাসে সাইকেল চালাচ্ছে।

এই সময়ে চার্জ করল তেপায়া।

ছয়

চট করে ছুটে এগিয়ে স্ট্যালিয়নটাকে ধাক্কা দিয়ে ঝোপঝাড়ের ভিতর ফেলতে চেয়েছিল তেপায়া। তারপর দাঁত আর নখের সদ্ব্যবহার করবে।

লোহার নাল লাগানো খুরর দিয়ে লাথি মেরে সরে গেল বিগ রেড। ছুটের ওপর ওর জোড়া পায়ের লাথি পড়ল তেপায়ার পাঁজর আর ঘাড়ে। সে-ই উল্টো টলতে টলতে খোঁড়া পায়ের ওপর পড়ল।

মুহূর্তে আবার উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তার আগেই স্ট্যালিয়নের সামনের পা দুটো ওর ওপর মরণ ছোবলের মত নেমে এল। তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে একটা খুর এড়াল—অন্যটা কাঁধ ছিঁড়ে একটা বিরাট ক্ষতের সৃষ্টি করল।

এবার সতর্ক ভাবে গ্রিজলির চারপাশে ঘুরছে রেড। যেন টের পেয়েছে এতক্ষণ কপালগুণেই কোন চোট পায়নি। পিছনের দুপায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে তেপায়া। এক থাবায় স্ট্যালিয়নের ঘাড় ভেঙে দেয়ার সুযোগ খুঁজছে। এই সময়ে তার প্রথম তীরটা ছুঁড়ল জিম।

তীর বা ধনুক কোনটাই উন্নত মানের নয়। কিন্তু দূরত্ব বেশি নয়, মাত্র পঞ্চাশ ফুট। গ্রিজলির গলার কাছে সাদা ছোপটা সুন্দর একটা টার্গেট।

ছিলাটা যতদূর সম্ভব টেনে ছেড়ে দিল জিম। তীরটা ঠিক জায়গা মতই লাগল। প্রায় অর্ধেক ঢুকে গেল।

গলার কাছে জ্বালা করে উঠতেই তীরের ওপর বাড়ি মারল গ্রিজলি। তারপর একটু ঘুরে তার নতুন শত্রুর দিকে চাইল। গাছের তলায় ছেলেটাকে দেখতে পেয়ে ওই দিকে এগোল। জিম ততক্ষণে ধনুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে তাড়াহুড়া করে গাছে উঠতে শুরু করেছে। ডালগুলো নিচু—গাছটা নিজের সুবিধা মতই বেছে নিয়েছিল সে। আরও উপরের ডালে উঠে জিমের জন্যে জায়গা করে দিল লীয়া।

তেপায়া গাছের দিকে রওনা হতেই রেড সুযোগ বুঝে বিরাট হাঁ করে লাফিয়ে

এগিয়ে এসে একটা প্রচণ্ড কামড় বসাল গ্রিজলির কোমরে। ঘুরেই ভীষণ বেগে থাবা চালাল তেপায়া। ওটা লাগলে স্ট্যালিয়নের দেহ থেকে এক চাকা মাংস ছিঁড়ে চলে আসত থাবার সাথে। কিন্তু তার বদলে একটা লম্বা আঁচড়ের দাগ ফুটে উঠল রেডের গায়ে—প্রায় সাথে সাথেই রক্ত বেরিয়ে এল।

এবার সত্যিই খেপেছে তেপায়া। ওখানে দাঁড়িয়ে একবার গাছের ওপর ছেলেটা আবার পরক্ষণেই স্ট্যালিয়নটার দিকে চোখ ফেরাচ্ছে সে। তবে বিগ রেডের ওপর বেশি নজর রাখছে। ঘোড়াটা তার চারপাশে ঘুরছে, অথচ নাগালের মধ্যে আসছে না। একটু সুযোগ দিলেই এক লাফে এগিয়ে এসে আক্রমণ করবে।

স্ট্যালিয়ন যখন রুখে দাঁড়ায় তখন সত্যিই ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে, শক্ত চোয়ালের চাপে, পিছনের দিককার জোড়া পায়ে লাথি মেরে কিংবা সামনের পা দিয়ে গুঁতোর ঠেলায় ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি করে। কিন্তু, জিম জানে, গ্রিজলির সাথে পারা স্ট্যালিয়নের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। খোঁড়া গ্রিজলির সাথেও পারবে না।

এটা ঠিক তেপায়া বেশ জখম হয়েছে। প্রচণ্ড লাথির চোটে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে বদমেজাজী গ্রিজলি। পাঁজরে চোট পেয়েছে, কাঁধ আর কোমরের ক্ষত থেকে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু গলার ভিতরে তীরটাই ওকে সবচেয়ে বেশি বিব্রত করছে। দাঁত দিয়ে ওটা কামড়ে ধরার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। ঘোড়াটা এগিয়ে আসার শব্দ পেল সে। অপেক্ষা করছে—মুখের ফেনার সাথে রক্ত উঠছে।

'রেড!' চিৎকার করল জিম। 'না!'

স্ট্যালিয়নের কানে এখন কোন কথাই ঢুকছে না। কারও নির্দেশ সে শুনতেও চায় না এখন। সামনে তার শত্রু। গলা বাড়িয়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে এল রেড—ঠোঁট দুটো উল্টে পিছনে সরে গিয়ে দাঁত বেরিয়ে এসেছে।

লোন মুন ঝোপের ধারে হাঁটু গেড়ে বসল। ফাইটের শেষের কিছুটা অংশ সে নিজের চোখেই দেখেছে। সাবধানে রাইফেল তুলল সে। একটা ভাল সুযোগ পেলেই ভালুকটাকে গুলি করবে।

ও তার পুরোনো শত্রু। স্বপ্নের বিভীষিকা, চিরদিনের মত শেষ করার এই সুযোগ। ওটা যদি ভূতুড়ে ভালুক হয়—ওর তাই বিশ্বাস—তবে গুলিতে কোন কাজ হবে না; কিন্তু তা না হলে শত্রু চিরতরে ধ্বংস হবে—আর ভয়ের কারণ থাকবে না তার।

রাইফেল তাক করল লোন মুন। একটু ঘুরল তেপায়া। হ্যামার টেনে কক করল লোন মুন। হঠাৎ একটু নীরবতার মাঝে ওই শব্দটা তেপায়ার কানে পৌঁছল। শব্দটা আগেও শুনেছে। শব্দের উৎসের দিকে ফিরল সে। ট্রিগারের ওপর লোন মুনের আঙুল শক্ত হয়ে বসে যাচ্ছে। স্থির দৃষ্টিতে নিশানা নিয়েছে···রাইফেলটা লাফিয়ে উঠল। বুকে গুলি খেয়ে উপুড় হয়ে চার পায়ে মাটিতে পড়ল তেপায়া।

তাড়াতাড়ি রাইফেল আবার লোড করতে ব্যস্ত হলো লোন মুন।

ওঠার চেষ্টা করে বিফল হয়ে এবার চিত হয়ে পড়ল গ্রিজলি।

জিম ভাবল—এই সুযোগ—কোনমতে লীয়াকে নিয়ে বিগ রেডের পিঠে উঠতে পারলেই তারা নিরাপদ।

নিচু স্বরে ডাকল সে। 'রেড! বিগ রেড! এদিকে এসো!'

ডাকটা স্ট্যালিয়নের কানে পৌঁচেছে। একটু ইতস্তত করল—এখনও ওর উত্তেজনা কমেনি। গ্রিজলিটার দিকে একবার চাইল—সে জানে বিপদ এলে ওখান থেকেই আসবে। আবার ডাক শুনতে পেল। পুরোনো অভ্যাসেরই জয় হলো। আহত তেপায়াকে আর আক্রমণ না করে নিজেকে সংযত করল রেড।

বিভ্রান্ত বোধ করছে গ্রিজলি। একটা ঘোড়া মারতে গিয়ে নিজেই এভাবে মার খাবে ভাবতে পারেনি সে। চারদিক থেকেই মার খাচ্ছে। আবার গলার অস্বস্তিকর জিনিসটা ভাঙতে চেষ্টা করল।

একটা হুঙ্কার ছেড়ে কেশে উঠল। কশ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। জোর করে নিজেকে খাড়া করে আবার ঘোড়াটার দিকে এগোল তেপায়া। ঝোপের আড়ালে তাড়াতাড়ি গুলি ভরা শেষ করল লোন মুন—ঘোড়াটাকে বাঁচাতেই হবে।

জিমের দিকে রওনা হয়েছিল বিগ রেড, কিন্তু ভালুকটাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে আবার থামল। বুঝতে পারছে এই দানবটার দিক থেকে চোখ সরালে বিপদ আছে। হঠাৎ প্রচণ্ড মার ঠিক মত লাগাতে পারলে তবেই রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

তেপায়া এগিয়ে আসছে। ধনুকে তীর বসিয়ে ভালুকটাকে লক্ষ্য করে আর একটা তীর ছুঁড়ল জিম। মিস করল।

আর মাত্র একটা তীর রয়েছে। আবার ধনুক তুলল জিম। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ একটা ডাক ছেড়ে তেপায়ার দিকে ছুটে গেল রেড। আঘাত করার জন্যে থাবা তুলল গ্রিজলি। চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মত ঝট করে সরে গিয়েই জোড়া পায়ে লাথি চালাল রেড, তেপায়ার কোমর আর পাঁজরের ওপর পড়ল লাথি। ঘুরতে চেষ্টা করেও পারছে না—পাঁজরের কাছে তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করছে। ঘোরার আগেই ঘোড়ার শক্ত চোয়ালের কামড়ে পিঠের চামড়া ছিঁড়ে গেল। লাফ দিল তেপায়া। সাতশো পাউন্ড ওজনের ধাক্কায় ঘাসের উপর পিছলে পড়ে গেল ঘোড়াটা। বিজয় উল্লাসে গলার ভিতর থেকে একটা শব্দ করে স্ট্যালিয়নটাকে শেষ করার জন্যে ঝাঁপ দিল গ্রিজলি।

এই সময়ে আবার গুলি হলো।

মাথায় আঘাত করেছে গুলি। কোনাকুনি ভাবে এসেছে বলে ভিতরে ঢোকেনি—কিন্তু অবশ হয়ে গেছে মাথাটা। পড়ে যাচ্ছে,... শেষ মুহূর্তে সামলে নিয়ে ছুটে যেখান থেকে গুলি এসেছে সেই ঝোপটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

গাছ থেকে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে জিমের হাত আর হাঁটুর চামড়া ছড়ে গেল। প্যান্টটাও ছিঁড়ল। ছুটে ঘোড়াটার কাছে এগিয়ে গেল সে।

'রেড! রেড! ওহ্ রেড!' ভয়ে ফোঁপাচ্ছে সে। কিন্তু ঘোড়াটা উঠে দাঁড়াল এবার। গা ঝাড়া দিয়ে গ্রিজলির পিছু পিছু ঝোপের দিকে রওনা হলো। লাফিয়ে ওর লাগাম ধরে ফেলল জিম।

'এসো!' অনুনয় করল সে। 'রেড প্লীজ, এসো!'

ঘোড়াটাকে গাছের কাছে নিয়ে এল জিম। বাঁধার দড়িটা গলায় পরিয়ে গাছের ডালে উঠে লীয়াকে ওর পিঠে তুলে দিল। বিগ রেডের সারা দেহ কাঁপছে—কিছুটা

রাগ আর উত্তেজনায়, কিছুটা পতনের আঘাতে। তবু জিমের গলার স্বর শুনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রেড। ওই গলা তার পরিচিত—আপন। জিম নিজেও ওর পিঠে উঠে বসল। 'চলো, রেড,' ফিসফিস করে বলল সে।

ইতস্তত করছে স্ট্যালিয়ন। তেপায়ার ঝোপ লণ্ডভণ্ড করার আওয়াজ ওর কানে আসছে। আর কোন শব্দ নেই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবার নিজেকে অন্যদিকে ফেরাল। সরু উপত্যকা থেকে বেরিয়ে একটা আবছা ট্রেইল দেখে ওই পথেই এগোল জিম। তারপর ইচ্ছা করেই নদীর দিকে ফিরল।

নদীর দিকে যাওয়ার পথে ওয়্যাগনের চাকার আবছা দাগ ওর চোখে পড়ল। ওয়্যাগনের সংখ্যা বেশি নয়—ছাপটা বেশ পুরোনো। ট্রেইলটা পশ্চিম দিকে গেছে। কিছুদূর ছুটে আবার চলার গতি মন্থর করল রেড। পিছন দিক থেকে আর একটা গুলির শব্দ এল।

আকাশে এখনও কিছুটা আলোর আভাস রয়েছে। টিলাগুলোর উপর দিয়ে কমলা রং ফিকে হয়ে আসছে। পালানো ছাড়া জিমের মাথায় আর কোন চিন্তা আসছে না। রণভূমি থেকে দূরে আসার পর এখন ছুটতে রেডের অনীহা দেখা যাচ্ছে না। বেশ দ্রুত এগোচ্ছে। টিবির মাথায় উঠে নদীর দিকে এগোল।

এখানে একটা পুরোনো ওয়্যাগন ট্রেইল দেখতে পেয়ে ওটা ধরেই আগে বাড়ল। ট্রেইলটা মোটামুটি পশ্চিম দিকেই গেছে—এতেই জিম খুশি।

জিম জানে না ঝোপের ভিতর থেকে কে গুলি চালাচ্ছিল। ওর সন্দেহ, যে ইন্ডিয়ানটা ওদের পিছু নিয়েছিল—হয়তো সে-ই। ওই গ্রিজলিটাকে পিছনে ফেলে যতদূরে সরে যাওয়া যায় ততই ভাল। এতক্ষণে টের পাচ্ছে সত্যিই ভয় পেয়েছিল সে—ঘোড়ার পিঠে কুঁজো হয়ে বসে থরথর করে কাঁপছে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর এখন কিছুটা ভাল বোধ করছে জিম। আকাশে তারা উঠেছে। একই গতিতে এগিয়ে চলেছে বিগ রেড। থামার কোন তাগিদ দেখা যাচ্ছে না ওর ভেতর। হালকা হাওয়া বইছে পাহাড়ের দিক থেকে। পাইনের তাজা গন্ধের আভাস রয়েছে বাতাসে। কয়েকবার জিমের ঝিমানি এসেছে—কিন্তু ঘোড়াটা একটানা এগিয়েই চলল।

ট্রেইলটা একটু উত্তরে মোড় নিল, তারপরে সরাসরি উত্তরে চলল। ঘুমের চোখে ব্যাপারটা খেয়াল করল না জিম। গাছের সারির ভিতর থেকে একটা বড় খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা। কয়েকটা ঝর্না, ছড়ানো ঝোপঝাড় আর গাছ রয়েছে ওই মাঠে। হঠাৎ থেমে দাঁড়াল স্ট্যালিয়নটা।

চোখ খুলে পুরোপুরি জেগে উঠল জিম। লীয়া এখনও ওর কোলে ঘুমাচ্ছে। ঘোড়াটা মাথা তুলে চেয়ে আছে সামনের দিকে—বাতাসে ঘ্রাণ নেয়ার চেষ্টা করছে।

উঁচু হয়ে রেডের মাথার ওপর দিয়ে উঁকি দিল জিম। বেশ অনেকটা দূরে মাটিতে একটা আলো দেখা যাচ্ছে…একটা আগুন!

একটা ক্যাম্পফায়ার…

জিমের বুকের ভিতরটা লাফিয়ে উঠল…নিশ্চয়ই বাবা! বাবা তাদের খোঁজে বেরিয়েছে! পায়ের গোড়ালি দিয়ে রেডের পেটে গুঁতো দিয়ে ওকে এগিয়ে নিয়ে চলল। অনিচ্ছার সাথে আগে বাড়ছে ঘোড়াটা। ওদিকে যেতে চাইছে না।

ইন্ডিয়ান নয় তো?

সাবধানে এগোচ্ছে জিম। হঠাৎ সামনে কোথাও একটা ঘোড়া ডেকে উঠল। ব্যস্ত নড়াচড়া শুরু হলো আগুনের কাছে।

আর একটু কাছে এগোল জিম। দুটো জিন আর কয়েকটা মাল-বওয়ার জিন (Pack saddle) দেখতে পাচ্ছে সে। আগুনের ওপর কফির পট রয়েছে—মাংস ভাজার গন্ধ আসছে নাকে।

'দাঁড়াও,' একটা স্বর শোনা গেল। 'নইলে গুলি ছুঁড়ব। এবার ধীর পায়ে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে আগুনের কাছে এগিয়ে এসো—তোমার চেহারাটা দেখি।'

কথা বলতে চেষ্টা করল জিম। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটল না। হাঁটিয়ে রেডকে এগিয়ে নিয়ে গেল সে। হঠাৎ লোকটা আবার বলে উঠল, 'একি! এ যে দেখছি দুটো ছোট বাচ্চা!'

'নিশ্চয় কাছেই কোন জায়গা থেকে এসেছে,' অন্যজন বলল। 'তারমানে আশেপাশে কোথাও ওদের লোকজন রয়েছে।'

'এখানে? এই সময়ে?'

'নিজেই চেয়ে দেখো।'

ওদের একজন পাতলা আর একটু কুঁজো। কঠিন ছুঁচোলো মুখে একজোড়া নিষ্ঠুর খুদে চোখ। এগিয়ে এসে বিগ রেডের দিকে চাইল সে। 'জক্,' অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল সে, কাছে এসে এই ঘোড়াটা দেখে যাও। একটা ঘোড়া বটে!'

'আমার বাবার ঘোড়া,' এতক্ষণে জিমের গলায় স্বর ফুটল।

'হতে পারে। কিন্তু তোমার বাবা কোথায়?'

'বাবা···বাবা ট্রেইলের ওপর আমাদের খুঁজছে।'

অন্য লোকটা একটু খাটো। ব্যারেলের মত বুক। এগিয়ে এসে লোকটা বিগ রেডকে খুঁটিয়ে দেখল। 'অর্থাৎ তুমি বলছ সে জানে না তোমরা কোথায়? এ কেমন কথা?'

লীয়া জেগেছে। বড় বড় চোখে সে লোক দুটোকে দেখছে। জিমের হাতে ওকে কেমন আড়ষ্ট ঠেকছে—যেন ভয় পেয়েছে। ওর দোষ নেই, সে নিজেও ভয় পাচ্ছে। লোকগুলোর মধ্যে কি যেন একটা···

জিম ব্যাখ্যা দিল কিভাবে ওদের ওয়্যাগন পোড়ার পর পশ্চিমে রওনা হয়েছে। সেই ইন্ডিয়ান আর গ্রিজলিটার কথাও বলল সে।

'বাজে কথা রাখো,' বলে উঠল বেঁটে লোকটা। 'চোখের পলকে শেষ করে ফেলবে গ্রিজলি। কোন ঘোড়া গ্রিজলির একটা লোমও খসাতে পারবে না!'

'রেড ভয় পায়নি—লড়েছে।'

'মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক,' লম্বাজন বলল। 'পাঁজরের ওপর নখের দাগ রয়েছে।' বলগা লাগানো মাথার সাজ ধরার জন্য হাত বাড়াল সে। ঝাঁকি দিয়ে মাথা সরিয়ে নিল রেড।

'আমার কাছ থেকে মাথা সরিয়ে নেয়, সাহস!' চটে মারার জন্যে হাত উঠাল সে। মোচড় দিয়ে ওর নাগালের বাইরে চলে গেল স্ট্যালিয়ন।

জিম বলে উঠল: 'খবরদার আমার ঘোড়ার গায়ে হাত ওঠাবে না বলছি!'

'মাথা ঠাণ্ডা করো, গিল,' শান্ত কণ্ঠে বলল জক। 'মাথা গরম করলে সবই হারাবে। বাচ্চাদের কিছু খেতে দিয়ে পরিস্থিতিটা আর একটু তলিয়ে বিচার করে দেখা দরকার।'

'ঘোড়ার এই ব্যবহার আমার সহ্য হয় না। ওর আচ্ছা মত একটা পিটুনি দরকার।'

'ওটা কথার কথা বলেছে গিল। নেমে হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও। সকালে যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে। সবাই মিলেই তোমার বাবাকে খুঁজব।'

লোকগুলোর চেহারা বা কথাবার্তা কিছুই জিমের ভাল ঠেকছে না। তার মন বলছে ঘোড়া ছুটিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়াই ভাল। কিন্তু লোক দুটো একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের একজন ওই রকম আশঙ্কা করে তৈরি হয়ে রয়েছে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে নিচে নামল সে। রাতের বেলা লোকগুলো ঘুমিয়ে পড়লে সুযোগ বুঝে কেটে পড়বে ওরা।

গিল ঘোড়াটাকে ধরার জন্যে আবার হাত বাড়াল। এবারও চোখ পাকিয়ে সরে গেল রেড। 'আমিই ওকে বেঁধে রাখছি,' বলল জিম। 'অপরিচিত লোকজন পছন্দ করে না ও।'

'ঠিক আছে, তাই করো, খোকা।' জিমের পাশ দিয়ে গিলের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল জক। 'ছোট মেয়েটা এখানে আমাদের কাছেই থাক। অন্ধকারে ওর ওদিকে বাইরে না যাওয়াই ভাল।'

খুঁটি পুঁতে রেডের কাছে গিয়ে কাঁধ চাপড়ে ওকে আদর করল জিম। 'মনে হচ্ছে বোকামি করে বিপাকে জড়িয়ে পড়েছি, রেড। সতর্ক থেকো। হয়তো ওদের কাছ থেকে আমরা পালাতে পারব।'

ক্লান্ত পায়ে আগুনের কাছে ফিরে গেল সে। আগুনের পাশেই একটা বড় পাথরের ওপর বসে আছে লীয়া। ড্যাবড্যাবে চোখে চেয়ে আছে মেয়েটা।

লীয়ার দিকে চাইল জক। 'ওর বয়স কত হবে, খোকা?'

'তিন। তিন বছরের কিছু বেশি হবে।'

'ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না,' বলল গিল, 'একা একা তোমরা দুজন এভাবে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছ—বলছ তোমার বাবা তোমাদের খুঁজছে—কিন্তু তুমি কি করে জানলে সেটা?'

'আমি জানি। বাবা ওই রকমই।'

শব্দ করে হেসে উঠল গিল। 'আমার তো মনে হয় ইন্ডিয়ানরা তোমাদের মেরে ফেলেছে মনে করে সে আর খুঁজতে বেরোবে না।'

'হতেই পারে না!' প্রায় কেঁদে ফেলল জিম। 'আমাদের ভীষণ খোঁজা খুঁজছে সে!'

লীয়া আর জিম খাচ্ছে। লোক দুটো ওদিকে নিজেদের মধ্যে নিচু স্বরে কি যেন আলাপ করছে। খাওয়া শেষ হলে জক একটা কম্বল এনে দিয়ে বলল, 'তোমরা দুজন এটা জড়িয়ে শুয়ে পড়ো। আগামী কাল সকালে তোমাদের সাথে কথা হবে।'

গিল আড়চোখে ওদের দিকে চাইল। 'আর রাতের বেলা ক্যাম্পে ঘুটঘুট করে

বোঁড়িও না। ইন্ডিয়ান মনে করে হয়তো আমি গুলি করে দিতে পারি।'

আগুনের পাশে কম্বল মুড়ে শুয়ে পড়ল ওরা। লীয়া ফিসফিস করে বলল, 'লোক দুটোকে আমার ভাল লাগছে না!'

'শ্‌শ্‌!' নিজের ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রাখল জিম। একটু পরে সে বলল, 'আমারও ভাল ঠেকছে না।' তারপর লীয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'ওরা ঘুমিয়ে পড়লে পালাতে চেষ্টা করব।'

জেগে থাকার অনেক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল সে। অনেক দিনের ক্লান্তি—তাছাড়া এই প্রথম কম্বলের তলায় ঘুমাচ্ছে ওরা। রাতের বেলা নিচু স্বরে কথা বলার আওয়াজে ওর ঘুম ভেঙে গেল।

ওই লোক দুটোই কথা বলছে। 'তুমি বুঝতে পারছ না, জক। কেউ জানেও না ওরা বেঁচে আছে। ওই ঘোড়াটা পাওয়ার জন্যে অনেক কিছু করতে আমি রাজি।'

'আর ওই ইন্ডিয়ান লোকটা?'

'ছেলেমানুষের কথা—তাছাড়া সে থাকলেও গ্রিজলির হাতে মারা পড়েছে।'

'ছেলেটার বাপের নাম জানা হয়নি।'

'কি দরকার? কেউ জানবে না।'

'ঘোড়াটা চিনতে পারে।'

'ছাড়া অবস্থায় পেয়েছি···বা কোন ইন্ডিয়ানের সাথে বদলাবদলি করেছি। ঘোড়া চিনবে এমন মানুষের সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। নাও এবার ঘুমাও।'

ঘুম ছুটে গেছে। আকাশের তারাগুলোর দিকে চেয়ে পড়ে রইল জিম। ভীষণ ভয় পেয়েছে। একবার উঠে বসতে গিয়ে দেখল গিল চেয়ে আছে। আবার শুয়ে পড়ল সে।

এদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে পালানো খুব কঠিন হবে।

সাত

পাহাড়ের দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাসের সাথে দিনের আলো ফুটল। ঝোপের পাতায় শব্দ হচ্ছে। পাইন গাছগুলো যেন মাঝেমাঝে কেঁদে উঠছে। একটা ঝর্নার পাড়ে খোলা মাঠের মধ্যে ওদের ক্যাম্প। আশপাশে উইলো ঝোপ আর কিছু কটনউড গাছ রয়েছে। পাহাড়ের গায়ে সোনালী অ্যাসপেনের ঘন জঙ্গল।

আগুনে দেয়ার জন্য কাঠ সংগ্রহ করছে জিম। কাজের ফাঁকে সতর্ক ভাবে সে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। কোনভাবে লীয়াকে রেডের পিঠে তুলে দিয়ে এখান থেকে সরে পড়তে চায়। ভয় করছে—তবু নিজের মনকে বোঝাচ্ছে, ভয় পেলে তার চলবে না। ওই লোক দুটোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত অস্ত্র তার কাছে নেই। তাই ধৈর্য ধরে সুযোগের অপেক্ষায় থাকা ছাড়া আপাতত কিছু করার উপায় নেই।

পরিস্থিতি খারাপ হলে হয়তো লীয়াকে ফেলেই তার পালাতে হতে পারে। সে হাতের মুঠোয় না থাকলে লীয়ার কোন ক্ষতি করতে সাহস পাবে না ওরা। সাক্ষী থেকে যাবে...কিন্তু না, এটা সে কিছুতেই পারবে না। পালাবার একটা উপায় নিশ্চয় থাকতে হবে। বাবা, মনে মনে বলল জিম, তুমি তাড়াতাড়ি আসছ না কেন?

এখন তার মনে হচ্ছে যেন ওই ইন্ডিয়ানটাকে দেখলেও সে খুশি হবে। ওর জন্যেই গ্রিজলির কাছ থেকে পালাতে পেরেছে—হয়তো এদের হাত থেকেও বাঁচতে পারবে।

লোক দুজন বুট পরে তৈরি হবার আগেই আগুন উস্কে কফির পানি চড়িয়ে দিয়েছে জিম।

'ছেলেটা বেশ কাজের,' মন্তব্য করল জক। 'ক্যাম্পের কাজে অভ্যস্ত।'

কোন জবাব দিল না গিল। মুখ বেজার করে বাচ্চা দুটোর দিকে চেয়ে রইল। ঘোড়াটার দিকে নজর পড়তেই ওর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আজ সকালে ওই ঘোড়ার পিঠে চড়ব আমি,' বলল সে।

'বাবা আমাকে ছাড়া আর কাউকে ওর পিঠে উঠতে দেয় না,' আপত্তি জানাল জিম।

ওর দিকে ফিরে চাইল গিল। 'তুমি চুপ করো, ডেঁপো ছোকরা। তোমার বাপ এখানে নেই যে বাধা দেবে। আমার যখন খুশি চড়ব।'

ঠিক আছে, মনেমনে ভাবল জিম। কথা না শুনে ঝুঁকি নিতে গেলে নিজেই শায়েস্তা হবে। অন্য লোক কাছে যাওয়া পছন্দ করে না রেড। জিমের মনে পড়ল মিস্টার কলিনসের ওখানে হার্ডিও এইরকম কথা শোনেনি। ভাল ঘোড়া চালায় বলে গর্ব ছিল ওর...এক সেকেন্ডও রেডের পিঠে টিকতে পারেনি সে। খোঁয়াড়ের বেড়ার তলা দিয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে না এলে রেড যেমন খেপেছিল, ওকে মেরেই ফেলত।

সেই ভাল, এতে পালাবার একটা রাস্তা হতে পারে।

'বাবা কিন্তু শীঘ্রি এসে পড়বে,' শান্ত কণ্ঠে বলল জিম। 'তাকে অমান্য করার সাহস খুব কম লোকেরই আছে।'

গিল কিছু বলার আগেই চট করে জিমের দিকে ফিরে জক প্রশ্ন কলল, 'তোমার বাবা কে? কি নাম?'

'এরফান জেসাপ।'

গিলের মাথাটা ধীর গতিতে জিমের দিকে ফিরল। কুতকুতে চোখে চেয়ে আছে সে। জিমের মনে হলো ওর চোখের কোনায় ভাঁজগুলো যেন একটু সবুজ দেখাচ্ছে।

'কি বললে—এরফান জেসাপ?' প্রশ্ন করল জক।

'হ্যাঁ, চেনো নাকি তুমি?'

'ঠিক চিনি না—তবে ওর কথা আমরা শুনেছি। পুরো ওয়াইওমিঙের ইউ এস ডেপুটি মার্শাল না তোমার বাবা?'

'হ্যাঁ।'

চিন্তিত মুখে আড়চোখে গিলের দিকে চাইল জক। কাঁধ ঝাঁকিয়ে গিল বলল,

'কেউ যা জানবে না তা নিয়ে ভেবে কি লাভ?'

'ব্যাপারটা আমার মোটেও পছন্দ হচ্ছে না, গিল।'

মুখ দিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের আওয়াজ করল গিল। কিন্তু জক ঘাবড়েছে। জিমের দিকে চেয়ে সে বলল, 'তোমাদের ওয়্যাগন ট্রেনটাই সম্ভবত শেষ, কারণ এত দেরিতে আর কেউ পশ্চিমে রওনা হবে না।'

'টেকো বিলও সেই কথাই বলছিল।'

'টেকো বিল!'

'হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান আক্রমণের ঠিক আগের রাতেই সে আমাদের ক্যাম্পে ছিল। সকালে একাই সে পশ্চিমে রওনা হয়। যাবার আগে বলেছিল বাবাকে সে খবর দেবে।'

'গিল, আমাদের আর একবার ভেবে দেখা দরকার।'

'ফ্যাচফ্যাচ কোরো না!'

ভাজার জন্যে এক টুকরো মাংস প্যানে ছাড়ল জক। আপাতত মুখ বন্ধ রাখল সে। লীয়া জিমের আরও কাছে ঘেঁষে বসে পাতলা কফির কাপে চুমুক দিল।

'ঘোড়াটা রাখতে চাইলে এখনই ওর পিঠে চড়ার কথা ভুলে এখান থেকে ঝটপট সরে পড়া ভাল,' শান্ত কণ্ঠে বলল জক। সে ভয় পাচ্ছে তার কথায় গিল চটে উঠবে।

জকের কথায় কোন জবাব না দিয়ে কফি শেষ করল গিল। তারপর উঠে গিয়ে নিজের জিনটা তুলে নিল।

'আমার ঘোড়ায় চড়তে যেও না তুমি!' আপত্তি জানাল জিম।

'চুপ করে বসো,' রূঢ় স্বরে বলল জক। 'গিল খেপলে তোমার কপালে খারাবি আছে।'

কম্বলটা রেডের পিঠে রাখল গিল। একটু সরে গেল বিগ। কিন্তু তবু জিনটা ওর পিঠে চাপিয়ে দিল গিল। পেটি শক্ত করে এঁটে বলগা লাগানোর লোহাটা ওর মুখে পুরে দিল। চুপ করে দাঁড়িয়ে লোহাটা মুখের ভিতর নেড়েচেড়ে স্বাদ নিল রেড।

লাগাম একত্র করে হাতে নিয়ে পাদানিতে পা রেখে ঘোড়ার পিঠে উঠল গিল। জিনের ওপর বসার সাথে সাথে পিছনের দু'পায়ে উঠে দাঁড়াল রেড। তারপর সামনে দু'পা মাটিতে আছড়ে পিছন দিক শূন্যে তুলে ওকে ফেলে দিল। আকাশে একটা প্যারাবোলা এঁকে গিলের দেহটা এক তাল মাংস পিণ্ডের মত ধপাস করে পড়ল মাটিতে। ওর দিকে এগিয়ে গেল রেড।

একটা গাল বকে পিস্তল বের করতে গেল জক। কিন্তু ততক্ষণে জিম ওর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভারসাম্য হারিয়ে টলতে টলতে পড়ে গেল সে।

পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠে এক থাপ্পড়ে জিমকে উল্টে ফেলে আবার পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল। স্ট্যালিয়নটাকে এগিয়ে আসতে দেখে গড়িয়ে সরে গিয়ে ঝর্নার পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গিল। খালি খাপের ওপর জকের হাত পড়ল।

তাড়াতাড়ি ঘুরে দেখল পিস্তলটা মাটিতে পড়ে আছে। জিম বুকে হেঁটে ওই দিকেই এগোচ্ছে। লাথি মেরে জিমকে সরিয়ে দিয়ে পিস্তল তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল

জক।

বিগ রেড নেই!

খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঝর্না থেকে উঠে এল গিল। অনর্গল গাল দিয়ে চলেছে সে। ওর মুখের একটা পাশ মাটিতে পড়ার সময়ে ঘষা খেয়ে বিচ্ছিরি ভাবে ছিলে গেছে। ওর ভিজে চুপচুপে জামা-কাপড় থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে।

'কোন দিকে গেল? হারামী ঘোড়াটা—' থেমে চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে জকের দিকে ফিরল সে। 'তুমি আমাকে মারতে চেয়েছিলে! ওকে গুলি করোনি কেন?'

'ছেলেটা আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল,' বলল সে। 'যাহোক, তুমি তো ঠিকই আছ।'

কুঁজো হয়ে বসে এখনও হাঁপাচ্ছে জিম। পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছে সে। নাক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে। আতঙ্কিত চোখে ওর দিকে চেয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লীয়া। সে বিশ্বাসই করতে পারছে না জিম চোট পেয়েছে। তার চোখে জিম অসীম শক্তিশালী—দুর্দান্ত, অজেয়।

জিমের কান্না পাচ্ছে, জোর করে চোখের পানি ঠেকিয়ে রেখেছে। এই অবস্থায় পড়লে বাবা কি করত? চিন্তা—হ্যাঁ ভেবে-চিন্তে একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে তাকে। নিজের দেহে হাত বুলাতে বুলাতে আড়চোখে ঝোপগুলো একে একে খুঁজে দেখল। কুঁজো হয়ে থাকায় জিমের মুখ দেখতে পাচ্ছে না ওরা। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, মনে হচ্ছে ছেলেটার কথা ভুলেই গেছে।

ওকে ছাড়া বেশিদূর যাবে না বিগ রেড; জিম ভাবছে। ওখানেই কোথাও আছে সে। যদি কোনমতে—

'তোমার ঘোড়াটা দাও,' বলল গিল। 'ওই পাজি ঘোড়াকে খুঁজে বের করব আমি। হারামজাদাকে একবার হাতের মুঠোয় পেলে আচ্ছা মত বেঁধে এমন শিক্ষা দেব যে আসল বস্ কে বুঝতে আর ভুল করবে না!'

'নিয়ে যাও, এদিকটা সামলাচ্ছি আমি।'

জিন চড়িয়ে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেল গিল। একটা মগে কিছুটা কফি ঢেলে নিয়ে বসে বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছে জক। মাঝেমাঝে চোখ তুলে বাচ্চা দুটোর ওপর নজর রাখছে। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে লীয়ার কাছে সরে গেছে জিম। নিজের হাঁটু দুটো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বসে আছে সে।

'হয়তো পাঁজরের একটা-দুটো হাড় ভেঙেছে,' জিমের দিকে চেয়ে বিরক্ত স্বরে বলল জক। 'উচিত শাস্তি হয়েছে তোমার।'

বাকি কফি গলায় ঢেলে মগ নামিয়ে রাখল সে, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছল। তারপর বাকি মাংস আবার মুড়ে তুলে রাখল। শিকারের ছুরিটা দুবার মাটিতে গেঁথে ফলাটা পরিষ্কার করে নিল।

লীয়াকে ঠেলা দিল জিম। 'পালাও!' ফিসফিস করে বলল সে। 'যত জোরে পারো ছুটবে।'

উঠে দাঁড়াল লীয়া ভয় পাচ্ছে সে—তাছাড়া ওর বয়সই বা কত, ভাল দৌড়াতে এখনও শেখেনি। লীয়াকে নিয়েই জিমের চিন্তা—সে জানে ওকে কোলে

নিয়ে তার পক্ষে দৌড়ানো সম্ভব নয়।

ছুরি হাতে ঘুরে দাঁড়াল জক। চোখ দুটো প্রতিহিংসায় জ্বলছে। মুখের ভাব থমথমে।

'যাও!' চড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠল জিম। ঝোপ লক্ষ্য করে ছুটল লীয়া।

একটা খিস্তি আউড়ে ওকে ধরার জন্যে রওনা হলো জক। কিন্তু ওর পায়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল জিম। আবারও পড়ে গেল লোকটা কিন্তু এবারে জিমই আগে উঠে দাঁড়াল। উঠেই ছুটল সে। লীয়ার এক সেকেন্ড আগেই ঝোপের ভিতর ঢুকে ওকে টেনে নিয়ে টিলার গায়ে একটা জন্তুর গর্তে ঢুকে পড়ল। মনের ঝাল মিটিয়ে চিৎকার করে গাল দিতে দিতে ছুটে আসছে জক।

সরু সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে বুকে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে জিম। পিছনে লীয়া। বেশ কষ্ট করেই এগোতে হচ্ছে—পাশে মোটেও জায়গা নেই। টানেল থেকে বের হয়ে লীয়ার হাত ধরে ঝর্নার পাড় ঘেঁষে ছুটল। এদিকটা কিছুটা পরিষ্কার।

টানেলের ভিতর ঢুকতে না পেরে বাধ্য হয়েই জককে ঘুরে যেতে হলো। দ্রুত ছুটছে সে। কিন্তু বন্ধুদের সাথে বনে-জঙ্গলে অনেক খেলেছে জিম—সব চালাকিই ওর জানা আছে।

'লীয়া! এইদিকে!' চিৎকার করল জিম। তারপর আবার যে পথে এসেছে সেই পথেই ফিরে চলল ওরা। ঝর্নার তলায় একটা জায়গায় বালু দেখার কথা ওর মনে পড়েছে।

ঝর্না পেরিয়ে ওপাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ওরা। আসার পথে কেউ ওদের দেখেনি। দুজনেই হাঁপাচ্ছে। বসে পড়ল জিম। বুকের পাশটা প্রচণ্ড ব্যথা করছে—তবে মনে হয় না কিছু ভেঙেছে। খারাপ ভাবে থেঁতলে গেছে। আর একবার এমন ব্যথা পেয়েছিল সে। মাঠে একটা বড়সড় বাছুরের পিঠে উঠতেই বাছুরটা ওকে ফেলে দিয়েছিল। তবে এখনকার ব্যথাটা সেবারের তুলনায় অনেক বেশি।

ঝোপের আড়ালে আড়ালে ঝর্নার ধার থেকে দূরে সরে গেল ওরা। শেষে একটা অ্যাসপেন গাছের জঙ্গলে ঢুকে গাছের ফাঁকে লুকিয়ে রইল। লুকাতে ওদের বেশি জায়গার দরকার হলো না।

কিছুক্ষণ পরে উঁকি দিয়ে দেখল ঝর্নার পাড় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে জক—ওদের পায়ের চিহ্ন খুঁজছে। বেশি দেরি হলো না, চিহ্ন দেখে ঝর্না পার হলো সে। এবার এপাশের পাড়ে চিহ্ন খুঁজছে।

চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ। লীয়ার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে জিম। ঝর্নার ধার থেকে ওদের দিকে মৃদু বাতাস বইছে। জকের পায়ের তলায় পড়ে ছোট ছোট শুকনো ডাল ভাঙার শব্দও শুনতে পাচ্ছে ও। শুয়ে দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছে—ভাবতে চেষ্টা করছে কি করা যায়। জক ওদের খুঁজে পাবে না, এই আশা নিয়ে চুপচাপ ওখানেই পড়ে থাকবে, নাকি বনের আরও গভীরে ঢুকে পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করবে? কিন্তু তাতে চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। বাবার কাছে সে শুনেছে চলন্ত জিনিস সহজেই মানুষের চোখে পড়ে।

ওদের পিছনের পাহাড়টা খুব খাড়া। জিমের ধারণা সে ছুটে ওই পাহাড়ে

উঠতে শুরু করলে জকের চেয়ে তাড়াতাড়ি উঠতে পারবে, কিন্তু লীয়া ধরা পড়ে যাবে। ওকে কোলে বা কাঁধে নিয়ে বেশিদূর ছুটতে পারবে না সে।

প্রথম দিকে তাড়াহুড়া করেছিল জক। কিন্তু এবারে ধীরস্থির হয়ে চিহ্ন দেখে দেখে ট্র্যাক করা শুরু করল। তবে এমনও হতে পারে যে তার বাবা কিংবা টেকো বিলের মত ভাল ট্র্যাকার সে নয়।

কিন্তু বিগ রেড গেল কোথায়?

নিচের কালচে মাটি আর অ্যাসপেন পাতার গন্ধ পাচ্ছে জিম। উপরে অ্যাসপেন গাছের পাতাগুলো অনবরত কাঁপছে। এই নিয়ে একটা প্রচলিত কাহিনীও আছে–কি যেন সেটা?

এবার মনে হচ্ছে যেন জক ওদের ট্রেইলটা হারিয়ে ফেলেছে। প্রথম থেকে শুরু করবে বলে সে আবার ঝর্নার ধারে ফিরে গেছে।

'ওর দিকে খেয়াল রেখো।' ফিসফিস করে লীয়াকে নির্দেশ দিয়ে একটু পিছিয়ে ঢালের ওপরটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল জিম। দেখা না দিয়ে পৌঁছতে পারে এমন একটা জায়গা খুঁজছে সে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার পছন্দ মত একটা জায়গা পেয়ে গেল।

এই ধরনের এলাকায় প্রায় সব সময়েই এমন একটা দুটো জায়গা থাকে। পাহাড়ের গায়ে অনেকখানেই কয়েকটা করে অ্যাসপেন একসাথে গোছা বেঁধে জন্মেছে। ওগুলো এতই ঘন আর কাছাকাছি থাকে যে একটা বাচ্চা বা কোন ছোট জন্তু সহজেই ওর ভিতর ঢুকে আশ্রয় নিতে পারে।

পঞ্চাশ গজ দূরেই ওইরকম একটা জায়গা রয়েছে। এক গোছা অ্যাসপেনের সাথে কিছু ঝোপ আর বড় পাথরও রয়েছে। কপাল ভাল থাকলে কাউকে দেখা না দিয়েই ওরা ওখানে পৌঁছতে পারবে।

শব্দ করে লীয়াকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেল জিম। তার মনে পড়ে গেছে সকালের নীরব নিথর পরিবেশে অনেক দূর থেকেও শব্দ শোনা যাবে। ফিরে গিয়ে লীয়াকে ছুঁয়ে দুজনে মিলে উপর দিকে এগোল।

মাত্র বিশ ফুট দূরেই রয়েছে একটা বড় পাথর। যে গাছগুলো ছেড়ে এল তারই আড়ালে সহজেই পাথরের পিছনে পৌঁছে গেল ওরা। মাটি ঘেঁষে ওখান থেকে একটা ঝোপে, তারপর জককে পিছন ফিরতে দেখেই এক ছুটে পরের ঝোপে পৌঁছে দেখল জক মাত্র মুখ ফেরাতে শুরু করেছে। হয়তো কোন হালকা শব্দ শুনেছে।

নিচের উপত্যকাটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল জিম। কিন্তু বিগ রেডের কোন চিহ্ন নেই।

বাটির মত গর্তওয়ালা একটা পাথরের ওপর বৃষ্টির পানি জমে আছে। আঁজলা ভরে কিছুটা পানি খেয়ে নিল ওরা। পিছন ফিরে দেখল তাদের প্রথম আস্তানায় পৌঁছে গেছে জক। একটু একটু করে ওরা আরও উপরে উঠে গেল।

আকাশে আবার মেঘ করে আসছে–শীত করছে। কিন্তু বিগ রেডকে নিয়েই জিমের বেশি চিন্তা। গিল যদি ওকে ল্যাসো ছুঁড়ে ধরতে পারে, কী যে অবস্থা দাঁড়াবে ভাবতেও তার ভয় হচ্ছে। আর বিগ রেড না থাকলে ওদের পক্ষে

বেশিদূর এগোনো অসম্ভব।

বড্ড ক্লান্তি বোধ করছে জিম। কোথাও একটু গরম জায়গায় কুঁকড়ে শুয়ে থাকতে মন চাইছে। কিন্তু প্রথমে ওদের গিল আর জকের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে হবে। তারপর রেডকে খুঁজে বের করতে হবে। ঘোড়াটাকে সে খুব ভালবাসে। তাছাড়া স্ট্যালিয়নটার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন তারই।

ট্র্যাকিং-এ বিশেষ দক্ষতা জকের নেই। বিরক্ত হয়ে মাটিতে পায়ের ছাপ খোঁজা বাদ দিয়ে ঢালের ওপর এদিক ওদিক চাইছে এখন। জিম আর লীয়ার ওজন বেশি না, তাই মাটি বা ঘাসের ওপর কোথাও গভীর ছাপ পড়েনি। ওর জায়গায় একজন ইন্ডিয়ান থাকলে সে ঠিকই ছাপ দেখে অনুসরণ করতে পারত। আলসে লোক জক। সে জানে বাচ্চারা বেশিদূর যায়নি। ঢালের ওপর সব কটা লুকানোর মত জায়গা খুঁজে দেখলেই ওদের পেয়ে যাবে।

জক আর নিজেদের মাঝে অ্যাসপেনের আড়াল রেখে আরও উপর দিকে উঠছে ওরা। উপরে একটা পাথরের ছায়ায় কিছুটা জমাট বাঁধা তুষার দেখতে পেল জিম। নিচে থেকে পাহাড়ের মাথায় তুষার আগেও দেখেছে—কিন্তু এত কাছে থেকে দেখে ভয় পেল। এ যাত্রায় এতটা ওপরে আর ওঠেনি। রাতের বেলা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়বে। একটা কম্বলও নেই ওদের কাছে।

ঠিক এই সময়ে একটা বুদ্ধি খেলল ওর মাথায়। ওদের থেকে পালিয়ে না গিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালালে কেমন হয়? গিল বিগ রেডকে খুঁজছে আর জক জঙ্গলের ভিতর খুঁজে বেড়াচ্ছে ওদের। ক্যাম্পে কেউ নেই এই সময়ে, ক্যাম্পে হানা দিলে কেমন হয়?

চুরি করা নীতি বিরুদ্ধ কাজ। কিন্তু এটা যুদ্ধ। জক যদি ওদের ধরতে পারে নির্ঘাত খুন করে ফেলবে। জিম তা জানে। রাতের বেলা ওদের আলাপ থেকেই আভাস পেয়েছে। ওদের যদি বিব্রত করে তোলা যায় তবে ক্যাম্প ছেড়ে বিগ রেড বা ওদের খুঁজতে বেরোতেও ভয় পাবে ওরা।

ওদের একটু সামনেই পাহাড় থেকে বরফ গলা পানি নেমে মাটিতে সরু শুকনো একটা নালার সৃষ্টি হয়েছে। জিমের প্ল্যান কাজে লাগাবার জন্যেই যেন ওটা অর্ডার দিয়ে তৈরি। বড় মানুষের জন্যে যথেষ্ট গভীর নয়--কিন্তু ওদের জন্যে আদর্শ। লীয়ার হাত ধরে নালায় নামল জিম।

আট

এরফানই প্রথম গ্রিজলির চিহ্নগুলো দেখতে পেল। কোন মন্তব্য না করে চিহ্নগুলো দেখাল সঙ্গীদের। এর মানে যে কি হতে পারে তা ওরা সবাই জানে। আরও একঘণ্টা পর তুমুল লড়াই-এর জায়গায় পৌঁছল।

স্ট্যালিয়নের খুরের চাপে কিছু কিছু জায়গার ঘাস আর মাটি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। গ্রিজলির থাবার দাগও দেখা যাচ্ছে। এখানে ওখানে কয়েক জায়গায়

বাচ্চাদের পায়ের চিহ্নও দেখতে পেল। বেশির ভাগই জিমের। গভীর একটা ঝোপের ভিতর গ্রিজলির দেহের অবশিষ্টাংশ পাওয়া গেল। বাকিটা মড়াখেকো কয়োটির পেটে গেছে।

'বাচ্চাগুলোর কপাল সত্যিই ভাল,' টেকো বিল মন্তব্য করল। 'ভাবতেই অবাক লাগছে গ্রিজলির হাত থেকে ওরা রক্ষা পেল কিভাবে।'

'এই দেখো।' ভালুকের গলা থেকে জিমের তীরটা টেনে বের করল এরফান। 'এটা ইন্ডিয়ান তীর নয়। বোঝা যাচ্ছে নিজেদের বাঁচাতে তীর ছুঁড়েছিল জিম।'

ধীরে একটু একটু করে ওদের নিজস্ব ধারায় পরীক্ষা করে ঘটনাটা মোটামুটি আঁচ করল ওরা। পায়ের ছাপ আর গ্রিজলির ক্ষতিচহ্নগুলো দেখে কি ঘটেছে বুঝে নেয়া কঠিন হলো না। ছাপার অক্ষরের মতই চিহ্ন পড়তে পারে ওরা।

উপড়ে ওঠা মাটি, আর ঘুরন্ত স্ট্যালিয়নের পেঁচানো খুরের দাগগুলো স্পষ্ট। ভালুকের গায়েও চামড়া ফেটে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ওগুলো গ্রিজলির জন্য নিতান্ত মামুলি চোট। পাঁজরের ওপর যে প্রচণ্ড লাথিটা খেয়েছিল তা চামড়ার ওপর থেকে বোঝা যাচ্ছে না—কিন্তু সেটাও ওর জন্যে সামান্যই। গ্রিজলি মাংসাসী প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বড়, আর কোণঠাসা হলে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর।

একটা জিনিস ওরা সবাই লক্ষ করেছে, কিন্তু প্রথমে এড়িয়ে গিয়েছিল, সেটা হচ্ছে গ্রিজলির বুকের কাছে একটা কাটা চিহ্ন। কেউ ছুরি দিয়ে বুক চিরে ওর কলিজাটা ছিঁড়ে নিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত আর দুজনের দৃষ্টি ওদিকে আকর্ষণ করে টেকো বিল বলল, 'কোন ইন্ডিয়ানের কীর্তি। গ্রিজলির কলজে খেলে তার মতই শক্তিশালী আর ভীষণ হওয়া যায় বলে ওদের বিশ্বাস।'

'কিন্তু এতে জিমকে খুঁজে বের করার কাজ এগোচ্ছে না,' বলল এরফান। 'চলো আগে বেড়ে দেখি।'

'ওরা ঘোড়ায় চড়েই গেছে,' বার্নি ওপাশ থেকে বলল। 'এখান থেকে ঘোড়াটা কাউকে পিঠে নিয়ে এগিয়েছে।'

চলার পথে চিহ্ন দেখে বোঝা গেল ওর কথাই ঠিক। স্ট্যালিয়নটার সমান তালে এগিয়ে যাওয়া দেখেই বোঝা যায় কেউ ওকে চালাচ্ছে।

চিহ্ন ধরে এগিয়ে গেল ওরা। মাঝেমাঝে হালকা হয়ে হারিয়ে গেছে চিহ্ন। আবার খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়ে উঠছে। তিনজনে ছড়িয়ে পড়ে আবার খুঁজে নিতে হচ্ছে। এতে জিমের চেয়ে ওদের চলার গতি ধীর হচ্ছে—কিন্তু এগোচ্ছে ওরা।

একপাশে বেশ কিছুটা দূর দিয়ে ঘোড়া চালাচ্ছে এরফান। হঠাৎ টেকো বিল চিৎকার করে ডাকল ওকে, 'এই যে, এদিকে দেখে যাও!'

এরফান আর বার্নি এগিয়ে গিয়ে নতুন চিহ্নগুলো পরীক্ষা করে দেখল। তিনটে ঘোড়ার ছাপ দেখা যাচ্ছে—দুটোর পিঠে আরোহী রয়েছে, আর তৃতীয়টার পিঠে বোঝা।

টেকো বিল দাঁত দিয়ে এক খণ্ড তামাক কেটে নিয়ে এরফানের দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ?'

'হ্যাঁ।' আরও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে করতে এরফান বলল, 'এগুলো

ক্যাসপার থর্পের ছোপওয়ালা গোল্ডিংটার পায়ের ছাপ।'

'ঠিক...ওই গোল্ডিংটার ব্যাপারে আর কিছু জানো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' উৎসাহের সাথে বলে উঠল বার্নি। 'মনে পড়েছে—ওটা চুরি গেছিল।'

'ওই চিহ্ন আমার ভোলার কথা নয়, ঘোড়াটা আমিই ওর সাথে বদলা-বদলি করেছিলাম।

আরোহী দুজন পায়ের ছাপ ঢাকার কোন রকম চেষ্টাই করেনি। বোঝা যাচ্ছে কেউ ওদের পিছু নিতে পারে এমন ভয় করছে না ওরা। অবশ্য শীতের বেশি বাকি নেই—এই সময়ে এদিকে কেউ বড় একটা আসে না।

চওড়া একটা উপত্যকা দিয়ে এগোচ্ছে ওরা। জমির ওপর দিয়ে ছোট ছোট অনেক ঝর্না বয়ে গেছে—একটা নদীও রয়েছে। উত্তর দিক থেকে আর একটা নদী বইছে। পুব দিকে বিশাল পর্বত আরও কাছে পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত ছোট পাহাড়। এই সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে এখনও প্রায় সবই সবুজ রয়েছে। নদীতে ট্রাউট লাফাচ্ছে—মনোরম দৃশ্য।

জিমের দিক নির্দেশ করা চিহ্ন দেখেছে ওরা—তাই জানে সে এই পথেই গেছে। 'ছেলেটা পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছে,' বলল বার্নি। 'আমার বিশ্বাস ইন্ডিয়ান লোকটা যে পিছু নিয়েছে একথা সে জানে।'

'আরও বিপদ আছে ওর,' মন্তব্য করল এরফান। কতক্ষণ থেকে একটা নতুন দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে ওর মনে। 'ওই লোক দুটো যখন একটা ঘোড়া চুরি করেছে, সুযোগ পেলে স্ট্যালিয়নটাও চুরি করবে ওরা। অবশ্য কাজটা ওদের জন্যে সোজা হবে না—অপরিচিত কোন লোক পছন্দ করে না বিগ রেড। চেনা লোক ছাড়া ওর কাছে ভেড়াই কঠিন।'

দুবার ট্রেইল হারিয়ে ফেলে আবার খুঁজে বের করেছে ওরা। জিম যখন ট্রেইল ঢাকার চেষ্টা করছে না তখন সহজেই স্ট্যালিয়নটাকে ট্র্যাক করা সম্ভব হচ্ছে।

সন্ধ্যার দিকে ওরা ক্যাম্পফায়ারের ছাই দেখতে পেল।

'আজ রাতে আর চেষ্টা করে লাভ নেই,' বলে উঠল টেকো বিল।

ওখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরেই ক্যাম্প করল ওরা। এরফান আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না—বুঝতে পারছে অনেক কাছে এসে পড়েছে ওরা। ওর মনে হচ্ছে খুব কাছেই কোথাও আছে জিম। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করে ডাকল...কিন্তু দশ বারোবার ডেকেও কোন জবাব মিলল না।

টেকো বিলকে বলল বার্নি, 'ছেলেটাকে খুঁজে না পেলে মনে প্রচণ্ড আঘাত পাবে বেচারা।'

'ওকে আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে,' বলল টেকো বিল। এরফান সত্যিই ভাল লোক...তাছাড়া ছেলেটাও কোন অংশে কম নয়, বোঝাই যাচ্ছে।'

'হ্যাঙটাউনে অনেক গুণ্ডা-পাণ্ডাকেই পিটিয়ে ঠাণ্ডা করেছে এরফান। বাদবাকি পাজি লোক ওর ভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়েছে।' বার্নি হাসল। 'সবাই মানে বার্নি হ্যামিলটন ছাড়া আর সব।'

'বার্নি বড়াই করেছিল ওকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবে, কিন্তু সে নিজেই মারা পড়ল

এরফানের হাতে। ওকে লড়তে দেখছ কখনও? ওর সাথে শত্রুতা না করে বন্ধু হওয়া অনেক বুদ্ধিমানের কাজ।'

'শুনেছি বিখ্যাত পিস্তলবাজ মার্ক লুকাসকে সামনাসামনি পিস্তল যুদ্ধে হারিয়েছিল এরফান। মার্কের মত ওস্তাদ লোককে পিস্তল ছোঁড়ার আগেই পরপর দুবার গুলি করা চাট্টিখানি কথা নয়। তাকে আবার নিজের হাতে কবরও দিয়েছিল সে।'

শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পে ফিরে এল এরফান। 'আমার মনে হচ্ছে ঘোড়াচোর দুজন স্ট্যালিয়নের ছাপ দেখতে পেয়েছে। ওরা যদি পিছু নেয় সহজেই জানতে পারবে বাচ্চা দুজন ছাড়া ঘোড়ার সাথে বড় কেউ নেই। এর পরে কি হয় তা ওরা কি ধরনের মানুষ তার ওপর নির্ভর করবে।'

'বাচ্চার ক্ষতি করবে এমন মানুষ কমই আছে,' সান্ত্বনা দিল বার্নি। 'বাচ্চার ক্ষতি করলে কোথাও মুখ দেখাতে সাহস পাবে না।'

'কথাটা জানাজানি হলে তখন না লজ্জার প্রশ্ন,' টেকো বিল বলল। 'বাচ্চা দুটো একা রয়েছে, আমরা ওদের খুঁজছি তা কেউ জানে না। ওদের কিছু হলে দোষটা ইন্ডিয়ানদের ঘাড়ে চাপবে।'

কেউ কথা বলছে না ওরা। টেকো বিল পাইপ টানছে। একটু পরে সে ঘুমানোর আয়োজন করল। কিছুক্ষণ এটা ওটা কথা বলে সেও চুপ করল। কেবল এরফান জেগে রইল। যদি কোন শব্দ শুনতে পায়, এই আশায় কিছুতেই ঘুমোতে পারছে না সে।

একটু পড়ে উঠে ক্যাম্পের বাইরে অন্ধকারে কান খাড়া করে বসে রইল।

যদিও ইন্ডিয়ানরা এদিকে ঘোরাফেরা করে না এই সময়ে–তবু এটা ইন্ডিয়ান এলাকা। তুষার পড়ার সময় ঘনিয়ে আসছে–ইন্ডিয়ানরা এখন সহজে নিজের আস্তানার গরম আশ্রয় ছেড়ে বেরোবে না। ইউতে, ব্যানক, শাইয়্যান আর ব্ল্যাক ফীট সবাই এই পথে যাতায়াত করে। মাঝেমধ্যে শোশোনরাও। আর আবহাওয়া ভাল থাকলে ক্রো।

পরিষ্কার হাওয়া–বেশ ঠাণ্ডা রাত। এমন রাতে শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যায়। তাই একা বসে কান পেতে শুনছে এরফান। তার ভয় হচ্ছে বাচ্চা দুটো বেঁচে থাকলেও কোন ইন্ডিয়ান দলের চোখে পড়ে গেলে জিম আর লীয়াকে তুলে নিয়ে যাবে ওরা। ইউতে হলে সুদূর কলোরাডো বা ইউটায় নিয়ে যাবে; আর শাইয়্যান হলে উত্তরে পাহাড়ের ভিতর।

তারাগুলো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। একবার একটা বীভারের পানিতে লেজের ঝাপটা দেয়ার শব্দ কানে এল। একটা নেকড়ে ডেকে উঠল। কয়োটির ডাক নয়…ওটা নেকড়ে, প্রকাণ্ড জংলী নেকড়ে।

ওটাও আর একটা ভয়। অনেক বুনো প্রাণীই মানুষকে আক্রমণ করতে সাহস পাবে না, কিন্তু বাচ্চাকে একা পেলে ছাড়বে না।

ভোর হয়ে আসছে, ক্যাম্পে ফিরল এরফান। বার্নি সকালের নাস্তা তৈরির আয়োজন করছে। নাস্তা সেরে ওখানে কি ঘটেছিল তা চিহ্ন পড়ে আঁচ করার চেষ্টায় মন দিল।

'ঘোড়াটা আরোহীকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেছে,' টেকো বিল বলল। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'মনে হচ্ছে বাচ্চারাও ছুটে পালিয়েছে।'

এরফান মুখ তুলে চাইল। 'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' বলল সে। 'ছেলেটা কিছু মারও খেয়েছে বোঝা যাচ্ছে।'

'সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওরা সবাই পালাতে পেরেছে। ঘোড়াটা যদি জাতমাসট্যাঙ হয় তবে ঠিকই ছেলেটাকে খুঁজে বের করবে। মাসট্যাঙ ঘোড়া ব্লাডহাউন্ড কুকুরের মতই ট্র্যাক করতে পারে।

'ওই কাজে বিগ রেড ওস্তাদ। ছেলে শিকারে গেলে ঠিক ওকে খুঁজে বের করে ফেলত সে। ঘোড়াকে অমন শিকারে যেতে দেখেছ?'

'দেখেছি,' বলল টেকো বিল। 'আমার নিজেরই একটা টাট্টু ঘোড়া ছিল, শিকারে গেলে পিছু নিত। গুলি করার আগের মুহূর্তে আমার ঘাড়ের পাশ দিয়ে গলা বাড়িয়ে উঁকি দিত।'

চিহ্নগুলোর দিকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল এরফান, 'কতদিন আগের এগুলো—দুদিন?'

'ওই রকমই মনে হচ্ছে, বেশি হলে তিনদিন। অনেকটা এগিয়েছি আমরা।'

ক্যাম্পের পাশেই ঢালের ওপর বাচ্চাদের সব চিহ্ন হঠাৎ করে হারিয়ে গেল। অ্যাসপেনের একটা ঝোপের আড়াল থেকে একটা পাথরের চত্বরের ওপর বেরিয়ে এসেছিল ওরা—তারপরই কোন চিহ্ন না রেখে একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

'এখন কি উপায়?' প্রশ্ন করল বার্নি।

'স্ট্যালিয়নটাকে খুঁজে বার করতে হবে। ঘোড়াটা ওদের পিছু নেবে।'

'ওই লোক দুটোকে আমি একবার নাগালের মধ্যে পেলে হয়।' খেপেছে এরফান। শুধু নিজের ছেলে বলে নয়—এতটুকু বাচ্চার ওপর যাদের হাত তুলতে বাধে না, এরফানের কাছে তাদের কোন ক্ষমা নেই।

'ওদের একজনকে আমি চিনি,' বার্নি বলল। ঠিক মনে করতে পারছি না, কিন্তু ওকে আমি আগেও দেখেছি।'

'তার মানে?'

'চিনি বললে হয়তো ভুল হবে। ওদেরও একজনের সাথে কোন ক্যাম্পে আমি একসাথেই ছিলাম। অভ্যাস আর চিহ্নগুলো আমার পরিচিত।'

'নাম মনে করতে পারো? তাতে হয়তো কিছুটা সাহায্য হতে পারে।'

'এখন মনে পড়ছে না, কিন্তু পরে ঠিকই মনে পড়বে।'

এবার ট্রেইল অনুসরণ করা বেশ কঠিন হলো। ক্যাম্পের লোক দুজন ছড়িয়ে পড়ে স্ট্যালিয়নের চিহ্ন খুঁজেছে।

চোখ কুঁচকে পাহাড়ের দিকে চাইল টেকো বিল। 'বাচ্চাদের জলদি খুঁজে পাওয়া দরকার—শীত পড়তে শুরু করেছে।'

'ওদের খুঁজে পেতেই হবে।'

হেমন্তের তাজা হাওয়া বইছে। সুন্দর দৃশ্য। ক্রীকের পানির ওপর সূর্যের আলো চিকচিক করছে। অ্যাসপেনের সোনালী পাতাগুলো বাতাসে পরস্পর ঘষা খেয়ে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। এখানে ওখানে অন্য গাছের লাল পাতা পাহাড়ের

গায়ে রক্তের ছোপের মত দেখাচ্ছে।

জমি এখানে এবড়োখেবড়ো। গভীর খাদগুলো পাহাড়ের গায়ে নতুন ক্ষতের মত মনে হচ্ছে। প্রায়ই হরিণ চোখে পড়ছে। নেকড়ে চিতাবাঘ আর বীভারের দাঁতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

'কয়েক বছর আগে বীভারগুলোকে আমরা কোণঠাসা করে ফেলেছিলাম,' বলল টেকো বিল। 'ব্ল্যাক ফীটদের জন্যেও আমাদের সতর্ক থাকতে হত—ওই সময়ে ইন্ডিয়ানদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব বলে কোন সম্পর্ক ছিল না।

'জো সীক আর অস্বর্ন রাসেলের দলের সাথে ছিলাম আমি। ভাল রকম যুদ্ধ হয়েছিল ইন্ডিয়ানদের সাথে। আমাদের প্রায় কাবুই করে ফেলেছিল ওরা। যুদ্ধের পরপরই অনেকগুলো গ্রিজলির সামনে পড়ে গিয়েছিলাম। এদেশে সবাইকেই কোন না কোন সময়ে গ্রিজলির মুখোমুখি হতে হয়। রাসেল আর আমি ইয়েলোস্টোনের কাছে একটা ঝর্নার পাশ দিয়ে এগোচ্ছি···সবটা ঠিক খেয়াল নেই···দেখি আট নয়টা গ্রিজলি পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে ঝোপ থেকে জাম পেড়ে খাচ্ছে। আমাদের দিকে ওরা ফিরেও তাকাল না—নিশ্চিন্তে খাওয়া চালিয়ে গেল।'

লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল এরফান। মাটিতে বাচ্চাদের পায়ের ছাপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ওই ছাপের ওপর দিয়ে হেঁটে গেছে বিগ রেড়।

'ওদের পিছু নিয়েছে রেড!' টেকো বিলের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল এরফান। টেকো বিল আর একটু এগিয়ে একটা চ্যাপটা পাথর পরীক্ষা করে দেখল।

'এখানে ওরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছে,' বলল সে।

এরফান বিলের পাশে এগিয়ে গিয়ে চিহ্নগুলো খুঁটিয়ে দেখল। রানিং কমেন্ট্রি দিয়ে চলল টেকো বিল।

'ছোট মেয়েটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মাটিতে আগের চেয়ে বেশি ঘষা খাচ্ছে ওর পা। ওই দেখো, ছেলেটার সাথে একটা প্যাকেট রয়েছে এখন। ওটা যেখানে নামিয়েছে সেখানে একটা দাগ রয়েছে।

শব্দ করে হেসে উঠল টেকো বিল। জানো আমার কি মনে হচ্ছে? ওরা ক্যাম্প ছেড়ে খুঁজতে বেরিয়েছে দেখে সুযোগ বুঝে ছেলেটা চুপিচুপি ওদের ক্যাম্পে হানা দিয়ে পোঁটলা বেঁধে কিছু খাবার নিয়ে এসেছে। অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছে।'

এগিয়ে গেল ওরা। এবার এরফান আগে আগে চলেছে। অনেক কষ্টে মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর করার চেষ্টা করছে সে। বেশি আশাবাদী হওয়া ভাল নয়। এখন পর্যন্ত বাচ্চা দুটোর কপাল মোটামুটি ভালই ছিল। জন্তু এবং আর দুটো মানুষ-জন্তুর কাছ থেকে ওরা পালিয়ে বেঁচেছে। কিছু খাবারও জোগাড় করতে পেরেছে—কিন্তু তাই বলে বিপদ-মুক্ত হয়নি।

আশা হচ্ছে তার—তবু বেশি আশা করতে ভয় হচ্ছে। 'আমি খুঁজে বের করব,' মনে মনে বলল সে। 'ওদের খুঁজে আমাকে পেতেই হবে।' ছেলের সম্পর্কে একটা অদ্ভুত গর্ব অনুভব করছে সে। এত বিপদ মাথায় নিয়েও ছেলেটা ঠিকই ঠাণ্ডা মাথায় বুদ্ধি করে এগোচ্ছে। ওর এতদিনের শিক্ষা বিফলে যায়নি; মাঠে-ঘাটে বাইরে কিভাবে চলতে হয় শিখেছে। আর যা শিখেছে পুরোপুরি ব্যবহার করছে।

দুপুরের সময়ে ট্রেইলটা আবার হারিয়ে গেল। একটা ঝর্নায় একদল হরিণের

পায়ের ছাপের সাথে মিশে ওদের ছাপ হারিয়ে গেছে। হরিণগুলোর পায়ের ছাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে কিছু দেখে ওরা ভয় পেয়েছিল—কিন্তু সেটা কি, তার কোন ইঙ্গিত ওখানে পাওয়া গেল না।

সামনের মাঠে হরিণ আর এল্ক-এর পায়ের ছাপের সাথে বাচ্চাদের ছাপ খুঁজল ওরা। কিছু মোষের ছাপও দেখল। সাধারণত এই সময়ে মোষ এদিকে আসে না। কিন্তু কোন মানুষ বা ঘোড়ার চিহ্ন ওরা দেখতে পেল না। একটা ঝোপের কাছে একটা ছাপ দেখে মনে হলো ওটা হরিণের চামড়ার জুতো পরা কারও পায়ের ছাপ হতে পারে। কিন্তু ঠিক বোঝা গেল না—সবই যেন বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

ছড়িয়ে পড়ে তিনজনে এগিয়ে চলল। আগেও অনেকবার এমন ট্রেইল হারিয়ে গেছে—পরে তা আবার খুঁজে পেয়েছে। এই কারণেই হতাশ হয়নি ওরা। এখানে ভাল ঘাস রয়েছে—ঝর্নাগুলোর পানিও পরিষ্কার—স্বচ্ছ। কিন্তু ঘোড়ায় ঘাস খেয়েছে এমন কোন জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল না।

ঝর্নার পাড় ধরে দুদিকেই অনেকখানি খুঁজেও কোন ঘোড়ার চিহ্ন দেখতে পেল না ওরা।

'শিগ্‌গিরই আমার ফেরা দরকার,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল বার্নি। রুক্ষ কঠিন মানুষ···কোন মোহ নেই তার···আছে বন্ধুর প্রতি দায়িত্ব বোধ। 'আমার স্টকের ব্যাপারেও কিছু ভাবনা চিন্তা করা দরকার—শীত আছে—আর এদিকে তোমাকে একা এই বিপদের মধ্যে রেখে ফিরতেও মন চাইছে না।'

'সে আমি জানি, বার্নি,' বলল এরফান। 'তোমার যখন দরকার মনে হয় তুমি চলে যেও। আমি খারাপ ভাবব না।'

রাতে ক্যাম্পে কেউ বিশেষ কথা বলল না। ট্রেইল হারিয়ে তিন জনেই বিমর্ষ বোধ করছে। শেষ পর্যন্তও আর ট্রেইল খুঁজে পায়নি ওরা।

'ওরা অন্য দিকে কোথাও সরে গেছে—গোষ্ঠিসুদ্ধ সবাই,' বার্নি মন্তব্য করল।

নানা সম্ভাবনার কথা ওরা আলোচনা করল। প্রত্যেকটাই খতিয়ে দেখল বিচার করে। নিজেরা বাচ্চা হলে ওরা কি করত ভেবে দেখল।

'আমার বিশ্বাস পাহাড়ের দিকে ওরা যাবে না,' বলল টেকো বিল। 'ওটা দেখতেই ভীষণ বলে মনে হয়।'

'ভীষণই বটে,' স্বীকার করল এরফান। 'কিন্তু ছেলেটা পাহাড়ে চড়তে ছোটকাল থেকেই ভালবাসে। এমনও হতে পারে ওদিকে যাবে না মনে করা হবে বলেই সে ওই পথই বেছে নিয়েছে। যেভাবেই হোক ফোর্ট ব্রিজারের দিকে এগোতে চেষ্টা করবে সে।'

এতদূর এসে ফিরে যেতে কারও মন চাইছে না। প্রতি পদক্ষেপেই এরফানের ভয় হচ্ছে, ছেলের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না তো? সে আর তার সঙ্গীরা ভাল করেই জানে খোঁজার সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তুষার ঝড় বইতে শুরু করলে মাঠ-ঘাট সব ঢেকে যাবে—কোন চিহ্নই থাকবে না। আর বাচ্চা দুটোর কাছে শীতের উপযুক্ত জামাকাপড় নেই—প্রচণ্ড শীতে বাঁচার কোন আশাই থাকবে না ওদের।

কিন্তু তাড়াহুড়া করে লাভ নেই—তাতে ট্রেইল পুরোপুরি হারিয়ে যাবার

সম্ভাবনা রয়েছে। যত সময় যাবে ট্রেইল ততই আবছা হতে থাকবে—খুঁজে পাওয়া আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

এই এলাকা আর দেশটাকে ভাল করেই চেনে এরফান জেসাপ—ভালও বাসে। এখানে কি কি ধরনের বিপদ আসতে পারে সবই তার জানা। বিপদ কিভাবে এড়াতে হয় তাও সে অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় শিখেছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় না—মানিয়ে নিতে হয়।

জিমকে আদুরে ননীর পুতুল না বানিয়ে ছেলেবেলা থেকে হাতে ধরে পরিশ্রম করে টিকে থাকা শিখিয়েছে। তাই এতদিন পর্যন্ত বিরূপ পরিবেশে একটা ছোট মেয়ের দায়িত্ব মাথায় নিয়েও বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়েছে সে।

তিনজনে ঘোড়ার পিঠে একটা বেসিনে এসে পৌঁছল। জায়গাটা দেখতে থালার মত। তলায় পানি জমে একটা বিরাট লেকের সৃষ্টি হয়েছে। সুইটওয়াটারের উত্তরে ওই লেক। এরফান আগুন জ্বালাল। টেকো বিল খাওয়ার ব্যবস্থা করছে। সকালেই একটা হরিণ মেরেছে এরফান। তাই মাংসের অভাব ওদের নেই।

বার্নি ঘোড়া নিয়ে চারপাশ ঘুরে দেখতে গেছে। দুঘণ্টা পরে ফিরল সে। ততক্ষণে ওদের খাওয়া শেষ হয়েছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে জিন খুলল। তারপর আগুনের পাশে এগিয়ে এসে এক মগ কফি ঢেলে নিয়ে বসল বার্নি।

'কিছু চিহ্ন চোখে পড়ল,' বলল সে। 'লেকের ওই ধারে লাল স্ট্যালিয়নটা পানি খেয়েছে।'

'আর কিছু?' পরের প্রশ্নটা করতে ভয় পাচ্ছে এরফান। 'বাচ্চারা ওর সাথে আছে?'

ফ্রাইং প্যান থেকে এক টুকরো মাংস তুলে নিয়ে মুখে পুরল বার্নি। নিশ্চিত আয়েশে মাংস চিবাচ্ছে। টেকো বিলের চোখ দুটো খুশিতে চকচক করছে।

'হ্যাঁ, ওরাও আছে ঘোড়াটার সাথে।' ভিতরকার উত্তেজনা আর চেপে রাখতে পারছে না বার্নি। 'মনে হলো দাগগুলো গতকাল সকালের।'

গরম কফি গিলল সে। 'আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে—ওই ঘোড়াচোর দুজন ওদের বেশি পিছনে নেই।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'ঘোড়ার পিঠে এখন একটা জিন রয়েছে—ছেলেটা যখন খুশি ঘোড়ায় চড়তে পারবে। পিছনের লোক দুটোর একজন জিন ছাড়াই ঘোড়া চালাচ্ছে...লোকটা কোথায় আবার ঘোড়ার পিঠে উঠেছে তাও দেখে এসেছি আমি।'

'সম্ভবত আগামীকাল,' বলল এরফান। 'ওই লোক দুটোর মুখোমুখি হতে চাই আমি।'

নয়

জিম ঝোপের ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে চারপাশে চেয়ে দেখল ক্যাম্প

খালি। একটু অপেক্ষা করে তার জন্যে ফাঁদ পাতা হয়নি বুঝে এগোল সে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলে আবার ওদের ফিরে আসার ভয় রয়েছে। কাজটা ঠিক হচ্ছে কিনা এনিয়ে আর ভাবল না। ওই লোক দুটো তাকে আর লীয়াকে খুন করে বিগ রেডকে চুরি করার মতলবে ছিল। তাছাড়া ওদের প্রচুর খাবার রয়েছে—প্রয়োজনের অতিরিক্ত। সে তো আর সবটা নিচ্ছে না?

ঝোপ ছেড়ে এগোনোর আগেই কি করবে মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে জিম। খোলা জায়গায় বেরিয়ে দ্রুত কাজ সারল। এক চাক মাংস, এক পাউন্ড কফি, এক পাউন্ড মত চিনি, পাঁচ পাউন্ড শুকনো রুটি আর চার পাউন্ড শুকনো ফল ছালায় ভরল। বস্তাটা ওজনে বেশ ভারীই হয়েছে—ওটা ঝোপের ভিতর লুকিয়ে রেখে আবার ক্যাম্পে ফিরল।

দ্রুত হাতে পুরো ক্যাম্পে তল্লাশি চালাল। অনেক কার্তুজ রয়েছে, কিন্তু গুলি ছোঁড়ার কোন অস্ত্র নেই…শেষ পর্যন্ত একটা ইউ এস আর্মি ডেরিঞ্জার পেল। পয়েন্ট চার এক ক্যালিবার। তাড়াতাড়ি ওতে গুলি ভরা আছে কিনা দেখে নিয়ে পকেটে ঢোকাল।

ঝোপের ভিতর নড়াচড়ার শব্দ হলো। ঘুরেই মাথা নিচু করে নির্দিষ্ট ঝোপের দিকে ছুটল। ওখানেই খাবারের ছালাটা লুকিয়ে রেখেছে। ওটা কাঁধে তুলে নিয়ে আবার ছুটল। ঘন জঙ্গলে ঢুকে বেছে বেছে নিচু জায়গার উপর দিয়ে লীয়াকে যেখানে অপেক্ষায় রেখে এসেছে সেদিকে এগোল জিম। ওখান থেকে লীয়াকে সাথে করে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল।

বিগ রেডের জন্যে ট্রেইল রেখে যাওয়া দরকার। ঘোড়াটাকে জিমের খুঁজে বের করার চেয়ে স্ট্যালিয়নটাকেই ওদের খুঁজে বের করার সুযোগ দেয়া ভাল—কারণ কাজটা তার চেয়ে রেডের পক্ষে অনেক সোজা হবে। আড়াআড়িভাবে উপত্যকাটা হেঁটে পার হলে রেড নিশ্চয় ওদের পায়ের চিহ্ন দেখতে পাবে। রেডকে শেষ যখন দেখেছে, উত্তর দিকে ছুটছিল সে। ওদিক থেকে ফিরতে হলে জিমদের ছাপ পেরিয়েই ওকে আসতে হবে।

টিলার মাথায় উঠে চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে উপত্যকা পার হতে শুরু করল জিম। যতটা সম্ভব সোজা চলার চেষ্টা করছে। লীয়া ওর পাশেপাশে হাঁটছে।

'খাবার কিছু এনেছ?' অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর জিজ্ঞেস করল লীয়া।

'চিন্তা কোরো না, আজ রাতে পেট ভরে খাব আমরা,' জিম বলল। 'বিগ রেডও আমাদের খুঁজে বের করবে। জঙ্গলে শিকার করার সময়ে বহুবার সে আমার পিছু নিয়ে এমন খুঁজে বের করেছে। অনেক দিন আমি ইচ্ছা করে লুকিয়ে থেকেও দেখেছি সে ঠিকই আমার কাছে হাজির হয়েছে।'

একটা ঝর্নার ভিতর নামল ওরা। কিন্তু পানি কম থাকলেও এবারে ঝর্নার পানির ভিতর দিয়ে না হেঁটে ঝর্নার পাড়ে ঘাসের ওপর দিয়ে এগোল। মাঝে মাঝে পানিতে পা ভিজিয়ে নিচ্ছে—গন্ধটা বেশিক্ষণ থাকবে।

দু'মাইল চলার পরই দেখল লীয়া বারবার পিছনে পড়ে যাচ্ছে। এত কাছে থামতে ভয় পাচ্ছে জিম। কিন্তু জানে লীয়া আর বেশিদূর এভাবে চলতে পারবে না। ঝর্নার পাশেই একটা গাছের তলায় ঝোপের আড়ালে আগুন জ্বেলে মাংস

সেঁকালো। একটু রুটি আর মাংস খেয়ে সাবধানে আগুন নিভিয়ে ফেলল। তারপর লীয়ার হাত ধরে অ্যাসপেন বনে ঢুকল, পাথরের ফাঁকে বিছানা তৈরি করে দুজনে শুয়ে পড়ল।

বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা। অ্যাসপেনের পাতাগুলো বাতাসে শব্দ তুলে কাঁপছে। চট করে ঘুমিয়ে পড়ল লীয়া। কিন্তু জিম জেগেই থাকল—বিগ রেডের খুরের শব্দ শোনার জন্যে কান খাড়া রেখেছে ও।

নিজের দায়িত্ব সব সময়ে পুরো গুরুত্ব দিয়েই কাঁধে নিতে শিখেছে জিম। কিন্তু আজ একাকি ভয় করছে। বিগ রেডও সাথে নেই—প্রতিটি অচেনা শব্দ, রহস্যময় খসখস আওয়াজ তুলে জন্তুর চলাফেরা। বাবার কথা মনে পড়ছে ওর। বাবা কখনও তাড়াহুড়া করে না, সব সময়েই কিছু না কিছু কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অনেক রকম কাজও জানে সে।

জিম বোঝে, অনেক ভাল জিনিস সে বাবার কাছ থেকে শিখেছে। তার একটা, ধাপে ধাপে কাজ করা। পথে ব্রিজ না আসা পর্যন্ত তা পার হওয়া যায় না বটে, কিন্তু সামনে পড়লে তা কিভাবে পার হতে হবে সেটা আগে থেকেই ভেবে রাখা ভাল। তার ভয় করছে, কিন্তু সেটা তার নিজের জন্যে নয়—লীয়ার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন তার ওপর। লীয়ার কিছু হলে নিজেকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবে না।

সে জানে তার প্রতি লীয়ার পূর্ণ আস্থা—তাকে বিশ্বাসও করে মেয়েটা। বাবা বলে, মানুষ নিজেই জানে না সে কত শক্ত। কেউ যখন বিশ্বাস নিয়ে কারও ওপর নির্ভর করে, তখন সেই বিশ্বাসের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে গিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলে।

সে আন্দাজ করতে চেষ্টা করল ফোর্ট ব্রিজার আর কতদূর হতে পারে। চিন্তা ভাবনা করে তার মনে হলো ওরা এখন 'উইন্ড রিভার মাউন্টিনস'-এর কাছাকাছি কোথাও রয়েছে—পাহাড় পার হয়ে আরও অনেক দূর যেতে হবে। সে জানে পাহাড়ের ভিতর ঢোকা তার ঠিক হবে না—তুষারে আটকা পড়তে পারে। সময় হয়ে আসছে—যেকোন দিন বরফ পড়া শুরু হবে। আগামীকাল পাহাড়ের ঢালের কাছে পৌঁছে পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঘুরে রওনা হবে।

লীয়া বেশি কথা বলেনি। খুব ক্লান্ত ছিল, ফলে শোয়ার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়েছে। দিনের বেলা চুপচাপ পথ চলতে হয়। এক দিক থেকে এটা ভালই হয়েছে, লীয়ার হাজার প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে না। আর ওসব প্রশ্নের জবাব তার নিজেরই ভাল করে জানা নেই।

কিন্তু সে যে কত ভয়ে ভয়ে রয়েছে, আর তার ক্ষমতা যে কত সীমিত, এসব কথা লীয়াকে কিছুতেই জানতে দেয়া চলবে না। দুজনে মিলে ভয় পেয়ে লাভ নেই—তারচেয়ে লীয়া তার বিশ্বাস নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুক। বেচারী জানে না সে বাপ-মা দুজনকেই হারিয়েছে। আর কোনদিন ওদের দেখা পাবে না।

ভাবতে ভাবতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল জিম। চার ঘণ্টা বেশ গভীর ঘুমের পর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। এখনও অন্ধকার কাটেনি। দুটো কারণে ওর ঘুম ভেঙেছে—হালকা পাখির পালকের মত এক থোকা তুষারের ঠাণ্ডা ছোঁয়া লেগেছে

ওর গালে; আর একটা ক্ষীণ শব্দ ওর কানে এসেছে।

একটুও নড়ল না জিম। এক হাতে পকেটে রাখা পিস্তলটা অনুভব করল। তুষারের আর একটা গোছা তার গালে পড়ল—আর একটা, আরও।

কান খাড়া করে চুপ করে পড়ে রইল সে। ঢালের এক ধাপ নিচে থেকে আবার একটা হালকা শব্দ। নিচে কি যেন খুব সাবধানে নড়াচড়া করছে। নিঃশব্দে উঠে বসে বুট পরে নিল জিম। লীয়া তার পুরোনো কোটের তলায় এখনও ঘুমাচ্ছে। শীতে মৃদু মৃদু কাঁপছে ওর দেহ।

আকাশে তারা নেই। অ্যাসপেনের পাতাগুলো বাতাসের সাথে কানাকানি করছে। দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করে আছে জিম। নিচে থেকে আর কোন শব্দ হয় কিনা শোনার চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে আবার লীয়াকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল।

এখানে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। তুষার পড়ছে। তুষারের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে ট্র্যাকারের দরকার হবে না, কানাও টের পাবে ওরা কোনদিকে গেছে। জক আর গিলের কাছ থেকে ওরা খুব দূরে নেই। তার মাথায় একটা নতুন আইডিয়া খেলল। উঠে বসে আবার কান পাতল সে।

কোন শব্দ শুনতে না পেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে অ্যাসপেন গাছের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এল। উপত্যকার ওপাশে একটা লালচে আলো দেখা যাচ্ছে। সন্দেহ নেই ওটা একটা ক্যাম্পফায়ার। ওটা প্রায় এক মাইল বা আরও কিছু দূরে হবে। কিছুটা উপরে আছে বলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে।

হঠাৎ ওর মাথার চুল দাঁড়িয়ে গেল। ঠিক তার পিছনেই একটা নড়াচড়ার আওয়াজ। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল সে। বুঝল নিচের ঝোপটার ওপর লাফিয়ে পড়ে পালানোর চেষ্টা ছাড়া তার উপায় নেই।

ঠিক এই সময়ে খোঁচাখোঁচা ভেজা কিসের যেন ছোঁয়া লাগল ওর ঘাড়ে। বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও নিজেকে সংযত করল। একই সঙ্গে ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হলো।

বিগ রেড তাকে ঠিকই খুঁজে বের করেছে।

বিগ রেডের নিচু করা গলাটা জড়িয়ে ধরে আদর করল জিম। তারপরেই কেঁদে ফেলল। কান্না পুরুষের শোভা পায় না—কিন্তু কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছে না।

বুঝতে পারছে এই মুহূর্তে ওদের রওনা হয়ে যাওয়া উচিত, তাহলে আর শয়তান লোক দুটো ওদের ট্র্যাক খুঁজে পাবে না। তুষারে সব ঢাকা পড়ে যাবে। এটা করলে সম্ভবত গিল আর জক ওদের নাগাল পাবে না। আর ওই ইন্ডিয়ানটাও পিছনে পড়ে থাকবে।

ঘোড়াটাকে লীয়ার কাছে নিয়ে ওকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিল জিম। লীয়াকে জিনের ওপর তুলে দিয়ে খাবারের ছালা সহ নিজেও রেডের পিঠে উঠল। গিলের জিনটা এখনও ঘোড়ার পিঠেই রয়েছে। আশেপাশে অনেক পাথর ছিল, কিন্তু ঘোড়ার পিঠে জিন থাকায় আর পাথরের সাহায্য নিতে হলো না।

এখনও পুরো অন্ধকার রয়েছে। কিন্তু তাতে কোন অসুবিধে নেই, পাহাড়টাকে

ডাইনে রেখে এগিয়ে গেলেই হলো। উইন্ড রিভার পর্বতমালার দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছে পাহাড়গুলোর পাশ দিয়ে ঘুরে ওপাশে গিয়ে পশ্চিমে রওনা হলেই হবে।

বিগ রেডকে চালানোর দরকার হলো না। ওদের ফিরে পেয়ে খুশি মনেই দ্রুত হেঁটে এগিয়ে চলল সে। লাগাম জিনের মাথায় বেঁধে লীয়ার দুপাশ দিয়ে হাত নিয়ে জিন ধরে বসে আছে জিম। শীতে থুতনিটা বুকের সাথে লাগিয়ে রেখেছে।

কিছুক্ষণ পরে ঝিমাতে শুরু করল। রাতের আঁধারে সমান তালে এগিয়ে চলেছে ঘোড়া।

দশ

সকাল হওয়ার আগেই বেশ জোরে-সোরে তুষার পড়তে শুরু করল। শীতে প্রায় নীল হয়ে গেছে জিম। এক সারি গাছের দিকে ঘোড়ার মুখ ফেরাল জিম। ওখানে একটা ঝর্নার আভাস টের পাচ্ছে জিম। ঝর্না ধরে এগোল সে—একটা আশ্রয় খুঁজছে, ক্যাম্প করার মত যেকোন একটা ঠাঁই দরকার।

হঠাৎ গাছের ভিতর একটা কেবিনের আধখোলা দরজাটা জিমের নজরে পড়ল।

একটা বিশাল কটনউড গাছের আড়ালে কিছুটা ঢাকা পড়ে আছে। গাছের পাতা বেরোলে ওটা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যাবে। চামড়ার কজা দিয়ে লাগানো হয়েছে কটনউড কাঠের দরজা। ঝর্নার ধারে কেবল জীবজন্তু আর পাখির পায়ের ছাপ রয়েছে। সাবধানে এগিয়ে পাদানির স্ট্র্যাপ ধরে ঝুলে নিচে নামল জিম।

দরজাটা আর একটু ফাঁক করে ভিতরে উঁকি দিল। ভিতরে কেউ নেই। পরিত্যক্ত একটা কেবিন—কিন্তু আশ্রয় নেয়ার জন্যে জায়গাটা চমৎকার। একটা দেয়ালের কাছে গাঁইতি দিয়ে খুঁড়ে ফায়ারপ্লেস বানানো হয়েছে। প্রাকৃতিক একটা ফোকর কেটে চিমনি তৈরি করা হয়েছে। ডান দিকের দেয়াল ঘেঁষে শোয়ার জন্যে ডবল-বাঙ্ক। গাছের গুঁড়ি কেটে সমান করা একটা টুকরো ঘরের মাঝখানে রাখা রয়েছে—টেবিল অথবা চেয়ার হিসাবে ওটা ব্যবহার করা চলে। অনেক ব্যবহারে গুঁড়ির উপরটা ক্ষয়ে আপনা-আপনি কিছুটা পালিশ হয়ে গেছে।

ধেড়ে ইঁদুর অবাধে চলা ফেরা করার প্রমাণ দেখা যাচ্ছে। ঘরটা ধুলো বোঝাই—মনে হয় এখানে অনেকদিন কারও পা পড়েনি।

লীয়াকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে ভিতরে আনল জিম। ওর হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে ঘষে কিছুটা গরম করে দিল। তারপর ছুরি হাতে বাইরেটা একটু ঘুরে দেখতে বেরোল।

ঝর্নার ধার ধরে এগিয়ে আর একটু সামনে গিয়ে দেখল পাহাড় থেকে বেরিয়ে থাকা পাথরে একটা ছাদের সৃষ্টি হয়েছে। কেবিনের মাইনার বা শিকারী লোকটা ঘোড়া রাখার জন্যে জায়গাটা ব্যবহার করেছে। তুষার আর বাতাস দুটোই আড়াল করে বলে ঘোড়ার জন্যে চমৎকার একটা আশ্রয়। উইলো আর কটনউড গাছ

থাকায় এটাও সহজে কারও চোখে পড়বে না। লম্বা দড়ি দিয়ে রেডকে ওখানে বেঁধে রাখল জিম। দড়িটা লম্বা থাকায় ঝর্নার কাছে গিয়ে পানি খেতে পারবে রেড।

আবার কেবিনে ফিরে গিয়ে ধেড়ে ইঁদুরের বাসা থেকে কিছু শুকনো কাঠ নিয়ে আগুন জ্বালাল জিম। বাইরেও যথেষ্ট কাঠ রয়েছে—একটা উপড়ে পড়া মরা গাছও আছে।

আগুনটা ভাল করে জ্বলে উঠলে এবার ঘরে কি কি জিনিস আছে খুঁজে দেখায় মন দিল ও। ফ্রাইং প্যান, একটা পুরোনো কেতলি, আর একটা গাঁইতি রয়েছে। গাঁইতির হাতলটা ঘামের নোনতা স্বাদের জন্যেই হয়তো পোকায় খেয়েছে।

কেউ অনেক সময় খরচ করে এই আশ্রয়টা তৈরি করেছে। লোকটা নিজের জন্যে সুন্দর সব ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। একটা গুহা ছিল, সেটাকেই কিছু পাথর সরিয়ে বড় করে নিয়ে দরজা লাগানো হয়েছে।

কেতলি আর ফ্রাইং প্যানটা নিয়ে ঝর্নার ধারে গিয়ে ছাই দিয়ে ভাল করে মেজে পরিষ্কার করল। ধুয়ে নেয়ার পর ওগুলো সুন্দর ব্যবহার করার উপযুক্ত হয়ে উঠেছে।

কেবিনে ফিরল জিম। জায়গাটা মোটামুটি গরম হয়ে উঠেছে আগুনের তাপে। নিজের হাত দুটো আগুনে গরম করে নিল সে। তারপর কিছু মাংস ফ্রাইং প্যানে ভেজে নিয়ে কফির জন্যে কেতলিতে পানি চড়িয়ে দিল। এরমধ্যে আর একবার বাইরে বেরিয়ে বেশ কিছু কাঠ নিয়ে এসে আগুনের পাশে ভাল করে শুকাতে দিল। দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখল ভিতর থেকে হুড়কা দিয়ে আটকানোর ব্যবস্থাও রয়েছে। তারা ভিতরে এমন আরামে রয়েছে আর বিগ রেড বাইরে ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছে ভেবে জিমের খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু উপায় নেই, রেড ওর বিরাট দেহ নিয়ে এর ভিতর ঢুকতেই পারবে না।

মাংস আর রুটি খেতে খেতে পানি ফুটে গেল। কিছু কফি আর চিনি কেতলির ভেতর ছেড়ে দিল জিম। কফি তৈরি হলো বটে, কিন্তু ঢেলে খাবার মত কোন কাপ বা পাত্র নেই। একটা ন্যাকড়া দিয়ে ধরে কেতলি থেকেই চুমুক দিয়ে দু'জনে পালা করে কফি খেলো।

পাথর কেটে বানানো তাকটা এতক্ষণ খেয়াল করেনি জিম। ওটা ফায়ারপ্লেস থেকে কিছুটা দূরে বলে জায়গাটা বেশ অন্ধকার। আগুন থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে কাছে গেল সে। তাকের ওপর দুটো পুরোনো কম্বল, একটা ভারী বাফেলো কোট, আর একটা তালি দেয়া জীনসের পুরোনো প্যান্ট রয়েছে। একটা হারিকেনও আছে, কিন্তু তেল প্রায় শেষ। আপাতত শুধু কম্বল দুটো নামিয়ে আনল জিম। ঘোড়ার পিঠে দুজনকে একসাথে ঢাকার জন্যে কোটটাও ওদের কাজে লাগবে। কম্বলের যা অবস্থা তাতে ওগুলো কোন কাজে লাগবে বলে মনে হলো না। পোকায় কেটে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে। একটা একেবারে শেষ, অন্যটার মাত্র কিছুটা অংশ ভাল আছে। একটা বুদ্ধি এল ওর মাথায়। কম্বলে হাত ঢুকাবার জন্যে ছুরি দিয়ে দুটো গর্ত কেটে লীয়ার জন্য একটা কেপ (cape) বানাল। বাকি অংশ একসাথে জোড়া দিয়ে বিগ রেডের জন্যে মোটামুটি একটা জামা তৈরি করে

ফেলল। এবারে বিরাট বাফেলো কোটটা বাইরে নিয়ে একটা উইলো ঝোপের সাথে ঝুলিয়ে লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরে ধুলো ঝেড়ে নিয়ে এল।

অনেক দিন পরে আজ গরম ঘরে সত্যিই আরাম বোধ করছে ওরা। দরজার তলা দিয়ে মাঝেমাঝে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকছে সত্যি, কিন্তু গত কয়েক দিনের তুলনায় তারা ভাল আছে।

'জিম, আমরা ফোর্ট ব্রিজারে কবে পৌঁছব?' জিজ্ঞেস করল লীয়া।

'আর বেশি দেরি নেই।'

'মা থাকবে ওখানে?'

'থাকতে পারে। আমি আশা করছি থাকবে

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে লীয়া আবার বলল, 'এই জায়গাটা ভাল—বেশ গরম।'

'জায়গাটা আমারও পছন্দ হয়েছে বাইরে তুষার পড়ার কথা ভাবল জিম। 'ঝড়-বাদল শেষ না হওয়া পর্যন্ত হয়তো আমরা এখানেই থেকে যেতে পারি।'

কথাটা ভেবে বলেনি সে। কিন্তু বলে ফেলে বুঝল এটাই তার করা উচিত। ওদের কাছে দু'তিন দিন চলার মত খাবার রয়েছে। দুদিন বিশ্রাম নিয়ে তুষার পড়া থামলে আবার রওনা হওয়া যাবে।

বাইরে অনবরত তুষারপাত হচ্ছে। সারা পৃথিবী সাদা হয়ে গেছে। গাছগুলো পর্যন্ত তুষারে ঢেকে গেছে ডালগুলো ভারে আরও নুয়ে পড়েছে। ওদের চলা। সব চিহ্ন মুছে গেছে।

বাঙ্কে পা ঝুলিয়ে বসেছে ওরা ঘরটা চমৎকার গরম হয়ে উঠেছে। পেটে এখন ক্ষুধার জ্বালাও নেই।

'তুমি দেখে নিও,' লীয়াকে বলল জিম, 'বাবা ঠিকই আসবে। এখনও যদি খুঁজতে না বেরিয়ে থাকে, তবে ফোর্ট ব্রিজারে আমাদের জন্যে অপেক্ষায় আছে। কিন্তু শিগ্গিরই আমরা না পৌঁছলে খুঁজতে বের হবে।'

মুখে বললেও, সে জানে, ওয়্যাগন ট্রেইল সমান তালে এগিয়ে গেলেও ফোর্ট ব্রিজারে পৌঁছতে তাদের আরও অনেক সময় লাগত। দুর্ঘটনার কথা বাবা জানে, জিমের এমন ভাবার কোন কারণ নেই। তবে জানতে খুব বেশি দেরিও হবে না, এটাই আশা করছে সে।

বাবা ওই রকমই। কখনোই হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চিন্ত বসে থাকবে না। ফোর্ট ব্রিজারে পৌঁছবার আগেই 'ওভারল্যান্ড ট্রেইল' সম্পর্কে যতদূর জানা সম্ভব, জানবে।

জিমকে প্রায়ই সে বলত, 'মানুষ যা জানে সেটাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারলে, তবেই বাঁচা সার্থক। যতটা সম্ভব জেনে নাও, তারপর যা জানলে সেটা বিচার বিবেচনা করে দেখো—ঠিক পথের সন্ধান তুমি পেয়ে যাবে। আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার বাবাও আমাকে এই শিক্ষাই দিয়েছিল।'

উইসকনসিনে সবাই রেড ইন্ডিয়ানদের এড়িয়ে চলত—কিন্তু তার বাবা সব সময়েই ওদের সাথে মিশত, কথা বলত তার যুক্তি, ইন্ডিয়ানরা ওই এলাকায় সাদা মানুষ আসার অনেক আগে থেকেই ওখানে বাস করছে—তাই ওদের কাছে

অনেক দরকারী আর মূল্যবান খবর জানা যাবে, যা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

ইন্ডিয়ানরা সেই আদি কাল থেকে কেবল যুদ্ধই করে আসছে। অনেকের ধারণা সাদা মানুষ আসার আগে ওরা নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে শান্তিতে বাস করত। কিন্তু আসলে ওদের ভিতর শান্তি ছিল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। সু আর চিপেওয়া (Chippewa) যোদ্ধারা সর্বক্ষণ এখানে-ওখানে মারপিট করে বেড়াত। জিম নিজেও দেহে রঙ-মাখা ইন্ডিয়ানদের যুদ্ধের নেশায় জঙ্গলের ভিতর দিয়ে উত্তরে বা দক্ষিণে যেতে দেখেছে।

'একবার বাবার সাথে ফোর্ট স্নেলিঙে গেছিলাম,' বলল জিম। 'তখন আমি অনেক ছোট। কিন্তু ওখানে সোলজারদের প্যারেড আর ফ্ল্যাগ ওড়ানো দেখার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

'ওখান থেকে ফেরার পথে বিশ-তিরিশজনের একটা ইন্ডিয়ান ওয়র পার্টির ভিতর পড়ে যাই। ওদের দেখে নদীর পাড়ের নিচে লুকিয়েছিলাম। খুব কাছেই ছিল ওরা—উপরে কথাবার্তার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। আমাদের ট্র্যাক দেখতে পেয়েছে। সকাল হলেই ঘেরাও করে আমাদের মেরে বাবার রাইফেল আর পিস্তল নিয়ে নেবে।'

'তোমরা কি করলে?' জিজ্ঞেস করল লীয়া।

'বেশি কিছু আমার মনে নেই—তবে ওদের একটা ক্যানু করেই পালিয়েছিলাম আমরা। পালাবার আগে বাবা তার কুড়াল দিয়ে বাকি ক্যানুগুলোর তলা ফুটো করে দিয়েছিল। আমাদের দিকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছিল ওরা। বৈঠা রেখে বাবাও পাল্টা গুলি শুরু করল। অল্পক্ষণের মধ্যেই স্রোতের টানে ওদের নাগালের বাইরে চলে গেলাম।'

সামনে তুষার পড়ছে বাইরে। বাতাসের বেগও বেড়েছে। দরজা খুলে বাইরে চেয়ে সব কিছু বরফে ঢেকে যাবার আগেই কোথায় কোথায় মরা গাছ বা শুকনো কাঠ দেখেছে সেটা মনে গেঁথে নেয়ার চেষ্টা করল জিম। বেশি তুষারপাতে যদি ওরা আটকা পড়ে যায় তবে আগুন জ্বালাবার জন্যে ওদের আরও কাঠের প্রয়োজন হবে।

'শুয়ে পড়ার আগে রেড কেমন আছে একটু দেখে আসি,' বলে খাবার থলেতে হাত ঢুকিয়ে এক টুকরা শুকনো রুটি বের করল জিম। তারপর রেডের জন্যে জোড়া দেয়া কম্বল দিয়ে মাথা ঢেকে বেরিয়ে পড়ল।

ঝোপ আর গাছের আড়ালে এমন সুন্দর আশ্রয়টা খুঁজে পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের বিষয়। রেড যেখানে আছে সেটাও অনেক আস্তাবলের চেয়েই ভাল। বিগ রেডের কাঁধে পোকা-খাওয়া কম্বলটা চাপিয়ে একটু একটু করে রুটি ছিঁড়ে ওকে খাওয়াতে শুরু করল জিম।

'আমার খুব ভয় করছে, রেড,' ফিসফিস করে বলল সে। 'কিন্তু লীয়াকে এসব কথা বলা যাবে না। বেচারি বিশ্বাস করে আমার ওপর আস্থা রেখেছে। হয়তো অর্ধেক পথ আমরা চলে এসেছি, রেড, তুমি সাথে থাকলে কিছুটা ভরসা পাই—মনে হয় শেষ পর্যন্ত আমরা পৌঁছতে পারব।'

রুটির আর একটা কোনা ভেঙে ওকে দিল—হঠাৎ মাথা উপরে তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল রেড।

শব্দটা জিমও শুনেছে। একটা নেকড়ে···কাছেই কোথাও। বিগ রেডের দড়িটা ঢিল ছেড়ে আরও লম্বা করে দিল সে। ইচ্ছা করলে শুতে পারবে—দরকার হলে নেকড়ের সাথে লড়তেও পারবে। আবার টানা সুরে একটা নেকড়ের ডাক শোনা গেল···তারপরে আর একটা, আরও দূরে।

ওরা কি তাদের গন্ধ পেয়েই পিছু নিয়েছে?

'ঘাবড়িও না, রেড।' ওকে শান্ত করার জন্যে পিঠ চাপড়ে দিল জিম। 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

নাক দিয়ে ছেলেটাকে ঠেলা দিল স্ট্যালিয়ন। রুটির শেষ টুকরাটা ওর মুখে পুরে দিল জিম। চারপাশটা আর একবার দেখে নিল। বাতাসে তুষার এদিকে একটুও আসেনি। সন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। ওকে ঘিরে ঘূর্ণি নাচ নাচছে তুষার। পাহাড়ের গা ঘেঁষে এগিয়ে তাড়াতাড়ি কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে হুড়কা এঁটে দিল।

আগুনে আরও কাঠ চাপিয়ে লীয়ার পাশে বসল। অন্ধকারে বাইরে কোথাও একটা নেকড়ে ডেকে উঠল। ওর আরও কাছে ঘেঁষে বসল লীয়া। 'ভয় পেয়ো না,' সাহস দিল জিম। 'ওরা এখানে ঢুকতে পারবে না।'

'তোমার বাবা এসে পড়লেই ভাল হত।'

'চিন্তা কোরো না, আসবে,' জোর দিয়ে বলল জিম। 'আমি জানি এখন এই মুহূর্তেও সে আমাদের খুঁজছে।'

এগারো

লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল এরফান জেসাপ। ওর চোখে মুখে হতাশার ভাব ফুটে উঠেছে। টেকো বিলও থামল—টোব্যাকোর দলাটা বের করে একটা বড় টুকরা দাঁত দিয়ে কেটে নিয়ে আবার শার্টের পকেটে রাখল।

'স্নো,' তিক্ত কণ্ঠে বলল বার্নি। 'এটাই বাকি ছিল।'

'তোমার কি মনে হয়, বিল?' প্রশ্ন করল এরফান। 'এই এলাকা আর পরিবেশ আমাদের চেয়ে তুমি ভাল চেনো।'

'ভীষণ একটা ঝড় আসছে—তুষার ঝড়। তারমানেই তিনচার দিন। এখন কোথাও আশ্রয় নিয়ে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঝড় থামার আগে কিছুই করা যাবে না।'

কথা বলতে বলতেই তুষার পুরু হয়ে উঠছে। বাতাসের জোরও বেড়েছে।

'আর কতক্ষণ পথ চলা সম্ভব? মানে, কতক্ষণ পরে তুষারের জন্যে পথ চলা অসম্ভব হয়ে উঠবে?'

'হয়তো ঘণ্টাখানেক—কমও হতে পারে। চিন্তা করে দেখো, এরফান, যদি

আশ্রয় নেয়ার মত কোন জায়গা খুঁজে না পাই তবে ঠাণ্ডায় সবাইকে জমে মরতে হবে। তখন বাচ্চাদের কে খুঁজবে?'

'ঠিক আছে, যতক্ষণ চিহ্ন দেখা যায় আমরা দ্রুত এগিয়ে যাব—তারপর একটা আশ্রয় খুঁজে নেব।'

টাট্টু ঘোড়াটাকে এগিয়ে নিয়ে মাটির ওপর স্ট্যালিয়নের চিহ্নটা ভাল করে পরীক্ষা করল টেকো বিল। কিন্তু সেই সাথে ওখানে ঘোড়া-চোর দুজনের অনুসরণ করার ছাপও রয়েছে।

ওই ছাপগুলোর ওপর ওদের নজর আঠার মত লেগে রয়েছে বলে কেউ লক্ষ করল না একটু দূরেই আরও একটা ট্র্যাক রয়েছে। লোন মুন ওই লাল ঘোড়াটার আশা এখনও ছাড়েনি। গিল আর জকের অস্তিত্বও তার অজানা নেই। একটু সাহস আর দক্ষতার পরিচয় দিতে পারলে ওদের টাট্টুগুলোও তার হবে। শীত কাটাতে নিজের আশ্রয়ে ফিরে গিয়ে নিজের বীরত্ব নিয়ে অনেক গান গাইবে।

ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে তিনজন। ট্রেইলের ওপর সবার নজর। কিন্তু মাঝেমাঝে পুরো এলাকায় চোখ বুলিয়ে নিতে ভুলছে না। কোথা দিয়ে কোন বিপদ এসে হাজির হয় কিছুই বলা যায় না। 'এই সময়টায় ইন্ডিয়ানরা বেরোয় না বটে, কিন্তু তবু সাবধান থাকা ভাল,' বলল বার্নি। 'ওদের মাথায় কখন কি খেলবে তা কেউ বলতে পারে না। যে কোন সময়ে আমরা ওদের মুখোমুখি পড়ে যেতে পারি।'

এদিকেই স্নুক বাস্টারের একটা কেবিন আছে,' বলল টেকো বিল, 'ওর সাথে বীভার শিকার করেছি আমি। ও বলে কিছু সোনাও নাকি সে পেয়েছে। যতটুকু জানি একটা ক্লেইমও ফাইল করেছে।'

'তারপরে কি হলো?'

'আর কোন খবর নেই।' কাঁধ উঁচাল টেকো বিল। 'হয়তো ইন্ডিয়ানদের হাতে পড়েছিল···কে জানে? কিংবা একা মানুষ, হয়তো আহত হয়েছে, বা জ্বর হয়েছে—কে ওর জন্যে খাবার আনবে, আর কেই বা পানি আনবে?'

'ওর কেবিনটা খুঁজে পেলে কিন্তু আশ্রয় নেয়ার চমৎকার একটা জায়গা হত,' বার্নি বলল।

' "বীভার রিম" ধরে যাচ্ছিলাম,' বলে চলল টেকো বিল। 'আমরা দুজন দুদিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কয়েকদিন পরে আমাদের আবার মিলিত হবার কথা। পরে জানলাম এখান থেকে পশ্চিমে সুইটওয়াটার আর ক্রোস নেস্টের মাঝে কোথাও সোনা পেয়েছে সে।'

'ওই দুয়ের মধ্যে অনেক জায়গা, টেকো বিল,' হেসে বাঁকা মন্তব্য করল বার্নি।

'তা ঠিক, তবে সুইট-ওয়াটার পর্যন্ত যায়নি সে। আমরা ক্রুকেড ক্রীকের কাছে দুদিকে যাই—এখান থেকে জায়গাটা আরও পশ্চিমে। তারপরে আমরা একসাথেই ক্রোস নেস্টে যাই।'

মাটির ওপর তুষার জমে ঘন হচ্ছে। সব ট্র্যাকই ঢেকে গেছে। এখন আর ট্রেইল অনুসরণ করার কোন উপায়ই নেই। স্রেফ আন্দাজের ওপর নির্ভর করে

চলতে হচ্ছে।

'তুমি তো ওর বাপ, ছেলেটা এখন কি করতে পারে বলে তোমার ধারণা?' প্রশ্ন করল টেকো বিল।

'আমরা যা করতাম, সেও তাই করবে–কোথাও একটা আশ্রয় খুঁজে নিয়ে ঝড় না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। উইসকনসিনে এরকম দুবার আমরা ঝড়ের মধ্যে একসাথে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস ঝড় আসার আগেই সে কোথাও আশ্রয় নেবে। ঝড় আসছে, এটা আগে থেকেই বুঝবে।'

'তারমানে ক্রীক ধরে সোজাই এগোবে সে। অবশ্য সুইটওয়াটারে ভাল আশ্রয় পাওয়া যাবে মনে করলে ওদিকেও যেতে পারে।'

'বেশি দূর।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এতসব ওর জানার কথা নয়।'

চারদিক ঠাণ্ডা হয়ে আসছে–তুষারও পুরু হতে শুরু করেছে। আর এগিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। শিগ্‌গিরই তাদের একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে।

'রকি ড্র'র কাছে আস্তানা গাড়ল ওরা। এখানে ক্রীকের পানি পাহাড় ক্ষয় করে গর্ত করে ফেলেছে। কুড়ালের সাহায্যে অল্প পরিশ্রম করেই ওরা বাতাস ঠেকানোর ব্যবস্থা করে ফেলল। জায়গাটা বেশ বড়। ঘোড়া সহ ওদের সবার জায়গা হলো ওখানে। কিন্তু এর মধ্যেই মাটিতে কয়েক ইঞ্চি তুষার জমে গেছে।

এরফান জেসাপের মুখটা রক্তশূন্য দেখাচ্ছে। আগুনের পাশে বসে সে বার্নিকে বলল, 'তুমিই ঠিক বলেছিলে, ওদের বাঁচার কোন পথ নেই। মিছেই আশা করেছিলাম।'

'বাজে কথা রাখো!' একটু রুক্ষ ভাবেই জবাব দিল বার্নি। 'তুমিই না বললে ছেলেটা বুদ্ধি করে কোথাও আশ্রয় নেবে? আমাদের ধারণা যদি ঠিক হয়, বাচ্চাদের সাথে এখন কিছু খাবারও আছে। ছোট ছোট দুটো বাচ্চার আর কত লাগবে?'

'ওরা ঠিকই টিকে যাবে,' টেকো বিল সমর্থন করল। 'ছেলেটা মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে।'

খাবার তৈরি করছে বার্নি। রুটি তৈরি করার জন্যে ময়দা মাখাচ্ছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এরফানের দিকে চাইছে। লোকটা ভাল ভাবছে সে। এমন লোকের উপযুক্ত ছেলেটা বরফের মধ্যে বেঘোরে প্রাণ হারালে ব্যাপারটা সত্যিই খুব দুঃখজনক হবে। ছেলেটা এখন কি করছে ভাবার চেষ্টা করে ওদের জন্যে ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে বার্নি। ট্র্যাক থাকলে এখনই আবার ওদের খুঁজতে বেরিয়ে পড়া যেত···এখন কোথায় খুঁজবে? কোনদিকে?

অবিরাম তুষার পড়ছে। চড়া বাতাস সেগুলো উড়িয়ে নিয়ে পাহাড়ের গায়ে পনেরো-বিশ ফুট গভীর স্তূপ বানিয়ে ফেলছে। ধীরে ধীরে সব রকম চিহ্ন আর সীমানা মুছে গিয়ে পৃথিবী আর এক রূপ নিচ্ছে। বাতাস গর্জাচ্ছে, সেই সাথে বনের আর এক বিভীষিকা 'টিম্বার উলফ্'ও থেকে থেকে গর্জে উঠছে। নিজের গর্তে ঝড় থামার অপেক্ষায় আছে ওরা। কেউ আধপেটা খেয়েছে, কেউ ক্ষুধার্ত। কিন্তু ঝড় থামার আগে আর তাদের কোন খাবার মিলবে না। ঝড়ের সময়ে বাতাস

আর তুষার ছাড়া আর কিছুই নড়ে না।

বরফের ভারে পাইনের ঢাল নুয়ে পড়েছে। কিছু জন্তু পাইনের গোড়ায় গর্তে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু নেকড়ের সে ভাবনা নেই—ওরা ঝাঁকড়া লেজের তলায় নাক গুঁজে গোল হয়ে শুয়ে ঘুমাবে। এসব তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে—এটা ওদের জীবনের রীতি।

এরফানের অস্থির লাগছে, মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। চেষ্টা করে সে নিজেকে সংযত রাখছে। জিম তার সাথে অনেকবার বিজন এলাকায় বিপদের মোকাবিলা করেছে। এসব বিপদে কি করতে হয় সবই এরফান তাকে শিখিয়েছে—সব কথা ওর মনে থাকলে হয়। ছেলের ওপর সঙ্গী দুজনের অগাধ বিশ্বাস দেখে সেও বেশ কিছুটা ভরসা পাচ্ছে।

টেকো বিল প্রস্তাব দিল, 'ঝড় থামলে আমার মতে সোজা সাউথ পাসের দিকে এগোনো সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত হবে। ছেলেটাকে ওই পথই নিতে হবে। এতে ওর হদিস পাওয়ার একটা চান্স থাকে।'

লোন মুন আর একা নেই। সমতল জমি পেরিয়ে পাহাড়ের কোনায় নিজেদের লোকের ছাপ সে দেখেছে। জঙ্গলের ধারে ছাপগুলো তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ঢেকে ফেলা হয়েছে। ওদের সাথে ছিল বারোজন যোদ্ধা, সাতজন স্কও বা মহিলা আর গোটা ছয়েক ছেলেমেয়ে। উত্তর-পুবে নিজেদের ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার পথে ওরা ঝড়ের ভিতর এখানে আশ্রয় নিয়েছিল।

সারাদিন ওদের সাথে থেকে পরদিন ভোরে ছয়জন যোদ্ধাকে তার সাথে যেতে রাজি করাল লোন মুন। সাদা লোকের দুটো দল আর বাচ্চাদের খুঁজে বের করে আক্রমণ করবে ওরা। ঘোড়া, অস্ত্র আর মালপত্র লুটে নেবে।

যে দুটো দলকে ওরা আক্রমণ করবে তারা কে কোথায় আশ্রয় নিয়েছে তা লোন মুন জানে। তাই কাজটা ওদের জন্যে খুবই সহজ হবে। ঝড় থামলেই কাজে নামবে।

কিন্তু সে জানে না ঝড়ের দ্বিতীয় রাতে এরফান জেসাপ তার ক্যাম্প ছেড়ে আবার কান পেতে থেকে কিছু শোনা যায় কিনা দেখতে বেরিয়েছিল। গাছের ভিতর দিয়ে এগিয়ে একাই ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকারে কান পেতে রইল সে। ওর আশা, হয়তো একটা বাচ্চার চিৎকার বা কান্নার শব্দ শুনতে পাবে।

ফেরার পথে কিছু চিহ্ন তার চোখে পড়ল। যে কোন সূত্রের জন্য সে চোখ কান খোলা রেখেছে—নইলে হয়তো ব্যাপারটা খেয়াল করত না।

প্রথম যেটা ওর নজরে পড়ল তা হচ্ছে গাছের একটা ডালে তুষার নেই, অথচ অন্যান্য ডালে অন্তত দুই ইঞ্চি পুরু হয়ে বরফ জমেছে। ওটাতে নেই কেন? দেখার জন্যে সাবধানে এগোল এরফান। মেঘের পিছনে চাঁদ রয়েছে—তাছাড়া চারদিক সাদা হয়ে আছে বলে সামান্য আলোতেও বেশ দেখা যাচ্ছে।

মাটিতে তুষারের ওপর পায়ের ছাপ—লোকটার পায়ে মোকাসিনের জুতো। অনেকগুলো ছাপই রয়েছে ওখানে, কিন্তু সব একই লোকের তৈরি। একটা ইন্ডিয়ান চুপিচুপি ওই গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তাদের ক্যাম্পের ওপর নজর

রেখেছিল। লোকটা ওখানে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়েছে।

ক্যাম্পে ফিরে গেল এরফান। বার্নি ঘুমাচ্ছে দেখে টেকো বিলকে সাথে নিয়ে আবার গাছতলায় ফিরে এল। দুজনে মিলে ইন্ডিয়ানটার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগোল। কয়েকশো গজ দূরে আড়ালে একটা ঘোড়া বেঁধে রাখার চিহ্ন দেখে ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা।

সকাল হলে তিনজনেই আবার ওখানে গিয়ে চিহ্নগুলো ভাল করে পরীক্ষা করল। 'এটা সেই লোকই,' টেকো বিল বলল। 'এই লোকটাই বাচ্চাদের পিছু নিয়েছিল। গ্রিজলিটাকেও এই মেরেছে।'

'আমদের এবার সাবধানে এগোতে হবে, নইলে বেঘোরে প্রাণ খোয়াবার সম্ভাবনা আছে,' বলল বার্নি।

আধঘণ্টা পরে ইন্ডিয়ান শিকারী দলটার চিহ্ন ওদের নজরে পড়ল। দলটা উত্তর দিকে যাচ্ছে।

'শাইয়্যান,' বলল টেকো বিল। 'ওই লোকটা নিশ্চয়ই এদের সাথে যোগাযোগ করবে।'

ওরা জানে ওদের সামনে বিপদ রয়েছে। শাইয়্যান লোকগুলো হয়তো ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তই নেবে–কোন ইন্ডিয়ান শীতকালে যুদ্ধে বেশি আগ্রহী নয়। কিন্তু সুযোগ বুঝে কয়েকটা ঘোড়া আর কিছু বাড়তি মাল সংগ্রহ করার দুর্বুদ্ধিও ওদের মাথায় খেলতে পারে।

তুষারপাত এখনও পুরো থামেনি, কিন্তু ওদের পক্ষে ঝড় থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করা আর সম্ভব নয়। বিশেষ করে ওদের ক্যাম্পের অবস্থান যখন বিপক্ষের কাছে জানা হয়ে গেছে, এখন আর ওখানে থাকা যাবে না। ওরা কাঠ আনতে বা যে কোন কাজে বেরোলেই ইন্ডিয়ানরা গুপ্ত অবস্থান থেকে গুলি করে ওদের একেএকে শেষ করবে। এখন আরও নিরাপদ কোন জায়গায় তাদের সরে যেতে হবে যাতে সহজে আক্রমণ করে কেউ কাবু করতে না পারে।...কপাল ভাল থাকলে পথে বাচ্চাদের ট্রেইলের দেখা পেয়েও যেতে পারে।

তিন মাইল দক্ষিণে গিল আর জক আরও খারাপ অবস্থায় ক্যাম্প করে আছে। ওরাও ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার কথা ভাবছে।

'রকি ড্র'র চার মাইল ভিতরে, বিভার ক্রীক থেকে মাত্র এক মাইল দূরেই রয়েছে বাচ্চারা। ওদের চিহ্ন সম্পূর্ণ ঢেকে গেছে তুষারে। ওরাই সবার আগে আশ্রয় নিয়েছে।

এরফানই নেতৃত্ব নিল। ক্রীক থেকে বেরিয়ে পশ্চিমে রওনা হলো ওরা। ইন্ডিয়ানদের ট্রেইল দেখার এক ঘণ্টা পরেই ওরা জিম আর লীয়া যেখানে আছে তার আধ মাইলের মধ্যে চলে এল।

ওরা জানে সহজেই ওদের ট্রেইল দেখতে পাবে সবাই। হয়তো যুদ্ধও করতে হতে পারে–তবে সেটা শাইয়্যান ইন্ডিয়ানদের ওপর নির্ভর করছে। ওরা বাড়ি ফিরবে, নাকি লাভের আশায় ওদের আক্রমণ করবে।

'এরফান, আমাদের কিন্তু বেশিদূর এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।' টেকো বিল ওর পাশে এগিয়ে এল। 'বাচ্চাদের থেকে এগিয়ে গেলে আমরা আর ওদের খুঁজে

পাব না। তোমার কথাই যদি ঠিক হয় তবে ওরা কোথাও আশ্রয় নিয়েছে। আরও তুষার পড়বে বলে মনে হচ্ছে…তার মানে আশ্রয় ছেড়ে ওরা নড়বে না।'

টেকো বিলের মুখের ভাবে ওর উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাচ্ছে। বাচ্চারা যদি বেঁচেও থাকে, ওদের ট্রেইল একবার হারিয়ে ফেললে আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। বিস্তীর্ণ এলাকায় কোথায় খুঁজবে ওরা? এতবড় এলাকা পুরো খুঁজে দেখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

বীভার ক্রীকের কাছে উঁচু উঁচু পাহাড়ের খাঁজে একটা আশ্রয় খুঁজে নিল ওরা। উত্তরে বাতাস আড়াল করেছে ওটা। আক্রমণ ঠেকানোর জন্যেও জায়গাটা ভাল। বীভার নদীতে জোয়ারের সময়ে তিনটে মরা গাছ ভেসে বড় পাথরের ওপর বসে আংশিক একটা ছাদের সৃষ্টি করেছে অন্যান্য পাথর আর তুষার বাকিটা আড়াল করেছে। গাছের ভিতর পাথরের আড়ালে ঘোড়ার জন্যেও চমৎকার আশ্রয় রয়েছে।

এরফান তার রাইফেল আর পিস্তল পরিষ্কার করার কাজ নিয়ে বসল। আগামী দিনগুলোতে বিপদের গন্ধ পাচ্ছে সে। এখন পর্যন্ত ওদের কপাল ভালই গেছে—ওর মতে বেশি ভাল।

বার্নি নিচ থেকে একটা পাথর তুলে এনে আগুনের পিছন দিকে রেখেছে। ওটা রিফ্লেক্টরের কাজ করবে। এতে ওদের আশ্রয়টা আরও বেশি গরম থাকবে। বাকি ছোটখাট গর্ত টেকো বিল পাইনের ডাল দিয়ে বন্ধ করেছে।

অস্ত্র পরিষ্কার করা শেষ করে বিছানা করার জন্যে কিছু এভারগ্রীন ডাল নিয়ে এল এরফান। তারপর শুকনো কাঠ এনে আগুনের পাশে জড়ো করল। রাতে বেশ ঠাণ্ডা পড়বে। আগুনটা জিইয়ে রাখতেই হবে। কিছুক্ষণ পরপরই একজন বেরিয়ে কান পেতে শুনছে। ওরা জানে এই দুর্যোগের ভিতর ইন্ডিয়ান আক্রমণ আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে—তবু সাবধান থাকা ভাল।

এবার যখন এরফান বাইরে এল দেখল আবহাওয়াটা থমথমে। সব স্থির আর ঠাণ্ডা। বাতাসে এখনও একটু তুষারের আভাস রয়েছে। ছোট ঢাল বেয়ে নিচে নামার সময়ে বুটের তলার জমাট বাঁধা বরফ ভাঙার শব্দ হচ্ছে ঝর্নার কিনার দিয়ে বরফ জমতে শুরু করেছে। পাথরের ওপর পা ফেলে লাফিয়ে ছোট ঝর্নাটা পার হয়ে সামনের টিলার ওপর উঠল।

পিছন ফিরে দেখল ওদের ক্যাম্পের কিছুই ওখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। আড়ালে রয়েছে। দেখেশুনেই জায়গাটা বেছে নিয়েছে ওরা।

'জিম,' ফিসফিস করে উচ্চারণ করল এরফান। 'তুমি কোথায়?'

কোন উত্তর নেই। নিঃশব্দে মন্থর গতিতে তুষার পড়ছে।

বারো

চমকে জেগে উঠল জিম। গভীর ঘুমে অচেতন ছিল, হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই কান

পাতল। এক মিনিট কিছুই শোনা গেল না। তারপর নড়াচড়ার শব্দ হলো। হাঁচি দেয়ার মত রাগের শব্দ করল বিগ রেড।

বাফেলো কোটের তলা থেকে বেরিয়ে পা টিপেটিপে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল জিম। নিচু স্বরে কুকুরের গর্‌গর্‌ করার শব্দ ওর কানে এল। দরজার ফাঁকে চোখ রেখে দেখল তুষার পড়া বন্ধ হয়েছে, বাইরে সবই সাদা। কেবল দুটো...না, তিনটে কালো ফোঁটা দেখা যাচ্ছে বরফের উপর।

নেকড়ে...

বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, বিরাট আকৃতির নেকড়ে। একটা ওদের কেবিনের তিরিশ ফুটের মধ্যে এসে পড়েছে। ওদের চোখ আস্তাবলে বিগ রেডের ওপর। স্ট্যালিয়নটা ওদের অস্তিত্ব টের পেয়ে বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে।

ইতস্তত করছে জিম। ওর বুকের ভিতর হাতুড়ি পেটা চলেছে। নেকড়েগুলোকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে হবে। ওরা কিভাবে আক্রমণ চালায় বাবার কাছে শুনেছে—দুটো, ঘোড়ার পিছনের পায়ের কাছে লাথির নাগালের বাইরে থাকে। কিন্তু সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। একটা বা দুটো নেকড়ে সামনের দিকে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। একটু অসতর্ক হলেই ছুটে এসে লাফিয়ে টুঁটি কামড়ে ধরবে।

এগুলো 'টিম্বার উলফ।' সাধারণ নেকড়ের চেয়ে আকারে অনেক বড়। গুলি করা যায়, কিন্তু একটা গুলিতে নেকড়ে কাবু হবে না। ডেরিঞ্জার থেকে একবারে একটাই গুলি করা যায়।

আর একটা উপায়ের কথা তার মনে পড়ল...আগুন!

তাড়াতাড়ি ঘুরে ফায়ারপ্লেসের আগুনটা উস্কে দিল। ভীষণ ভয় করছে ওর, কিন্তু নেকড়েগুলো বিগ রেডকে ঘিরে ফেলার আগেই ওকে বাঁচাতে হবে।

লম্বা একটা কাঠ আগুনে গুঁজে দিল জিম। অল্পক্ষণের মধ্যেই কাঠে আগুন ধরে গেল। ভাল মত জ্বলে উঠতেই দরজার হুড়কা খুলে দুহাতে জ্বলন্ত কাঠটা উঁচু করে মাথার ওপর ঘুরিয়ে বিকট চিৎকার করে ছুটে এগোল।

চমকে উঠে নেকড়েগুলো ছুটে পালাল। কেবিনে ফিরে কাঠটা আবার আগুনে চাপিয়ে আড়চোখে দেখল লীয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। বেচারি ক্লান্ত, তাছাড়া ঘুমালে ওর হুঁশ থাকে না।

ডাণ্ডার মত একটা বড় কাঠ তুলে নিয়ে স্ট্যালিয়নটার কাছে গেল। 'শান্ত হও, রেড,' প্রবোধ দিল সে। আগে বেড়ে আদর করে ওর কাঁধ চাপড়ে দিল। 'দুজনে মিলে ওদের বিরুদ্ধে লড়ব—তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না ওরা।'

আরও দুতিন মিনিট রেডের সাথে থেকে জিমের হাড়ে কাঁপন ধরে গেল। কেবিনে ফিরে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

কিন্তু ঘুমাতে পারল না। ক্ষণিকের ভয়টা কেটে গেলেই আবার ফিরে আসবে নেকড়েগুলো। এবার ওদের তাড়াবার মত আর কোন বুদ্ধি ওর মাথায় আসছে না। দুবার একই চালাকিতে কাজ হবে কিনা জানে না জিম। কিন্তু উপায় নেই, চেষ্টা ওকে করতে হবে। আগুনটা ভাল করে তৈরি করল সে।

উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠতেই আবার দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল। ঝোপের আড়ালে সামান্য নড়াচড়া ওর চোখে পড়ল। যা ভয় করেছিল তাই হতে চলেছে। একটা ক্ষুধার্ত নেকড়ে আবার ফিরে আসছে। এবার সে কি করবে?

একটা নতুন বুদ্ধি এল ওর মাথায়। দরজার কাছে গিয়ে দুবার কপাট বাড়ি দেয়ার শব্দ করতেই ছুটে পিছনে আর একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকাল জন্তুটা। এবার বেশিদূর গেল না, আগের মত অতটা ভয় পায়নি।

কেবিন থেকে আস্তাবলের মাঝামাঝি পথে একটা পুরোনো পাইন গাছের গুঁড়ি রয়েছে।

ওটাতে যদি আগুন লাগানো যায়...

কেবিনে এনে রাখা ডাল থেকে কিছু শুকনো ছাল ছাড়িয়ে নিল জিম। তারপর আগুন থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। দরজাটা খোলাই রাখল—নেকড়েরা যদি আক্রমণ করে বসে তবে ছুটে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবে। তবে সম্ভবত ওরা তা করবে না—কারণ ওর গায়ে রয়েছে মানুষের গন্ধ। ওরা এই গন্ধকে ভয় করতে শিখেছে। কিন্তু তাই বলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। ওরা হয়তো টের পেয়ে যাবে ওকে ভয় করার কিছু নেই। ওর কাছে অস্ত্র নেই—আর আকারেও ছোট।

গুঁড়ির উপরে একটু গর্ত করে নিল জিম। গাছটা ভেঙে পড়ায় গুঁড়ির উপরটা এবড়োখেবড়ো—ভালই জ্বলবে। ছালগুলো গর্তে ফেলে জ্বলন্ত কাঠটা ধরল। কিন্তু কাঠের শিখা নিভে গেছে।

ভিতরে গিয়ে আর একটা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে ফিরে এল জিম। আগের কাঠের আগুনে কিছুটা গরম হয়ে ছিল—শিখার তাত পড়তেই উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল।

গুঁড়ির গোড়ায় একটা গর্ত আগে থেকেই ছিল। আশপাশ থেকে কিছু ছোট শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিয়ে ওখানে আর একটা আগুন জ্বালাল সে। একটু ভাল করে জ্বলে উঠতেই তাড়াতাড়ি গুহায় ফিরে দরজা বন্ধ করে দিল।

পাইনের গুঁড়িতে বেশ কিছু আঠা ছিল। আঠাওয়ালা পাইন বেশ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আগুনটা বেশ জোরাল হয়ে উঠল। ওটা এখন সারা রাত জ্বলবে। অর্থাৎ রাতের যেটুকু বাকি আছে, ততক্ষণ জ্বলবে।

ভিতরে আগুনের কাছে কুঁজো হয়ে বসে আগুন পোহাচ্ছে জিম। মাঝেমাঝে পিঠ ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ঘুরে বসছে।

কয়েকবার দরজার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিয়েছে। নেকড়ের কোন চিহ্ন দেখতে পায়নি। প্রায় সকাল হয়ে এলে বাফেলো কোটের তলায় ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

তৃতীয় দিন সকালে উঠে বুঝল এবার যাবার সময় হয়েছে।

গুঁড়িটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—নেকড়েগুলো আবার রাতে ফিরে আসতে পারে। ওরা হয়তো তাকে অনুসরণ করবে, তাই পরবর্তী আশ্রয় বেশ বিবেচনা করে ক্যাম্প করতে হবে। শুধু নিজেদের নয়, রেডের জন্যেও তাকে ভাবতে হবে। ওর জন্যে একটা আগুন জ্বেলে রাখতে হবে। বুনো জানোয়ার আগুনকে খুব ভয়

পায়।

রোদবিহীন সকাল। আকাশে মেঘ করে রয়েছে। রওনা হয়ে অল্পদূর গিয়েই ইন্ডিয়ানদের ট্রেইলটা ওর চোখে পড়ল। এরফান, বার্নি আর টেকো বিলও এই ট্রেইলটাই দেখেছে অল্পক্ষণ আগে।

ট্র্যাভয় ট্রেইল চেনে জিম। কাঠের ওপর বসানো বিছানা—ঘোড়ায় টেনে নিয়ে যায়। মাটিতে ছেঁচড়ে চলার সময়ে কাঠের ঘষায় মাটিতে দাগ পড়ে। কাঠের শেষ প্রান্তটাই কেবল মাটি ছোঁয়। সম্ভবত এরা শীত কাটাবার জন্যে নিজেদের ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছে। তাই ওদের ট্রেইল দেখে খুব একটা ভয় পেল না জিম। ওদের সাথে মেয়ে আর বাচ্চা থাকায় সহজে যুদ্ধে নামবে না ওরা। নেকড়েই এখন ওর প্রধান দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমতল জমিতে তুষার এখন প্রায় আট ইঞ্চি গভীর, কোন কোন জায়গায় স্তূপ হয়ে প্রায় তিনচার ফুট জমেছে। স্তূপ বা ড্রিফট এড়িয়ে সোজা পশ্চিমে এগোল সে।

ভয় পাচ্ছে, রাতে ঘুমাতে পারেনি বলে ক্লান্তও লাগছে, কিন্তু তবু আবার চলছে বলে বেশ ভাল লাগছে। দুদিন বিশ্রামের পর বিগ রেডও আগ্রহ ভরে এগোচ্ছে। বেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে ওরা। স্ট্যালিয়নটার ওপরই পথ বেছে নেয়ার দায়িত্ব ছেড়ে দিল জিম। সে কেবল খেয়াল রাখছে রেড যেন মোটামুটি পশ্চিমমুখী পথে চলে।

অনেকদূর পর্যন্ত আর কোন ট্রেইল ওর চোখে পড়ল না। অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিছিয়ে আছে তুষার। কোথাও ভাঙন নেই—বাতাসও নেই।

কাছেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে উইন্ড-রিভার মাউন্টিনস। সাউথ পাসটা পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে। ওটাই পশ্চিমে যাবার পরিচিত আর বহুল ব্যবহৃত পথ। ওয়্যাগন ট্রেনে সে যা যা শুনেছে সেসব যদি সত্যি হয় তবে শিগ্‌গিরই ওদের সাউথ পাসে পৌঁছে যাবার কথা। শুনেছে সাউথ পাস এতই চওড়া যে মনে হবে যেন মাঠের ভিতর দিয়েই চলছে। এক ধারে নদীগুলো পুব দিকে বইছে আর অন্য ধারেরগুলো বইছে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে। কিছু পানি মাঝখানের গ্রেট বেসিনে জমা থাকে।

যে পথ ধরে ওরা এগোচ্ছে সেটা বীভার ক্রীকের পাশ দিয়েই গেছে। হঠাৎ তিনজন আরোহীর ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখতে পেল জিম। সবগুলো ঘোড়ার খুরেই নাল লাগানো রয়েছে। দু'এক জায়গায় যেখানে গাছের নিচ দিয়ে বা ঝোপের পাশ দিয়ে গেছে সেখানেই কেবল ছাপগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাকি ছাপ তুষারপাতে প্রায় ঢেকে গেছে।

'মনে হচ্ছে এগুলো গতকালের ছাপ,' লীয়াকে বলল জিম। 'হতে পারে এদের কাছ থেকেই আমরা পালিয়েছিলাম।'

'কিন্তু ওরা তো মাত্র দুজন ছিল।'

'হয়তো কোন বন্ধু ওদের সাথে যোগ দিয়েছে। কিন্তু না, এগুলো ওদের ঘোড়ার ছাপ বলে মনে হচ্ছে না। তবে হতে পারে ইন্ডিয়ানরা কারও কাছ থেকে

চুরি করে এনেছে। আমি জানি ইন্ডিয়ানরা ঘোড়ার খুরে নাল লাগায় না।'

বিগ রেডকে বেশ কিছুটা উত্তরে সরিয়ে নিয়ে আবার পশ্চিমের পথ ধরল সে। এখনও বীভার ক্রীক ধরেই চলেছে ওরা। সূর্যটা ঠিক দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু জিম আন্দাজ করল, এখন দুপুর হয়েছে। এর মধ্যে আর কোথাও থামেনি, তবু বিগের ক্লান্তির কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। প্রায় দশ-বারো মাইল পথ পিছনে ফেলে এসেছে—থামার উপযুক্ত কোন জায়গা চোখে পড়েনি।

বিকেলের দিকে একটা নেকড়ে দেখল জিম। জন্তুটা সম্ভবত ওদের আধ মাইল পিছনে রয়েছে। নেকড়েটা অনায়াসে তুষারের ওপর দিয়ে লাফিয়ে ওদের অনুসরণ করে চলেছে। ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল জিমের। একটা যখন রয়েছে আশেপাশে আরও থাকবে।

'আমাদের একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে, লীয়া,' বলল জিম। 'তুমিও চোখ রেখো—আমি মিস করলেও হয়তো তোমার চোখে কিছু পড়তে পারে।'

'ওখানে কি নেকড়ে থাকবে?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল লীয়া।

'থাকতে পারে। এসব এলাকায় সাধারণত নেকড়ে থাকে। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই—আমরা আগুন জ্বেলে রাখব। আগুন থাকলে ওরা কাছে ভিড়বে না।'

'আগুন জ্বালাবার আগেই যদি এসে পড়ে?'

'রাতের আগে আসবে না।' অন্তত তাই আশা করছে জিম। 'জলদি কোথাও ক্যাম্প করতে হবে।'

জিম জানে, ওদের গুলি করে কোন লাভ নেই। বাবাকে একবার ওরকম গুলি করতে দেখেছে। তাতে নেকড়েগুলো ভয় পেয়ে কিছুক্ষণের জন্যে পালিয়েছিল মাত্র—তারপর আবার ফিরে এসেছিল।

বীভার ক্রীক ধরেই এগিয়ে চলল বিগ রেড। জিম প্রত্যেকটা বড় পাথর, খাঁজ আর পাহাড়ের গর্ত খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে দেখছে কোথায় ক্যাম্প করা যায়। ওদের পিছন দিকে নিরাপত্তা থাকতে হবে। কাঠও থাকতে হবে—প্রচুর কাঠ। তাছাড়া জায়গাটা বেশ বড়ই হওয়া দরকার যেন বিগ রেডকেও সাথে রাখা যায়। দুবার ক্যাম্প করার মত জায়গা জিমের চোখে পড়েছে, কিন্তু দুবারই শেষ পর্যন্ত কোন না কোন অসুবিধার কারণে বাতিল করেছে।

ওই তিনজন আরোহীর কথা ভোলেনি জিম। সে ভাবছে, ওদের অনুসরণ করাই কি ভাল ছিল? কিন্তু ওর জানা নেই লোকগুলো কারা বা কেমন। ওরা কোথায় যাচ্ছে তারও কোন ঠিক নেই। জন্তুর ছাপও প্রায়ই চোখে পড়ছে। এখন বাইরে বেরিয়েছে খাবারের সন্ধানে—বেশির ভাগই নেকড়ের ছাপ।

বিকেল হয়ে এল। শীতও বেড়েছে। আবার পিছন ফিরে দেখল এখন দুটো নেকড়ে দেখা যাচ্ছে। খানিকটা পিছনে আরও একটা।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে বেশি বাকি নেই। রেডের গতি কিছুটা কমে এসেছে। খিদেও পেয়েছে ওর। ওকে পা দিয়ে বরফ সরিয়ে ঘাস খাওয়ার সুযোগ দেয়া দরকার। শুধু ভয়ই পায়নি জিম, কান্নাও পাচ্ছে ওর। থামার মত কোন জায়গাই পাওয়া যাচ্ছে না—কোথাও না। পিছনে একটা নেকড়ে গলা ছেড়ে ডেকে

উঠল। আর একটা তার জাবাব দিল। হঠাৎ দেখল সামনে ট্রেইলের ওপরই আর একটা নেকড়ে বসে রয়েছে।

রেডও ওকে দেখেছে কিন্তু ছুটে পালাল না···দাঁত বের করে রুখে এগিয়ে গেল।

নেকড়েটা লাফিয়ে সরে গেল, কিন্তু ভয়ে নয়। সে একাই শিকারে বেরোয়নি, অন্যগুলোও এগিয়ে আসছে। নেকড়ের ঘোড়া শিকার নতুন কিছু নয়।

অল্পদূরেই বেশ কিছু বড় গাছ রয়েছে। জায়গাটা অন্ধকার। দ্রুত গাছের ফাঁক দিয়ে ছুটল রেড। এই সময়ে, এতক্ষণ যা খুঁজছিল জিম, হঠাৎ করেই পেয়ে গেল তা।

ক্রীকের অন্য পাশে পাহাড়ের গায়ে একটা গুহা। দেখে বেশি গভীর মনে হচ্ছে না—কিছু কাঠও রয়েছে ওখানে। বর্ষার সময়ে পানিতে ভেসে এসেছে।

'ওদিকে ক্রীকের ধারে, রেড!' উৎকণ্ঠার সাথে অনুরোধ জানাল জিম।

বিশাল ঘোড়াটা হাঁটু পানির ভিতর দিয়ে নদীটা পার হয়ে ওপাশের পাথুরে পাড়ে পৌঁছল। পাহাড়টা এখানে সোজা উপর দিকে উঠে গেছে। গুহার সামনে কিছু বড় বড় পাথর পড়ে আছে। ওগুলো রিফ্লেক্টরের মত কাজ করবে। গুহার পিছন দিকটা ভীষণ অন্ধকার—ভয় করে।

তাড়াতাড়ি নেমে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে গুহায় জমা করল জিম। গত ক্যাম্প থেকে কিছু শুকনো গাছের ছাল আর কাঠ সাথে করে নিয়ে এসেছে সে। এগুলো মাটিতে নামিয়ে আগুন ধরাল। প্রথমে ধরে উঠে আবার মিইয়ে গেল—পরে আবার জ্বলে উঠল।

কাছেই সমান জায়গায় খুঁটি পুঁতে রেডকে বেঁধে হাত দিয়ে কিছুটা তুষার সরিয়ে দিল জিম। কিন্তু ঘাস কোথায় আছে তা ওকে দেখিয়ে দেয়ার দরকার ছিল না। পাহাড়ী মাসট্যাঙ—নিজেই পা দিয়ে তুষার সরিয়ে ঘাস খেতে শুরু করল রেড।

আরও কাঠ জোগাড় করার কাজে লেগে গেল জিম। তবে প্রথমেই একটা মুগুরের মত কাঠ খুঁজে নিল—ওটা তার কাজে লাগবে। গুহার ভিতরে অনেক কাঠ জমা করে ফেলল সে। তারপর আগুনটাকে জোরাল করে তুলল।

অল্প পরেই রাত নেমে আসবে। নেকড়েগুলো রয়েছে ওদিকে। রাত বাড়লেই ওরা সুযোগ বুঝে এগিয়ে আসার চেষ্টা করবে। মাটির সাথে জমে আটকে থাকা পাথর বুট দিয়ে লাথি মেরে আলগা করে একটা নেকড়ের দিকে ছুঁড়ে মারল। পাথর ছোঁড়ায় ওর হাত ভাল। পাথরটাকে কাটিয়ে ছুটে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল জন্তুটা। নাগালের বাইরে চলে গেছে ওটা। ডেভিড আর গোলায়েথ কাহিনীর গুলতির কথা জিমের মনে এল।

ওর কাছে কোন রবার বা তার পরিবর্তে ব্যবহার করার মত জিনিস নেই। চার বৎসর বয়সে ওই গল্প শোনার পর এক বছর অনেক চেষ্টা করেও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে লাগাতে পারেনি বলে চেষ্টা বাদ দিয়েছিল। পরে ছয় বছর বয়সে একটা কাঠবেড়ালী মারার পর আরও প্র্যাকটিস করেছে। এখনও সব সময়ে লক্ষ্য ভেদ

করতে না পারলেও ওর সাফল্যের হার মোটামুটি ভাল।

ছুরি দিয়ে বাফেলো কোটের নিচ থেকে একটা লম্বা অংশ কেটে নিয়ে স্লিং তৈরি করে ফেলল জিম। তারপর সাইজ মত বেশ কিছু পাথর কুড়িয়ে এনে জমা করে রাখল। নদীর পানিতে হাত ডুবিয়ে ওগুলো আনতে গিয়ে ঠাণ্ডায় প্রায় অবশ হয়ে গেছে ওর হাত।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে আগুনের সামনে হাত গরম করল সে। অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে। অথচ ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও। তার সারা জীবনে এত ক্লান্ত সে আর কোনদিন হয়নি। খুব ভয় করছে ওর–একদিকে নেকড়ে, ইন্ডিয়ান আর ওই দুজন ডাকাত–অন্যদিকে শীত, লীয়ার নিরাপত্তা আর কোর্ট ব্রিজারের দূরত্ব।

'আমরা ঠিক মতই পৌঁছে যাব, লীয়া,' জোরের সাথে বলল জিম। আমি জানি আমরা পারব। আমার কথা বিশ্বাস করো?'

'হ্যাঁ।' দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিল লীয়া। তারপর মুখ তুলে চাইল যেন জিমের উৎকণ্ঠা আর অনিশ্চয়তা সেও কিছুটা বুঝতে পারছে।

'তুমি ওই বাফেলো কোটের নিচে শুয়ে বিশ্রাম নাও, হাতের কাজগুলো সেরে আমিও আসছি।'

মুগুর আর স্লিংটা নিয়ে রেডের কাছে গেল জিম। একটা মোটাসোটা বড় নেকড়ে মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরেই ওত পেতে রয়েছে। অপেক্ষা করছে। বিগ রেড বাঁধা অবস্থায় যতটা সম্ভব দূরে সরে এসে দড়ি টানটান করে দাঁড়িয়ে আছে। খুঁটি তুলতে গেলে ওর ভয় হচ্ছে, হয়তো রেড ছাড়া পেয়ে ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। একা পেলে নেকড়েরা চারদিক থেকে আক্রমণ করে ছিঁড়ে খাবে ওকে।

ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর পিঠ চাপড়ে জিম বলল, 'কোন ভয় নেই, রেড, আমি এসে গেছি।'

মুগুরটা বাম হাতে নিয়ে স্লিঙে একটা পাথর বসিয়ে খুঁটিটার দিকে এগিয়ে গেল সে। নেকড়েটা চারপায়ে উঠে দাঁড়িয়ে একটা ভেঙচি কাটল। ওর গলার ভিতর থেকে গরগর আওয়াজ আসছে। হঠাৎ খেপে উঠল জিম। ওর থেকে বেশি দূরে নয় জন্তুটা। মাথার ওপর স্লিঙ ঘুরিয়ে জিমই প্রথম আক্রমণ চালাল। ওর কপাল ভাল। 'গুপ' শব্দে প্রচণ্ড বেগে পাথরটা নেকড়ের গায়ে লাগল। ব্যথায় সিধে লাফিয়ে উঠল জন্তুটা। এ ধরনের আক্রমণে সে অভ্যস্ত নয়। একটা ডাক ছেড়ে ছুটে অন্ধকারে অদৃশ্য হলো।

চরম উত্তেজনা আর ভয়ে জিমের চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসতে চাইছে। নিচু হয়ে পাগলের মত খুঁটি ধরে টানাটানি শুরু করল সে। ওটা কিছুতেই উঠছে না! ওর পেটের ভিতর প্রজাপতি ডানা ঝাপটে ঘুরে বেড়ানোর অনুভূতি হচ্ছে। বরফের সাথে জমে আটকে গেছে খুঁটিটা। মুগুরের একটা বাড়ি দিয়ে ওটা একটু আলগা করে টেনে তুলল। তারপর তাড়াতাড়ি স্লিঙ আর মুগুর সহ গুহার দিকে পিছিয়ে এল।

ঘোড়াটাকে ভিতরে আগুনের পিছন দিকে নিয়ে গেল। কম্বলের জামাটা আগুনের ধারে শুকাতে দিয়ে আরও কিছু কাঠ চাপাল আগুনে।

সামান্য কিছু রুটি রয়েছে, তারই একটা বড় টুকরা রেডকে খাওয়াল। ওকে খানিক আদর করে বাফেলো কোটটার কাছে কিছু কাঠ স্তূপ করে রাখল। ওখান থেকে হাত বাড়িয়ে আগুনে কাঠ চাপাতে পারবে—ওঠার দরকার হবে না। এবার বাফেলো কোটের নিচে শুয়ে পড়ল জিম। লীয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর গাল ছুঁয়ে দেখল গরমই আছে—শীত করছে না ওর।

নিজের কাঁপুনি থামাবার চেষ্টা করছে সে—জানে কিছুক্ষণের মধ্যেই গরম হয়ে উঠবে ওর দেহ। আগুনের দিকে চাইল সে—পিছনে অন্ধকার। অন্ধকারে কি যেন নড়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে দুটো বড় কাঠ আগুনে গুজে দিল জিম।

গরম হয়ে এসেছে ওর দেহ। বুঝতে পারছে আগুনে আরও একটা কাঠ চাপানো দরকার—কিন্তু হাত বের করতে ইচ্ছে করছে না। শেষ পর্যন্ত হাত বের করে কয়েকটা কাঠ আগুনে ঠেলে দিয়ে নড়েচড়ে আরও ভিতরে ঢুকে শুলো।

কাছেই অস্থির ভাবে নড়াচড়া করছে স্ট্যালিয়নটা। মাঝেমাঝে কান খাড়া হয়ে উঠছে। আগুনটা জ্বলতে জ্বলতে একটু কমজোর হয়ে এল। নেকড়েরা আরও কাছে এগিয়ে এসেছে—ঘোড়াটা পা ঠুকছে, নাক ঝাড়ছে—কিন্তু জিম জাগল না।

পাথরের সাথে ঠেকা দেয়া একটা কাঠ পিছলে আগুনে পড়ল। আবার জ্বলে উঠল শিখা। কিছুক্ষণ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে শিখাটা নিভে গেল। এবার অন্ধকারে কেবল কাঠ কয়লাগুলো লাল হয়ে জ্বলছে। আর জ্বলছে নেকড়েদের চোখ।

তেরো

'ছোঁড়াটাকে খুন করাই আমাদের উচিত ছিল,' বিড়বিড় করে বলল গিল।

বাতাসে কুঁজো হয়ে ঘোড়ার পিঠে বসেছে জক। রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। তুষারের মাঝে বাচ্চাদের ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছে ওরা। 'তুমি ভুলে যাচ্ছ ওটা এরফান জেসাপের ছেলে।'

'তাতে কচু হবে,' চটে উঠল গিল।

সকাল থেকে ঘোড়ার পিঠে চলছে ওরা। এখন রাত বারোটা পার হয়ে গেছে। ঘোড়াগুলো ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত—ওদের অবস্থাও তাই। জিন ছাড়া ঘোড়া চালাচ্ছে গিল, আর মনের আক্রোশে জিমকে গাল দিচ্ছে। এখন পর্যন্ত আশ্রয় নেয়া যায় এমন কোন জায়গাই দুজনের কারও চোখে পড়েনি।

এরফান জেসাপের নেতৃত্বে হ্যাঙ-টাউনের শেরিফ ওখানকার সব পাজি লোকজনকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার আগেই শহর থেকে সরে পড়েছে ওরা। ফাঁসি-কাঠ থেকে বাঁচার জন্যে অনেকেই এমনটা করেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে যাচ্ছে এমন কোন ওয়্যাগন ট্রেন পেলে লুট করার ইচ্ছা নিয়েই ওরা পুবে এসেছিল।

সোনা পাওয়ার খবর পুবে পৌঁছলেই হাজার হাজার লোক ছুটে আসবে পশ্চিমে। কিছুদিন আগেই সোনা পাওয়া গেছে বলে একটা খবর ছড়িয়েছে।

প্রথমে ওরা সল্ট লেকের কাছাকাছিই থাকবে বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু পোর্টার রকওয়েল, বিল হিকম্যান আর ড্যানিটির বহু রকম গল্প শুনে মনে হয়েছে ওদিককার আবহাওয়াটা ওদের ঠিক স্যুট করবে না। তাই ট্রেইলের ওপরই কোথাও আস্তানা গাড়তে চায় ওরা। সুযোগ পেলে খাবার লুট করে শীতকালটা কোন গুহায় কাটিয়ে, বসন্তে ওই পথে লোক চলাচল করার অপেক্ষায় থাকবে।

'দাঁড়াও, গিল!' রাশ টেনে ঘোড়া থামিয়ে সোজা হয়ে বসল জক। 'ধোঁয়ার গন্ধ পেলাম।'

মাথা উঁচু করে বাতাস শুঁকে দুজনেই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে। একটু পরে জক আবার বলল, 'হয়তো আমারই ভুল, কিন্তু—'

'মনে হয় তোমার কথাই ঠিক,' বাধা দিয়ে বলে উঠল গিল। 'আমিও যেন একটু গন্ধ পেলাম।'

স্তব্ধ রাত। মৃদু বাতাস গাছের ওপরকার আলগা তুষার উড়িয়ে নিচ্ছে। স্থির হয়ে বাতাসে গন্ধ চেনার চেষ্টা করছে ওরা। কিন্তু আর কোন গন্ধ পাওয়া গেল না। আবার রওনা হতে যাবে এমন সময়ে একটা নেকড়ের ডাক শুনতে পেল।

'ওই জানোয়ারকে কাছ থেকে কোনদিন দেখেছ, জক?' রওনা হলো গিল। 'আমি একটা দেখেছিলাম—ওজন দুশো পাউন্ডের কম হবে না। র‍্যাঞ্চারের গুলিতে মারা পড়েছিল ওটা। অমন ভয়ঙ্কর দাঁত আমি আগে দেখিনি।'

চলতে শুরু করেছিল গিল, কিন্তু জকের ইশারায় আবার থামল। 'এক মিনিট,' বলল জক। 'আমার মনে হচ্ছে নেকড়েটা কোন শিকারের সন্ধান পেয়েছে—তবে এখনও শিকার করেনি।'

'রাখো ওসব কথা। চলো, শীত করছে আমার।'

এবার দুজনেই একসাথে ধোঁয়ার গন্ধ পেল। দক্ষিণ দিক থেকে আসছে। ঘোড়া ঘুরিয়ে সাবধানে ওদিকে এগুলো ওরা। এখন মাঝেমাঝেই কাঠ পোড়া গন্ধ পাচ্ছে।

'কেউ আগুন জ্বালিয়েছে,' জক বলল। 'শোনো, গিল, এদের সাথে আবার ঝগড়া বাধিয়ে বসো না। ভাল ব্যবহার করলে হয়তো রাতটা ঘুমিয়ে কাটাবার একটা ব্যবস্থা হতে পারে।'

গন্ধটা কখনও হালকা, কখনও কড়া। আবার মাঝেমাঝে বাতাসের সাথে একেবারে মিশে মিলিয়ে যাচ্ছে। ধোঁয়ার উৎস বের করার চেষ্টায় গাছের ফাঁকে ফাঁকে এদিক ওদিক এক ঘণ্টা ধরে খোঁজাখুঁজি করে শেষে ছোট খাড়া পাহাড়টার মাথায় এসে হাজির হলো ওরা।

ওখানেই গন্ধটা জোরাল, কারণ জিম আর লীয়া যেখানে আশ্রয় নিয়েছে সেই পাহাড়ের উপরেই এসে দাঁড়িয়েছে ওরা।

'দেখো!' আঙুল দিয়ে নির্দেশ করল জক। 'ওই যে নেকড়ে বাঘ!'

অন্তত পাঁচটি নেকড়েকে দেখা যাচ্ছে উপর থেকে। তুষারের ওপর ওদের গাঢ় রঙের দেহ পরিষ্কার ফুটে রয়েছে। একটা গুড়ি মেরে ঠিক ওদের নিচেই একটা জায়গার দিকে এগোচ্ছে।

'নিচে একটা কিছুর দিকে লক্ষ্য স্থির করেছে ওরা,' বলল জক। 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওই বাচ্চা দুটোই আছে ওখানে।'

ক্লিফের মাথার কাছে একটু ঘুরে নিচে নামার একটা পথ দেখতে পেল ওরা। টিলাটা ষাট ফুট উঁচু—কিন্তু খুব খাড়া। ওদের ঘোড়া ওই বিপজ্জনক জায়গা দিয়ে নামতে ভয় পাচ্ছে। আরোহীদের তাড়ায় শেষ পর্যন্ত তুষার ছিটিয়ে ছোট ছোট নুড়ি পাথরের ওপর পিছলে নিচে নামল।

বাতাস উল্টো দিকে বইছে তাই নেকড়েগুলোর অজান্তেই নিচে পৌঁছে গেল ওরা। সবচেয়ে কাছের নেকড়েটা পেটের ওপর ভর করে গুটি-গুটি এগোচ্ছিল, এবার যেকোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

স্ট্যালিয়নটা গুহার দেয়ালের কাছে কোণঠাসা হয়ে আছে। আরও এগোল জন্তুটা। বিগ রেড মাথাটা পিছিয়ে দড়ির বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। ওর চোখ দুটো বিস্ফারিত। জীর্ণ দড়িটা ছিঁড়ে গেলে, নেকড়েটা আক্রমণ করল। ঠিক সেই মুহূর্তে জিমও জেগে উঠল।

চোখ খুলেই মাথার ওপরে রেডের পেট দেখতে পেল জিম। ঘোড়াটা পিছনে দুই পায়ে দাঁড়িয়ে বক্সিং প্র্যাকটিস করার ভঙ্গিতে সামনের পা দুটো শূন্যে ঘুরাচ্ছে। ওর চোখের সামনে নেকড়েটা রেডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একই সাথে লাথি চালাল স্ট্যালিয়ন। বিদ্যুৎগতি নেকড়েটা এক চুলের জন্যে খুরের আঘাত কাটিয়ে স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে সরে গেল। কিন্তু ততক্ষণে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে রেড। অন্য নেকড়েগুলো আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে। প্রথমটা লাফ দিল—ওর চোয়ালের ওপর রেডের শক্ত লাথি পড়ল। দ্বিতীয়টা শক্ত চোয়ালের কামড় খেয়ে তুষারের ওপর পড়ল। তৃতীয়টা জোড়া পায়ে লাথি খেয়ে ছিটকে দশ হাত দূরে পড়ে ঝিম মেরে রইল। লাথির চোটে ওর মগজ ঘোলা হয়ে গেছে।

প্রথমে ঘুমের চোখে ব্যাপারটা বুঝতে জিমের কিছুটা সময় লেগেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে ডেরিঞ্জার হাতে বেরিয়ে এল। গুলি করার সুযোগ খুঁজছে সে।

এই সময়ে অন্ধকার থেকে ঘোড়ার পিঠে দু'জন লোক চার্জ করে এগিয়ে এল। ওদের একজন পিস্তল দিয়ে গুলি করল। একটা নেকড়ে পড়ে গিয়ে রক্ত লাল তুষারের ওপর ছটফট করে পা ছুঁড়ছে। লোকটা আবার গুলি করল। কিন্তু দ্রুত ছুটছে বলে নেকড়ের গায়ে গুলি লাগল না। বাকিগুলো আগেই চম্পট দিয়েছে।

ওই ঘোড়াগুলো জিমের চেনা। ঘুরেই লীয়ার হাত ধরে গুহার ভিতরে সবচেয়ে অন্ধকার কোনায় ছুটল সে। যাবার আগে বুদ্ধি করে পাথরের ওপর রাখা কম্বলের তৈরি জামাটা নিতে ভুলল না।

এর আগে গুহার এদিকটায় কি আছে দেখার সুযোগ পায়নি। কতগুলো বড় পাথরের সাথে ধাক্কা খেলো সে। তাড়াতাড়ি পাথর টপকে লীয়াকেও ওপাশে নামতে সাহায্য করল। তাড়াহুড়ায় হাঁটু ছুলে গেছে ওর। আরও ভিতরে সরে গিয়ে পাথরের আড়ালে চুপ করে লুকিয়ে রইল। ভয়ে আর ঠাণ্ডায় কাঁপছে ওর দেহ।

কম্বলের কেপটা লীয়ার পিঠে চাপিয়ে দিল।

'ফাঁস ছুঁড়ে ঘোড়াটাকে ধরে ফেলো!' গিলের চিৎকার শুনতে পেল ওরা। 'জিন নেই বলে আমি পারছি না!'

'বাচ্চা দুটোকে দেখেছ?'

'রাখো তোমার বাচ্চা! আগে ঘোড়াটাকে ধরো!'

পাথরের ওপর দিয়ে উঁকি দিল জিম। ফাঁস তৈরি করে ছুঁড়ে মারল জক—জিম জানে দড়ির ফাঁসে রেডকে ধরতে পারবে না জক—ঘোড়াটা ভীষণ চালাক। মাথা নিচু করে ফাঁস কাটিয়ে একটা চক্কর দিয়ে আবার ঘুরে এল রেড। ঘাড়টা একদিকে বাঁকা, মাথাটা উঁচু করা—দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে।

দড়িটা গুটিয়ে নিল জক। সেই মুহূর্তেই চার্জ করল রেড। রাগের একটা ডাক ছেড়ে জকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। ঘোড়াটাকে ঘুরাতে চেষ্টা করেছিল জক—পারল না। বরফে পা পিছলে ঘোড়াটা জোরে পটকান খেলো।

জকের দিকে প্রচণ্ড বেগে লাথি চালিয়ে মিস করে গিলকে আক্রমণ করল রেড। পিস্তল বের করার চেষ্টা করল সে। ভারী কোটের জন্য সময় মত বের করতে পারল না। স্ট্যালিয়নের আক্রমণ ঠেকাতে গিলের ঘোড়াটা পিছনের দু'পায়ে উঠে দাঁড়াল। পিছলে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ল গিল।

রেডের কাঁধের ধাক্কায় ছোট ঘোড়াটা ধরাশায়ী হয়েই সাথে সাথে লাফিয়ে উঠে ছুটে অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হলো। ওর পিছনে তাড়া করে ছুটল রেড।

গাল বকতে বকতে উঠে দাঁড়িয়ে কোট ঝাড়ল গিল। জক তার ঘোড়াটাকে ওঠাবার চেষ্টা করছে। ভয়ে ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে—অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছে সে।

'খুব হয়েছে! চলো এখান থেকে সরে পড়ি!' জক বলল।

'তুমি যেখানে খুশি যাও,' তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল গিল। 'আমি ওই স্ট্যালিয়নটা না নিয়ে এখান থেকে এক পাও—'

কথার মাঝেই হঠাৎ থেমে চারপাশে চেয়ে দেখল গিল। 'বাচ্চা দুটো কোথায় গেল?'

'আমি দেখিনি। ওরা আর যাবে কোথায়—এখানেই কোথাও আছে।'

'আগুনটা নিভে গেছে,' বলল গিল। 'এটা ওর কাজ বলে মনে হচ্ছে না।' একটা কাঠ নিয়ে আগুনটা খুঁচিয়ে দেখল। 'এখনও কিছু আগুন রয়েছে ভিতরে, কিন্তু খুব কম। এমন শীতের রাতে ছেলেটা কিছুতেই আগুন নিভতে দিত না।'

ঘাড় ফিরিয়ে গুহার চারপাশটা সে খুঁটিয়ে দেখল। রাগের মাথায় গুহার পিছন দিকে গুটিয়ে পড়ে থাকা বাফেলো কোট, আর খাবারের প্রায় খালি হয়ে আসা ছালা, কোনটাই তার নজরে পড়ল না। ভিতরে অবশ্য দেখার মত কিছুই নেই। আগুনের কাছে স্তূপ করা কিছু কাঠ—ব্যস।

আবার একবার চারপাশটা দেখল গিল। 'জক, এটা ওই ছেলের আগুন হতে পারে না,' রায় দিল সে। 'আমার কাছে ইন্ডিয়ানদের আগুনের মত মনে হচ্ছে। হতে পারে ঘোড়াটা ওদের খুঁজে পায়নি, এখনও মুক্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে

ওদের খোঁজে।'

কথাটা বিবেচনা করে দেখল জক, তারপর মাথা নাড়ল। 'আমার তা মনে হয় না। ঘোড়া ছাড়া বাচ্চা দুটো এতদূর কিছুতেই আসতে পারত না। ওরাই এখানে ছিল।' কথাটা বলে একটু ইতস্তত করল জক—সে তার সঙ্গীর মেজাজের কথা ভাল করেই জানে। 'গিল, ওদের কথা ভুলে যাও। চলো এখান থেকে আমরা চলে যাই। এসব কিছুই ভাল ঠেকছে না আমার কাছে।'

'কোন্টা ভাল ঠেকছে না?' খেঁকিয়ে উঠল গিল। 'মাত্র একটা ঘোড়ায় দুজনে কেমন করে যাব?'

এক মুহূর্ত থমকাল জক। হঠাৎ সে বুঝে গেল তাদের দুজনের জন্যে একটা ঘোড়া থাকা মানেই তার বিপদ। সে হয়তো ঘোড়াটাকে ধরে আনতে পারবে—কিংবা ওটা নিজে নিজেই আবার ফেরত চলে আসতে পারে। কিন্তু তা না হলে ব্যাপারটা গিলের সহ্যের বাইরে চলে যাবে। দুটো মানুষের জন্যে একটা ঘোড়া—তারও পছন্দ হচ্ছে না।

গিলের মুখোমুখি দাঁড়াবার কথাটা মনে মনে একবার ভেবে দেখল। অত্যন্ত দ্রুত পিস্তল বের করতে পারে গিল⋯ওর জানামতে প্রথম সারির পিস্তলবাজ⋯গুলি করতে মোটেও দ্বিধা করে না। নিষ্ঠুর খুনে। পরিণাম না ভেবেই খুন করে—ওর রক্তেই রয়েছে খুনের নেশা।

জক নিজেও ভাল লোক নয়, এটা সে স্বীকারও করে। কিন্তু সে ওর চেয়ে অনেক সাবধানী। নিজের চামড়া বাঁচানোর জন্যে অনেক কিছু করতে পারে। বুড়ো বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে চায়। যত ভাবছে সমস্যাটা তার কাছে ততই প্রকট হয়ে উঠছে। গিলের সাথে একটা ঘোড়া নিয়ে চলা তার পক্ষে অসম্ভব। গিল তাকে খুন করে ঘোড়াটা নিয়ে নেবে। তাছাড়া এরফান জেসাপ আর টেকো বিলের মত লোকের হাত থেকে তারা কিছুতেই রেহাই পাবে না।

কথাটা সবাই না জানলেও জক জানে, এরফান একজন ডিপুটি মার্শাল। সিম বয়েনের দলের বিরুদ্ধে সে একা লড়ে ওদের কিভাবে ঘায়েল করেছিল সে গল্পও সে শুনেছে।

'এখন রাতের বেলা অন্ধকারে আর বেরিয়ে লাভ নেই,' হালকা সুরে বলল জক। 'তারচেয়ে আগুনটা ভাল করে ধরিয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম নেয়া যাক। বাচ্চারা আশেপাশে কোথাও থাকলে স্ট্যালিয়নটা আবার ফিরে আসবে।'

নিজের মনেই বকবক করতে করতে ধীরে গিলের রাগ কিছুটা পড়ে এল। ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে কাঠ জোগাড় করার কাজে লেগে গেল জক। গিলকে না ঘাঁটানোই ভাল—কখন যে সে আবার হঠাৎ রাগে ফেটে পড়বে তার কোন ঠিক নেই।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে জক। গিলের সাথে আর তার থাকা চলবে না। প্রথম সুযোগেই কেটে পড়বে। মানুষ মারতে গিলের কোন অজুহাতের দরকার হয় না—পরেরবার ওর সাথে তর্কাতর্কি বাধলে সোজাসুজি জককে খুন করে ফেলবে সে।

আগুনটা ভাল করে ধরে উঠলে গুহার ভিতরের চিহ্নগুলোর দিকে মন দিল জক। অনেক ছাপ দেখা যাচ্ছে। তাদের নিজেদের আর স্ট্যালিয়নটার পায়ের ছাপ আগের ছাপগুলোকে চেনার অযোগ্য করে ফেলেছে।

দুজনের কেউ গুহার পিছন দিকটা খুঁজে দেখার দরকার মনে করল না। ওরা ধরেই নিয়েছে বাচ্চা দুটো আগেই এই গুহা ছেড়ে চলে গেছে।

পাথরের আড়ালে লীয়া আর জিম চুপ করে বসে আছে। আগুন জ্বালানো গুহায় বাইরের মত অতটা ঠাণ্ডা না থাকলে কিছুটা শীত করছে। ওই বাফেলো কোটটা থাকলে বেশ হত—কিন্তু ওটার দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

লীয়ার হাত ধরে ছুটে পালাবার সময়ে জিমের পা লেগে কোটটা অন্ধকার কোনায় চলে গেছে। ওটা এমন ভাবে স্তূপ হয়ে পড়ে আছে যে একটা পাথরের মতই দেখাচ্ছে। যদি কোনভাবে···

কিন্তু সাথে সাথেই ওই চিন্তা মাথা থেকে দূর করল জিম—কোন চান্স নেই। চুপচাপ অপেক্ষা করতে হবে ওকে। সকাল হতে আর বেশি দেরি নেই। সকাল হলে হয়তো লোক দুটো চলে যাবে।

শেষ পর্যন্ত আগুনে আরও কিছু কাঠ চাপিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। কম্বলের কেপটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে লীয়াও ঘুমিয়ে পড়েছে। উৎকণ্ঠায় জিমের ঘুম আসছে না। হঠাৎ তার মনে হলো এখান থেকে বেরোবার আর কোন রাস্তা নেই তো? সন্তর্পণে বুট খুলে মোজা পায়ে একপা একপা করে গুহার ভিতর দিকে রওনা হলো সে। পা ফেলার আগে ভাল করে দেখে নিচ্ছে—সামান্য পাথর গড়ালেও ওদের ঘুম ভেঙে যেতে পারে।

অল্প খানিকটা এগোতেই গুহা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু না—বাম দিকে বাঁক নিয়ে এগিয়ে গেছে ওটা। পিছন দিকে আর একবার চেয়ে দেখে বাম দিকে এগোল জিম। গুহার এই অংশটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। যে দিক থেকে এসেছে সেখানে তবু আগুন থেকে কিছুটা আলো আসছিল।

এবার তার খেয়াল হলো এখানে একটুও বাতাস বইছে না। গুহাটার আর কোন মুখ থাকলে অবশ্যই কিছু না কিছু বাতাস বইত। পকেট থেকে ম্যাচ বের করে আর একবার চিন্তা করল জিম। এখান থেকে ওদিককার আলো দেখা যাচ্ছে না—অর্থাৎ ওদিক থেকেও এই আলো দেখা যাবে না। কিন্তু শব্দ? ঘুমের মধ্যে হয়তো শব্দটা ওরা টের পাবে না। ম্যাচের আলোয় ভিতরটা দেখে নেয়ার ইচ্ছাটা সামলাতে পারল না। ওদিকে যেন আলো বা শব্দ না যায় এজন্যে নিজের দেহ দিয়ে আড়াল করে একটা ম্যাচের কাঠি ধরাল জিম।

বেশ প্রশস্ত জায়গা। দেয়ালের পাথরগুলো এত চকচক করছে কেন?

কাছে এগিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। সোনা! সে কি দৈবাৎ একটা সোনার খনি আবিষ্কার করে ফেলল? উত্তেজনায় বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছে। একটা আলগা পাথর খুলে নিয়ে পকেটে ভরল সে। ওদিকে লীয়া কি করছে দেখা দরকার। ঘুম ভেঙে ওকে না দেখলে মেয়েটা ভয়ে কেঁদে উঠতে পারে। তাড়াতাড়ি

ফিরে চলল সে। মোজা পরা পা দুটো ঠাণ্ডায় জমে আসছে।

লীয়ার ঘুম ভাঙেনি। তবে জক আগুনে আরও কাঠ চাপাতে উঠেছে। বাইরে আকাশটা ফিকে হয়ে এসেছে। আগুনটাকে ভাল করে খুঁচিয়ে কয়েকটা কাঠ চাপিয়ে দিয়ে গুহার মুখের কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিল জক। সাদা চাদরের মত পৃথিবীটাকে ঢেকে রেখেছে তুষার। কোথাও কিছু নড়ছে না। ঘোড়া বা নেকড়ে কাউকেই দেখা গেল না। ফিরে এসে আবার শুতে যাবে, এই সময়ে কোটটা ওর চোখে পড়ল। এক মিনিট অবাক চোখে চেয়ে রইল—যেন ওটা একটা অদ্ভুত জীব। তারপর এগিয়ে বাফেলো কোটটা তুলে আবার ছেড়ে দিল।

'গিল,' ডাকল সে।

জকের গলার শব্দে মুহূর্তে চোখ খুলে চাইল গিল। 'গিল, এটা আর কারও আস্তানা হবে। এই যে এখানে ওর কোটটা পড়ে রয়েছে।'

উঠে বসে কোটটার দিকে চেয়ে রইল গিল। কোটের উপস্থিতিতে একটা নতুন সমস্যার সৃষ্টি হলো। সমস্যা পছন্দ করে না সে। ওই লাল স্ট্যালিয়নটার ওপর চোখ পড়ার পর থেকেই তার আর সমস্যার অন্ত নেই।

'বছরের এই সময়ে আবার এদিকে কে আসবে?' বিরক্ত স্বরে প্রশ্ন করল গিল।

'কেউ নিশ্চয়ই এসেছে,' উত্তর দিল জক। 'নইলে ভাল একটা কোট শীতের সময়ে কেউ ফেলে যাবে না।'

টানটান হয়ে শুয়ে আবার ঘুমাবার চেষ্টা করল গিল। কিন্তু কোটের ব্যাপারটা তার মনকে খোঁচাচ্ছে। একটু পরে আবার বুট পরে নিল। তাছাড়া জক ওদিকে মাংস ভাজি করছে ফ্রাইংপ্যানে—গন্ধটা ওর খিদে চাগিয়ে তুলেছে।

'ওর সাথে নিশ্চয়ই ঘোড়া থাকবে,' মন্তব্য করল গিল। 'আমাদেরও একটা ঘোড়া বা অন্তত একটা জিন দরকার।'

'ওর কাছেও নিশ্চয় অস্ত্র আছে,' সাবধান করল জক। 'এতক্ষণে সে জেনে গেছে আমরা এখানে আছি। নইলে ব্যাটা ফিরে আসেনি কেন?'

দুজনে নীরবেই বসে খাওয়া শেষ করল। পাথরের আড়ালে উবু হয়ে বসে আড়চোখে লীয়ার দিকে চাইল জিম। মেয়েটা এখনও ঘুমাচ্ছে। জিমের ভয় হচ্ছে ঘুমের মাঝে নড়লে বা কোন শব্দ করলেই বিপদ—ওরা মাত্র পনেরো বিশ ফুট দূরে রয়েছে। সাথে সাথেই ধরা পড়ে যাবে। আর ধরা পড়লে যে কি ঘটবে তা জিমের ভাল করেই জানা আছে।

এক বুলেটের ডেরিঞ্জারটা শক্ত মুঠোয় ধরে বসে আছে সে। কি করতে হবে সেটা সে মনেমনে আগেই ঠিক করে রেখেছে। দুজনের যেই ওদের খুঁজে বের করুক না কেন গিলকেই গুলি করবে সে। ওদের মধ্যে গিল লোকটাই বেশি পাজি। জিমের মনে হয় জকও যেন ওকে ভয় পায়।

কিন্তু কাউকে গুলি করতে চায় না সে। কেবল বাবাকে খুঁজে পেতে চায়।

কয়েক মাইল উত্তরে লোন মুন তুষারের ভিতর ছয়জনের একটা দল নিয়ে এগিয়ে আসছে দক্ষিণ দিকে। নিজেদের ক্যাম্প ছেড়ে এসে দুদিনের মধ্যেই কাজ

উদ্ধার করে ফিরতে পারবে বলে ওরা আশা করেছে। দুটো ক্যাম্পই লুট করবে ওরা। তবে লোন মুন আগে থেকেই বলে রেখেছে ওই লাল ঘোড়াটা ওর চাই।

ওদিকে এরফান শীতের সকালে উঠে ভোর বেলা আগুন জ্বালানোর জন্যে কাঠ সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে। সবচেয়ে উঁচু টিলাটার ওপর উঠে চারদিক ভাল করে দেখে নিচ্ছে। আকাশের মেঘ পরিষ্কার হয়ে গেছে—কিন্তু ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে এখন। তুষারপাতের পর আকাশ পরিষ্কার হলে তাই হয়।

বিশাল প্রান্তরে চোখ বুলাল সে। কোথাও কিছু নড়ছে না, কোন শব্দও নেই।

ওর পক্ষে বার্নি বা টেকো বিলকে থাকতে বলা আর শোভা পায় না। কোন বাচ্চার পক্ষেই এই আবহাওয়ায় একা টিকে থাকা সম্ভব নয়। যদি বরফে আটকা পড়ে থাকে তবে বসন্তের আগে আর ওদের মৃতদেহ পাওয়া যাবে না। ওদের আর আটকে রাখতে চায় না। তবে সে নিজে একাই খোঁজ চালিয়ে যাবে। জিম তার নিজের ছেলে, আর লীয়া তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মেয়ে।

ঘুরে বুটের তলায় বরফ ভেঙে সে ক্যাম্পের দিকে রওনা হলো।

ঠিক একই সময়ে ধোঁয়া দেখতে পেল এরফান।

চোদ্দ

ধোঁয়াটা অনেক দূরে—আকাশে একটা ক্ষীণ আভাস মাত্র। অভ্যস্ত চোখ আর পাহাড়ের বিভিন্ন রঙের সাথে খুব পরিচিত মানুষ ছাড়া ওটা আর কারও চোখে পড়ার কথা নয়। পশ্চিমে কে কি দেখল সেটার বেশি গুরুত্ব নেই—কিন্তু দেখে কে কি বুঝল সেটাই আসল কথা। আকাশের হাজারও রঙ আর ঝড়ের ভিতরও অভিজ্ঞ চোখ অনেক কিছু দেখতে পায়।

একজন ট্র্যাকার যেমন ধুলোর ওপর অনেক কিছু পড়তে পারে, এও ঠিক তেমনি।

এরফান যা দেখল তা ওটার আশপাশের গাছের অস্পষ্ট রঙ থেকে যেন একটু আলাদা। আকাশের রঙের সাথে তফাতটা প্রায় ধরাই যায় না। ওটা ধোঁয়া বা ধুলোও হতে পারত। কিন্তু তুষারের কারণে এখন আকাশে ধুলো ওড়ার প্রশ্নই ওঠে না।

অন্যদের ডাকতে গেল না এরফান। এমন হালকা একটা চিহ্ন সহজেই হারিয়ে যেতে পারে। ওখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে জায়গাটা ভাল করে চিনে নিল। জায়গাটা কোথায় নিশ্চিত হওয়ার পরেই ক্যাম্পে ফিরল সে।

বার্নি আর টেকো বিল দুজনেই মনোযোগ দিয়ে শুনল ওর কথা। টেকো বিল উঠে আগুনটা নেভাতে নেভাতে বলল. 'মনে হয় আমাদের একটু খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই রওনা হয়ে গেল ওরা। গাছের আড়াল দিয়ে

এগোচ্ছে। মাঝেমাঝে কেবল দিক ঠিক আছে কিনা দেখার জন্যে খোলা জায়গায় বেরোচ্ছে। তিনজনেই নিজেদের রাইফেল কোলের কাছে প্রস্তুত রেখেছে। হতে পারে ওই ধোঁয়ার ওখানে বাচ্চা দুটো আছে। আবার এমনও হতে পারে ইন্ডিয়ান বা ঘোড়া চোর লোক দুটোর ক্যাম্প ওটা।

'ওই লোকটা,' হঠাৎ বলে উঠল বার্নি। 'আমার মনে পড়েছে লোকটা কে।'

ওরা অপেক্ষা করছে।

'ওর নাম গিল বুখারেস্ট। অন্তত ওই পরিচয়েই ওকে আমি জেনেছি। খুব বদ মেজাজি পাজি লোক।'

'আমিও চিনি ওকে,' বলল টেকো বিল। 'বেশ কিছু লোককে খুন করে যথেষ্ট নাম করেছে ও। হ্যাঙটাউনের আশপাশে কয়েকটা ডাকাতির সাথেও সে জড়িত ছিল বলে সন্দেহ করা হয়।'

'আমার লিস্টে ওর নামও ছিল,' বলল এরফান। 'কিন্তু হ্যাঙটাউনে গিয়ে আর ওর দেখা পাইনি।'

একটা ভাঙাচোরা জায়গার ওপর দিয়ে যাচ্ছে ওরা। চলার কোন সোজা পথ নেই। বারবার বাধা-বিঘ্ন পড়ছে, ঘুরে সেগুলো এড়িয়ে এগোতে হচ্ছে। ছড়িয়ে পড়ে মাটিতে কোন ট্র্যাক পাওয়া যায় কিনা দেখতে দেখতে চলছে। কিন্তু যেখানে ধোঁয়া দেখা গিয়েছিল তার কাছাকাছি পৌঁছার আগে কোন চিহ্নই দেখতে পেল না ওরা।

হঠাৎ হাত উঠিয়ে সবাইকে ওর কাছে যেতে বলল বার্নি। 'ইন্ডিয়ান। চার থেকে আটজন হবে।'

ঝামেলা বাড়ল। ওরা কেবল বাচ্চাদের খুঁজে বের করতে চায়—শাইয়্যানদের সাথে যুদ্ধে নামার কোন ইচ্ছা ওদের নেই। তাছাড়া বেশি গোলাগুলির শব্দ হলে আরও ইন্ডিয়ান এসে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটা ইন্ডিয়ান এলাকা।

'দক্ষিণ-পুবে যাচ্ছে ওরা,' টেকো বিল মন্তব্য করল। 'তোমার কি মনে হয় ধোঁয়াটা ওরাও দেখেছে?'

'হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে ওই অনুসরণকারী ইন্ডিয়ানটাই আমাদের ট্র্যাক দেখতে পেয়ে সাহায্য নিয়ে এসেছে। আমাদের সাবধান থাকা দরকার।'

এরফান জেসাপ বেশি আশা করছে না। সে জানে ওটা বাচ্চাদের আগুনের ধোঁয়া নাও হতে পারে। কোন পথিকের আগুন থেকেও উঠতে পারে ওই ধোঁয়া। তবে মাথায় দোষ না থাকলে এই সময়ে কেউ এই বিজন এলাকায় আসবে না।

ধোঁয়া যা দেখা গিয়েছিল তা এখন মিলিয়ে গেছে। কিন্তু ওরা জানে যেখান থেকে ধোঁয়া উঠেছিল তার এক মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেছে।

'আমরা আরও ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে পারি,' প্রস্তাব দিল বার্নি।

'না তাতে ঝুঁকি অনেক বেশি,' জোর দিয়ে বলল এরফান। 'আমরা পুরো এলাকাটা ঘিরে একটা চক্কর দেব। এই এলাকায় যেই ঢুকে থাকুক চিহ্ন দেখতে পাব আমরা।'

টেকো বিল বলল, 'হ্যাঁ, এতে সময় বেশি লাগবে তবে অন্ধের মত ঘোরার চেয়ে ওই পথে নিশ্চিত হয়ে এগোনো যাবে।'

সাবধানে চলছে ওরা। এরফান সবার আগে। গাছের ফাঁক দিয়ে এগোচ্ছে। বুনো জানোয়ার ছাড়া আর কোন চিহ্ন ওদের চোখে পড়েনি।

পরিবেশটা খুব ঠাণ্ডা আর নীরব। বাতাসটা স্বচ্ছ—পরিষ্কার। যে কোন শব্দের জন্যে কান খাড়া রেখেছে ওরা।

নিচু স্বরে টেকো বিল বলল, 'আমার কাছে এই নীরবতা ভাল ঠেকছে না। আমরা জানি আশপাশেই ইন্ডিয়ান রয়েছে।'

নদী পেরিয়ে পাড় ঘেঁষে সবাইকে এগিয়ে নিয়ে যচ্ছে এরফান।

মাংসের শেষ টুকরোটা খাওয়া শেষ করে গিল বলল, 'এই জায়গাটা আর পছন্দ হচ্ছে না—একটা ঘোড়া আমার চাই।'

'তোমার টাট্টুটাকে ধরে আনা খুব কঠিন হবে না,' বলল জক। 'আমার ঘোড়াটা নিয়ে খুঁজে দেখছি আমি।'

শ্বাস বন্ধ করে গিল কি বলে শোনার অপেক্ষায় আছে জক। কিন্তু গিলের মাথায় অন্য চিন্তা চলছে। 'আমরা ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে যেতে পারি,' বলে চলল সে। 'লস অ্যাঞ্জেলেস চমৎকার জায়গা। এখানকার মত এত ঠাণ্ডা ওখানে নেই।'

'ঠিক আছে, আমি তোমার ঘোড়াটা নিয়ে আসছি।'

চোখ তুলে তাকাল গিল। ওর সাপের মত চোখ দুটো জকের ওপর স্থির হয়ে রয়েছে। 'যাচ্ছ, ভাল কথা—কিন্তু লক্ষ্মী ছেলের মত আবার ফিরে এসো। নইলে যেভাবে হোক তোমাকে খুঁজে বের করে খুন করব আমি।'

'বোকার মত কথা বোলো না। আমার মাথা খারাপ হয়নি যে ইন্ডিয়ান এলাকায় একা পথ চলব। তুমি স্থির হয়ে বসো...ঘোড়াটাকে ঠিকই খুঁজে নিয়ে আসব আমি।'

চামড়ার রাশগুলো একত্র করে ঘোড়ায় চড়ার জন্যে রেকাবে পা রাখল সে। ওর মাথার পিছন দিককার চুল দাঁড়িয়ে গেছে। সে স্বপ্নেও ভাবেনি ওকে এভাবে যেতে দেবে গিল। কিন্তু তাই ঘটল। চুপচাপ বসে কুতকুতে চোখে জকের যাওয়া লক্ষ্য করল সে।

জক চোখের আড়াল হতেই উঠে দাঁড়াল গিল। দাঁত বের করে হাসছে। 'বোকার হদ্দ,' জোরে জোরেই বলল সে, 'ভেবেছ ওটা কার কোট আমি জানি না?'

স্লুক বাস্টারের সোনা পাওয়া নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যান্টিনে জোর গল্প আর জল্পনা-কল্পনা চলে। বাস্টারের একটা হাত অন্য হাতের চেয়ে একটু ছোট। অনেক বছর আগে একটা দুর্ঘটনায় ওর হাত ভেঙে গিয়েছিল। হাতটা সুবিধা মত ব্যবহার করার জন্যে নতুন কোট কিনে পরার আগে একটা হাতা কেটে ছোট করে নিত সে। এত কথা গিল জানে কারণ ওকে চেনে সে।

জক কোটটা তুলে ধরার সময়েই সে দেখেছে কোটের একটা হাতা ছোট। ওটা যদি স্লুক বাস্টারের কোট হয় তবে কাছাকাছিই কোথাও হবে তার সোনার

খনি। হয়তো এক বাক্স সোনাও থাকতে পারে এখানে।

গুহার দেয়ালের কাছে গিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখছে—সোনা লুকানো থাকলে কিছু চিহ্ন থাকবেই।

চুপ করে পড়ে আছে জিম। ও যেখানে আছে সেখান থেকে গিলকে দেখা যাচ্ছে না। লোকটা দেয়ালের কাছে কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। উঁকি দিয়ে দেখতে খুব ইচ্ছা করছে—কিন্তু তাতে ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। শব্দ শুনে বুঝতে পারছে ধীরে ধীরে ওদের কাছে সরে আসছে গিল। যে পাথরের আড়ালে ওরা লুকিয়ে আছে তা থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে এসে দাঁড়িয়েছে সে! হঠাৎ ঘুরে আগুনের কাছে ফিরে গেল লোকটা। আগুনটাকে উস্কে দিয়ে হাতের আঙুলগুলো গরম করে এক কাপ কফি ঢেলে নিয়ে চুমুক দিতে শুরু করল।

শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে জিম। হাতের আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেছে। লীয়াকে আর একটু ভাল করে ঢেকে দিতে চেষ্টা করল—ওর ভয় হচ্ছে লীয়ার ঘুম ভেঙে যেতে পারে। ছুটে পালাবার কথাও ভাবল একবার—কিন্তু লীয়া জোরে দৌড়াতে পারবে না। তাছাড়া গিল যা অস্থির আর ছটফটে—গুলি করে বসতে পারে।

একটু একটু করে কফিতে চুমুক দিচ্ছে গিল। কয়েকবার চোখের পলক ফেলে জেগে উঠল লীয়া। নিজের ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রেখে ওকে নীরব থাকতে ইশারা করল জিম। বাইরের গাছ আর ঝোপের দিকে সতৃষ্ণ চোখে চাইল সে। মাত্র বিশ ফুট দূরেই ওগুলো দেখা যাচ্ছে। গিল যে নেকড়েটাকে মেরেছে ওটাও ওখানেই পড়ে আছে। ঘন ঝোপটার থেকে অল্প একটু দূরে।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল জিমের মাথায়। স্লিঙে একটা পাথর লাগিয়ে হাত ঘুরিয়ে বাইরের দিকে ছুঁড়ে মারল। পাথরটা শব্দ তুলে একটা গাছের গুঁড়ির সাথে ধাক্কা খেলো। ডান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের পিস্তলটা তুলে নিল গিল।

জিম কাউকে এর আগে এত দ্রুত নড়তে দেখেনি। থামল না গিল—নিজের অবস্থান পরিবর্তন করার সময়ে রাইফেলটাও হাতে তুলে নিল সে। গুলি করার জন্যে তৈরি হয়ে শুয়ে রইল। জিমের এতে কোন সুবিধাই হলো না।

এখন কোনরকম নড়াচড়া করলেই গিল ফিরে তাকাবে। সেই সাথে গুলি করবে। জিম আশা করেছিল গুহার বাইরে ঝোপের কাছে যাবে সে। স্লিঙে আর একটা পাথর বসিয়ে মারল জিম। এবার আর একটু দূরে।

গিলের রাইফেলের নলটা একটু উঁচু হলো—কিন্তু জায়গা থেকে নড়ল না সে। বিভ্রান্ত বোধ করছে; এবার হাঁটুর ওপর উঠে বসল।

'তৈরি থাকো,' ফিসফিস করে লীয়াকে বলল জিম। 'আমাদের ছুটে পালাতে হবে।'

হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল গিল। এক লাফে বেরিয়েই ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হলো। পরের মুহূর্তেই জিম আর লীয়াও ছুটল। অন্য দিকের একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে কুঁজো হয়ে বসে রইল ওরা।

বেশ কিছুক্ষণ হয় গিল বাইরে গেছে। দুজনে চুপ করে বসে আছে

ওরা—নড়াচড়া করতেও সাহস পাচ্ছে না। দেখল গিল হেঁটে ফিরে আসছে ধীর পায়ে। আগুনের কাছে পৌঁছার আগেও সে এদিক ওদিক চায়নি। ওখানে দাঁড়িয়ে মাথা ঘুরিয়েই জমে স্থির হয়ে গেল।

গিল যেদিকে চেয়ে আছে সেদিকে চাইল জিম। ওর বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। স্নোর ওপর ওদের তাজা পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। ওরা যেখানে ঝোপের ভিতর ঢুকেছে ওখানে মানুষ বা কোন জন্তুর পায়ের ছাপ ছিল না। ওদের পায়ের ছাপগুলো দিনের আলোর মতই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

শান্তপায়ে ছাপগুলো পরীক্ষা করতে করতে এগিয়ে এল গিল। তারপর ঝোপের দিকে চেয়ে সে বলল, 'তোমরা বরং ভিতরেই চলে এসো বাছারা। বাইরে অনেক শীত—ঠাণ্ডায় জমে যাবে।'

'জিম, চলো আমরা আগুনের কাছে গিয়ে বসি,' অনুরোধ জানাল লীয়া—সে জানে না ওই লোক তাদের জন্যে কতখানি বিপজ্জনক।

জিম নিজেও আগুনের পাশে গরম থাকতে চায়। আজকে আরও বেশি শীত পড়েছে—তাছাড়া ওই বড় বাফেলো কোটটাও ভিতরে রয়েছে। হয়তো সুযোগ বুঝে…

'ভিতরে চলে এসো, এখানে সুন্দর আগুন পোহাতে পারবে।' গিলের গলাটা শান্ত—নরম। 'তোমার সাথে কিছু কথাও আছে আমার—আমরা কথা বলে হয়তো একটা চুক্তিতে আসতে পারি।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'আমি জানি-তোমার বাবা কোথায় আছে।'

লোকটা কি মিথ্যা বলছে? ইতস্তত করছে জিম। লীয়া ওর জামার হাতা ধরে টানল। 'বাবার কাছে আমাদের নিয়ে যাবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'নিশ্চয়,' বলল গিল। 'তুমি বলো আমাকে ওই কোটের মালিক কোথায় আছে—আমি নিজে তোমার বাবার কাছে পৌঁছে দেব তোমাকে।'

অন্তত গরম থাকতে পারবে ওরা। এখন পালাতে চেষ্টা করলে পায়ের ছাপ দেখে সহজেই লোকটা ওদের খুঁজে বের করতে পারবে। ওর কথা শোনাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। হয়তো ওকে ভুলিয়ে কাজ উদ্ধার করতে পারবে সে। তবে এ সম্পর্কে তার নিজের মনেই যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। 'ঠিক আছে, আমরা আসছি,' বলল জিম।

লীয়ার হাত ধরে বেরিয়ে এল সে। আগুনের পাশে বসে ওদের দিকে চাইল গিল। লোকটার খুদে নিষ্ঠুর চোখ দুটো হাসছে। 'তোমাকে একটু কফি দেব, বাছা? তোমাদের দুজনেরই কিছু গরম কফি খাওয়া দরকার। তোমাদের ভিতরটা গরম হবে।'

একটা মগ থেকেই লীয়া আর জিম পালা করে চুমুক দিয়ে কফি খাওয়া শুরু করলে গিল প্রশ্ন করল, 'ওই কোটটা কার? কোথায় আছে সে?'

'আমি ঠিক জানি না।'

'কখন ফিরবে জানো?'

'না স্যার।'

গিলের চেহারায় বিরক্তি প্রকাশ পেল। 'শোনো, খোকা, নিজের ভাল চাইলে আমার কাছে মিথ্যা বোলো না। ওই কোটটা কিছু আগেও ব্যবহার করা হয়েছে।'

'আমরা ব্যবহার করেছি—ওটার তলাতেই এখন ঘুমাই। আমরাই নিয়ে এসেছি ওটা।'

'মিথ্যা কথা। তোমাদের কাছে আগে ওই কোট ছিল না।'

'না, স্যার। এখানে আসার পথে পেয়েছি ওটা।'

সন্দিগ্ধ চোখে ওদের দিকে চাইল গিল। 'পড়ে পেয়েছ? কোথায়?'

'ওদিকে। আমরা ঝড়ের সময়ে যেখানে ক্যাম্প করেছিলাম সেখানেই পেয়েছি। কেতলি আর ফ্রাইং প্যানটাও ওখানেই ছিল।'

একটু ভেবে দেখল গিল। ওর কাছে মনে হলো কথাটা সত্যিও হতে পারে। স্নুক বাস্টার ধুরন্ধর লোক। এমন খোলামেলা জায়গায় স্থায়ী ক্যাম্প করবে না সে।

'তারমানে স্নুক বাস্টারের সাথে তোমাদের দেখা হয়নি?'

'কাউকেই দেখিনি। ওর আস্তানায় ধুলো পড়া অবস্থায় ছিল কোটটা। ওখানে অনেকদিন কারও পা পড়েনি। লোকটা নিশ্চয় বাইরে বেরিয়ে আহত হয়েছে, কিংবা ইন্ডিয়ানদের হাতে মারা পড়েছে।'

'এই ধারণা কি করে হলো তোমার?'

'কোট, কম্বল, হারিকেন, এসব একটা তাকে তুলে রেখেছিল সে। তাই, মনে হচ্ছে, ওগুলোর যখন প্রয়োজন ছিল না—অর্থাৎ সামারে লোকটা বাইরে বেরিয়েছিল—আর ফিরতে পারেনি। ফেরার ইচ্ছা না থাকলে এত কিছু ফেলে রেখে যেত না।'

একটু ভেবে গিলের কাছে কথাটা যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হলো। 'তুমি বেশ বুদ্ধিমান ছেলে।' আবার ওদের কফি কাপ ভরে দিল গিল। 'জক ফিরে এলে ওর সামনে এসব কথা বোলো না—বুঝেছ?'

'ঠিক আছে, তুমি যদি মানা করো, বলব না। কিন্তু তাহলে কি লাভের অংশ দেবে আমাকে?'

দাঁত বের করে হাসল গিল। 'আমি কোন লাভের কথা ভাবছি বলে তোমার মনে হয়? স্নুক বাস্টারের কি ছিল?'

'সোনা বা ফার,' জবাব দিল জিম। 'তবে ফার হওয়ার সম্ভাবনা কম। এদিকে চলার পথে কোন ফাঁদ আমার চোখে পড়েনি—সোনাই হবে।'

সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল গিল। চতুর লোক, সে। কেউ তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালে সে ভয়ঙ্কর আর নির্দয়—কিন্তু ঘিলুর দাম দিতে জানে। ওর মনে হচ্ছে এই ছেলেটার তা আছে। তবু দুঃখের বিষয় ছেলেটাকে তার হত্যা করতে হবে। ওই ছোট মেয়েটা না থাকলে…

'তুমি ওর সোনা কোথায় আছে দেখেছ?' প্রশ্ন করল গিল।

'না, স্যার, তবে আমার মনে হয় ওটা খুঁজে পাওয়া কঠিন কিছু হবে না। ইন্ডিয়ানদের ভয়ে বাইরে বেশি ঘোরাফেরা করতে সাহস পাবে না সে—তারমানে ওর আস্তানার আশেপাশেই কোথাও সোনা রয়েছে।'

'সুন্দর যুক্তি—আর কি মনে হয় তোমার?'

'আমার ধারণা লোকটা কাজে যাওয়ার পথে আহত হয়েছে কিংবা মারা পড়েছে। আমি ওখানে কোন কোদাল বা কুড়াল দেখিনি। হয়তো সেগুলো ওর সাথেই ছিল...তবে ওগুলো সে কাজের জায়গাতেও রেখে থাকতে পারে। বারবার বয়ে বেড়ানোর চেয়ে সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাছাড়া ইন্ডিয়ানদের ভয়ে রাইফেলটা তার সবসময়ে কাছে রাখতেই হবে।'

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে গিল। জিম আগুনের আরও একটু কাছে ঘেঁষে বসল। ডেরিঞ্জারটা এখনও তার কাছেই রয়েছে। গিল যদি লীয়ার কোন ক্ষতি করতে চেষ্টা করে তাহলে গুলি করবে সে।

জিমের মাথার ভিতরে দ্রুত চিন্তা চলছে—কিভাবে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া যায়। যাওয়ার সময়ে ওই কোটটা আর কিছু খাবারও সাথে নিতে হবে।

আগুনের পাশে বসে এখন কিছুটা আরাম বোধ করছে জিম। কিন্তু গিল ওর দিকে চেয়ে যেভাবে হাসছে সেটা ভাল ঠেকছে না। কিছুটা সময় হাতে পাওয়ার জন্যে সাধারণত যা বলে তার চেয়ে অনেক বেশি কথা বলছে জিম।

'তোমরা নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করো,' শান্ত স্বরে বলল গিল। 'আমাদের হঠাৎ করে বড়লোক হয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ এসেছে। জককে এ ব্যাপারে কিছু বোলো না। লোকটা খুব খারাপ—আর বাচ্চাদের সে দুচোখে দেখতে পারে না।'

কয়েক মিনিট নীরবে সিগারেট ফুঁকে সে আবার বলল, 'তোমার কি মনে হয় ওই লাল ঘোড়াটা আশেপাশেই কোথাও আছে?'

'থাকতে পারে। আমাকে ছেড়ে বেশিদূর যাবে না সে।'

'তোমার ডাক ওর কানে গেলে ও আসবে?'

'মনে হয় আসবে।'

'ওই উঁচু ঢিবিটার ওপর উঠে কয়েকবার ডেকে দেখো না কি হয়? এই ছোট মেয়েটা আমার কাছেই থাক...তাহলে তুমি ঠিকঠিকই ফিরে আসবে।'

'ওর গায়ে হাত তুলবে না তুমি।'

'এটা কি ধরনের কথা হলো, পার্টনার? যাই হোক, স্লুক বাস্টারের আস্তানা কোথায় সেটা আমার জানা নেই, সুতরাং এই অবস্থায় নিশ্চয় তোমাকে চটাতে যাব না আমি? যাও, কয়েকবার ডেকে দেখো কি হয়।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগোল জিম। ধীর পায়ে ঢিবির মাথায় উঠল। গিলের থেকে ওর দূরত্ব একশো ফুটেরও কম। এক হাতে লীয়াকে ধরে বসে আছে সে।

জিম ডাকল, 'রেড! রেড!'

বাতাসটা পরিষ্কার। ওর চিকন গলা অনেক দূর পর্যন্ত শোনা গেল। উইন্ড রিভার মাউন্টেনস কয়েক মাইল উত্তরে।

এবার পাহাড়ের দিকে ফিরে ডাকল, 'রেড! চলে এসো বিগ রেড!' একটু অপেক্ষা করে আবার ডাকল সে।

এরফান জেসাপ বীভার ক্রীকের কাছে ঘোড়ার মুখ ফেরাল। উত্তর দিকে এগোচ্ছে এখন। টেকো বিল আর বার্নি ওর পিছন পিছন যাচ্ছে। ওরা জানে

ধোঁয়ার কয়েকশো গজের মধ্যে এসে পড়েছে—কিন্তু কোন চিহ্ন ওদের চোখে পড়ছে না।

জিনের ওপর ঘুরে টেকো বিলের দিকে চাইল এরফান, 'আমি শিওর, এখানেই—'

কথাটা শেষ করল না সে। হালকা একটা ডাক ওর কানে পৌঁছল। 'রেড! ফিরে এসো রেড!'

পনেরো

চিৎকার করে জবাব দিতে যাচ্ছিল এরফান—ওর হাত খামচে ধরল টেকো বিল। 'এরফান! আওয়াজ দিও না!' ফ্যাঁস-ফ্যাঁসে গলায় বলল সে।

আঙুল দিয়ে দিক নির্দেশ করল বিল…উল্টোদিকের ঢালে, মাত্র আধ মাইল দূরেই তিনজন ইন্ডিয়ান সার বেঁধে এগোচ্ছে। তিনজনের পরে এবার এক এক করে আরও দুজনকে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল।

'তাড়াতাড়ি আমাদের ওখানে পৌঁছতে হবে,' বার্নি বলে উঠল, 'ওরাও ছেলেটার ডাক শুনতে পেয়েছে। আমাদের চেয়ে ওরাই বেশি কাছে রয়েছে।'

এদিককার ঢালটা অনেক খাড়া। বড় বড় পাথরের চাঁই আর গাছ রয়েছে ঢালের ওপর। রিম ধরে আরও কিছুটা এগিয়ে একটা নামার রাস্তা দেখতে পেল। এটাও যথেষ্ট ঢালু, কিন্তু চেষ্টা করলে নামা যাবে। ঘোড়াগুলো স্লাইড করে নিচে পৌঁছল ওরা।

জিম যেখানে দাঁড়িয়ে রেডকে ডাকছে, সেখান থেকে ওপাশের ঢালটা দেখা যায়। রিমের ওপর থেকে এরফান দেখার ঠিক আগের মুহূর্তেই জিম ইন্ডিয়ানদের দেখতে পেয়েছে। ঘুরেই এক ছুটে টিলার ওপর থেকে নেমে এল সে।

গিল উঠে দাঁড়িয়ে রাগে চিৎকার করে উঠল, 'সোজা ফিরে গিয়ে আবার ঘোড়াটাকে ডাকো! নইলে…' পিস্তল বের করে লীয়ার দিকে তাক করল সে।

থমকে থেমে দাঁড়াল জিম। 'আমার কথা আগে শুনে নাও! ওদিক দিয়ে ইন্ডিয়ানরা আসছে!'

'মিথ্যে কথা,' বলল গিল। কিন্তু এবার ভয় ঢুকে গেছে তার মনে। ছেলেটা মিথ্যা বলেনি বলেই তার মনে হচ্ছে।

'কয়জন?'

'পাঁচ ছয়জন…বেশিও হতে পারে। দেখার জন্যে দাঁড়াইনি আমি। একজন ইন্ডিয়ান আমাদের অনুসরণ করছিল—ওদিকে ইন্ডিয়ানদের ট্র্যাভয়ের চিহ্ন দেখেছি। সম্ভবত ওদেরকে সাথে নিয়েই আক্রমণ করতে আসছে লোকটা।'

একটা অশ্রাব্য গাল বেরিয়ে এল গিলের মুখ থেকে। পালাবার কোন সুযোগ নেই…জক ব্যাটা গেল কোথায়?

'ভিতরে চলে এসো, খোকা। চুপচাপ আমাদের ঘাপটি মেরে বসে থাকতে হবে।'

তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে গুহার চারপাশটা আর একবার দেখে নিল গিল। খুব খারাপ নয়—সামনের দিকে কিছুটা পাথরের আড়াল রয়েছে।

ওদের সাথে যে কোন ঘোড়া নেই, এটাই ওদের স্বপক্ষে কাজ করতে পারে। ইন্ডিয়ানরা ব্যাপারটা টের পেলে ওদের নিয়ে আর ঝামেলায় যাবে না। লাভের আশা না থাকলে মিছেমিছি যুদ্ধে নামবে না ওরা।

'কোনায় ওই পাথরগুলোর আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকো,' বাচ্চাদের আদেশ করল গিল। 'মাথা বের করতে যেও না।' সে জানে না ওখানেই রাতের বেলা লুকিয়ে ছিল ওরা

নিজের জিনিস-পত্র নিয়ে পাথরের দেয়ালটার পিছনে ঘাঁটি করল গিল। ওখান থেকে সামনের দিকে প্রায় পুরো এলাকাটাই সুন্দর কাভার করা যাবে। কিন্তু ইন্ডিয়ানরা যদি চালাক হয়, তবে ওর পিছনের দেয়ালে গুলি করে ওকে মাংসের কিমা বানিয়ে ফেলবে। এর আগেও এমন হতে দেখেছে সে। পাথরে বাড়ি খেয়ে সব বুলেট ওর গায়ে বিঁধবে। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে ইন্ডিয়ানদের অভিজ্ঞতা কম, তাই ওদের মাথায় হয়তো ওটা খেলবে না। শুধু ইন্ডিয়ান বলে নয়—অনেক সাদা মানুষের মাথাতেও এই বুদ্ধিটা চট করে আসবে না।

ওদিকে পাথরগুলোর আড়ালে বাচ্চা দুটো চুপ করে পাশাপাশি শুয়ে আছে। খুব সামান্যই দেখতে পাচ্ছে জিম জায়গাটা খুব অন্ধকার। হয়তো ইন্ডিয়ানরা ওদের দেখতেই পাবে না।

'ভয় পেয়ো না, আমাদের কোন ক্ষতি হবে না,' ফিসফিস করে লীয়াকে বলল জিম।

'তোমার বাবা এসে পড়লে ভাল হত।'

'আসবে সে—তুমি দেখো, বাবা ঠিকই আমাদের নিতে আসবে।'

কিন্তু বাবা কি করে জানবে ওরা এখানে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে আছে? হয়তো সে এখনও ফোর্ট ব্রিজারেই ওদের অপেক্ষায় বসে আছে। ওয়্যাগন ট্রেন ঠিক মত চলতে থাকলেও ওখানে পৌঁছতে এখনও অনেক দেরি থাকত। নাকি পৌঁছে যেত? সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে

জিম টের পাচ্ছে লীয়া থরথর করে কাঁপছে। সে ভাবছে, লীয়া তার মা-বাবার কথা কতটুকু আন্দাজ করতে পেরেছে? আজকাল আর ওদের কথা তোলে না সে। জিমও চায় না লীয়া ওসব নিয়ে বেশি ভাবনা চিন্তা করুক। আজ হোক কাল হোক সে জানবেই—কিন্তু জিম চায় নিরাপদে ওরা দুজনে তার বাবার কাছে ফিরে যাওয়ার পর তার মা রাকা ধীরে সুস্থে সময় মত ওকে সব জানাবে। বড়রা এসব পরিস্থিতি ভাল সামলাতে পারে।

ইদানীং আরও শুকিয়ে গেছে লীয়া। ওর চোখে সব সময়েই কেমন যেন একটা ভয়ের ভাব থাকে। তার নিজের চেহারাও হয়তো ওর চেয়ে ভাল নেই। অনেকদিন আয়নায় মুখ দেখা হয় না

গিল নিচু স্বরে ওদের বলল, 'এবার তোমরা চুপ করো—মোটেও শব্দ কোরো না।'

জিম দেখতে পাচ্ছে পাথরের আড়ালে রাইফেল হাতে তৈরি হয়ে বসেছে গিল। দুটো সারিতে পরিপাটি করে গুলি সাজিয়ে রাখা রয়েছে একটা চ্যাপ্টা মত সমান পাথরের ওপর। ওর কাছে রয়েছে ব্রীচ-লোডিং পারকাশন কারবাইন—জেঙ্কসের তৈরি পয়েন্ট ফাইভ টু ক্যালিবারের একটা চমৎকার অস্ত্র।

অনেকক্ষণ কোথাও কোনরকম শব্দ হলো না। জিমের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। লীয়া ঘুমিয়ে পড়লে ভাল হত, কিন্তু সেও তার মতই বড়বড় চোখে কান পেতে রয়েছে।

হঠাৎ ওয়্যাগন ট্রেনের মৃতদেহগুলোর কথা জিমের মনে পড়ল। নানারকম অদ্ভুত ভঙ্গিতে কুঁকড়ে স্থির হয়ে পড়ে ছিল! গলার কাছে কি যেন ঠেকে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে ওর—থরথর করে কাঁপছে সে। ওর হাতের ওপর হাত রাখল লীয়া। 'জিম, তোমার ঠাণ্ডা লাগছে? তুমি কাঁপছ!'

পাথরের ওপর মাথা রেখে প্রাণপণে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছে জিম। 'হ্যাঁ, শীত করছে,' মিথ্যা বলল সে। 'আগুনের আরও কাছে থাকতে পারলে ভাল হত।'

গিলের রাইফেলটা খুব ধীরে উঁচু হচ্ছে। ব্যারেল সোজা চেয়ে আছে সে। বাইরে গাছ বা ঝোপের একটা পাতাও নড়ছে না।

সবকিছু একেবারে চুপচাপ। কোনরকম শব্দই হচ্ছে না। বাতাস নেই--তবু জিমের শীত করছে!

হঠাৎ নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে গেল ইন্ডিয়ানদের রোম জাগানো চিৎকারে। আক্রমণ করার আগে মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করতে করতে ছুটে আসছে ওরা। ঝোপের ভিতর থেকে একটা মানুষের দেহ হুমড়ি খেয়ে পড়ল। হাঁটুর ওপর দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো সে বুঝি উঠে দাঁড়িয়ে হেঁটে এগিয়ে আসবে--কিন্তু পরমুহূর্তেই সামনের দিকে ঝুঁকে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

লোকটা জক। ওর পিঠে তীর বিঁধে রয়েছে।

একটা বিচ্ছিরি দম আটকে যাওয়ার মত শব্দ করল গিল। তারপর আবার নীরবতা। ঝোপের আড়াল থেকে চিৎকার করে ইন্ডিয়ানরা প্রতিপক্ষকে গুলি করার জন্যে উত্তেজিত করে তুলতে চাইছে। হঠাৎ ঘোড়ার পিঠে একজন আরোহী ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে দ্রুত এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেল। গুহার পাশ দিয়ে যাবার সময়ে গুহা লক্ষ্য করে একটা তীর ছুঁড়ল সে। তীরটা গুহার দেয়ালে লেগে কোন ক্ষতি না করে নিচে পড়ল। গুলি করল না গিল।

কয়েক মিনিট কাটল। এবারে আর একজন আরোহী উল্টো দিক থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নিজেকে ঘোড়ার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে লোকটা। যাবার সময়ে আর একটা তীর ছুঁড়ল সে। গুলি করল না গিল। কিন্তু ঘোড়াটা ঘুরে ঢাল বেয়ে গাছের ভিতরে ঢোকার সময় মুহূর্তের জন্যে লোকটার পিঠ দেখা গেল। এবারে গিল ট্রিগার টিপল

ইন্ডিয়ানটার দিকে তাকিয়ে ছিল জিম, দেখল লোকটার দেহ একটু কুঁকড়ে গেল। কিন্তু গাছের আড়ালে অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত ঘোড়া আঁকড়ে লটকে রইল সে।

এক ঝাঁক গুলি এসে পাথরের দেওয়ালটার ওপর পড়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল। বজ্রপাতের মত শব্দ তুলে প্রতিধ্বনি ক্লিফে বাড়ি খেয়ে ফিরে এল। একটা বুলেট জিমের সামনের পাথরে লেগে চারপাশে সুচ-ফোটানো পাথরের টুকরা ছড়িয়ে দিল। জিমের আরও কাছে সরে এসে ফুঁপিয়ে উঠল লীয়া।

'ভয় নেই, লীয়া,' জিম সান্ত্বনা দিল। 'বুলেট আমাদের গায়ে লাগবে না।' ওকে বোঝাল বটে কিন্তু সে জানে সরাসরি গুলি খাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলেও পাথরে লেগে ছিটকে এসে লাগতে পারে।

গিল পাজি লোক, কিন্তু বোকা নয়। একটা গুলিও বৃথা নষ্ট করছে না। টার্গেট স্থির করে বেছে বেছে মারছে। দরকার হতে পারে মনে করে পিস্তলটাও পাশেই রেখেছে সে।

এক সাথে এক ঝাঁক গুলির প্রচণ্ড শব্দের পরে আবার সব চুপচাপ। ডাইনে বাঁয়ে, দুদিকেই নজর রেখেছে গিল। কেউ ওদিক দিয়ে এসে ওকে ঘায়েল করার চেষ্টা করতে পারে। সে যে ভয় পেয়েছে তা ওকে দেখেই বোঝা যায়। তবে ভয়টা অকারণ নয়। একা যুদ্ধ করছে—একটা ঘোড়াও নেই যে সুযোগ বুঝে পালাবে। তার সঙ্গী, জক, হাত-পা ছড়িয়ে মরে পড়ে আছে। এর থেকে বেঁচে ফিরতে হলে সব তার একাই করতে হবে।

জিম জানে গুহার অন্ধকারে ইন্ডিয়ানরা ওদের দেখতে পাচ্ছে না। মুখ বের করে উঁকি দিল—কোন ভাবে সটকে জঙ্গলে ঢুকে পড়া যায় কিনা বুঝে দেখছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ইন্ডিয়ান লোকগুলো কোথায় আছে দেখতে পাচ্ছে না সে।

গিল ভয় পাচ্ছে ইন্ডিয়ান যোদ্ধারা যদি চারদিক থেকে একসাথে ছুটে এগিয়ে আসে তাহলে আর উপায় থাকবে না। একটা, দুটো বা বড় জোর তিনটেকে মারতে পারবে সে, কিন্তু তারও দফা শেষ হবে।

জিমের বুকের ভিতরে ধড়াস ধড়াস করছে। কনুই-এর ভাঁজে মুখ লুকিয়ে চোখের সামনে যা ঘটছে তা অস্বীকার করার চেষ্টা করল সে। ভাবতে চেষ্টা করল…কিন্তু কি করবে সে? তার পক্ষে যতদূর সম্ভব, করেছে—তবে তা যথেষ্ট নয়।

এবার অনেক আগে ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে যা শুনেছিল সেটা ওর মনে পড়ে গেল। শত্রু কাহিল হলে ইন্ডিয়ানরা একযোগে ছুটে আসে। কে কার আগে আহতদের শেষ করবে সেই প্রতিযোগিতা চলে ওদের মধ্যে। যদি গিল আহত হয় তবে সবাই ওকে ঘিরেই ব্যস্ত থাকবে। তখন কি পালাবার একটা সুযোগ মিলবে?… নাকি ঝুঁকি নিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকবে, আশা করবে ইন্ডিয়ানরা ওদের খুঁজে পাবে না?

নীরব অপেক্ষা চলছে। আবার উঁকি দিল জিম। কোনরকম নড়াচড়া লক্ষ করা যায় কিনা দেখছে সে। হঠাৎ তার মনে হলো ঝোপের মধ্যে একটা ছায়া যেন নড়ে উঠল।

সতর্ক নজর রাখল জিম। আবার কি যেন নড়ল—বেশ বড় কিছু। তামাটে রঙ।...বিগ রেড!

ভিতরে প্রচণ্ড উত্তেজনা অনুভব করছে জিম। ছুটে ওর কাছে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছে। ডাকার জন্যে মুখ খুলেও আবার চুপ করে গেল সে। ইন্ডিয়ানরা অমন একটা ঘোড়া দেখতে পেলে কিছুতেই ছাড়বে না। জিম আর লীয়াকেও ওরা হত্যা বা বন্দী করবে।

যাই হোক, ঘোড়াটাকে চোখে দেখতে পেয়ে ওর মনে নতুন আশা দানা বাঁধছে। এখনও সে জানে না কিভাবে ওখানে পৌঁছবে। কিন্তু একবার ওর পিঠে চড়তে পারলে কারও সাধ্য নেই ওদের ধরে।

'খোকা,' নিচু স্বরে ডাকল গিল। 'তোমার ঘোড়াটা ওই ঝোপের ভিতর রয়েছে, ওকে এখানে আসতে বলো।'

'না।'

'শোনো বাছা'—শান্ত স্বরে বোঝাতে চেষ্টা করল গিল। 'ইন্ডিয়ানরা তোমাদের মত ছোট বাচ্চার ক্ষতি করবে বলে মনে হয় না। আমাকে বাঁচার একটা সুযোগ দাও—ওকে ডাকো। নইলে আমি নিজেই তোমাদের দুজনকে শেষ করব।'

জিমের মাথায় এখন একটাই চিন্তা চলেছে—বিগ রেড এই লোকের হাতে পড়লে ওর কি দশা হবে? বিগ রেড যে ওকে ভালবাসে, বিশ্বাস করে। হোক সে একটা জন্তু—কিন্তু এই বিশ্বাসের মর্যাদা সে ভাঙবে কি করে?

'না, আমি ডাকব না,' দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল জিম।

'আর একটা সুযোগ দিচ্ছি, বলল গিল। ওর ধৈর্যের পাতলা পর্দা ছিঁড়ে যে কোন মুহূর্তে উগ্র রাগ বেরিয়ে আসবে। 'এই একবারই বলছি—তারপর প্রথমে মেয়েটাকে খুন করব।'

সামান্য ফিরে পিস্তলটা তুলল সে। 'মেয়েটার সময় ফুরিয়েছে, তোমারও বেশি দেরি নেই। ঝোপের মধ্যে ঘোড়াটাকে দেখেছি—ওকে ডাকো।'

পিস্তল কক করল গিল। নিস্তব্ধতার মাঝে শব্দটা খুব জোরাল শোনাল।

ষোলো

জিম জানে মিথ্যা হুমকি দিচ্ছে না গিল। যা বলেছে ঠিক তাই করবে। কিন্তু আতঙ্কিত হলো না ও। ক্ষুধা, শীত আর ভয় দিনের পর দিন যেমন দুর্বল করেছে, কঠিন সংগ্রাম ওর মনকে তেমনি শক্ত করেছে। সে ভাবছে গুলি করতে হলে গিলকে ওখান থেকে উঠতে হবে, নইলে গুলি ওদের গায়ে লাগবে না। আর তা না হলে ইন্ডিয়ানরা না যাওয়া পর্যন্ত ওকে অপেক্ষা করতে হবে।

'মিস্টার'—নিচু স্বরে বললেও যাকে কথাটা বলা হলো তার কানে পৌঁছল—'ওখান থেকে মাথা উঠালেই ইন্ডিয়ানদের গুলি খাবে তুমি। চেষ্টা করে

দেখতে পারো।'

'বাছা, আমার কথা শোনো,' নরম সুরে গিলের গলা শোনা গেল। 'ঘোড়াটাকে তুমি ডাকো, আমরা সবাই একসাথে ওর পিঠে চেপে পালাব।'

এটা ডাহা মিথ্যা কথা। ঘোড়াটা কাছে এলেই লাফিয়ে ওর পিঠে উঠে সে পালাবে···হয়তো পারতে পারে···তবে রেডের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওর পিঠে গিলের টিকে থাকার চান্স খুব কম। কিন্তু তিনজনে···অসম্ভব! গিল বিগ রেডকে নিজের জন্যেই চাচ্ছে। এখান থেকে জীবন নিয়ে পালাতে পারলে রেডকে সে নিজের কাছেই রাখবে। আর গিল হচ্ছে চরম নিষ্ঠুর।

'না।'

'খোকা'—রাগে গিলের গলা কাঁপছে—'একেবারে খুন করে—'

একই সাথে দুটো গুলির গর্জন শোনা গেল। জিমের দিকে ফেরায় গিলের একটা পা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়েছিল একটা গুলি ওর পায়ের কাছে বালু ছিটাল—অন্যটা ওর বুটের গোড়ালি ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

চট করে পা-টা আড়ালে টেনে নিল গিল। অন্ধ রাগে একরাশ গালি বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। ঘুরে যেখান থেকে গুলি এসেছে সেই ঝোপের দিকে গুলি করে তাড়াতাড়ি রাইফেলে গুলি ভরে নিল সে।

ঝোপের ভিতর বিগ রেড কি করছে দেখতেও ভয় পাচ্ছে জিম। স্ট্যালিয়নটা কতক্ষণ ইন্ডিয়ানদের চোখ এড়িয়ে থাকতে পারবে?

'লীয়া, তুমি তৈরি থেকো। হঠাৎ আমাদের ছুটে পালাতে হতে পারে.' বলল সে।

উঁকি দিয়ে বিগ রেড যেখানে আছে সেই ঝোপটার দিকে চাইল জিম। গুহা থেকে ওই ঝোপ পর্যন্ত ফাঁকা জায়গাটা ভীত চোখে জরিপ করল। হয়তো সবার অলক্ষ্যে ওখানে পৌঁছানো সম্ভব—কিন্তু ওতে অনেক ঝুঁকি রয়েছে। লীয়ার হাত ধরে মাথা নিচু রেখে পাথরের আড়াল দিয়ে একটু এগোল জিম।

ইন্ডিয়ানদের দিক থেকে আর একটা গুলি এল। মনে হচ্ছে আক্রমণ করার ব্যাপারে দোটানায় আছে ওরা। আক্রমণ করতে গেলে ওদের কেউ কেউ মারা পড়বে এতে সন্দেহ নেই। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে সাধ করে কেউ ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় না—সাহসী ইন্ডিয়ানও না।

লোন মুন জানে ওই লোকটাকে তারা মারতে পারবে—কেবল সময়ের প্রতীক্ষা। ধৈর্য ধরার সিদ্ধান্ত নিল সে। অপেক্ষা করছে ওরা।

ভিতরে ভিতরে লোন মুনের মনটা ছটফট করছে—বিরক্ত বোধ করছে সে ওই লাল স্ট্যালিয়নটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না কেন? দুটো ঘোড়া এর মধ্যেই ধরেছে ওরা, একটা লোককে হত্যাও করেছে। একটা রাইফেল, পিস্তল, কম্বল, এসব টুকিটাকি জিনিসও পেয়েছে। ওদের জন্যে আক্রমণটা মোটামুটি সফল হয়েছে। কিন্তু লাল ঘোড়াটা না পেলে লোন মুনের সব কিছুই ব্যর্থ হবে।

আবার মুখ খুলল গিল। 'তোমাকে আর একটা সুযোগ দিচ্ছি. ঘোড়াটাকে ডাকো

নইলে আমার যা হয় হবে তোমাদের দুজনকে শেষ করব আমি।'

জবাব দিল না জিম। এইমাত্র একটা ইন্ডিয়ানকে ঝোপ থেকে বেরিয়ে ক্রল করে এগিয়ে আসতে দেখেছে সে। একটু একটু করে এগিয়ে আসছে লোকটা। ওকে দেখতে পেলেই গিল গুলি করবে। সবকটা ইন্ডিয়ানের চোখও ওদিকেই থাকবে...

গিলের বাঁ দিক দিয়ে এগিয়ে আসছে লোকটা। আর একটু এগিয়েই ছুরি হাতে লাফিয়ে ছুটে এল

মুহূর্তে ঘুরেই গুলি করল গিল। একই সাথে লীয়ার হাত ধরে দৌড়ে ঝোপের দিকে ছুটল জিম।

গিলের গুলিটা সরাসরি ইন্ডিয়ান লোকটার বুকে লাগল। পিস্তলটা তুলে নিয়ে ঘুরে দেখল বাচ্চারা নেই। তারপরেই ওদের দেখতে পেল।

একটা হুঙ্কার ছেড়ে গুলি করার জন্যে ঘুরল—কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ঝোপের ভিতর থেকে অনেকগুলো গুলির আওয়াজ হলো।

থমকে থেমে গেল গিল—ওর দিকে গুলি আসছে না।

একটা ইন্ডিয়ান ঘোড়ার পিঠে নিচু হয়ে ঝুলতে ঝুলতে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি একটা গুলি করতে গিয়ে মিস করল গিল। জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গা থেকে আরও ইন্ডিয়ান বেরিয়ে ছুটল। একজন গিলের দিকে গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু বাকি সবাই পিছন দিকে অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশে গুলি করতে করতে পালাচ্ছে।

মুহূর্তে চলে গেল ওরা গুলির শব্দ থেমে গেছে। বাতাসে বারুদের ঝাঁঝাল গন্ধ।

'রেড!'

ছেলেটার ডাক শুনে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল গিল। স্ট্যালিয়নটা একটা মৃদু ডাক ছেড়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে ছেলেটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। লীয়ার হাত ধরে অপেক্ষা করছিল জিম।

ইন্ডিয়ানদের উপস্থিতিতে যে রাগটা চেপে রাখতে বাধ্য হয়েছিল গিল সেটা এখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল

'ঘোড়াটাকে এদিকে নিয়ে এসো!' গুলি করার জন্যে ওর হাতে তৈরি রয়েছে পিস্তল।

ঘুরে দাঁড়াল জিম। আড়ষ্ট হয়ে আছে ওর দেহ। 'পিছনে লাগছ কেন? আমাদের মত আমাদের যেতে দাও!'

ধীরে পিস্তল উঠিয়ে তাক করছে গিল। খুনের নেশা চেপেছে ওর মাথায়

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এরফান জেসাপ।

'পিস্তল ফেলে দাও, গিল!' ওর স্বরটা শীতের সকালে তীক্ষ্ণ শোনাল।

পাথরের পিছনে হাঁটু গেড়ে বসেই তাক করল গিল।

এরফানের রাইফেলটা মাটির দিকে মুখ করা ছিল—কিন্তু নিমেষে ওটা কোমর

পর্যন্ত উঠে এল।

নলের মাথায় আগুনের শিখা দেখতে পেল গিল। সেও ট্রিগার টিপল। বুলেটের প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লাগল ওর বুকে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াবার সময়ে দ্বিতীয় গুলিটা ওর কণ্ঠনালী ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। পিস্তলটা হাত থেকে খসে পড়ল। পিস্তলের ওপরই উপুড় হয়ে পড়ল ওর প্রাণহীন দেহটা।

বড় বড় চোখে বাপের দিকে চেয়ে আছে জিম। 'বাবা?' ওর গলাটা কেঁপে গেল। 'বাবা!'

ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল এরফান। 'জিম...আমার জিম...' রাইফেল ফেলে ছেলেকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরল সে। লীয়ার দিকে নজর পড়তেই হাত বাড়িয়ে ওকেও বুকে টেনে নিল এরফান।

ওয়েস্টার্ন

[দুটি বই একত্রে]

কাজি মাহবুব হোসেন

আলেয়ার পিছে

ডেডউড গাল্‌শে দ্বিতীয়বার মেয়েটাকে দেখেই এরফান তার জীবনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। রাকা ওয়েস্টও তার বাবার সাথে সোনার খোঁজে বিগ হর্নসে যাচ্ছে শুনে বিপদের গন্ধ পেয়েও কিছু লোকের আপত্তি উপেক্ষা করে গায়েপড়েই সে ওই ওয়্যাগন ট্রেইনে যোগ দিল। শুরু হলো অভিনব বিপদসঙ্কুল এক যাত্রা।

আর কতদূর

এরফানের সাত বছর বয়সের ছেলে কেবল একটা ছুরি আর পানির বোতল সম্বল করে, বিভিন্ন রকম বিপদের মোকাবিলা করে একটা তিন বছর বয়সের মেয়ের সমস্ত ভার নিজের কাঁধে নিয়ে কিভাবে বাবার সাথে মিলিত হতে এত মাইল পথ পাড়ি দিল? তারই এক চমকপ্রদ বর্ণনা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০